www.asksumon.wordpress.com

হাদিস শাস্ত্রবিশারদ

ইমাম আবু হানীফা (র)

মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ

অনুবাদ

ড. আব্দুল্লাহ আল্-মা'রূফ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

www.asksumon.wordpress.com

হাদীস শাস্ত্রবিশারদ

ইমাম আবু হানীফা (র)

-:: আরো বই ডাউনলোড করুন ::-

www.asksumon.wordpress.com

মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ

অনুবাদ

ড. আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রূফ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.asksumon.wordpress.com

হাদীস শাস্ত্রবিশারদ ইমাম আবু হানীফা (র)
মূল : মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ
অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মা'রূফ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০

ইফা অনুবাদ : ৩৬৪
ইফা প্রকাশনা : ২৬০০
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬১
ISBN : 978—984-06—1374-8

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর ২০১২ খ্রি.
আশ্বিন ১৪১৯ বাংলা
যিলকদ ১৪৩৩ হি.

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মা'রূফ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ :
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মাত্র।

IMAM ABU HANIFA (R.) : A Great Muhaddith—Written by Muhammad Noor Suwaid and Translated into Bengali by Dr. Abdullah Al-Ma'ruf and Published by Director, Department of Translation & Compilation, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. October 2012

Website : www. islamicfoundation. bd.org
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk. 300.00, US Dollar : $ 10.00

www.asksumon.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

ইমাম-শ্রেষ্ঠ আবু হানীফা (র) ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে যে অনতিক্রম্য উচ্চতায় উঠেছিলেন তা ছিল এই উম্মাহ্‌র জন্য মহান আল্লাহ্‌র এক অপরিসীম অনুকম্পা। মহান রাসূলুল্লাহ (সা) ভবিষ্যতের যে সংবাদগুলো দিয়ে গেছেন তার একটি ছিল, 'যদি দীন নক্ষত্ররাজির দূরত্বেও থাকে সেখান থেকেও নিয়ে আসবে আমার উম্মতের এক পারস্য সন্তান'। ইনিই হচ্ছেন ইরাকের কূফা নগরীর আন্-নু'মান ইবন সাবেত, আবু হানীফা (র)। হিজরী ৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইল্‌ম ফিকহে তাঁর যশখ্যাতি এত বিশাল ও বিস্তৃত ছিল যে, ইমাম শাফে'য়ী, যিনি ইমাম আবু হানীফার ইন্তিকালের দিন (১৫০ হি.) জন্মলাভ করেন, বলেছিলেন, "সকল মানুষই ফিকহ্ বিষয়ে আবু হানীফার পোষ্য।" কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) যে, আকীদার ওপর প্রথম গ্রন্থ প্রণেতা (আল্-ফিক্‌হুল আকবার), তিনি যে বাগদাদ নগরীর পরিকল্পনা-প্রকৌশলী অথবা তিনি যে হাদীসের মূল্যবান সংকলন "মুসনাদ" প্রণেতা, অথবা অর্থনীতিবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ সুফী এবং বহু শাস্ত্রবিদ ছিলেন এইসব গুণের কথা তাঁর "ফকীহ" খ্যাতির বিশাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। বরং তাঁর দূরদর্শী পাণ্ডিত্য এবং আগাম কিছু প্রশ্নের সমাধান দিয়ে যাবার কারণে কেউ কেউ তাঁকে আহ্‌লুর-রায় বা নিজ বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অথচ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মূলনীতি ছিল, যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশনা নেই সে ক্ষেত্রে তাঁর কিয়াসের বিপরীতেও যদি কোন সাহাবীর অভিমত পান, তাহলে তিনি তা-ই গ্রহণ করতেন। তারপরও ঈর্ষাকাতর কিছু লোক এই মহান ইমামের প্রতি অবিচার করে বলতে চেয়েছেন যে, তিনি হাদীস উপেক্ষা করে রায় দিতেন। এটা সত্যের অপলাপ মাত্র।

আমাদের এই গ্রন্থটি পাঠ করলে যে কোন সুবিবেচক পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম আযম কত উচ্চমানের হাদীসের ইমাম ছিলেন। তাঁর একক হাদীস সঙ্কলন "মুসনাদ আল ইমাম আবু হানীফা" এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বুখারী-মুসলিম-এর উস্তাদগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, আব্দুর রায্‌যাক, বায়হাকী, দারা কুতনীসহ বহু হাদীসের ইমাম অতি আগ্রহের সাথে ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত নিজ নিজ সঙ্কলনে উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা সাধারণত হাদীস বর্ণনার সময় ওই সকল হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতেন যেগুলোকে তিনি সিদ্ধান্তমূলক মনে করতেন। এ কারণে তাঁর রেওয়ায়াতের সংখ্যা তাঁর জানা হাদীসের তুলনায় অনেক কম। তারপরও তিনি মধ্যম সংখ্যক রেওয়ায়াতকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

www.asksumon.wordpress.com

এ গ্রন্থটির শিরোনামই বলে দেয় যে, এখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি বিশেষ দিক তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান ফেতনার যমানায় এই দিকটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন করা খুবই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন তাদের সবাই এ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারেন। বিশেষ করে হাদীস ও ফিকহ্ বিষয়ে মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং গবেষকগণ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। সময়ের চাহিদা পূরণে বইটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অনুবাদে আমি আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। সনদের নামগুলো পড়তে ক্লান্তিবোধ না করে প্রিয় পাঠক যদি চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন সে যমানার মুসলিম নামগুলো কেমন ছিল এবং কত শত ব্যক্তি এতে জড়িত ছিলেন। ভাষ্যগুলোর মধ্যেও কিছু অভিনবত্ব পাবেন আশা করি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কুয়েতের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিশ্ববরেণ্য আল্লামা ড. সায়্যিদ ইউসুফ আল রেফাঈকে, যিনি ঢাকা সফরের সময় আমার হাতে বইটি তুলে দিয়ে এটি অনুবাদ করতে বলেছিলেন। তিনি শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও হানাফীদের সম্মান করেন। এ ছাড়াও তিনি হাদীসের একজন বিশেষজ্ঞ।

বইটির প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মাদ নূর সুওয়াইদকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বিনিময় দিন। যারা আমাকে ঐ বই অনুবাদে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসকে গ্রহণ করুন। আমীন!

ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মা'রূফ
নাগমা নিকুঞ্জ
৫৬/১-এ, পলাশ নগর,
মিরপুর-১১, ঢাকা।

www.asksumon.wordpress.com

বিষয়সূচি

ড. এনায়াতুল্লাহ ইবলাগ-এর ভূমিকা ৯
ড. শায়খ মাহমূদ আহমাদ আত-তহান-এর ভূমিকা ১৩
ড. মুহাম্মদ ফাওযী ফাইদুল্লাহ-এর ভূমিকা ১৪
গ্রন্থকার মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ-এর ভূমিকা ৫২

প্রথম অধ্যায়

সহীহ কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ৬৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইব্ন হিব্বান (রহ)-এর সহীহ্ সঙ্কলনে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সহীহ ইবনে খুযাইমা (র)-তে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রিওয়ায়াতসমূহ ৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

'সুনান' হাদীস সঙ্কলনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা ৭১
প্রথম পরিচ্ছেদ : সুনান তিরমিযীতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম নাসাঈ-এর আস্-সুনান আল্-কুবরা গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুনান আদ্-দারা কুতনীতে আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ৭৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইমাম বায়হাকীর সুনান আল-কুবরায় আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ৯০

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন মুসনাদ হাদীস সঙ্কলনে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা ১০৪
প্রথম বাব : মুসনাদ আহ্মাদ ইবন হান্বাল-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১০৪
দ্বিতীয় বাব : মুসনাদ আবু ইয়া'লা আল্-মাওসিলী-তে আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা ১০৪
তৃতীয় বাব : মুসনাদ আশ্-শিহাব-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা ১০৭
চতুর্থ বাব : মুসনাদ সুফী ইবরাহীম ইবন আদহাম-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা ১০৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম তাহাবীর বিভিন্ন মুসনাদে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ১০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : আবু জা'ফর আত্-তাহাবী (র)-এর শারহু মা'আনিল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবু জা'ফর আত্-তাহাবী (র)-এর মুশকিলুল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ ১১৪

পঞ্চম অধ্যায়

হাকেম (র)-এর আল-মুসতাদরাক 'আলাস্-সাহীহাইন-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ ১১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম তাবারানীর তিনটি মু'জাম-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ১২১
প্রথম পরিচ্ছেদ : আল্-মু'জাম আল্-কাবীর-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনাসমূহ ১২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মু'জাম আল-আওসাত-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্-মু'জাম আস্-সগীর-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১২৮

সপ্তম অধ্যায়

ইমাম আল-হাইসামী (র)-এর মাজমা'উয্-যাওয়াইদ-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১২৯

অষ্টম অধ্যায়

হাদীস-এর মুসান্নাফ সঙ্কলনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৩০
প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসান্নাফ ইব্ন আবি শায়বা (র)-এ আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ ১৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৩৮

www.asksumon.wordpress.com

নবম অধ্যায়
আবু বাকর আল্-জাস্সাস (র)-এর "আহ্কামুল কুরআন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ ১৫৫
দশম অধ্যায়
ফকীহ ও উসূলী মুহাদ্দিসগণের কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৫৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমাম শাফিয়ীর কিতাবুল উম্ম-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ ১৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম সারাখসী-এর আল্-মাবসূত-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৬৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইব্‌ন হাযম (র)-এর আল্-মুহাল্লা বিল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ১৭১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'আব্দুল 'আযীয আল্-বুখারী (র)-এর কাশ্ফুল আসরার গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত ১৭৫
একাদশ অধ্যায়
ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস ১৭৬
পরিচ্ছেদ : আল্-খাতীব আল্-বাগদাদী (র)-এর তা'রীখ বাগদাদ গ্রন্থে আবু হানীফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ১৭৬
দ্বাদশ অধ্যায়
বিভিন্ন আত্মিক সাধনা বিষয়ক গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণিত হাদীস ১৮২
প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (র)-এর কিতাবুয্-যুহদ-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৮২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাম্মাম আর-রাযী-এর কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৮২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইবনুল মারযুবান-এর "যাম্মুজ সুকফালা গ্রন্থে আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৮৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাসানী-তে আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৮৫
ত্রয়োদশতম অধ্যায়
আল্-আজযা আল-হাদীসিয়্যা-তে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত ১৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক-এর গ্রন্থে ১৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'মান্ কাযাবা আলাইয়্যা' হাদীসটির বিভিন্ন সূত্রগ্রন্থ ১৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কিতাবুস্-সুন্নাহ্ ১৮৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কিতাবুস্-সুন্নাহ ১৮৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ : কিতাব ইমাতা' বিল-আরবাঈন ১৮৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ : কিতাব আল্-জুয্ ইব্‌ন হাইয়্যান আল্-ইসপাহানী প্রণীত ১৮৯
নবম পরিচ্ছেদ : জুয্ আল্ফ দীনার ১৯০
দশম পরিচ্ছেদ : হাদীস খাইছামা ১৯১
একাদশ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল ফাওয়ায়েদ ১৯১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : কিতাব জুয্ ইবনুল গিত্রীফ ১৯২
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : কিতাব মাশীখাহ্ ইব্‌নুল হাত্তাব ১৯২
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল আমালী আল্-মুত্লাকাহ্ ১৯২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল ই'তিকাদ ১৯৩
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল 'আযামাহ্ ১৯৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : কিতাব : মাজলিসু ইমলা' ফী রু'ইয়াতিল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ১৯৫
(মহান আল্লাহ্‌র দর্শন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ) ১৯৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : কিতাব জুয্ ইব্‌ন 'আমশালিক ১৯৫
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : কিতাব নসীহাতি আহ্লিল হাদীস ১৯৬
বিংশ পরিচ্ছেদ : আল্- 'উজালাহ্ ফিল আহাদীস আল্-মুসালসালাহ্ গ্রন্থ (হাদীস সিরিজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী) ১৯৬
একবিংশ পরিচ্ছেদ : কিতাব ওয়াসায়াল 'উলামা ১৯৮

www.asksumon.wordpress.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডক্টর এনায়াতুল্লাহ্ ইবলাগ-এর ভূমিকা

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই। সালাত ও সালাম নিবেদন করছি রাসূলশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর আর তাঁর আ-ল ও আসহাবের ওপর।

ইমাম আ'যম (র)-এর মত বিশাল বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে এই মহান ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই ইমামের জীবন ও কর্ম তাঁকে এমন এক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ফাত্ওয়া প্রদান, হাদীসের বিশ্লেষণ, হাদীস অনুধাবন এবং শরীয়াতের বিধি-বিধান উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি এতই সুপরিচিত যে, তিনি তিক্ত সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং তাঁর মতামতের প্রতি কটাক্ষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

ইমাম আ'যম আবু হানীফার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তাঁর অঞ্চলকে অতিক্রম করে পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামী দেশগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাঁর মতামত নিয়ে মানুষ আলাপ-আলোচনা করছে। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে পক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ণিত আছে, সিরিয়ার বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম আওযা'য়ী (র) ছিলেন আবু হানীফার সমসাময়িক। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারককে বলেছিলেন, কে এই বেদ্আতী, কুফায় যার আবির্ভাব ঘটেছে, যাকে আবু হানীফা বলে ডাকা হয়? ইবনুল মুবারক এর উত্তর দেননি, বরং তিনি কিছু জটিল মাসআলার অবতারণা করে তা বিশ্লেষণের দিক তুলে ধরেন এবং এ সম্পর্কে কি রায় তা জানান। এতে আওযা'য়ী বলেন, কে এই ফতোয়া দিয়েছে? তখন তিনি বলেন, ইনি এক বিশিষ্ট আলিম। তাঁকে আমি ইরাকে দেখেছি। তখন আওযা'য়ী বললেন, ইনি এক মহান শায়খ। তাঁর কাছে গিয়ে আরও জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর। তখন তিনি বললেন, ইনিই হচ্ছেন আবু হানীফা (র)!

এর কিছুদিন পর আওযা'য়ী (র) ও আবু হানীফা (র) মক্কায় পরস্পর মিলিত হন এবং উভয়ে মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেন, যা ইতিপূর্বে ইবনুল মুবারক উল্লেখ করেছিলেন। তখন তিনি সে সব পরিষ্কার করে বলেন। যখন তাঁরা উভয়ে আলাদা হলেন আওযা'য়ী তখন ইবনুল মুবারককে বললেন, না জেনে এই লোকটির জ্ঞানের প্রাচুর্য ও বুদ্ধিমত্তার গভীরতা সত্ত্বেও তাঁর গীবত করে ফেলেছি। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই। আমি আসলে এক সুস্পষ্ট ভুলে পড়েছিলাম। আমি তাঁর সাথে সাথে থাকব, আমি যা শুনেছি ইনি তার বিপরীত।

www.asksumon.wordpress.com

এই ইমামের বিষয়ে কিছু লোক জবান দরাজ করেছে যারা তাঁর জ্ঞানের মূল্যায়নে একেবারেই অনবধান। তারা বলেছে যে, ইনি কিয়াসের সামনে হাদীসের কোন গুরুত্ব দিতেন না। আর এই অজ্ঞতা আমাদের এই যমানায় একটু বেশিই হচ্ছে। এটি উৎসারিত হয়েছে অন্ধ স্বজনপ্রীতি, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং হক ও হাকীকত অনুধাবনের অভাবে।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আস্-সালেহী বলেন, আবু হানীফা (র) ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের অন্যতম হাদীসবেত্তা এবং হাদীসের বিশিষ্ট বিশারদ। যদি তিনি হাদীসকে এত বেশি গুরুত্ব না দিতেন তাহলে ফিক্হ-এর এত বেশি মাসআলা বের করা তাঁর পক্ষে আদৌ সহজ হতো না।

প্রখ্যাত হাদীস বিশ্লেষক ও বিশারদ ইমাম যাহাবী (র) ইমাম আবু হানীফাকে তবাকাতুল হুফ্ফায-এ উল্লেখ করেছেন (হাদীসের হাফেযদের শ্রেণীবিন্যাসকে তবাকাতুল হুফ্ফায বলা হয়)। তিনি কাজটি ঠিকই করেছেন এবং উত্তমভাবে তা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, তাঁর হিফ্যের পরিধি সুবিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে হাদীসের বর্ণনা কম হওয়ার কারণ হচ্ছে ফিক্হ।

মাস্আলা উৎকলন ও বিশ্লেষণেই তিনি মশগুল ছিলেন। একই কারণে ইমাম মালেক ও শাফিঈও যত হাদীস শুনেছেন সে তুলনায় খুব কমই রেওয়ায়াত করেছেন। ঠিক এভাবে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত বড় বড় সাহাবীগণ অনেক বেশী জানা সত্ত্বেও রেওয়ায়াত করেছেন সামান্য কিছু হাদীস। অথচ তাদের চেয়ে কম জানা লোকেরা হাদীস বর্ণনা করেছেন অনেক বেশি। এরপর তিনি এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করেন যাতে ইমাম আবু হানীফা (র) অনেক হাদীস জানেন বলে প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি আবু হানীফার ১৭টি মুসনাদ রেওয়ায়াত ক্ষেত্রে ওগুলোর সঙ্কলকদের সাথে তাঁর সনদের অবতারণা করেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর হাদীসের সংখ্যা অনেক।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র) সাধারণত তাঁর সামনে যে সকল হাদীস ও কুরআনের প্রামাণিক ভাষ্য থাকতো সেগুলোর কারণ বিশ্লেষণ করে বিধি-বিধান নির্দেশ করতেন। এগুলোর উপর ভিত্তি করে এর শাখা মাসআলাগুলো বের করতেন। ওইসব কার্যকারণগুলোকে সূত্র হিসেবে ধরে নিতেন এবং যেসব বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেগুলোকে ওইসব সূত্রের মধ্যে ফেলে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন এবং এভাবেই ওইসব সূত্রের আবেদন অনুসারে বিধি-বিধান নির্দেশ করতেন। এরপর যদি কোন হাদীস পেতেন যা তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে হতো এতে তাঁর ওই গবেষণা আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতো। পক্ষান্তরে যদি তাঁর সিদ্ধান্তটি পরে প্রাপ্ত হাদীসের খেলাফ হতো, আর হাদীসের বর্ণনাটি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হয়, যাদের ওপর সহীহ রেওয়ায়াতের শর্ত প্রযোজ্য হয়, এক্ষেত্রে তিনি হাদীসকেই গ্রহণ করতেন, কিয়াস

---

১. 'উকূদ আল-জাম্মান, অধ্যায় ২৩, পাণ্ডুলিপি।

www.asksumon.wordpress.com

ভিত্তিক গৃহীত হুকুম প্রত্যাহার করে নিতেন এবং প্রামাণ্য ভাষ্য বা নস্-এর সীমায় নিজেকে সংযত রাখতেন। এর ওপর কিয়াস খাটাতেন না। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে :

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) "ভুলক্রমে কেউ পানাহার করলে তার সওমকে বহাল রেখেছেন। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত তার রিযিক"।[২] এ হাদীস পেয়ে তিনি তা গ্রহণ করেন, যদিও এটা তার নির্ধারিত সূত্রের বরখেলাপ। তাঁর সূত্র হচ্ছে : রোযা ভাঙ্গার মূল কারণ হচ্ছে কোন কিছু পেটে পৌঁছা এবং সঙ্গম। এক্ষেত্রে তিনি ভুলক্রমে পানাহার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তার কিয়াসের কার্যকারণকে বহাল রেখেছেন। ভুলে যাওয়ার ওপর ভুল করাকে কিয়াস করেননি, যদিও দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ইচ্ছা (ارادة) না থাকাটা সমভাবে বিদ্যমান। তিনি এই নীতি এজন্য গ্রহণ করেছেন যে, ভুলে যাওয়ার এই হুকুমটি এসেছে কিয়াসের সাধারণ আবেদনের ব্যত্যয় হিসেবে। সে কারণে এই নস্ বা হাদীসের ভাষ্যের মধ্যেই এর নির্দেশনা সীমিত থাকবে। এর বাইরে এর বিস্তার ঘটবে না।

নাঈম ইবন আমর বলেছেন, আমি আবু হানীফা (র)-কে বলতে শুনেছি, "কী আশ্চর্য! লোকেরা বলে, আমি নাকি নিজের মত দিয়ে ফাতওয়া দেই। অথচ আমি তো হাদীসের ভিত্তি ছাড়া কোন ফাতওয়া দেই না।"[৩]

ইমাম আবু হানীফা (র) এমন একজন উঁচু মাপের ইমাম যার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) দব্ত (তীক্ষ্ণ মেধা), নিষ্কলুষ চরিত্র ও স্মরণশক্তির ব্যাপারটি প্রমাণিত সত্য। কাজেই তাঁকে কটাক্ষ করে কেউ কিছু বললে তাতে কিছু যায় আসে না।

আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ, তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী মনীষীগণ আমীরুল মু'মেনীন ফিল হাদীস-এর সকল মনীষী তাঁর ফিক্হ, আল্লাহভীরুতা, সত্যবাদিতা, স্মরণশক্তি এবং উম্মতকে নসিহত করার ব্যাপারে তাঁর ভূয়শী প্রশংসার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সকলের ইজ্মা রয়েছে। তাঁর প্রশংসা করেছেন ইমাম বুখারীর উস্তাদগণ এবং তাদের উস্তাদগণ। যেমন আলী ইবন আল্-মাদীনী ও ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন, ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'য়ীদ আল্-কাত্তান, মক্কী ইবন ইব্রাহীম, ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, শো'বাহ্ ইবনুল হাজ্জাজ,

---

২. তাবারানী তাঁর আল-মু'জাম আল্-কাবীর-এর ২৫/১৬৯-এ তাঁর সনদে বর্ণনা করেন : উম্ম ইস্হাক আল্-গানাবিয়্যাহ (রা) বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক গামলা খিচড়ি নিয়ে আসা হলো। তখন মহানবী (সা) এ থেকে কিছু খেলেন। তাঁর সাথে আমিও খেলাম। আমাদের সাথে যুল ইয়াদাইনও খেলেন। এরপর মহানবী (সা) কিছু রস খেলেন, আমাকেও কিছু দিলেন। তখন মহানবী (সা) আমাকে বললেন : কি ব্যাপার! তুমি বলেছ, তুমি রোযাদার, সেকথা কি ভুলে গেলে? তখন যুল ইয়াদাইন বললেন, এখন ? খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর? তখন মহানবী (সা) বললেন : ওহে! তোমার ক্ষতি নেই, এটা তোমার রিযিক। আল্লাহ্ তোমাকে তা দিলেন। এখন তুমি তোমার সওম পূর্ণ কর।

৩. মানাকিব আবু হানীফা লিল মাক্কী, পৃ. ১-৯৬।

www.asksumon.wordpress.com

সুফিয়ান আস্-সাওরী, মালেক, আশ্-শাফি'য়ী, আহ্মাদ ইবন হাম্বল, জা'ফর আস্-সাদেক ও আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র)।

যাহোক আমরা ইমাম আবূ হানীফার হাদীস রেওয়ায়াতের বিষয়ে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের জ্ঞানগত দিক নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে যা আলোচনা করলাম এর প্রেক্ষিতে বলতে চাই—

ভ্রাতৃপ্রতীম প্রকৌশলী মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ যা কিছু উপস্থাপন করেছেন তা মহান ইমামের পক্ষে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর একটি হক বা অধিকারও বটে।[৪] এই যমানার লোকেরা যেন তাঁর প্রতি কটাক্ষ না করেন এটা তারই একটি শুভ প্রয়াস। বস্তুত বর্তমানকালে আমাদের প্রয়োজন মহান ইমামদের কীর্তিগাঁথা বর্ণনা করা, পূর্বেকার কাদা ছোঁড়াছুঁড়িকে নতুন করে বর্ণনা করা নয়।

আল্লাহ্র কাছে কামনা করি, আল্লাহ্ যেন তাদের হেদায়াত দেন যারা খুবই দুর্বল প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কারও হককে অবজ্ঞা করে। মহান আল্লাহ্ সালাত নিবেদন করুন তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজন মুহাম্মদ ও তাঁর সকল আল ও আসহাবের ওপর।

বিনীত
এনায়াতুল্লাহ্ ইবলাগ
কুয়েত : রবিউস সানী, ১৪৪২ হি.,
শারী'য়াহ অনুষদ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

---

৪. এই মহান ইমামের প্রতিরক্ষার জন্য আমার মত লোকের প্রয়োজন নেই। এটা কেবল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের কিঞ্চিৎমাত্র উন্মোচন, সামান্য অবদান রাখার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইলমে ফিক্হের জটিল সমস্যাদি নিরসনের পথ পেতে তিনিই হলেন শেষ গন্তব্য। ইমাম আবু হানীফার প্রতি আমার ভালবাসা বেড়ে গেল ঠিক যখন আমি আমার উস্তাদ ডক্টর মুহাম্মদ ফাওযীর হাতে ইল্মে উসূলুল ফিক্হ লাভ করেছিলাম। তারপর কুয়েতে আমার উস্তাদ এনায়াতুল্লাহ্র নিকট পড়েছিলাম। দেখলাম তাঁর চিন্তাগত মৌলনীতি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাথে বেশ মিলে যায়। তদুপরি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও নৈপুণ্য তো রয়েছেই। তিনি জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেকে এক্ষেত্রে নিবদ্ধ করে এল্মী ময়দানে এক জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র-শিক্ষক ও জ্ঞানীদের জন্য অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছিলেন। এজন্য তিনি প্রধান বিচারপতির পদও গ্রহণ করেননি। তাঁকে জেলে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি সত্যিই কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে জ্ঞান দিয়ে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আয়েম্মাতুর রায়। তিনি ইলমে ফিক্হ-এর ইতিহাসে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁর পরবর্তী যুগে আল্লাহভীতি পরহেযগারী ও জ্ঞানের প্রসারে বহু লোক বহু পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ফিক্হী মাযহাব হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক। ইতিহাস জুড়ে সকল ইসলামী খেলাফতই তাঁর এই মাযহাবকেই গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তাঁকে সুবিস্তারিত রহমতে ধন্য করুন। অন্যান্য ইমামগণকেও আল্লাহ্ রহমত করুন। (এম, নূর)

www.asksumon.wordpress.com

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

ড. শায়খ মাহ্‌মূদ আহমাদ আত-তাহান-এর ভূমিকা

এক আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা, সালাত ও সালাম মহানবীর উপর যাঁর পর আর কোন নবী নেই, তাঁর আল ও আসহাবের উপর এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসারীদের ওপর।

আমাদের গুণী ভাই মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ "ইমাম আবু হানীফা আন্ নু'মান : মুহাদ্দেসীনের কিতাবে মুহাদ্দিস হিসেবে" এই শিরনামে যা লিখেছেন আমি তা পড়ে দেখেছি। তিনি যে সুন্নাতে নববীর ২৮টি উৎস থেকে ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংকলন করেছেন তাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এ ক্ষেত্রে দেখলাম, তিনি উত্তমভাবেই অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আবু হানীফার হাদীসের এই সংকলন বিশিষ্ট হাদীসের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীসের রাবীদেরই একজন এবং হাদীসের অন্যতম ইমাম ও হাফেয। কেনই বা হবেন না, এই দেখুন ইমাম যাহাবী পর্যন্ত তাঁর তাযকেরাতুল হুফ্‌ফাযে ইমাম আবু হানীফার জীবনী উপস্থাপন করেছেন এবং আবু হানীফাকে অন্যতম হাফেযে হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন।

হ্যাঁ, আবু হানীফা (র) মশহুর মুহাদ্দিসগণের মত বেশি বেশি রেওয়ায়াত করেননি। কারণ তিনি মাসআলা ও বিধি-বিধান বের করা, হাদীসের মর্ম উপলব্ধি ও ফাত্‌ওয়া চর্চায় নিরত ছিলেন। তবে নিঃসন্দেহে মহানবী (সা)-এর হাদীস ও তাঁর রেওয়ায়াত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল বিশাল বিস্তৃত। তা না হলে তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে লোকদের ফাত্‌ওয়া দিতেন। আর মহানবী (সা)-এর হাদীস না জেনেই কি সবাই তাঁকে ফিক্‌হের ইমাম অভিধায় বিভূষিত করেছেন?

এক কথায়, আমাদের সম্মানিত ভাই মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ এই গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করেছেন তা ভাল একটি কর্ম। তার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। তার এই গবেষণা কর্ম পাঠককে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করবে যে, নিশ্চয়ই আবু হানীফা (র) হাদীসের একজন ইমাম এবং এর রেওয়ায়াতকারীদের অন্যতম রাবী। মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করছি, তিনি আমাদের সম্মানিত ভাই মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদকে এ কাজটির জন্য উত্তম পুরস্কার দিন, তাঁর সাওয়াবকে করুন বিরাট-বিশাল। আর তার এ কর্মটিকে রাখুন তার পুণ্যের পাল্লায়। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

বিনীত

ড. মাহ্‌মূদ আহমাদ আত-তাহান

প্রফেসর, হাদীস বিজ্ঞান, শরী'য়া অনুষদ,

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

কুয়েত

৮ সফর, ১৪২৪ হি.

১০-০৪-২০০৩ খ্রি.

www.asksumon.wordpress.com

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

ড. মুহাম্মদ ফাওযী ফাইদুল্লাহ-এর ভূমিকা

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌! সালাত ও সালাম আমাদের সাইয়্যেদ, আমাদের নবী ও আমাদের রাসূল মুহাম্মদ-এর ওপর যিনি আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ ও রাসূল, তাঁর সৃষ্টিজগতের সার আর তাঁর আল ও আস্‌হাবের ওপর যারা তাদের অনুসারী এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উত্তম অনুসরণকারী এমন সকলের ওপর।

কারো সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই যে, ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহি ছিলেন অন্যতম তাবে'ঈ। এ বিষয়েও কারও সন্দেহ নেই যে, তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে পেয়েছিলেন। তিনি সেই তিনটি যুগেরই লোক যার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'এ তিনটি যুগ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ'।

ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমার পিতামহ নু'মান হিজরী ৮০ সালে জন্মলাভ করেন। আমার প্রপিতামহ সাবেত তাঁকে নিয়ে যখন আলী (রা)-এর নিকট যান তখন তিনি (আবু হানীফা) ছিলেন ছোট। তখন তিনি তাঁর ও তাঁর বংশধরের জন্য বরকতের দোয়া করেন।

ইবনে হাজার আল হাইছামী শাফিঈ—আল-খাইরাতুল হেসান-এর গ্রন্থকার, ইমাম আবু হানীফা আন-নু'মানের জীবন ও কর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ইমাম আবু হানীফা বহু সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তাদের সংখ্যা হিসেব করেছেন ১৬ জন। তাঁরা হলেন :

আনাস ইবন মালেক, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন উনাইস আল্‌-জুহানী, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনুল হারেস ইবন জায' আয্‌-যুবাইদী, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্‌, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আবু আওফা, ওয়াসেলা ইবন আল্‌-আসকা, মা'কিল ইবন ইয়াসার, আবু আত্‌-তুফাইল, আমের ইবন ওয়াসেলাহ্‌, আয়েশা বিন্‌ত হাদরাদ, সাহ্‌ল ইবন সা'দ, আস-সায়েব ইবন খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদ, আস্‌-সায়েব ইবন ইয়াযীদ ইবন সা'দ, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন সামুরাহ্‌, মাহ্‌মূদ ইবনুর রাবী', আব্দুল্লাহ্‌ ইবন জা'ফর এবং আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম।

আনাস ইবন মালেক (রা) : অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর দেখা পেয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, طلب العلم فريضة على كل مسلم যা সামনে আসছে। এটি ঐ সকল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা ইমাম আবু হানীফা সরাসরি রেওয়ায়াত করেছেন এবং এ বিষয়ে বেশ কিছু জীবনী গ্রন্থকার একমত পোষণ করেছেন এবং এগুলোর সনদ বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

www.asksumon.wordpress.com

১। আবু হানীফা (র) আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : طلب العلم فريضة على كل مسلم "জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলিমের উপর ফরয।" এ হাদীসটি জীবনী গ্রন্থসমূহে দু'টি সনদ দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।

২। আবু হানীফা (র) জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক আনসার ব্যক্তি এসে মহানবী (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাগ্যে একটি সন্তানও পাইনি। আমার একটি সন্তানও হয়নি। মহানবী (সা) বললেন :

وأين أنت من كثرة الاستغفار والصدقة يرزق الله بها الولد؟

"তুমি তো বেশি বেশি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও সাদাকা করা থেকে কোথায় পড়ে আছো! এর মাধ্যমেই তো আল্লাহ্ সন্তানের রিযিক দিয়ে থাকেন"।

তিনি বলেন, এরপর ঐ লোকটি বেশি বেশি দান-খয়রাত ও এস্তেগফার করত। জাবের (রা) বলেন, এরপর তার নয়টি পুত্রসন্তান হলো। ৯৬ হি. সালে আবু হানীফা (র) তাঁর পিতার সাথে হজ্জ করতে যান। সেখানে মসজিদুল হারামে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবন জায' আয্-যুবাইদী (রা) নামক মহানবী (সা)-এর এক সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন :

من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب .

"যিনি আল্লাহ্র দীনের ওপর পাণ্ডিত্ব হাসিল করলেন তার চিন্তা করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সে অভাবিতভাবে রিযিক পাবে।"

৩। তিনি ৯৬ হিজরী সালে তাঁর পিতার সাথে হজ্জ করেন। এ সময় মসজিদে হারামে মহানবী (সা)-এর সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারিস ইবন জায' আয্-যুবাইদী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন :

من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب .

"যিনি আল্লাহ্র দীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছেন তার ভাবনা-চিন্তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট আর তার রিযিক আসবে অভাবিতভাবে।"

৪। আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আন্হুকে বলতে শুনেছি, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি :

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ বানালো, যদিও তা বেড়ালের বাসার মত হোক।"

৫। আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ৮০ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেছি। ৯৪ সালে আব্দুল্লাহ্ ইবন উনাইস রাদিয়াল্লাহু 'আন্হু কুফায় আসেন। তখন তাঁর কাছে হাদীস শুনি। আমার বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তাঁকে বলতে শুনেছি : حبك الشئ يعمى ويصم "কোন বস্তুর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে ফেলবে।"

www.asksumon.wordpress.com

৬। আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবনুল আস্‌কা' (রা)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা) বলেছেন :

لا تظهرن شماتتك لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ·

"তোমার কোন ভাইয়ের অপমানজনক কোন বিষয় কখনো প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দিয়ে ঐ মুসিবতে তোমাকেই ফেলবেন।"

৭। আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা) মহানবী (সা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেন যে, তিনি বলেছেন : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "যা তোমার সন্দেহের উদ্রেক করে তা ছেড়ে যা সন্দেহ সৃষ্টি করে না তার প্রতি অগ্রসর হও।"

কতক লেখক, যেমন কারদারী তাঁর আল্-মানাকেবে আরও তিনটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা এ সাতটির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ করলাম। এক্ষেত্রে ড. এনায়াতুল্লাহ্ ইবলাগকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিসন্দর্ভ :

الامام الاعظم أبو حنيفة رحمه الله وأراؤه الكلامية فى العقيدة الاسلامية ·

"ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ ও ইসলামী আকীদায় তাঁর আকীদা-বিশ্বাসগত দৃষ্টিভঙ্গি" গ্রন্থে এই সাতটির মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, বহু লেখক এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) অবশ্যই আনাস ইবন মালেক (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ঐ সকল লেখকের মধ্যে রয়েছেন ইব্‌ন সা'দ, ইমাম দারা কুত্‌নী, আবু না'ঈম আল-ইসফাহানী, ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ প্রায় বিশজন হাদীসবেত্তা। এ তথ্য আমি পেয়েছি আমাদের প্রফেসর শায়খ ইমাম মুহাম্মদ জাহেদ আল-কাওসারী (র)-এর গ্রন্থে, যার একটি কপি তিনি বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আমাকে সৌজন্য হিসেবে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির নাম : تأنيب الخطيب فيما ساقه فى إبى حنيفة من الأكاذيب

"ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে খতীব বাগদাদীর মিথ্যা অপবাদের অপনোদন" (পৃ. ১৫)।

আনাস ইবন মালেক (রা)-কে সম্মানিত ইমামের দেখার বিষয়ে বিতর্ক করা সমীচীন নয়। কারণ তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী। তিনি এক শত বছরেরও (১ বছর বা তিন বছর বা সাত বছর) বেশি বেঁচেছিলেন। তিনি যে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এ বিষয়েও মতবিরোধ করা আদৌ ঠিক নয়। বিশেষ করে এই বর্ণনাটি : আবু হানীফা (র) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬১ হিজরী সালে। এই বর্ণনা অনুসারে হাদীসের রিওয়ায়াত বহন করার মত বয়স তখন তাঁর ছিল।

হাদীস বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র)

প্রফেসর শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্-সায়েস ও তাঁর সহকর্মী আস-সুবকী ও বারবারী প্রণীত تاريخ التشريع الاسلامى "ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের ইতিহাস" (পৃ. ২৪৩) গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"কিছু লোক ধারণা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীসের ক্ষেত্রে স্বল্প-সম্ভার। তিনি কেবল ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি একটি ভিত্তিহীন ও প্রত্যাখ্যাত কথা। কারণ

www.asksumon.wordpress.com

তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো, তিনি একাই ২১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। এই সংখ্যা ঐসব হাদীসের বাইরে যা তিনি অন্যান্য ইমামদের সাথে বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর একটি হাদীস সংকলন রয়েছে যাতে ১১৮টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে কেবল সালাত অধ্যায়েই।

ইবনে হাজার আস্‌কালালী (র) তাঁর تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة "চার ইমামের রাবীদের অতিরিক্ত বর্ণনার ত্বরিত উপকার" গ্রন্থে বলেছেন, তবে মুসনাদ আবু হানীফা তাঁর সঙ্কলন নয়। আবু হানীফার হাদীসের যে সঙ্কলন বিদ্যমান তা হচ্ছে কিতাবুল আছার যা তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান (র) রেওয়ায়াত করেছেন। আরও কিছু হাদীস পাওয়া যায় মুহাম্মদ ইবনুল হাসান এবং তাঁরও পূর্বে আবু ইউসুফের রচনাবলীতে। আবু হানীফার হাদীসের বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন আবু মুহাম্মদ আল হারেসী। এটি ছিল তিন শত হিজরী সালের পর। তিনি এসব হাদীসকে একটি পুস্তকাকারে সঙ্কলন করেন। এটি তিনি আবু হানীফার উস্তাদদের ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন।

এরপর আমাদের প্রফেসর সায়েস ও তাঁর দুই সহকর্মী 'আবু হানীফা হাদীসের স্বল্প সম্ভার' ব্যক্তি ছিলেন মন্তব্যটি খণ্ডন করার পর বলেন, "মুওয়ায়্যিদ ইবন মাহ্‌মূদ আল্‌-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৬৬৫ হি. সন) মুসনাদ ইমাম আবু হানীফা নামে একটি হাদীস সঙ্কলন প্রস্তুত করেন। এটি ১৩২৬ সালে মিসরে ছাপা হয়। এতে প্রায় বড় আকারের ৮০০ পৃষ্ঠা হয়েছিল। তিনি ১৫টি মুসনাদ থেকে এটি সংলন করেছিলেন, যেগুলো পূর্বেকার দিকপাল হাদীসবেত্তাগণ সংকলন করেছিলেন। এই সকল সঙ্কলন ফিক্‌হের অধ্যায়ের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়েছিল। এগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং সনদের পুনপুনিকতা বর্জন করা হয়েছিল।[৫]

সম্ভবত ইবনে খালদূন তাঁর মুকাদ্দিমাতে যে বলেছেন, 'ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কাছ থেকে কেবল ১৭টি হাদীস বর্ণনার বিষয়টি তাঁর কাছে সহীহ বলে প্রমাণিত', এর অর্থ হচ্ছে দশটির বেশি মুসনাদ। আর সেইসব মুস্‌নাদ (হাদীস সংকলন) হচ্ছে যা আল্‌-খাওয়ারিজমী সঞ্চয়ন করেছেন। কেননা এটা ভাবাই যায় না যে, আবু হানীফা থেকে ১০-১২ টির বেশি হাদীস বর্ণনার প্রমাণ নেই। তাহলে বিখ্যাত সেই ছয়টি যাহের রিওয়ায়াতের কিতাব যা ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন তা কিভাবে লিখেছিলেন? আর এই কিতাবগুলোই তো তাঁর মাযহাব। আর এগুলো আমাদের কাছে তাওয়াতুর[৬] (ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে) পৌঁছেছে। এগুলোর বাইরে তাঁর মাযহাব যায়নি। এগুলোর ভাষ্য ছাড়া কোন ফাত্‌ওয়া দেয়া হয় না। এই ছয়টি গ্রন্থে শত শত হাদীস রয়েছে যা থেকে তিনি প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং এগুলো তাঁর কাছে সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও হাদীসের রেওয়ায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কে সবার জানা। কাজেই সাধারণভাবে একথা বলা আদৌ ঠিক নয় যে, আবু হানীফার কাছে ১০-১২ টির বেশী হাদীস

---

৫. তা'রীখুত তাশরী' আল-ইসলামী, পৃ. ২৪২-২৪৩।

৬ মুকাদ্দিমা আলালি কিতাবিল আসল লিল-ইমাম মুহাম্মাদ (র)।

সহীহ বলে প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে ইবনে খালদূনের ঐ কথাটির অর্থ ওভাবে নিতে হবে যেভাবে আমি ইতিপূর্বে বললাম (অর্থাৎ ১৭টি হাদীস নয়, ১৭টি সঙ্কলন)।

ছয়টি সহীহ গ্রন্থসহ আরো অন্যান্য গ্রন্থে আবু হানীফা (র) থেকে রেওয়ায়াত করা হয়েছে

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকৌশলী লেখক, ইসলামী শিক্ষার বিশেষ অগ্রণী প্রফেসর মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ, যিনি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্, ফিক্হ, বেশ কিছু হাদীস সঙ্কলন ও সাহাবীদের মতামত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তিনি جامع الفقه الاسلامى وغيره ইসলামী ফিকহ্ সঙ্কলন শির্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বেছে নিয়ে মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করব। এর মধ্যে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যা প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস সঙ্কলনেও আছে।

১। الجار احق بسبقه। "পড়শী তার পাশের সম্পত্তির অগ্রাধিকারী"। এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফিয়ী তাঁর আল-উম্ম কিতাবে। তিনি এমন সনদে তা বর্ণনা করেছেন যেখানে আবু হানীফা (র) রয়েছেন।

২। ইবন আবু শাইবা তাঁর মুসন্নাফে বর্ণনা করেছেন এই সনদে আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে তিনি বলেন : উমার (রা) বলেছেন : حسنوا أصواتكم بالقرآن "পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার সময় তোমাদের আওয়াজ সুন্দর করো।"

৩। আবদুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফে আবু হানীফা (র) থেকে রেওয়ায়াত করেন, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি আমার এ উযুর মত উযু করতে দেখেছি। এরপর বলেন :

من توضأ وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم -

"যে আমার এ উযুর মত করে উযু করে পূর্ণ মনঃসংযোগ সহকারে দুই রাকাআত নামায পড়ল তার পিছনের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।"

এই আবদুর রাজ্জাক হলেন ইমাম আবু হানীফারই শাগরেদ। অন্য আটটি হাদীস সঙ্কলনের গ্রন্থকারগণ তাঁর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন তাদের উস্তাদদের মাধ্যমে। তবে ইমাম আহ্মাদ (র) নিজেই তাঁর থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রাজ্জাক আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে : من كل شيئ أنبتت الارض العشر "জমিন যা উৎপন্ন করবে তার সব কিছুতেই এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।"

৪। আবু ঈসা (র) বলেন, আমি সালেহ্ ইবন মুহাম্মদ আত্-তিরমিযী থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মুকাতিল সমরকন্দীকে বলতে শুনেছি, আমি আবু হানীফার সেই মরণ

www.asksumon.wordpress.com

রোগের সময় তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু পানি চেয়ে নিয়ে উযূ করলেন। এ সময় তার মোজা দু'টি পরা ছিল। তিনি এগুলোর ওপর মাসাহ্ করলেন। এরপর তিনি বললেন :

فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين ۔

"আমি আজ এমন একটি কাজ করলাম যা আগে কখনো করিনি। আমি মোজার ওপর মাসাহ্ করলাম যেগুলো জুতা সহকারে নেই।"

৫। ইমাম তাহাবী (র) তাঁর শারহু মা'আনিল আছার গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবু হানীফা (র) নাফে' (র) থেকে বর্ণনা করেন, ইবন উমার (রা) বলেন, اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب

"তিনি লেক্ওয়ার (পক্ষাঘাত) জন্য সেঁক দিতেন এবং বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক দিয়েছেন।"

৬। ইমাম তাহাবী তাঁর মুশকিলুল আছার গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেন আবু হানীফা (র)-'আতীয়্যাহ্ (র) থেকে এবং তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে নিল।"

৭। তাহাবী বর্ণনা করেন, আবু হানীফা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেন : الدال على الخير كفاعله। "উত্তম কাজের পথ প্রদর্শনকারী সে কাজ বাস্তবায়নকারীর মতই উত্তম বিনিময় পাবে"।

৮। বায়হাকী (র) আবু হানীফা থেকে তাঁর সনদে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : من كان له إمام فإن قراءة الامام له قراءة

"যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের কিরাআতই তার কেরাতের জন্য যথেষ্ট"।

আরেকটি বর্ণনায় : আবু হানীফা 'আতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لا شفعة إلا فى دار أو عقار

"প্রতিবেশী স্বত্ব 'শুফ্আহ্' কেবল গৃহ ও জমিনে প্রযোজ্য।"

৯। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, মহানবী (সা) বলেছেন : ومن استأجر اجيرا فليعلمه أجره "যে কেউ কোন শ্রমিক নিয়োগ করলে সে যেন অবশ্যই তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দেয় বা নির্ধারণ করে দেয়।"

১০। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাম্মাদ-ইবরাহীম-আল্-আস্ওয়াদ-'আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাকে মহানবী (সা) বলেছেন : إنه ليهون على الموت إن أريتك زوجتى فى الجنة "মৃত্যু আমার জন্য সহজ হবে এই ভেবে যে, তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে।"

১১. কাশফুল আসরারের লেখক আবু হানীফা (র) থেকে তাঁর সনদে মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, لا يجتمع فى أرض مسلم عشر وخراج "মুসলমানের জমিনে উশর ও খারাজ একসাথে ধার্য হবে না।"

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম হায়সামী তাঁর মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ-এ আবদুল ওয়ারেস ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মক্কায় এলে ওয়ায়েল ইবন আবু লায়লা ও ইবন শুব্‌রুমাকে পেলাম। তখন আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি সম্পর্কে কি ফাত্‌ওয়া, যে কোন একটি পণ্য বিক্রিয়ের সময় কোন শর্ত আরোপ করল। তিনি বললেন, ঐ বিক্রি বাতেল; শর্তও বাতিল (পূর্ণ হাদীস)।

১৩। ইবরাহীম ইবন আদহাম (র) আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানীফা (র) ইবরাহীম (র)-কে বলেছেন, إنك رزقت من العباد شيئا صالحا فليكن العلم منك ببال فإن راس العبادة وبه قوام الدين "তুমি আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কিছু ভালো যোগ্যতা লাভ করেছ। কাজেই তোমার মনে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সমীহ থাকবে। এটি হচ্ছে ইবাদতের সার, এর উপরই দীনের মূল ভিত্তি।"

১৪। মুসনাদ আবু ইয়া'লা আল্-মাওসিলী আবু হানীফা (র) থেকে একটি রেওয়ায়াত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন : أفضل الحج العج والثج فاما العج فالتلبية واما الثج فنحر البدن "উত্তম হজ্জ হচ্ছে আজ্জ ও ছাজ্জ। আজ্জ হচ্ছে তালবিয়া আর ছাজ্জ হচ্ছে জন্তু কুরবানী করা।"

১৫। মুসনাদ আহমাদ-এ আবু হানীফা (র) থেকে তাঁর সূত্রে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা) তাঁর কাছে আগত এক ব্যক্তিকে বলেছেন : اذهب فإن الدال على الخير كفاعله "চলে যাও, কারণ ভাল কাজের পথপ্রদর্শক ঐ কাজ বাস্তবায়নকারীর সমান"।

১৬। মুসনাদ আশ-শিহাব-এ আবু হানীফা (র) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা) বলেন : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع। "মিথ্যা শপথ আবাসভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করে।"

১৭। খতীব বাগদাদীর 'তা'রীখ বাগদাদ' গ্রন্থে আবু হানীফা (র) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা) বলেছেন : من أتى الجمعة فليغتسل "যে কেউ জুমুআর নামাযে আসার আগে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়।"

১৮. আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : خيركم من تعلم القرآن وعلمه "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পড়া শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

১৯। আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, আবু হানীফা (র) হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবন মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা) বলেছেন : طلب العلم فريضة على كل مسلم "জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলিমের ওপর ফরয।"

www.asksumon.wordpress.com

২০। আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار "মিথ্যা সাক্ষীর উপর দোজখ অবধারিত না হওয়া পর্যন্ত তার পা দু'টি (হাশরের ময়দান থেকে) নড়বে না।"

এখানে এমন কিছু হাদীস ও আছার উল্লেখ করলাম যেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু হানীফা (র) অংশগ্রহণ করেছেন এবং এগুলো মানুষের কাছে সুপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত হাদীস।

প্রিয় পাঠকের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, বিখ্যাত মুতাওয়াতির হাদীস : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار অন্যদের মত ইমাম আবু হানীফাও বর্ণনা করেছেন।

বিখ্যাত 'মুসান্নাফ' সঙ্কলক আব্দুর রায্যাক (র) ছিলেন ইমাম আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র। হাদীসের বিখ্যাত আটটি সঙ্কলনের গ্রন্থকার সবাই তাদের শায়খ বা উস্তাদের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া كل شيئ انبتت الارض العشر "যা কিছু জমিন উৎপন্ন করে তাতে দশমাংশ যাকাত রয়েছে", এ হাদীসটি যে সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাতে একজন রাবী হিসেবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নামও রয়েছে। এছাড়া মোজা ও জুতার ওপর মসেহ্-এর যে হাদীস তিরমিযী বর্ণনা করেছেন তার সনদেও ইমাম আবু হানীফা (র) রয়েছেন।

এখন আপনাদের নিকট ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দীনদারী ও পরহেযগারী সম্পর্কে মহান ইমামগণের কিছু অভিমত পেশ করব।[৭]

১। ওয়াকী ইব্নুল জাররাহ (র) ইমাম শাফিয়ীর উস্তাদ :

"আবু হানীফা ছিলেন বিশ্বস্ততায় বিশাল ব্যক্তিত্ব, তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে সবকিছুর উপর স্থান দিতেন। আল্লাহ্র জন্য যদি তলোয়ারও মাথা পেতে নিতে হয় তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন।"

২। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন :

ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبى حنيفة وما قامت النساء على رجل أعقل من أبى حنيفة .

"ফিকহ্ অন্বেষণকারী প্রত্যেকেই আবু হানীফার পরিবারভুক্ত ছিলেন এবং কোন নারী আবু হানীফার চেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষ জন্ম দেননি।"

৩। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা পাণ্ডিত্য, ধার্মিকতা, পরহেযগারী ও আখিরাতের জন্য ত্যাগের ব্যাপারে এমন এক অবস্থানে রয়েছেন যা কেউ অনুধাবনও করতে পারবে না। খলীফা মানসূরের দলে ভিড়ানোর জন্য তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তার দলে যোগ দেননি। কাজেই আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর সন্তোষ তাঁর উপর নাযিল হোক।

---

৭. এই ভাষ্যগুলো দেখুন : "আবু হানীফা আন্নু'মান ওয়াহাবী সুলায়মান আল-গাবেযী কৃত গ্রন্থের ভূমিকায়, পৃ. ৫-৬, প্রকাশক : দারুল কলম, দামেশ্ক।

www.asksumon.wordpress.com

৪। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন : "লোকেরা বলত, আবু হানীফা হচ্ছেন ইসলামী আইন, প্রজ্ঞা, বদান্যতা, দানশীলতা ও পবিত্র কুরআনে আখলাক বিধৃত ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অলঙ্কার।"

৫। ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমার এ দু'চোখ ইমাম আবু হানাফীর মত কাউকে দেখেনি।

৬। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল্-কাত্তান, ইলমে হাদীসে সনদ বিশ্লেষণের ইমাম, বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আবু হানীফা হচ্ছেন এই উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি—আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যা এসেছে সে বিষয়ে।

এখন আমরা ঐসব অভিযোগ আলোচনা করব যা অস্বীকারকারীরা ইমাম আবু হানীফার উপর আরোপ করে থাকেন। সেসব উল্লেখযোগ্য অভিযোগের মধ্যে তারা অনুমান (কিয়াস) গ্রহণ করাকে অস্বীকার করেছেন। যদিও এটা একজন মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য, যখনই কোন স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়। এজন্যই শাহরাস্তানী তাঁর কিতাব "আল্ মিলাল ওয়ান নিহাল"-এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শরীয়াতের ভাষা সীমিত ও সমাপ্ত, কিন্তু মানুষের জীবনধারায় সংঘটিত হয় নানা সমস্যা আর বিচিত্র বিষয়াদি, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ প্রতিটি ঘটনাতেই শরীয়াতের সুস্পষ্ট দলীল ও ভাষা পাওয়া যায় না। এটা কল্পনাও করা যায় না। অপরিসীম বিষয়কে কোন সীমিত বিষয় দিয়ে বিচার করা যায় না। কাজেই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস ও ইজতিহাদকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, যাতে উদ্ভূত বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের বিষয়ে নামাযে তাঁর ইমামতির ওপর কিয়াস করেছিলেন। তাঁরা সেই সন্ধিক্ষণে বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন : رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا

"আমাদের দীনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহলে আমরা কি আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি না ?"

সাইয়েদুনা আলী (রা) চুরির কাজে অংশগ্রহণের উপর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকে অনুমান (কিয়াস) করেছেন। ঐ হাদীসে প্রত্যেক অপরাধীকে সমান শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

যারা কিয়াসকে অস্বীকার করেছেন এবং কিয়াসকে রায়-এর মধ্যে গণ্য করেছেন তারা বলেছেন, কিয়াস হলো রায় বা নিজের মত এবং হানাফীদের নাম রেখেছেন আহলুর রায় (اهل الرأى)।

বরং তাদের এ বক্তব্য সেই বানোয়াট কিয়াসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কিয়াস শরীয়াতের কিয়াসের বুনিয়াদ ও শর্তাদি পূর্ণ করে না। তাদের ঐ মন্তব্য আসলে ঐসকল মনগড়া মতের ওপরই বর্তাবে। কারণ স্বয়ং সাহাবাগণ কিয়াসের চর্চা করেছেন এবং তারা স্পষ্ট দলীলের ভাষ্যের অনুপস্থিতিতে কিয়াসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত ছিলেন (اجمعوا)।

www.asksumon.wordpress.com

এমনকি ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁর পুস্তিকায় (الرسالة) বলেছেন : الاجتهاد هو القياس "ইজতিহাদই হচ্ছে কিয়াস"। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, যে কিয়াসের চর্চা করে না সে কখনও মুজতাহিদ হতে পারে না। এজন্যই জাহেরিয়া সম্প্রদায় মুজতাহিদ নয়। এরাই ইমাম আবু হানীফার সবচেয়ে তীব্র বিরোধিতাকারী। কিয়াস-এর নীতির কারণেই তারা তাঁর উপর আক্রমণ করেছে।

এই প্রেক্ষিতেই তাদের মাযহাব টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এর উন্মেষের তিন শতাব্দী পরই তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। কারণ এর অভ্যন্তরেই নিহিত ছিল এর ধ্বংসের বীজ। এই মাযহাব সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, "এটি হচ্ছে একটি বিদ্‌'আত যা দু'শো হিজরীর পর উদ্‌ভাবিত।" আর যারা কিয়াসকে প্রতিহত করেছিল এবং তা ছুঁড়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিল তারা অচিরেই এমন কিছু সমস্যা ও অভিনব মাসআলার সম্মুখীন হয়ে পড়ে যার সমাধান তারা খুঁজে পায়নি।

১। এ ধরনের একটি হাদীস হলো বদ্ধ পানিতে পেশাব করা এবং তা থেকে আবার উযু করার উপর নিষেধাজ্ঞা। এ থেকে তারা বলেন যে, বদ্ধ পানিতে পেশাব করার ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যদি কেউ কোন পাত্রে বা বোতলে পেশাব করে, তারপর তা বদ্ধ পানিতে নিক্ষেপ করে তাতে ক্ষতি নেই।

২। তারা এও বলেছেন যে, যে দুধ পান করলে দুধ ভাই-বোনের বিবাহ হারাম হয়ে যায় তা হচ্ছে, সরাসরি স্তনে মুখ রেখে চুষে দুধ পান করলে মুহরিমাতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্তন থেকে দুধ দোহন করে তা বোতলে রাখে এবং সেই দুধ থেকে শিশুকে প্রতিপালন করা হয় তাতে মাহরাম হয়ে যাবে না। কারণ এটা রেদাআত বা শরীয়াতের ভাষায় দুধ পান করা হয় না। কারণ এটা তো স্তন থেকে সরাসরি পান করেনি।

অথচ এরা বেমালুম ভুলে গেছে যে, রেদাআত-এ হারামের কার্যকারণ হচ্ছে হাদীসে উল্লেখিত 'প্রমাণিত অংশ হওয়া'। হাদীসটি হলো : انما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم "রেদাআত বা দুধ পানের মূল বিষয় হলো যে, দুধ গোশত উৎপন্ন করে এবং হাঁড়ের বৃদ্ধি ঘটায়"। [অথচ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এখনও কিছু আলিম এই জাহেরিয়াদের মতকেই অগ্রগণ্য করে এ মতেই ফতোয়া দিয়ে থাকেন।]

বস্তুত চার ইমামের প্রত্যেকেই কিয়াস ও ইস্তেহ্‌সানকে গ্রহণ করেছেন। ইস্তেহসানের মর্ম হচ্ছে, উচ্চতর শক্তিশালী দলীল বা সূক্ষ্মতর কিয়াসের জন্য কিয়াসকে বাদ দেওয়া। কিন্তু তারা এটাকে ইস্তেহসান নামে অভিহিত না করে অন্য অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। যেমন استصلاح (ইস্তেসলাহ্)।

সারকথা, হানাফীগণ অন্যদের তুলনায় বিস্তৃতভাবে কিয়াস ও ইস্তেহ্‌সানকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৮]

---

৮. তা'রীখুত তাশরী' আল-ইসলামী, পৃ. ২৪৪।

www.asksumon.wordpress.com

বরং ইমাম শাফিয়ী' (র.) থেকে প্রমাণিত, তিনি ইস্তেহ্সানকে গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি বলতেন : من استحسن فقد شرع "যে নিজে কোন কিছুকে উত্তম বলে বিবেচনা করল সে যেন নিজে শরীয়ত প্রবর্তন করল"। আল্লামা আমেদী তাঁর আল-ইহকাম গ্রন্থে ইমাম শাফিয়ীর উদ্ধৃতি টানেন যে, তিনি বলেছেন : استحسن فى المتعة أن تكون ثلاثين درهما

"আমি (متعة) অস্থায়ী বিবাহ-এর ব্যাপারে ত্রিশ দিরহাম হওয়াকেই উত্তম মনে করি।" আরেকটি অভিমতে বলেন : استحسن ثبوت الشفعة للشفيع ثلاثة أيام "শোফ্'আহ্ (অগ্র-ক্রয়াধিকার) তিনদিন প্রতিষ্ঠিত থাকাকে আমি উত্তম মনে করি" (উত্তম মনে করাকেই আরবীতে ইস্তেহসান বলা হয়)। কাজেই তিনি যে 'ইস্তেহসান' অস্বীকার করেছেন এর অর্থ হচ্ছে, শরীয়াতের কোন দলীল ছাড়া মনগড়া কোন মত দেওয়াকেই অস্বীকার করেছেন, ইস্তেহসানকে নয়।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে এই কথা বলা যে, তিনি সুন্নাহ্-এর উপর কিয়াসকে অগ্রগণ্য করেন, তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং উল্টোটাই তাঁর পক্ষে সত্য। কীভাবে ইমাম আবু হানীফা (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস-এর উপর কিয়াসকে স্থান দেবেন, অথচ ইজ্তেহাদের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি সবার জানা।

ইমাম শা'রানী শাফিয়ী' তাঁর নিজস্ব সনদে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! ওরা মিথ্যা কথা বলেছে, যারা আমার নামে এই অপবাদ দিচ্ছে যে, আমরা কিয়াসকে নস্-এর ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আরে, নস্ থাকলে কি আর কিয়াসের প্রয়োজন আছে? তিনি তাঁর আরেকটি কথা উল্লেখ করেন :

"মহানবী (সা) থেকে যা কিছু এসেছে তা আমার মাথা ও চোখের ওপর। আমার মা-বা কুরবান হোক, তাঁর বাণীর বিরোধিতা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। সাহাবাদের কাছ থেকে যা এসেছে তা আমরা উত্তম মনে করি। এছাড়া যা কিছু অন্যদের কাছ থেকে এসেছে সেক্ষেত্রে তারাও দিকপাল আমরাও দিকপাল"।

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবাগণের সাথে ইজতেহাদ করার ব্যাপারে নিজেকে কখনও অনুমতি দেননি। নিজের মতের ভিত্তিতে তাদের বিরোধিতা করেননি, বরং তাদের বক্তব্যগুলো থেকেই উত্তমটি বেছে নিতেন। নিজের ইজতেহাদের ওপর ভিত্তি করে সাহাবাগণের মতামতের বাইরে যেতেন না। তাহলে কীভাবে তিনি নিজের রায়কে বা কিয়াসকে মহানবী (সা)-এর বাণী সুন্নাহর ওপর স্থান দিতে রাযী হবেন? অথচ তিনিই তো তেলাওয়াত করেন, হেফ্য করেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

www.asksumon.wordpress.com

"কোন মু'মিন নর বা নারীর অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে তারা তাদের সে বিষয়ে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্টভাবে বিভ্রান্ত হয়" (সূরা আহ্যাব : ৩৬)।

বরং এটা প্রমাণিত যে, **তিনি তাঁর ইজতেহাদের উপর দুর্বল হাদীসকেও প্রাধান্য দিতেন।** অথচ অন্য কোন ইমাম এরূপ আমল করেননি। এ প্রসঙ্গে ইবনে হায্‌ম যাহেরী বলেন, এটা তাঁর ভূমিকা বা অবস্থান হিসেবে সকলের জানা যে, **ইমাম আবু হানীফা (র) কিয়াসের উপর দুর্বল হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করতেন।** তাহলে কীভাবে তারা দাবি করেন যে, তিনি নস্ বা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের উপর কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন? ইবনুল কায়্যেম তাঁর "এ'লামুল মূকেঈন" গ্রন্থে বলেন :

أصحاب أبى حنيفة مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والرأى وعلى ذلك بنى مذهبه .

"আবু হানীফার সঙ্গী-সাথীগণ এ বিষয়ে একমত যে, আবু হানীফার মাযহাব হচ্ছে : দুর্বল হাদীসও কিয়াস ও রায় থেকে উত্তম। এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত"।

১। যেমন 'হাদীসে কাহ্‌কাহা' তাঁর মতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

২। দশ দেরহামের কমে চোরের হাত কাটা রহিত হওয়া, এ হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।

৩। হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন করা, এ হাদীসেও দুর্বলতা রয়েছে।

৪। জুমুআহ কায়েমের জন্য শহর শর্ত দেওয়া, এ হাদীসটিও অনুরূপ দুর্বল।

৫। কূপের মাসআলায় নিরেট কিয়াসকে পরিত্যাগ করা। কারণ সেখানে সাহাবীদের থেকে কিছু হাদীস পাওয়া গেছে। এগুলো মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি। কাজেই সেগুলো দুর্বল হাদীস। সাহাবীদের আছার বা মতামতকে কিয়াস ও রায়-এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল-এর অনুসৃত নীতি।

উল্লেখ্য, চল্লিশের দশকের জামে' আল-আযহারের শায়খ আল ইমামুল আকবার শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল-মারাগীর একটি পুস্তিকা আছে, যা তিনি পারিবারিক আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ উপলক্ষে লিখেছিলেন। এর শিরোনাম ছিল :

"ইসলামী আইন প্রণয়নে দুর্বল মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হানাফী তথা চার মাযহাবের বাইরের মুজ্‌তাহিদগণ, যেমন ইবনে শুব্‌রুমা আল-বাত্তি, আবু বকর আল্-আসাম্ম প্রমুখ-এর অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট"। এতে বলা হয়েছে, যখন কোন মুজতাহিদ (ইমাম) বা শাসক কোন একটি দুর্বল মত গ্রহণ করে নেন তখন সেই মতটি আর দুর্বল থাকে না, বরং মুজতাহিদ তা নিজে বাস্তবায়নের কারণে এটি শক্তিশালী হয়ে যায়।

www.asksumon.wordpress.com

মরহুম ডক্টর শায়খ মুস্তাফা আস্-সেবাঈ (রাহেমাহুল্লাহ্) তাঁর "মাকানাতুস্-সুন্নাহ্ ফিত্-তাশ্‌রী' ('ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ' শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত) শীর্ষক থিসিসে মত ব্যক্ত করেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) যে সকল দুর্বল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, তা যে ইমাম আবূ হানীফার নিকটও দুর্বল ছিল তা কিন্তু অবধারিত নয়, বরং নিশ্চয়ই সেগুলো তাঁর নিকট তাঁর মাযহাব অনুসারে সহীহ্-ই ছিল। এক্ষেত্রে হয়ত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী।

আমি বলতে চাই, হাঁ, তা অবধারিত ছিল না। যেমনটি বলেছেন হাদীসের পরিভাষা বিজ্ঞানের আলিম শ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনুস্-সালাহ্ তাঁর সারগর্ভ পূর্বকথায় : "কোন হাদীসের সনদ দুর্বল হলেই যে তার ভাষ্যও দুর্বল হবে এমন কোন অনিবার্যতা নেই। ফকীহগণ সাধারণত 'মাত্ন' (মূল পাঠ) সম্পর্কে যতটা অবগত থাকেন, সনদ সম্পর্কে ততটা অবগত থাকেন না।"

এভাবেই হাদীসের কোন একটি অর্থ প্রাধান্য পেয়ে মুজতাহিদের মনে গেঁথে যায় এবং তার উপরই আমল করেন, তখন সনদের দিকে তাকান না। যেমন ধরুন এ হাদীসটি :

من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة .

"তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি (নামাযে) 'হা হা' করে হেসেছে সে যেন তার নামায ও উযু দুটোই নতুন করে করে নেয়।"

হাদীসটির সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ইমাম আবু হানীফাই তা গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি সালাতে উচ্চস্বরে হাসে তার ঔদ্ধত্যই বড় হয়ে দেখা দেয়। কারণ, সালাতরত অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র সমীপে বান্দাহর আনত থাকার কথা। অথচ সে এই গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে প্রকারান্তরে তার সালাতই ভঙ্গ করল এবং তার আমলটির পুরোটাই নষ্ট করে ফেলল। এটা ছিল তার জন্য একটি শিক্ষামূলক ধমকি। এজন্যই কেবল সালাত বাতিল করার মধ্যেই সীমিত রাখা হলো না। সেই সালাতে কী কল্যাণ থাকতে পারে যার মধ্যে এ ধরনের অট্টহাসি এসে যায়, অথচ সে মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত!

এই হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (র) এর ওপরই আমল করেছেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্ব ও অনুধা দিয়ে এর তাৎপর্যের গভীরতা স্পর্শ করেন। অন্যরা এদিকটিকে বিবেচনায় আনেননি। এক্ষেত্রে তিনি নিজে এত বড় আলিম হয়েও মুহাদ্দিসগণের বিরোধিতা করেননি। আবার নিজের ইজতেহাদ দিয়ে এটিকে সহীহও সাব্যস্ত করেননি। কারণ এতে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রয়েছে। এটা তিনি তাঁর মাযহাবের পদ্ধতি অনুসারেও করেননি, যেমনটি আল্লামা সেবাঈ উল্লেখ করেছেন। এমনকি এটা কেবল তাঁর আমল দ্বারাও শক্তিশালী হয়নি, যেমনটি শায়খুল আকবার বলেছেন। বরং কিয়াস ও মতামতের উপর দুর্বল হাদীস ও সাহাবীগণের কথা ও কাজ (আছার)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া, যা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহ্‌মাদের মত, এটা প্রমাণ করে যে, হাদীস, তা সাহাবীরই হোক, তার প্রতি তাদের আস্থা কত গভীর!

www.asksumon.wordpress.com

পণ্ডিতদের মতামত থেকেও তাদের উভয়ের নিকট সাহাবীদের কথা ও কাজ (آثار) উত্তম ও অগ্রগণ্য। এ কারণেই ইমাম আহমাদের মাযহাবে ক্ষেত্রবিশেষে একটি বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়, কারণ তিনি সাহাবীদের হাদীসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতেন।

ইমাম তাহাবী তাঁর 'শারহু মা'আনিল আছার' ও 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থদ্বয়ে যা লিখেছেন তাই এই সাক্ষ্য বহন করছে যে, তিনি কত বেশি হাদীসের অনুসারী ছিলেন। এ সত্ত্বেও কীভাবে বলা হয়, তিনি রায় বা নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত মত দিতেন অথবা তাঁর মাযহাবকে কীভাবে "মাযহাবে আহলে রায়" (যুক্তিবাদীর মত)? কীভাবে বলা যায় যে, তারা হাদীসের উপর কিয়াস ও রায়কে অগ্রগণ্য করেন?

এদিকে দেখা যায়, ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁর উসূল ফিক্‌হ বিষয়ক রিসালায়, যা আমাদের প্রাপ্ত উসূলের কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, এতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন :

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد .

"মুসলিমরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি কারও নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সে তা কারও কথায় ছেড়ে দিতে পারে না।"

যদি কেউ সুন্নাহ্‌র বিপরীতে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েও থাকে তাহলে তা কিছু ওজরের কারণেই হয়ে থাকবে। যেমন :

(১) হয়ত তাদের কাছে হাদীসটি পৌঁছেনি;

(২) অথবা হাদীসটি পৌঁছলেও তার বর্ণনাকারীর দুর্বলতাহেতু তার উপর আস্থা রাখেননি;

(৩) অথবা এমন কোন ত্রুটির কারণে যাকে অন্যরা ত্রুটি মনে করেন না;

(৪) অথবা এ হাদীসটির বিপরীত আরেকটি হাদীস তাদের কাছে ছিল, অথচ অন্যরা তা না জানার কারণে প্রাপ্ত হাদীসটিই কেবল গ্রহণ করে বসে আছেন;

(৫) আমাদের উস্তাদ বলেছেন, অথবা তাদের কাছে এ হাদীস মানসূখ বা প্রত্যাহারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।[৯]

এছাড়াও ইমাম শাতিবী রাহেমাহুল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর 'আল-মুয়াফাকাত' গ্রন্থে যা বলেছেন তাও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি ওজর হিসেবে ধরা যেতে পারে। তা হচ্ছে, তাঁর মাযহাবের মূলনীতি। ইমাম কাওসারী তাঁর তা'নীব আল্-খাতীব' (পৃ. ২২২-২২৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর কিছু কারণ তা'রীখুল ফিক্‌হিল ইসলামী (খ. ২, পৃ. ৪২, ৬১, ১৩৬) গ্রন্থে হাজূবী উল্লেখ করেছেন। এর কিছু কিছু কারণ আমাদের উস্তাদ সায়েস ও তাঁর দুই সহযোগী তাদের গ্রন্থ তা'রীখুত্ তাশ্‌রী' আল্-ইসলামী'তে উল্লেখ করেছেন :

---

৯ তারীখুত্ তাশরী' আল্-ইসলামী, পৃ. ১২৮।

www.asksumon.wordpress.com

মাযহাবের মূলনীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে—

(১) মুরসাল হাদীস থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ, যদি তা তার চেয়েও শক্তিশালী হাদীসের বিরোধী না হয়। পূর্ব যমানার পণ্ডিতগণ মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন। এমন কি ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র) বলেছেন, মুরসাল একটি বিদ্‌আত (অভিনব সৃষ্টি), দ্বিতীয় শতাব্দীর মাথায় যার উন্মেষ ঘটেছে। ইমাম বুখারীও বহু মুরসাল হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়াকে মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন তিনি তো অনুসৃত সুন্নাতের একটি বড় অংশকেই, বরং অর্ধেকটাই ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

(২) খবরে ওয়াহেদসমূহ সামষ্টিকভাবে কোন পদ্ধতিতে কার্যত সমর্থন করে থাকে। এক্ষেত্রে দু'টি দলীলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মজবুত দলীলটিই গৃহীত হয়ে থাকে।

(৩) অনুরূপভাবে মুরসাল হাদীস যদি পবিত্র কুরআনের কোন ব্যাপকতা অথবা সুস্পষ্ট বিষয়ের খেলাফ অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তা পরিত্যক্ত হবে এবং বেশি শক্তিশালী দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের আম (সাধারণ) ও যাহের (বাহ্য)-কেই গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অনুরূপভাবে যদি কোন সুপ্রসিদ্ধ সুন্নাত কর্মমূলক বা বাচনিক হোক, এর বিরোধিতা করে তাহলেও তা পরিত্যাজ্য হবে। এক্ষেত্রেও মজবুততর দলীলের অনুসরণের পদ্ধতিই গৃহীত।

(৫) যদি একটি হাদীস অপর একটি হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। যেমন দু'টি হাদীসের মধ্যে একটির বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন ফকীহ অথবা অপর হাদীসের বর্ণনাকারীদের চেয়ে বেশি ফকীহ (আইন শাস্ত্রে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী)।

(৬) তাঁর নীতির মধ্যে এও ছিল যে, হাদীসের বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণিত হাদীসের বরখেলাফ কাজ করতে পারবেন না। অন্যথায় ঐ বর্ণনাকারী ও তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন আবু হুরায়রা (রা) নিজে বর্ণনা করেছেন, "যে পাত্র কুকুর লেহন করেছে তাকে সাতবার ধৌত করতে হবে।" অথচ তিনি নিজেই এ হাদীস অনুসারে আমল করেননি। অনুরূপ আরেকটি হাদীস হচ্ছে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত, "অভিভাবক ও দু'জন সাক্ষী ছাড়া কোন বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়"। অথচ তিনি নিজেই তাঁর ভাই আব্দুর রহমান-এর কন্যাকে মুনযির ইবন যুবাইর-এর নিকট বিয়ে দিয়েছেন। তখন আব্দুর রহমান শামদেশে একটি সেনাদলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

(৭) আহাদ হাদীস (একক রিওয়ায়াত) যদি কোন বিপদ বাড়ায় সেক্ষেত্রে তা গ্রহণ না করার নীতি গৃহীত হয়েছে। ঐসব ক্ষেত্রে এর শুহরত (প্রসিদ্ধি) ও তাওয়াতুর (বিভিন্ন বর্ণনায় সমৃদ্ধ এবং বহুলভাবে প্রচারিত) হতে হবে। এমনকি দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে অথবা কাফ্‌ফারার বেলায় যেখানে সন্দেহ প্রশ্রয় পায় না সে সকল ক্ষেত্রে এই সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

www.asksumon.wordpress.com

(৮) এ সকল একক হাদীসের বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের পক্ষ থেকে কোন দোষত্রুটি আরোপ করা হয়ে থাকলে হাদীসটি গ্রহণ করা যাবে না।

(৯) ভিন্ন ভিন্ন রিওয়ায়াত যদি দণ্ড ও শাস্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাহলে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তির বর্ণনাটিই গ্রহণ করা হবে।

(১০) এ ধরনের হাদীস গ্রহণ করা হবে যদি এর অনুকূলে তাবিঈ বর্ণিত আছার বা হাদীস পাওয়া যায়।

(১১) এছাড়া অন্যতম শর্ত হচ্ছে, সাহাবা ও তাবিঈ পরম্পরায় চলে আসা কোন কাজের বিরোধী যেন না হয়।

এসব নীতি ছিল ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের মানদণ্ড যার মাধ্যমে হাদীসের গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এসব হচ্ছে বাস্তবতা ও হাকীকত যা নিয়ে কারও বিতর্কের অবকাশ নেই। এই নীতিমালা এমন ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ যে, যে কোন হাদীসশাস্ত্রজ্ঞের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে, এতো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

এখন আসুন শোনা যাক ঐ ঐতিহাসিক বিতর্কটির কথা যেটি হয়েছিল ইমাম আবু হানীফা (র) ও আওযা'য়ী (র)-এর মধ্যে। আওযায়ী ছিলেন তৎকালীন শাম-এর আহলে হাদীস নেতা। ফকীহ ও ইতিহাসবেত্তাগণের মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের উস্তাদ শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্-সায়েস (র) এবং তাঁর দুই সহকর্মী। তাঁরা তাঁদের "তা'রীখ আত্-তাশরী' আল্-ইসলামী" গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় এর অবতারণা করেন:

"আবু হানীফা ও আওযায়ী এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তখন আবু হানীফার উদ্দেশে আওযায়ী বললেন, আপনাদের কী হলো যে, রুকূতে যাবার সময় এবং রুকূ থেকে উঠবার সময় আপনারা হাত উঠান না?

আবু হানীফা উত্তর দিলেন : এজন্য যে, এটি (রাফউল ইয়াদাইন) মহানবী (সা) থেকে আদৌ সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

তিনি বললেন : এটা কিভাবে সম্ভব, অথচ যুহরী-সালেম তাঁর পিতার সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) সালাত শুরু করার সময়, তাকবীর বলার সময় এবং মাথা উঠাবার সময় তাঁর হাত উঠাতেন?"

উত্তরে আবু হানীফা (র) বললেন : আমার নিকট হাম্মাদ-ইবরাহীম-'আলকামা- আস্ওয়াদ-ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) হাত উঠাতেন সালাতের সূচনায়, এরপর আর কোন অবস্থায় হাত উঠাতেন না।

তখন আওযায়ী বলে উঠলেন, আমি আপনাকে হাদীস শুনাচ্ছি যুহরী থেকে, যিনি সালেম থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আপনি বলেছেন, হাম্মাদ আপনাকে ইবরাহীম-আলকামা-আস্ওয়াদ সূত্রে হাদীস শুনিয়েছেন?

তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন : হাম্মাদ তো যুহরী থেকে বেশি ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন, ইব্‌রাহীম ছিলেন সালেম থেকে বড় ফকীহ আর আল্‌কামা তো ইবনে 'উমর (রা) থেকে কম

www.asksumon.wordpress.com

নন, যদিও ইবনে উমর (রা) সাহাবী ছিলেন। আসওয়াদের মাহাত্ম্য তো বিরাট। আর আব্দুল্লাহ্ তো আব্দুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ)।" তখন আওযায়ী চুপ হয়ে গেলেন।

এখানে দেখুন, তাদের প্রত্যেকের উস্তাদগণের প্রতি তাদের কী ভক্তি ও ভরসা ছিল। আবার সত্যের কাছে নিজেদের সোপর্দ করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত ছিলেন না। নিজের অবস্থানে অটল থাকার জন্য কোন তর্ক জুড়ে দেয়া অথবা গোঁড়ামী করা তাদের স্বভাবে ছিল না।

এখানে আগেপরে আরও দেখার বিষয় হলো, কীভাবে আবু হানীফা রাবীগণের ফিক্হ বা আইনশাস্ত্রের অগ্রগণ্যতাকে প্রাধান্য দিলেন। আবার আওযায়ী তাঁর সনদের উচ্চতাকে (একটি মাধ্যম কম হওয়াকে) প্রাধান্য দিলেন। আবার উভয় ইমামই একে অন্যকে স্বীকৃতি দিলেন।

সাহাবীগণের হাদীস (اثار)-এর উপর ভিত্তি করে আবু হানীফার মাযহাবের মূলনীতি নির্ধারণ।

ইতিপূর্বে ইমাম কাওসারী, সায়েস ও গাবীজী প্রমুখ থেকে আমরা যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফার উসূল বা মূলনীতি মোটের ওপর সাহাবীগণের হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে, আবু হানীফার কিয়াসের উপর ভর করে নয়। কারণ তাঁর কোন সহচর, যেমন নাদ্বর ইবন মুহাম্মদ বলেছেন :

ما رأيت احداً أكثر أخذاً بالآثار من أبي حنيفة .

"আমি আবু হানীফার চেয়ে সাহাবীদের হাদীসকে অধিক গ্রহণকারী কাউকে দেখিনি" (সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আসছে)।

নু'আইম ইবন আমর আবু হানীফা থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, "লোকের কথা শুনে অবাক হই। আমি নাকি নিজের রায়টাই বলে থাকি। অথচ আমি নূন্যপক্ষে কোন সাহাবীর হাদীস ছাড়া ফতোয়া দেই না"।

عجبًا للناس يقولون إني أقول بالرأي وما أفتي إلا بالأثر .

এ সম্পর্কে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করছি

(১) ইমাম আবু হানীফার অভিমত রাজঈ অথবা বায়েন (১ বা ২) তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের মত তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলারাও যতদিন ইদ্দাত পালনরত থাকবে ততদিন খোরপোষ বা স্বাভাবিক খরচাদি ও বাসস্থানের অধিকারী হবে। কারণ, (এক) তালাক বা রাজ'ঈ তালাকের ক্ষেত্রে দম্পতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। (দুই) তালাকপ্রাপ্তা বা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাও দাম্পত্য অধিকারের বন্ধনে আবদ্ধ। তা হচ্ছে সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ। মহান আল্লাহ্ বলেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم .

"তোমরা যেভাবে বসবাস কর স্ত্রীদেরকেও সে অবস্থায় বাস করতে দেবে (৬৫ : ৬)।"

www.asksumon.wordpress.com

আর যে ফাতেমা বিন্‌ত কায়েস (রা) বলেছেন, "আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন মহানবী (সা) আমার জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করেননি", এই কথাকে উমার (রা), যায়দ ইবন সাবেত (রা) ও আয়েশা (রা) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উমার (রা) বলেছিলেন :

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ...

"আমরা একজনমাত্র মহিলার কথায় আমাদের প্রভুর কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না। আমাদের জানা নেই এ মহিলা সত্য বলেছে না মিথ্যা, স্মরণে রাখতে পেরেছে নাকি ভুলে গেছে?" আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

للمطلقات الثلاث النفقة والسكنى ما دام فى العدة ـ

"তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যতদিন ইদ্দাত পালন করবে ততদিন তার খরচাদি ও বাসস্থান পাবার অধিকার রয়েছে"। আরও বর্ণিত আছে :

المبتوتة لها النفقة والسكنى ـ

"চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ পাবার অধিকার আছে।"

কাজেই ফাতেমা বিন্‌ত কায়েস (রা)-এর কথাটি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ : اسكنوهن "তাদেরকে বসবাস করতে দাও"-এর বিরোধী এবং বাসস্থান দেয়ার ব্যাপারে ইজমা'-এরও বিরোধী।[১০]

তাহলে দেখুন, তিনি কিতাবুল্লাহ্‌কে কতটুকু আঁকড়ে ধরতেন এবং ফাতওয়া দেয়ার বেলায় সাহাবীগণের বাণীকে কতটুকু গ্রহণ করতেন।

(২) ইব্‌ন মাসঊদ (রা) একজন স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্পর্কে এভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন যে, "যেহেতু তার স্বামী তার সাথে মিলনের আগেই ইন্তিকাল করেছে, তার জন্য দেনমোহরও নির্ধারণ করেনি। এ অবস্থায় সে তাদের পরিবারের অন্যান্য মহিলার অনুরূপ মাহ্‌রের অধিকারী হবে। এতে কম-বেশি করার কোন সুযোগ নেই। সেও ইদ্দাত পালন করবে এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে। তিনি তখন বলেছিলেন যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-কে কোন ফয়সালা দিতে আমি দেখিনি। যখন তাকে এ বিষয়ে একটা ফয়সালা দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয় তখন তিনি নিজে চিন্তা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্ত দেন।

এ সময় মা'কিল ইবন ইয়াসার রাদিআল্লাহু 'আন্‌হু এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, ঠিক অনুরূপ রায় দিয়েছেন মহানবী (সা)। এ শুনে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এমন খুশি হলেন যে, ইতিপূর্বে কখনও তিনি এত খুশি হননি। অথচ সাইয়্যেদুনা আলী (রা) তাকে মাহ্‌র দেওয়ার বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۗءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ

১০. আল-আখ্‌ইয়ার, শারহুল মুখতার, ২ খ., পৃ. ৮।

www.asksumon.wordpress.com

"তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করা অথবা কোন মাহ্‌র নির্ধারণ করার আগেই তালাক দিয়ে থাক তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই" (আল-বাকারাহ্ : ২৩৬)।

এ আয়াতটির অবতারণা হচ্ছে তালাক সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে নয়। এখানে তালাকের ওপর মৃত্যুকে কিয়াস করা হয়েছে। হাদীসের উপর কিয়াসকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। কারণ তিনি রিওয়ায়াতের বেলায় কড়াকড়ি করতেন বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বর্ণনাকারীকে শপথ করাতেন। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) কিয়াসের বেলায় তাকে সমর্থন করেন এবং হাদীসটির ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন এবং সেভাবেই আমল করেন। এরপরই ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ফাত্‌ওয়াকে সমর্থনকারী মা'কিল (রা)-এর বর্ণনাটি সামনে চলে আসে।

(৩) সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রা) এ অভিমত পোষণ করতেন যে, সবাইকে সমানভাবে অনুদান (রাষ্ট্রীয় ভাতা) দিতে হবে। মানুষের মধ্যে সম্পদ সমভাবে বণ্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এই দান-অনুদান তাদের কাজ-কর্মের অবদান হিসেবে দেওয়া হবে না। তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ কর। তাদের প্রতিদান তো আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত। দুনিয়া তো স্বল্প সময়ের জীবন। এখানে জীবন উপকরণ দরকার। এখানে সাধারণ পরিবারিক জীবন যে কোন উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে উত্তম।

কিন্তু সাইয়্যেদুনা উমার (রা)-এর অভিমত ছিল, মর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবিভাজন করতে হবে। তিনি বলতেন, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে মুহাজির হয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট এলেন তাঁরা এবং যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কি সমান হতে পারে? যারা মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে এবং যারা মহানবীর সাথে যুদ্ধ করেছে আমরা তাদের সমান অবস্থানে বিবেচনা করতে পারি না। এ প্রসঙ্গে কোন স্পষ্ট ভাষ্য নেই। এটি হলো ইজতিহাদী মাসআলা। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) উমার (রা)-এর মতটি গ্রহণ করেছেন। ঐ দু'টি অভিমতের সাথে নিজের কোন রায় দেননি। বরং তিনি সাহাবাদেরই কোন একটি মত গ্রহণ করেছেন। তাদের সাথে ইজতিহাদের ঔদ্ধত্য দেখাননি।

(৪) যখন ইরাক ও শামদেশ মুসলমানদের হাতে বিজিত হয় তখন এই ভূখণ্ডের যে অংশ জোরপূর্বক বিজিত হয় সে এলাকার গনিমত বণ্টনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। একদল মত দেন যে, এগুলো পাঁচ ভাগ হবে। যোদ্ধাদের জন্য চার ভাগ আর পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জন্য, ঠিক যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এটিই আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) প্রমুখের অভিমত।

অথচ উমার, উসমান ও আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মত হচ্ছে, এগুলো ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের দখলে ছেড়ে রাখতে হবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসেবে। এর একজন প্রশাসক থাকবেন। তাতে মুসলমানদের হাতে যে অর্থ সম্পদ আসবে তা দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো

www.asksumon.wordpress.com

যাবে। এ থেকে বিচারক, প্রশাসক ও সৈন্যবাহিনীতে রেশন ও ভাতা দেওয়া যেতে পারে। এতে বিধবা ও ইয়াতীমদের খরচাদি নির্বাহ করা যাবে। এর মাধ্যমে মুসলমানদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত এবং অন্যান্যরা উপকৃত হতে পারবে। উমার (রা) বিরোধীদের সাথেই ছিলেন। পরে তিনি অধিকাংশের মতে চলে আসেন।

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) উমার (রা)-এর মতটি গ্রহণ করেন। যেখানে সাহাবীদের কোন ইজতিহাদ আছে, তিনি সেখানে তাঁর নিজের কোন মত নিয়ে এগিয়ে আসেননি। তিনি বলেছিলেন, **"যদি কোন বিষয় আমি পবিত্র কুরআন অথবা সুন্নাহতে না পাই তাহলে সাহাবাদের মধ্য থেকে নিজ পছন্দমত কারও বাণীকে গ্রহণ করি, ইচ্ছে হলে কারও বাণী বাদ দেই, তবে সাহাবাদের বাণী একেবারে বাদ দিয়ে অন্য কারও মত গ্রহণ করি না।**

(৫) মাসআলাহ : যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একলা দাঁড়িয়ে ইমামের এক্তেদা করে সালাত আদায় করে তার হুকুম কি? ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী, মালেক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেছেন, অনুরূপভাবে সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, হাসান বাসরী ও আওযায়ীও বলেছেন, ঐ ব্যক্তির সালাত সহীহ্, তবে সে গুনাহ্গার হবে।

ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, যদি ওয়াবিসা (রা)-এর হাদীসটি প্রমাণিত হতো তাহলে আমি তা-ই বলতাম, অর্থাৎ "কাতারের পেছনে একলা দাঁড়ানো নামাযীর সালাত হবে না।" এ হাদিসটি আসরাম সূত্রে বর্ণিত। ইমাম যায়লাঈর 'নাসাবুর রায়াহ্' গ্রন্থে এবং আল্-আইনীতে ব্যাখ্যা এসেছে, "এখানে সহীহ্ হবে না অর্থ পূর্ণাঙ্গ হবে না।" এভাবে ব্যাখ্যা করলে পরস্পর বিরোধী দলীলগুলোর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায়। কারণ এই সালাতে তার সব আরকান পাওয়া গেছে। খারাপটা তো শুধু এ কারণে যে, এক্ষেত্রে একাকী দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধ এসেছে। কাজেই হাদীসটির অর্থ হবে : পূর্ণাঙ্গ সালাত (صلاة كاملة) হবে না। যেমনটি উযুর ব্যাপারে এসেছে, لا وضوء لمن لم يسم الله "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাম নিল না তার উযু হয়নি"। অথবা ওই হাদীসটি لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد "মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য ওই মসজিদ ছাড়া কোন সালাত নেই"।

ইমাম হাকেম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমে এই বর্ণনাটি না থাকার কারণ হচ্ছে এর সনদে সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে সকল ইমামের মধ্যে কেবল ইমাম আহমাদ (র) এবং যাহেরিয়্যা-এর মতে ঐ সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

বস্তুত হাদীসটি প্রশ্নবিদ্ধ এবং বেশিরভাগ ইমামের মতের বিরোধী, পূর্বেকার কতক মনীষী (সালাফে সালেহ) এ হাদীসটির কিছু দোষত্রুটি বের করেছেন। এছাড়া হাদীসটির সাথে অন্যান্য সহীহ বা এর চেয়েও সহীহ হাদীসের সাথে একটি সামঞ্জস্য করা সম্ভব।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এ বর্ণিত আবু বকর (রা)-এর হাদীসটির বিশুদ্ধতার প্রমাণস্বরূপ আরেকটি যুক্তি টানা যায় যে, ঐ ব্যক্তি কাতারের পেছনে তাকবীরে তাহ্রীমা বলে সালাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন মহানবী (সা) বলেছেন : زادك الله حرصا ولا تعد

www.asksumon.wordpress.com

"আল্লাহ্ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, তবে হাঁপিয়ো না অথবা এ কাজ আর কারো না।" এই ভাষ্য থেকে স্পষ্ট যে, অপছন্দনীয়ভাবে হলেও তার সালাত আদায় হয়েছে। মহানবী (সা)-এর এ বাক্য দ্বারা কখনও এটা বুঝায় না যে, তার সালাতই বাতিল হয়ে গেছে। অথচ যারা বলেন, 'নামায বাতিল হয়ে গেছে' তারা তো তাদের এ দাবি প্রমাণ করতে ঐসব হাদীস পেশ করেন যেগুলো সহীহ হয়েছে অন্যান্য হাদীসের সহযোগে।

(৬) অনুরূপ 'মুসাররাহ' বকরী ফেরত দেওয়ার হাদীস। হাদীসটি হলো : من اشترى شاة فوجدها محفلة فهو بخير النظرين .... "কেউ যদি এমন একটি বকরী কিনে যেটি আসলে কয়েক দিন দুধ দোহন না করার ফলে দেখলে মনে হয় অনেক দুধেল। পরে দেখা গেল যে, এটি তার প্রকৃত অবস্থা নয়। তাহলে ক্রেতা দু'টি এখতিয়ারের মধ্যে একটি বেছে নেবে। এ অবস্থায় সে সন্তুষ্ট থাকলে তা রেখে দেবে, অসন্তুষ্ট হলে সে তা ফেরত দিতে পারবে। তবে ফেরত দেওয়ার সময় এক সা' খেজুর সাথে দিবে"।[১১]

এ হাদীসটি মারফূ এবং সহীহ্, এতে কোন সন্দেহ নেই। এর বাহ্যিক ভাষ্য অনুসারে ইমাম মালেক আমল করেছেন, প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে। ইমাম লাইস, শাফিয়ী, আহমাদ ও ইসহাক (র)-ও এটি গ্রহণ করে বলেছেন, যে কয়দিন ছাগলটি তার কাছে ছিল সে কয়দিন যা দুধ দোহন করা হয়েছে তার বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ খাবার (খাদ্যশস্য)-সহ ফেরত দেবে।

এ মতের বিরোধিতা করেছেন আবু হানীফা (র) ও মালেক (র) তাঁর এক বর্ণনায়, আশহাব, মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসে অসংলগ্নতা ও সময়ের বিভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া বিনিময় কী দেবে? খাবার (গম) নাকি খেজুর? তিন দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময় হলো তার শর্ত পূরণের এখতিয়ার (খেয়ার আশ্-শর্ত) এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছেন মূল্যমানে। অথচ মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সে সকল জিনিসের বিনিময়ে যেগুলোর অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায় না। অথচ খাবার একটি অনুরূপ (مثلى) বস্তু। এক্ষেত্রে যদি জমানো দুধের মূল্য খেজুর দিয়ে আদায় করা হয় তাহলে তা সুদের দিকে নিয়ে যায়। কারণ এতো পরিমাণের দিক থেকে এক সা' মূল্যের চেয়ে কমবেশি হতে পারে। এছাড়া যুক্তিতেও খাটে না। কারণ এখানে বিনিময় এবং যার বিনিময় দুটো একসাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁরা এইসব অসংলগ্নতার জবাব দিয়েছেন এভাবে :

(১) হাদীসটি ছিল ঠিক সেই সময়কার যখন অর্থদণ্ড দিয়ে শাস্তির বিধান ছিল। এরপর এই নিয়ম বাতিল করে নতুন বিধান জারী হলো যে, অপরাধের ক্ষতিপূরণ অনুরূপ বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে হবে।

(২) বরং এ বিধান মানসূখ হয়ে গেছে এ হাদীস দ্বারা : الخراج بالضمان। "ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে খারাজ (লাভ) গৃহীত হবে"। এটি সহীহ্ হাদীস, যেমনটি তিরমিযী উল্লেখ করেছেন এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এর উপর আমল করেছেন। কারণ বকরিটি এখন

১১. বুখারী, ২ খ., পৃ. ৭৫৬; মুসলিম ও অন্যান্য।

www.asksumon.wordpress.com

খরিদ্দারের জিম্মায় চলে গেছে। কাজেই দুধের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দরকার নেই। অথচ ইতিপূর্বেকার হাদীস অনুসারে দুধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক সা' খেজুর দেওয়া ওয়াজিব হয়।

(৩) এর সাথে আরেকটি যুক্তি রয়েছে। উক্ত হাদীস ফেরত দেওয়ার অবকাশ রেখেছে কোন 'ত্রুটি বা শর্ত' ছাড়াই। এই অবকাশ হচ্ছে তিন দিনের জন্য। এই তিন দিন দ্বারা শর্তাধীন অবকাশ (خِيَارُ الشَّرْطِ) নিরূপিত হবে। যেমনটি হাব্বাব ইবন মুনকিয-এর হাদীসে এসেছে। এ হাদীসটি ফেরত দেওয়া অনিবার্য করেছে বিক্রিত বস্তুর একটি অংশ নষ্ট বা চলে যাবার পর। হাদীসটি বদলী বস্তুর বিনিময়ে নতুন আরেকটি অনিবার্য করে দিয়েছে। আর তাও নির্ধারণ করেছে খেজুর ও খাদ্যশস্য। অথচ নষ্ট বস্তুর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে অনুরূপ আরেকটি বস্তু দেওয়া অথবা তার মূল্য পরিশোধ করা। এখানে অনুরূপ আরেকটি খাদ্যশস্যের সাথে মূল্যকে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব কারণে এবং হাদীসে মুসাররাত এই নিয়মের ব্যত্যয় হওয়ায় তাঁরা বলেছেন, খরিদ্দারের ত্রুটির কারণে এখতিয়ারের ভিত্তিতে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই, বরং ক্ষতিসহই তা মেনে নেবে। কারণ এখানে ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কার্যকারণ রয়ে গেছে। এ কারণে তারা বলেছেন, যদি হাদীসটির সনদ ত্রুটিহীনও হয় সেক্ষেত্রেও এর ভাষ্যে রয়েছে বিশৃঙ্খলা, বিভিন্নতা এবং প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা। হাদীসটির বর্ণনাগুলো অনুসরণ করলে এই ইদ্‌তিরাব (বিশৃঙ্খলা) লক্ষ করা যায়। কেবল হাদীসের সনদই এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী হাদীসের ভাষ্যের বিরোধী হওয়াও চলবে না। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্ বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত কোন সূত্রের বিপরীতে এ ধরনের অসংলগ্ন হাদীস আদৌ গ্রহণ করা যায় না। শুযূয ও ইল্লাত তথা অধিকতর শুদ্ধ হাদীসের বিরোধী হওয়া এবং ত্রুটিযুক্ত হওয়া এমন দু'টি কারণ যা থাকলে ঐ হাদীস গ্রহণ করা যায় না এবং স্বভাবতই তার বাহ্যিক ভাষ্য অনুসারে কাজ করা চলে না, বরং উভয় দলীলের মধ্যে অধিক শক্তিশালী দলীলটি অনুসারেই আমল করতে হবে।

আলোচ্য হাদীসটির ত্রুটি (ইল্লাত) হচ্ছে, ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ বস্তু দেওয়ার যে সাধারণ নীতি তার বিরোধিতা করা। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে :

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۰

"কেউ তোমাদের কোন অনিষ্ট করলে তার উপর তোমরা অনুরূপ অনিষ্ট করতে পার" (আল-কুরআন, ২ : ১৯৪)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۰

"যদি তোমরা বদলা নিতে চাও তাহলে তোমাদের উপর যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে তার অনুরূপ (مِثْل) বদলা নিতে পার" (আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬)।

www.asksumon.wordpress.com

উল্লিখিত দু'টি আয়াতেই 'অনুরূপ'কে ক্ষতিপূরণের বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এক পাল্লা (সা') খেজুর তো দুধের অনুরূপ নয়। এমনকি এই খেজুর তো সেই দুধের জন্যও নয় যা খরিদ্দারের কাছে থাকার সময় ভোগ করেছে। কাজেই ইমাম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্যরা যে মুসাররাত-এর হাদীসটি গ্রহণ করেননি তা কেবল এজন্য নয় যে, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, এটি তার চেয়েও মজবুত দলীলের বরখেলাফ। সেই অধিক শক্তিশালী দলীলটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বর্ণিত এ সম্পর্কীয় সাধারণ নীতি এবং সহীহ সুন্নাহ। হাদীসটি হচ্ছে : الخراج بالضمان "লাভ দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট" (এ হাদীসটি সহীহ ; যেমনটি তিরমিযী উল্লেখ করেছেন)। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এটি সাধারণ নিয়ম ও সূত্রের বিরোধীও বটে। আমল তো করতে হবে অধিকতর শক্তিশালী দলীল অনুসারে। অথবা বলা যায়, পবিত্র কুরআনের ভাষ্যের বাহ্যিক অর্থ বা তার সাধারণ নির্দেশনা কি অধিকতর শক্তিশালী দলীল নয়?

(৪) ইমাম মুসলিম (র) একটি হাদীস সঙ্কলন করেছেন। ইব্‌ন উমার (রা) নারীদের নির্দেশ দিতেন, 'তারা যেন গোসল করার সময় তাদের মাথার বেণী খুলে নেয়'। একথা শুনে আয়েশা (রা) বলেছিলেন, ইব্‌ন উমারের কথায় অবাক হলাম! আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম, অথচ আমি মাথায় তিনবার পানি ঢালা ছাড়া বেশি কিছু করতাম না।

(৫) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি নিজের এক কন্যা, ছেলের ঘরের এক নাতনী এবং একজন বোন রেখে মারা গেল তার সম্পত্তি কীভাবে বণ্টন করা হবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক, বোন পাবে অর্ধেক"। ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তখন ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মূসা আশআরীর সমাধানের কথাও তাঁকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন : এ হলে তো আমি পথভ্রষ্টই হব, কখনও সুপথ পাব না। আমি তো এক্ষেত্রে সেই সমাধানই দেব যা মহানবী (সা) দিয়েছেন : কন্যা পাবে অর্ধেক, পুত্রের কন্যা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ, যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণতা পায়, অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে বোন।

আবু মূসা (রা) তাঁর ফাত্ওয়া থেকে সরে এসে ইবনে মাসউদ (রা)-এর ফাত্ওয়াটি গ্রহণ করলেন এবং যিনি এই খবরটি নিয়ে এলেন, তাকে বললেন, "তোমাদের কাছেই যখন খবরটি আছে, তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করো না!"

(৬) কখনও সাহাবী কোন মানসুখ হাদীসের উপর আমল করেন। কারণ এর নাসেখ তাঁর জানা নেই, তবে অন্যদের তা জানা আছে। যেমন রুকূতে দুই হাত মিলিয়ে রাখা (تطبيق اليدين)। ইব্‌ন মাসউদ (রা) এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। অথচ তিনি জানতেন না যে, হাদীসটি মানসূখ (রহিত)। সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) এর বিপরীত হাদীস (নাসেখ) জানতেন। তিনি তা বর্ণনা করেছেন এবং ফকীহগণের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (জামহুর) তা গ্রহণ করেছেন। অথচ দু'টি হাদীসই সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

www.asksumon.wordpress.com

এই শেষোক্ত তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবীগণ হাদীস জানার ক্ষেত্রে সবাই একই অবস্থানে ছিলেন না। কারণ হাদীসগুলো তখনও গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত ছিল না। তাদের কেউ তো তাদের আহার যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন, কেউ তো ধর্মীয় বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যেমন সদাকা যাকাত সংগ্রহ, লোকদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। এদের কেউ তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন আগে, আবার কেউ পরে। তাদের মধ্যে মতের ভিন্নতা আসার এগুলোই হচ্ছে অন্যতম কারণ।

(১) কাজেই আয়েশা (রা)-এর হাদীস : "তিনি মহানবী (সা)-এর সাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছিলেন"। এ হাদীসটি ইবনে উমর (রা)-এর জানা ছিল না, তাই নিজের রায় অনুযায়ী আমল করেছেন। হাদীসটি জানার পর তিনি সে অনুযায়ী আমল করেছেন।

(২) অনুরূপভাবে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ফাত্‌ওয়া : পুত্রের কন্যার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ এক কন্যার সাথে, সে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি, দুই-তৃতীয়াংশের পূর্ণতা বিধানের জন্য। বোন পাবে অবশিষ্ট। এটি আবু মূসা আশআরী (রা) আদৌ জানতেন না। সেজন্য তিনি কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক সম্পত্তির রায় দিয়েছিলেন। যখন তিনি মহানবী (সা)-এর রায় জানতে পারলেন তখন সে দিকেই ফিরে এলেন এবং বললেন : لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم "যখন তোমাদের কাছে এই হাদীস রয়েছে তখন আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না"।

(৩) অনুরূপভাবে রুকূ'তে দুই হাত মিলিয়ে রাখার হাদীসটিও লক্ষ করার মত। ইব্‌ন মাসউদ (রা) এত বড় হাদীস বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও জানতেন না যে, এটি মানসূখ। যখন তিনি এর নাসেখ হাদীসটি সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট থেকে জেনে নিলেন তখন সে অনুযায়ী আমল করা শুরু করে দিলেন এবং জমহুর ফোকাহা বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদগণ তা গ্রহণ করলেন।

এই প্রেক্ষাপটেই ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর নিকট পৌঁছা প্রতিটি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রেই চিন্তাভাবনা করতেন, যাতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে, হাদীসটি মান্‌সূখ (রহিত) নয়। এরপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্ তালাশ করে দেখতেন যে, এ হাদীসের বিপরীতে কিছু আছে কিনা। যেমনটি ঘটেছে মুসাররাত-এর হাদীসের বেলায়। এখানে তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ না করে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به এবং হাদীস الخراج بالضمان[১২]-কে অগ্রগণ্য করেছেন। এরপর তিনি সাহাবীগণের বাণী ও তাদের ফাত্‌ওয়াসমূহ খোঁজ করতেন। সেখান থেকেই তিনি একটিকে বেছে নিতেন, তাদের কথার বাইরে যেতেন না এবং তাদের সাথে ইজতেহাদও করতেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন উত্তম যুগের লোক, যে সম্পর্কে মহানবী (সা) নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রা)-এর কথার ওপর সাইয়্যেদুনা উমার (রা)-এর বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়

---

১২. আবু দাউদ তাঁর সুনানে, ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সাহীহ্‌তে, হাকেম তাঁর আল-মুস্‌তাদরাকে এবং অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.asksumon.wordpress.com

দানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান না করে মর্যাদার বিভিন্নতা অনুযায়ী ভাতা প্রদানের পক্ষে রায় দেন।

এই তো ছিল তাঁর মাযহাব। ইমাম তাহাবী (র) প্রণীত শারহ মা'আনিল আছার গ্রন্থটি উত্তম সাক্ষী যে, ইমাম আবু হানীফা (র) পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র পরে সাহাবীদের মাযহাবকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে গেছেন, এমনকি যদি তা কোন দুর্বল হাদীস দ্বারাও জানা যায়। যেমনটি আমরা দেখেছি 'কাহ্কাহা' শীর্ষক হাদীসে, মানুষের রোযা না ভাঙ্গা এবং রোযা অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেলা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। তাহলে তিনি কীভাবে সুন্নাতের খেলাফ করে নিজের মনগড়া রায় দিতেন? অথচ তিনি তো একথাই বলতেন, **"তারা বলে, আমি নিজ থেকে রায় দেই। অথচ আমি তো সাহাবীর হাদীস ছাড়া ফাত্ওয়া দেই না"।**

আপনি লক্ষ করেছেন যে, নিশ্চয়ই আবু হানীফা (র) ও অন্যান্যরা রায়কে আমলে নিয়েছেন, যখন কোন ব্যাপারে কিতাব-সুন্নাহ্তে কোন সরাসরি দলীল বা প্রামাণিক ভাষ্য (নস) পাননি তখন। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, রায় (رأى) বলতে তাদের কাছে নিছক মনের ধারণা নয়, বরং তাদের নিকট রায় হচ্ছে, **"শুদ্ধ জবাবটি পাবার জন্য চিন্তাভাবনা করার পর দিলে যা সায় দেয়"**। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবন্ কাইয়্যেম তাঁর ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন গ্রন্থে বলেন, চাই তা কিয়াস বা অন্য পদ্ধতিতে হোক। কখনও ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণেও এখ্তেলাফ দেখা যায়।

'কিতাবুল মীযান' (১ খ., পৃ. ৫১ দ্র.) গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ্র কসম, আমাদের উপর অপবাদ দিয়েছে—যে বলেছে, আমরা নস্-এর ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেই। নস্ পাওয়া গেলে কি কিয়াসের আদৌ প্রয়োজন আছে?

তাঁর আরেকটি বাণী : "আমরা তো কেবল অধিক প্রয়োজনের সময়ই কিয়াস করে থাকি" (نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة)। তিনি আরও বলেছেন, "মহানবী (সা) থেকে যা এসেছে তা আমাদের মাথায় ও চোখে স্থান দেই। আমার মা-বাবা কুরবান হোক, তাঁর বিরোধিতা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আর যা কিছু সাহাবীগণ থেকে এসেছে তা থেকে আমরা বেছে নেই। আর যা কিছু সাহাবী ভিন্ন কারও কাছ থেকে এসেছে তা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য নই। তারা বিশারদ হলে আমরাও বিশারদ :

وماجاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال [১৩]

আশা করি এটুকুই যথেষ্ট হবে এটা বুঝাতে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) সুন্নাহ্কে কত নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতেন এবং সাহাবীদের বাণীকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।

---

১৩. আল্-গাবেজী, আবু হানীফা আন্-নু'মান, পৃ. ২৩১।

www.asksumon.wordpress.com

কিছু লোক যে বলে থাকে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হানীফা (র) থেকে কোন হাদীস সঙ্কলন করেননি[১৪] এবং ছয় সহীহ হাদীস সঙ্কলনের অবশিষ্টগুলাতেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়নি। এতে বুঝা যায়, তাঁরা তাঁকে হিসাবে ধরেননি, মূল্যায়ন করেননি অথবা তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত নন। এই কথার উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় :

প্রথমত, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী (الرُّوَاةُ الثِّقَاتُ) কেবল ছয় সহীহ্ কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি কেউ এ ধারণা করে থাকেন তাহলে এটা তার ভ্রান্ত ধারণা। এ প্রসঙ্গে শায়খ ইমাম আল্-কাওসারী (র) বলেন, ইবনুস সালাহ তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে যে উক্তিটি করেছিলেন, ইতিপূর্বে তা আমরা পেশ করেছিলাম :

"বুখারী ও মুসলিম সকল সহীহ্ হাদীসকে তাদের কিতাবে ধারণ করতে পারেননি। তাঁরা এ রকম কোন নীতিও গ্রহণ করেননি।"

বরং হাদীসের হাফেয ইমাম কাসেম ইবন কুত্লুবুগা (قطلوبغا) ছয় সহীহ্ সঙ্কলনের বাইরের সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীদের নাম-পরিচয় চার খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট সঙ্কলনে সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থটি সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন হাফেয ইমাম ইব্ন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য হাদীসের হাফেয ও পণ্ডিতগণ।

দ্বিতীয়ত, বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অপর সঙ্কলনগুলোতে ইমাম আবু হানীফার হাদীস সঙ্কলিত হয়েছে অথবা এমন সনদ আছে যাতে আবু হানীফা রয়েছেন, যেমন তিরমিযী ও নাসাঈ। তাঁরা ছাড়াও আছেন ইবন আবু শায়বা ও আব্দুর রাজ্জাক, যারা তাদের মুসান্নাফ-এ তাঁর রিওয়ায়াত এনেছেন। তাহাবী, বায়হাকী ও হায়সামীও তাদের নিজ নিজ হাদীস সঙ্কলনে আবু হানীফার বর্ণনার হাদীস উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমাম আবু হানীফার হাদীস বর্ণনা না করার কারণ হচ্ছে, তাঁরা ভাবলেন যে, আবু হানীফার এত অধিক অনুসারী ও বর্ণনাকারী আছেন যে, তাঁর হাদীস কখনও বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাবে না। তাই তাঁরা এমন সব রেওয়ায়াত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যেগুলো তাদের মত সঙ্কলকদের আগ্রহ ও একাগ্রতা না থাকলে হারিয়ে যেত। ইমাম হাযেমীর 'শুরূতুল আয়েম্মাহ্ আল্-খামসাহ্' গ্রন্থের উপর লিখিত পর্যালোচনায় ইমাম আল্-কাওসারী বলেছেন, (পৃ. ৬০ ও তৎপরবর্তী) :

"বুখারী ও মুসলিম যদিও ইমাম আবু হানীফার হাদীসের কিছুই সঙ্কলন করেননি, তবে তাঁরা তাঁর কনিষ্ঠ সাথীদের পেয়েছিলেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে ইমাম শাফিয়ীর কোন হাদীসও সঙ্কলন করেননি। যদিও তাঁর কিছু সাথীর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়েছিল। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদ (র) থেকে কেবল দু'টি হাদীস ছাড়া

---

১৪. ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তায় এবং বুখারী তাঁর সহীহতে ইমাম হাসান ইবন আলী (রা) থেকে কোন হাদীস সঙ্কলন করেননি। সেজন্য কি কেউ তাদের অমর্যাদা করার শক্তি রাখে ? নাউজুবিল্লাহ্।

www.asksumon.wordpress.com

কোন হাদীস সঙ্কলন করেননি। তাও একটি অন্য রাবীর মধ্যস্থতায়, অন্যটি মন্তব্য বা টীকার আদলে, যদিও তিনি তাঁকে পেয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে চলেছিলেন।"

এদিকে ইমাম মুসলিমও তো বুখারী থেকে কিছুই সঙ্কলন করেননি। অথচ তিনি তাঁর সাহচর্যে থেকেছিলেন এবং তাঁরই ধারায় তাঁর কিতাব রচনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ইমাম আহ্‌মাদ থেকে কেবল ত্রিশটির মতো হাদীস সঙ্কলন করেছেন।

ইমাম আহ্‌মাদ তাঁর সনদ : মালেক-নাফে'-শাফিয়ী—যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনদ, এর মাধ্যমে মাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ী থেকে এই সনদটি ব্যতীত যা বর্ণনা করেছেন তা সংখ্যায় ২০টিও হবে না। অথচ তিনি শাফিয়ীর মজলিসে বসেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'মুয়াত্তা' শুনেছেন এবং প্রাচীন রাবীদের সংখ্যায়ন করেছেন।

যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁরা তাঁর হাদীসকে অবজ্ঞা করেছেন অথবা সমালোচনা গ্রন্থে কিছু বিরূপ কথা লেখা হয়েছে, সেজন্য উল্লেখ্য করেননি, তাহলে তারা বিভ্রান্তই হয়েছেন। তবে সবারই জানা আছে কি কারণে—

- সাওরী আবু হানীফা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন:
- ইবনে মুঈন কি কারণে ইমাম শাফিঈর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন;
- কারাবিসী কি কারণে ইমাম আহমাদের সমালোচনা করেছেন;
- কি কারণে যাহাবী ইমাম বুখারী সম্পর্কে বলেছেন ... ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী তাঁর তা'রীখ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যা বলেছেন তার জবাব এখানে দিতে চাই। বুখারী বলেছিলেন, আবু হানীফা দুর্বল, মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীস বাদ দিয়েছেন। ইমাম বুখারীর কথা 'আবু হানীফা নির্ভরযোগ্য না হওয়া এবং তাঁর থেকে বর্ণনা না করা'র বিষয়ে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, হাম্মাদ ইবন যায়দ, হুশাইম ও ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম এবং জা'ফর ইবন 'আওন। সুনানের সঙ্কলক আবু দাউদ সিজিস্তানী থেকে ইবনে 'আব্দিল বার তাঁর কিতাবুল ইন্তিকায় বলেছেন, "নিশ্চয়ই আবু হানীফা ছিলেন ইমাম, মালেক ছিলেন ইমাম, শাফিয়ী ছিলেন ইমাম"।

ইবনে 'আবদিল বার বলেন, তিনি একজন ফকীহ্, আমি তাঁকে দুর্বল বলতে কাউকে শুনিনি। এই তো শু'বাহ্ ইবনুল হাজ্জাজ, তাঁর বিষয়ে কথা বলার জন্য তাঁর কাছে চিঠি লেখেন। আর শু'বাহ্ তো শু'বাহ্ই।

প্রাগুক্ত গ্রন্থে আরও আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আবু যাকারিয়া! আবু হানীফা কি সত্য হাদীস বর্ণনা করেন? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, তিনি অতিশয় সত্যবাদী (সাদূক)।

এতে আরও রয়েছে, ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেছেন, আমি হাজার দিকপাল মহাপুরুষকে পেয়েছি, তাদের অধিকাংশের বক্তব্যও শুনেছি। এর মধ্যে পাঁচজনের চাইতে বেশী ফকীহ্ বেশী

www.asksumon.wordpress.com

জ্ঞানী ও বেশী পরহেযগার দেখিনি। তাঁদের মধ্যে আবু হানীফা হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি। ইমাম বুখারীর অন্যতম শায়খ বা উস্তাদ মাক্কী ইবন ইবরাহীম[১৫] বলেছেন : كان أبو حنيفة يصدق فى قوله وفعله "আবু হানীফা তাঁর কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন"।

ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শু'বা কি আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আবু হানীফা হাদীস ও ফিক্হে ছিলেন সাদূক (সত্যনিষ্ঠ), আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে নিরাপদ এবং তিনি তাঁর আরও কিছু প্রশংসা করলেন।

মুহাম্মাদ সা'দ আল-'আওফী হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈনকে বলতে শুনেছি, আবু হানীফা সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য)। তিনি কেবল সেই হাদীসগুলোই বর্ণনা করেন যা তিনি মুখস্থ করেছেন, যেসব হাদীস মনে সংরক্ষিত নেই তা তিনি বর্ণনা করেন না।

আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল বা বিচার-বিশ্লেষণের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'দ বলেছেন : ইমাম আবু হানীফা হচ্ছেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তার সম্পর্কে এই উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।

আবু জা'ফর আত্তাহাবী বলেছেন : আবু হানীফা হচ্ছেন ইমাম আ'যম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা। তিনি ছিলেন সিকাহ্, সাবাত, ফকীহ্ মাশহুর (তিনি নির্ভরযোগ্য, তিনি প্রামাণ্য এবং তিনি বিখ্যাত ইসলামী আইন বিশারদ)। বুখারীর উস্তাদ মাক্কী, যিনি বুখারীর সুলাসিয়াতের অধিকাংশের বর্ণনাকারী, তিনি বলেছেন, আবু হানীফা তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

যাহাবী বলেছেন, যুক্তিবিদ্যা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রাচীন যুগের কৌশল হেকমত, আল্লাহ্র কসম, সাহাবী, তাবেঈদের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আওযা'ঈ, সাওরী, মালেক ও আবু হানীফারও না। বরং তাদের জ্ঞান ছিল পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞান।

তিনি যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, 'আতা, নাফে, 'আব্দুর রহমান ইবন হুরমুয, 'আদী ইবন সাবেত, সালামা ইবন কুহাইল, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন 'আলী, কাতাদা, 'উমার ইবন দীনার, ইসহাক এবং আরও অগণিত হাদীসের ধারক ও বাহক।[১৬]

এখন বুখারীর কথা "আবু হানীফা দুর্বল, তার হাদীস তারা বাদ দিয়েছেন" এবং ইত্যাকার আরো কিছু বচন-এর জবাব তো দিতে হয়। যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উত্তরে ইমাম যাহাবী বলেন, **ইমাম বুখারী (র) মনে করতেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। আর ইমাম আবু হানীফা তা মনে করতেন না।**

---

১৫. ইনি বুখারীর সুলাসিয়াতের অধিকাংশই বর্ণনা করেছেন এবং ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফার শাগরেদ (—গ্রন্থকার)।

১৬. দেখুন, গাবেজী , আবু হানীফা, পৃ. ১৮২-১৮৫।

www.asksumon.wordpress.com

কেননা ঈমান হচ্ছে একটি গিটের মত মজবুত আকীদা-বিশ্বাস, যা হৃদয়ের সকল অলিন্দে ভরপুর হয়ে থাকে। কাজেই এর আরও বেশি হওয়ার কথা ভাবা যায় না। কারণ ইয়াকীনের উপর আর বাড়তি কিছু থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে কমও হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে এটি আর ইয়াকীন (সন্দেহতীত বিশ্বাস) থাকে না।

এদিকে বুখারী বলতেন, তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে এমন কারও হাদীস সঙ্কলন করেননি যারা ঈমানের কম ও বেশি হওয়াকে সমর্থন করেন না। সম্ভবত এ অর্থে তিনি আবু হানীফার হাদীস স্থান দেননি। অথচ তিনি খারিজিদের থেকেও হাদীস সঙ্কলন করেছেন। যেমন ইমরান ইবন হিত্তান (عمران بن حطان) যিনি সাইয়্যেদুনা আলী (রা)-এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবন মুলজিমকে সমর্থন জুগিয়েছেন তার এই শ্লোকে :

يا ضربة من تقى أراد بها + إلا ليبلغ عند الله رضوانا .

"সে কী আঘাত ছিল ধর্মভীরুর ইচ্ছা থেকে উৎসারিত।
এ ছিল কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য নিবেদিত।"

অথচ ইমাম বুখারী (র) বাতিল ফের্কার একাশিজন রাবীর সূত্রে হাদীস সঙ্কলন করেছেন। এদের নাম হাফেয ইব্‌ন হাজার (র) তাঁর হাদ্‌য়ুস সারী (هدى السارى) গ্রন্থে এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর তাদ্‌রীবুর রাবী (تدريب الراوى) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

(২) ইমাম বুখারী মনে করতেন, আমল (কর্মসমূহ) ঈমানের অংশ, পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা তা মনে করতেন না। কারণ ঈমান হচ্ছে মনের দৃঢ় বিশ্বাস এবং মুখে এর সত্যায়ন। আমল বা কর্মসমূহ আদৌ ঈমানের অংশ নয়।

(৩) তাহলে তারা ইমাম বুখারীর এই কর্মটির জন্য তার সমালোচনা করছেন না কেন, যদিও আমাদের জবাব প্রস্তুতই রয়েছে? বুখারীর মতে ইবাদত ত্যাগকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আবু হানীফার মতে এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত। তিনি চাইলে মাফ করে দেবেন, অন্যথায় শাস্তি দেবেন। তিনি বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا .

১৭. মূলত ঈমান হচ্ছে বান্দাহর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একথা বলা, "আমি আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাত এবং ভালমন্দ নির্ধারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এ সবের ওপরও ঈমান আনলাম"। ইমাম আবু হানীফার মতে এই বিশ্বাসে কখনও ঘাটতি হতে পারে না। কারণ বিশ্বাসে ঘাটতি মানেই তো সন্দেহ। এই সন্দেহ তো অস্বীকার বা কুফর। তবে কম-বেশি হতে পারে ঈমানের জ্যোতিতে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর আকীদার মধ্যে কোন গড়মিল নেই। বরং তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে এর মৌল ভিত্তি নির্দেশ করেছেন (দেখুন আকীদা বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার পুস্তিকাসমূহ এবং আকীদা তাহাবিয়্যার ভাষ্য)।

www.asksumon.wordpress.com

"আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা ক্ষমা করেন না, এটি ব্যতীত অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার মানে সে তো বিরাট পাপের বোঝা তার ওপর আরোপ করল" (সূরা নিসা : ৪৮)।

বর্ণিত আছে, উসমান আল্-বাত্তি একবার আবু হানীফাকে লিখে পাঠালেন : انتم مرجئة "আপনারা তো মুরজিয়া"। ইমাম সাহেব এর জবাব দিলেন, মুরজিয়া দু'রকমের : একটি হচ্ছে অভিশপ্ত, আমি তাদের সাথে নেই। আরেক দল হচ্ছে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, আমি তাদেরই একজন। দেখ না, আল্লাহ্র বাণী :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

"যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তো (দিতে পারেন), কারণ তারা আপনারই বান্দাহ্। আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি তো পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানময়" (আল্-মায়েদাহ্ : ১৮)।

অভিশপ্ত দলের মুরজেয়ারা বলে : গোনাহ্তে কোন ক্ষতি নেই এবং পাপীকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

কাজেই ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে বুখারীর মন্তব্যটি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি বা মাযহাবগত। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্যের জন্য প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করার কোন অবকাশ নেই। মাযহাবী মতানৈক্য কোন ধর্তব্য বিষয়ই নয়। এ কারণে ইমামকে কোনভাবেই অপবাদের শিকার সাব্যস্ত করা যায় না। সমালোচনার সময় আকীদার ক্ষেত্রে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তিকে একই সমতলে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে একে অপরের বিরোধিতা করার জন্য আক্রমণ বা কটাক্ষ করে থাকতে পারে। শায়খুল ইসলাম ইমাম তকীউদ্দীন ইবন দাকীকুল 'ঈদ তাঁর গ্রন্থ 'আল্-ইক্তিরাহ'-তে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "মুসলমানদের সম্মান তো জাহান্নামের এক বিরাট গহ্বর, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি সম্প্রদায় : মুহাদ্দিসীন ও বিচারকগণ।" আমি বলি, তাদের উদাহরণ তো হচ্ছে, বুখারী সম্পর্কে তাদের কারও কারও মন্তব্য : শব্দের প্রশ্নে তিনি তাকে, আবু জুরআকে এবং আবু হাতেমকে বাদ দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে ইমাম বুখারীর মন্তব্যটি ঠিক যেন ইমাম জাফর সাদেক (র)-এর জীবনী সম্পর্কে তাজকিরাতুল হুফ্ফায-এ ইমাম যাহাবীর মন্তব্য। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেননি, অথচ সকল ইমামই তাঁর থেকে প্রামাণ্য দলীল গ্রহণ করেছেন।[১৮]

তাহলে ইমাম জাফর সাদেক (র) সম্পর্কে ইমাম যাহাবীর মন্তব্য : বুখারী তার থেকে দলীল প্রমাণ গ্রহণ করেননি, অথচ সকল ইমাম তাঁর থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, এ কথাটি কি গ্রহণীয়? বরং এটি প্রত্যাখ্যাত। যেমন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালেক-এর মন্তব্য, 'দাজ্জালদের মধ্যকার এক দাজ্জাল'। অনুরূপভাবে আহ্মাদ ইবন সালেহ আল্-মিসরী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ীর মন্তব্য এবং হারেস আল্-মুহাসী সম্পর্কে ইমাম আহ্মাদের কটাক্ষ।

১৮. দেখুন আবু হানীফা আন্-নু'মান, গাবেজী, পৃ. ২১৪-২১৭।

www.asksumon.wordpress.com

আল্লামা আবদুল হাই লাকনাবী বলেন, আলেমগণ ঐ সকল প্রখ্যাত আলেম, বিশেষ করে ইবনুল মাদীনী, বুখারী ও মালেক-এর মত ব্যক্তিত্বদের ত্রুটিকে গ্রহণ করেননি, বরং তাদের পারস্পরিক মন্তব্যকে সমসাময়িকদের প্রতি অসাবধানতা হিসেবেই ধরে নিয়েছেন। এছাড়া তাঁরা আকীদা ও মাযহাবগত দ্বন্দ্ব এবং ঈর্ষা হিসেবে এসব মন্তব্য করেছেন।

ধরা যাক ইমাম আহ্মাদের কথা। ইনি যেসব লোককে অপসন্দ করতেন যারা এমনভাবে কথা বলতেন যেন এটা তাকে অনুচিত বক্তব্যে না নিয়ে যায়। হারেসের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা তাঁর স্বভাব-চরিত্র বা ধর্মকর্ম প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ইবাদতগুজার, অল্পে তুষ্ট সাধক, ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ ও হাদীসবেত্তা। কিন্তু তিনি ইলমে কালাম বা আকীদা শাস্ত্রের কিছু বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন। আবুল কাসেম আন্-নাসরাবাদী বলেছেন : আমি জেনেছি যে, আহ্মাদ ইবন হাম্বল এ কারণে তাকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁকে এড়িয়ে চলতেন (هجره)।

ইমাম শাফিয়ীর এক সঙ্গী এবং তাঁর জ্ঞানের ধারক-বাহক আল্-কারাবীসী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কারণ তিনি বলতেন, "কুরআন কোন সৃষ্টি নয় বটে তবে আমার উচ্চারণে কুরআন মাখ্লুক বা সৃষ্টি"। (القران غير مخلوق ولفظى به مخلوق)।

এ ধরনের আরেকটি মন্তব্য করেছেন আব্দুর রহমান ইবন আবু যি'ব ইমাম মালেক সম্পর্কে, "মালেককে বলা হবে তওবা কর। করলে তো ভাল, না হয় তার গর্দার উড়িয়ে দেয়া হবে।"

একথা এজন্য বলেছিলেন যে, মালেক (র) "ক্রেতা-বিক্রেতা ইচ্ছে করলে ফেরত দিতে ও নিতে পারে" (البيعان بالخيار) এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হাদীসটি তাঁর গ্রহণ না করার কারণ হলো, হাদীসটি خبر واحد বা একক বর্ণনাভিত্তিক হাদীস যা মদীনাবাসীর আমলের বিপরীতে অবস্থান করছে। তাঁর উস্তাদ রবীআহ্ আর-রা'ই বলতেন, হাজারজন থেকে হাজার জন যা দেখেশুনে গ্রহণ করেছেন তা নিশ্চয়ই একজন থেকে একজনের বর্ণনা থেকে আমার কাছে বেশী প্রিয় ও শ্রেয়"।[১৯]

এটি প্রমাণ করে, কী নিবিড়ভাবেই না আবু হানীফা (র) সনদ ও সাহাবীর হাদীস গ্রহণ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগের এসব ছিল শক্ত জবাব।

এখন ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদ, পরহেযগারী, সাধনা ও ইবাদত সম্পর্কে কিছু তুলে ধরব। শায়খ, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ মুহাম্মদ রশীদ আন্-নু'মানী আল্হিন্দী (রহ)[২০] তাঁর

১৯. আল্গাবেজী, আবু হানীফা আন্-নু'মান, পৃ. ২১৭-২২৭।

২০. আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ 'আওয়ামাহসহ মসজিদ নববীতে আহলে সুফ্ফাহ্র জায়গাটিতে। তিনি পাকিস্তান থেকে হজ্জ করার জন্য এসেছিলেন। তিনি তাঁর কিতাবগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলেন এর মূল্য দিয়ে হজ্জ করার জন্য। সে সময় তাঁর বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে (মু. নূর)।

www.asksumon.wordpress.com

গ্রন্থ مكانة الامام أبي حنيفة في علم الحديث (হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার স্থান)-এ বর্ণিত কিছু উদ্ধৃতি। এগুলো সনদসহ[২১] বর্ণিত হয়েছে, সনদ ছাড়াও কিছু আছে।

(১) ইবনুল মুবারক বলেছেন : আবু হানীফা সবচেয়ে বড় ফকীহ্ (أبو حنيفة افقه الناس)। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন : সকল মানুষ ফেকাহ্ শাস্ত্রে আবু হানীফার পোষ্য (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)। ইয়াযীদ বলেছেন : আমি আবু হানীফার চেয়ে বেশী পরহেযগার ও জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। আবু দাউদ বলেছেন : আবু হানীফাকে আল্লাহ্ দয়া করুন। তিনি ছিলেন এক মহান ইমাম।

(২) বিশ্‌র ইবনুল ওয়ালীদ (র), আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু হানীফার সাথে যাচ্ছিলাম। তখন একজন লোক অন্যজনকে বলল, ইনি হচ্ছেন আবু হানীফা, রাতে ঘুমান না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা না করি তারা তা যেন বলাবলি না করে। সেজন্যই তিনি সালাত, দু'আ ও আকুতি-মিনতি করে রাত কাটিয়ে দিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০)।

(৩) তিনি ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস (র)-কে একাধিকবার দেখেছেন এবং 'আতা, নাফে', 'উমর ইবনে দীনার, আ'রাজ, কাতাদা এবং আরও বহু প্রখ্যাত মহান ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদার এক ইবাদতকারী। তিনি ছিলেন আত্মত্যাগী, রাজা-বাদশাহ্‌দের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। যারা এক রাকাতে পবিত্র কুরআন খতম করতেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। চল্লিশ বছর ধরে এশার উযু দিয়ে ফজর সালাত পড়েছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১)।

(৪) আবু হানীফা একবার স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কবর খুঁড়ে তা খুলতে যাচ্ছেন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে মুহাম্মদ ইবন সীরীন বলেছিলেন, এ স্বপ্ন যিনি দেখেছেন তিনি কোন বৈপ্লবিক কাজ করবেন অর্থাৎ এমন কিছু জ্ঞানের অবতারণা করবেন যা তার পূর্বে কেউ বের করতে পারেনি।

(৫) মুসয়ের ইবন কাওয়াম বলতেন : কুফাতে দুই ব্যক্তির প্রতি আমার চরম ঈর্ষা হতো। ফিক্‌হ বিষয়ে আবু হানীফা আর সাধনায় হাসান ইবন সালেহ أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زاهد (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫)।

(৬) 'আজালূনী তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকায় বলেছেন : তিনি ইমামদের ইমাম, উম্মাহ্‌র দিশারী, যিনি তাবিঈদের একজন। তিনি মুজতাহিদদের অবিসংবাদিত নেতা, তিনিই ইজতেহাদের দ্বার উন্মোচনকারী, এতে কোন মতবিরোধ নেই। যে তাঁর ফিক্‌হ ও আনুষঙ্গিক মাসআলা সম্পর্কে

---

২১. ১৪১৬ সালে বৈরুতে এটি চতুর্থবারের মত ছাপা হয়। এটি বিশ শতকের হানাফী ইমাম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ্ প্রযোজনা ও মুদ্রণ করেছেন দু'বার, পাকিস্তান ও ভারতে।
মুহাম্মদ নূর বলেন, আমার উস্তাদ মুহাম্মদ ফাওযী বলেছেন যে, আল-আযহারে লেখাপড়ার সময় তিনি শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ্‌র সাথে একই কক্ষে থাকতেন এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ্ খুবই পড়ুয়া ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রচুর গ্রন্থ খরিদ করতেন। তবে তিনি তালাকের মাসআলায় জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন।

www.asksumon.wordpress.com

অবহিত হবে সে তাঁর জ্ঞানের বিশালতা এবং মর্যাদায় ঐশ্বর্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারবে না। তিনি ছিলেন কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। হাঁ, তিনি অন্যান্য ইমামদের মত অত বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি। ইমাম ও মুজতাহিদ হওয়ার জন্য বেশি বেশি রেওয়ায়াত করা কোন শর্ত নয়। কারণ ইজতিহাদ করতে হলে সুন্নাহ্‌কে সংরক্ষণ ও ধারণ করতে হয়, তা বর্ণনা করা এবং প্রচার করার উপর নির্ভরশীল নয়। আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু ছিলেন হাদীসের হাফেয, হুজ্জাত ও ফকীহ্, তবে অনেক বেশি বর্ণনা করেননি, বরং রেওয়ায়াতের শর্তে কড়াকড়ি করেছেন, হাদীসের ধারণ ও গ্রহণযোগ্যতার শর্তেও কড়াকড়ি করেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮)।

(৭) ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সাহীহ্ সঙ্কলনে আবু ইয়াহ্‌ইয়া আল্-হিম্মানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি, "আমি জীবনে যাদের দেখেছি, 'আতা থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি, যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের মধ্যে জাবের আল-জু'ফী থেকে বড় মিথ্যুক কাউকে দেখিনি" (প্রা., পৃ. ৭৫-৭৮)।

(৮) নু'মানী বলেছেন : মুহাদ্দিসদের শিরোমনি, সমালোচনা ও পর্যালোচনার ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মুঈন বলেছেন, যা ইবনে কাসীর-এর আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতেও রয়েছে,[২২] আলেম তো চারজন : সাওরী, আবু হানীফা, মালেক ও আওযায়ী।

(৯) তিনি আরও বলেন : আবুল ফাদ্‌ল 'আব্বাস ইবন আবদুল 'আযীয আল কাত্তান বলেছেন, আমাদেরকে হারমালা বলেছেন যে, আমি ইমাম শাফি'য়ীকে বলতে শুনেছি : যিনি ফিক্‌হশাস্ত্রে বিশারদ হতে চান তাকে অবশ্যই আবু হানীফার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। যিনি তাফসীর শাস্ত্রে বিশারদ হতে চান তাকে মুকাতিল ইবন সুলাইমানের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। যিনি নাহু (আরবী ব্যাকরণ) শাস্ত্রে বিশারদ হতে চান তাকে আল-কিসাঈ-এর ওপর নির্ভরশীল হতে হবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩)।

(১০) তিনি তাঁর সনদ মাধ্যমে ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ থেকে আবু হানীফা সম্পর্কে তাঁর পিতা হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, আমার পিতা মারা যাওয়ার পর আমরা বাগদাদের বিচারক হাসান ইবন আম্মারকে গোসলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি তাই করলেন। গোসল করানো সম্পন্ন হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন, ক্ষমা করুন। আপনি তো বিগত ৩০ বছর রোযা ছাড়েননি, চল্লিশ বছর ধরে রাতে বালিশে মাথা রাখেননি। আপনি তো উত্তরসুরিদের কষ্টে ফেলে গেলেন এবং কারীদেরকে লজ্জায় রেখে গেলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)।

(১১) তাঁর নিজ সনদে ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি আবু হানীফা থেকে বেশী পরহেযগার কাউকে দেখিনি। তাঁকে চাবুক ও সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫)।

---

২২. ১০ খ., পৃ. ১১৬, সং ২য়, বৈরূত।

www.asksumon.wordpress.com

(১২) তাঁর নিজ সনদে ইয়াযীদ ইবন হারূন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি অনেক লোকের সাথে মিশেছি। এদের মধ্যে আবু হানীফা থেকে আর কাউকে বেশি জ্ঞানী, পরহেযগার ও উত্তম দেখতে পাইনি (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬)।

(১৩) আল্-খুরাইমী থেকে নাস্‌র ইবন আলী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষ আবু হানীফা সম্পর্কে হয়তো ঈর্ষাকাতর অথবা অনবধান, তবে এদের মধ্যে আমার মতে অবস্থার দিক থেকে অনবধান বা জাহেলই উত্তম।

(১৪) ইয়াযীদ ইবন হারূন বলতেন : আবু হানীফা মানবমণ্ডলীর এক দিকপাল, তাঁর ভুল যেন মানবের ভুল, তার শুদ্ধতা যেন মানবমণ্ডলীর শুদ্ধতা (প্রা., পৃ. ৯৭)।

(১৫) সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক বলেছেন : "তিনি তাঁর যমানায় পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯)।

(১৬) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক বলেন : তোমাদের কি এমন এক মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে, যাঁর কাছে এ জগতের সকল ঐশ্বর্য ধরা দিয়েছিল, অথচ তিনি তা থেকে পালিয়ে গেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)?

ইতিপূর্বে, প্রিয় পাঠক, আপনাদের সামনে ইমাম আবু হানীফা থেকে সরাসরি বর্ণিত হাদীস ও আছারে সাহাবীর কিছু অংশ উল্লেখ করেছিলাম। সনদের মাধ্যমে উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর অনেকগুলো তো হাদীস ও ফিকহ্ বিশারদদের কাছে সুপরিচিত, এমনিতেও বহুল প্রচারিত ও প্রখ্যাত। এর মধ্যে একটি হলো এ বিখ্যাত হাদীসটি :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিলো।"

এ হাদীসটি মুতাওয়াতির (বহুল প্রচারিত) হাদীস যা মিথ্যে হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। হাদীসটি অনেকের মত ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেন। তাঁর সনদে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা (র)। এর উল্লেখের ক্ষেত্রে আমি নির্ভর করেছি প্রিয় ভাই আল্লামা প্রফেসর ড. ইনায়াতুল্লাহ্ ইব্‌লাগ-এর

الامام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله – وأراءه الكلامية فى العقيدة الاسلامية .

(ইমাম আ'যম আবু হানীফা ও ইসলামী আকীদায় তাঁর অভিমত) ছিল ভার্সিটি থিসিসটির শিরোনাম। এছাড়া আমার আত্মিক সন্তান ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ—এই পুস্তকের গ্রন্থকার-এর বাছাইয়ের উপরও নির্ভর করেছি। ইনি ইঞ্জিনিয়ার হলেও ইসলামিয়াত নিয়ে অধ্যয়ন ও লেখালেখিতে ব্যস্ত।

এইসব হাদীস প্রমাণ করে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীস বর্ণনা, তার ধারণ-বহন ও অধ্যয়ন এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীসের রেওয়ায়াত ও দেরায়াত (বর্ণনা ও মর্ম) গ্রহণ

www.asksumon.wordpress.com

করার ক্ষেত্রে কত বড় অবদান রেখে গেছেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন তাবিঈ। তিনি ছিলেন অনুসরণীয় ফকীহদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ। বরং অতীত ও বর্তমানে তিনিই হলেন সবচেয়ে বেশী অনুসরণীয় ইমাম। কারণ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মুসলমান তাঁকে অনুসরণ করছেন। বরং বিখ্যাত 'মুসান্নাফ'-এর গ্রন্থকার আব্দুর রাজ্জাক, যিনি আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র, তাঁর থেকে উসমান (রা)-এর উযুর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবন আবু শায়বাহ্ তাঁর 'মুসান্নাফ' (হাদীস সঙ্কলন)-এ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে সিহাহ্ সিত্তাহ ও অন্যান্য কিতাবে হাদীস বর্ণনার কিছু উদাহরণ দিয়েছি।

ইল্‌মে হাদীসে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার সাথে যোগ করতে হয় তাঁর ফেকাহ্, তাকওয়া ও পরহেযগারী। এমনকি ইমাম শাফি'য়ী তাঁর ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন :

الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة .

"মানবমণ্ডলী আইনশাস্ত্রে আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল।"

ইমাম আহ্‌মাদ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আবু হানীফা জ্ঞান, পরহেযগারী, সাধনা ও আখেরাতের জন্য আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে এমন এক উচ্চ স্তরে অবস্থান করেছেন যে, তাঁকে ছোঁয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।"

ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেন : ما مقلت عيناى مثل أبى حنيفة "আমার দু'চোখে আবু হানীফার মত কাউকে দেখেনি"।

ইলমে হাদীসের জারহ ও তা'দীল (সমালোচনা ও পর্যালোচনা) বিজ্ঞানের বিশারদ ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাঈদ আল্-কাত্তান-এর উক্তিটিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট :

أن أبا حنيفة والله اعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

"আল্লাহ্‌র শপথ! আবু হানীফা হচ্ছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার সম্পর্কে এই উম্মাহ্‌র সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি"।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইব্‌ন মুঈন-এর সাক্ষ্যও এখানে প্রণীধানযোগ্য। তিনি আবু হানীফা সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة)। যা মুখস্ত আছে তিনি কেবল সে হাদীসই বর্ণনা করেন, যা মুখস্ত জানেন না, সে হাদীস তিনি বর্ণনা করেন না (ثقة لا يحدث إلا بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ)। তবে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি 'রায়' পসন্দ করতেন এবং তিনি আহ্‌লুর রায়-এর ইমাম, এতে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবাগণও (রা) কিয়াস করেছেন এবং তাদের কিয়াস বা গবেষণার বেশ কিছু উদাহরণও আমরা পেশ করেছি।

বরং ইমাম শাফি'য়ী তার 'রিসালাহ' গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ইজতিহাদ তো আসলে কিয়াসই। যে কিয়াস করতে পারে না তাকে তো 'মুজতাহিদ' বলা যায় না। আর যারা কিয়াসকে অপবাদ দেয় তাদের এই নিন্দা আরোপিত হবে সে সকল কিয়াসের ওপর যাতে

www.asksumon.wordpress.com

কিয়াসের শর্তাদি এবং কিয়াসের অন্তর্গত কার্যকারণের পূর্বশর্তাদি পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে এ ধরনের কিয়াস বাতিল ও নিন্দনীয়ও বটে। বরং এসব তো খেয়ালী উক্তি যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আর কিছু সংখ্যক লোক বলে থাকে যে, আবু হানীফা সহীহ হাদীসের ওপর কিয়াস বা যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা আরও বেশি ভ্রান্ত ও মিথ্যে কথা। কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে এমনকি দুর্বল হাদীসকেও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমনটি যাহেরিয়া ও ইবনে কাইয়্যেম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এবং এর সপক্ষে নামাযে অট্টহাসির হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সালাত বাতিল হয়ে আবার উযু প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, হাদীস দঈফ হলেও তা কিয়াস থেকে বেশি মজবুত। সে ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞের কথার উপরও দুর্বল হাদীসকে স্থান দিতে হবে।

আর কিছু লোক বলেছে, ইমাম বুখারী একটি হাদীসও আবু হানীফা থেকে সংগ্রহ করেননি, এটা এমনই একটি বিষয় যার কারণে আবু হানীফাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রতিপন্ন করা যায় না। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জনগণ তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং প্রবীণ হাদীসবেত্তাগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনকি সিহাহ্ সিত্তার অবশিষ্ট ইমামগণ তো তাঁর থেকে হাদীস সংকলন করেছেন, যদিও সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী কেবল ছয়টি হাদীস সঙ্কলনের মধ্যেই সীমিত নয়।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র) ইমাম আবু হানীফার কোন বর্ণনা সঙ্কলন করেননি। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁর এত সহচর ও বর্ণনাকারী রয়েছেন যে, তাঁর হাদীসগুলো কখনও হারিয়ে যাবে না, এগুলো সংরক্ষিত থেকে যাবে। কাজেই সঙ্কলন না করাটা নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কারণে ছিল না। কেননা তাঁরা উভয়ই অল্পবয়েসী সাহাবীদের পেয়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদীস সঙ্কলন করেছেন।

এমনিভাবে ইমাম বুখারী যে বলেছেন, "দুর্বল, তাঁর হাদীস তারা বাদ দিয়েছেন," একথাটি বুখারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবীর একটি উক্তির মতই : তাঁকে আবু যুর'আ ও আবূ হাতেম বাদ দিয়েছেন অথবা কারণ ছিল কুরআনের শব্দ নিয়ে বিতর্ক। অনুরূপভাবে শাফিয়ীর ব্যাপারে ইব্‌ন মু'ঈন-এর উক্তি এবং আহ্‌মাদ সম্পর্কে কারাবীসি-এর উক্তি, যদিও জ্ঞানীগণ তাদের পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'য়ীর কোন হাদীস সঙ্কলন করেননি, যদিও তাঁরা ইমাম শাফি'য়ীর কিছু সাথী শিষ্যকে পেয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম একটি হাদীসও ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেননি, যদিও তিনি তাঁকে পেয়েছিলেন, তাঁর সাথে চলেছিলেন এবং তাঁর লেখার সাথে পরিচিত হয়েছেন। ইমাম বুখারী দু'টি হাদীস ছাড়া ইমাম আহ্‌মাদ থেকে কোন হাদীস সঙ্কলন করেননি।

www.asksumon.wordpress.com

এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং এর জবাবও দিয়েছি। আর তা হচ্ছে, তাদের হাদীসগুলো সংরক্ষণে সহায়তার প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া আকীদাগত কিছু বিষয়ের কারণে তাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, তাঁরা ছাড়াও অন্য কেউ সেসব হাদীস বর্ণনা করে থাকতে পারেন। এসকল বর্ণনাকারী সংখ্যায় অনেক। কাজেই তাঁরা ঐ সকল লোকের হাদীস নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন যাদের হাদীস হারিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, অথবা 'লফয্'-এর মাসআলার কারণে (কুরআনের শব্দ কি সৃষ্টি নাকি অসৃষ্টি)।

যেমন ইমাম আবু হানীফার উক্তি : আল্-কুরআন হচ্ছে অসৃষ্টি, কিন্তু আমি যে কুরআন পড়ি তা সৃষ্টি। অথবা এ কারণে যে, তাদের অনেকে 'ইল্মুল কালাম' বা আকীদা বিজ্ঞান নিয়ে তর্কবিতর্ক ছড়াতে চাইতেন না। কারণ এটি কখনও কখনও এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যা অসঙ্গত, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ইমাম তকিউদ্দীন দাকীকুল 'ঈদ-এর উক্তি—"মুসলমানদের সম্মান হচ্ছে জাহান্নামের একেকটি গর্ত, যার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি দল : ইসলামের মুখপাত্র এবং যারা বিচারক বা প্রশাসক। এটি ইতিপূর্বেকার সারসংক্ষেপ।

যাহোক হাদীসের ক্ষেত্রে আলেমগণ একজন অপরের চেয়ে বেশি স্মরণশক্তিসম্পন্ন হতে পারেন। এজন্য এটা বলা বাঞ্ছনীয় নয় যে; তিনি অন্য থেকে উত্তম অথবা সার্বিকভাবে সর্বোত্তম আলেম।

দেখুন আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীসের হাফেয, তা সত্ত্বেও তিনি সবার চেয়ে উত্তম এবং সবার চেয়ে বড় ফকীহ্ ছিলেন না। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিক্হ বিশারদ ছিলেন মু'আয এবং উত্তরাধিকার বণ্টনশাস্ত্রে সবচেয়ে বড় বিশারদ ছিলেন যায়েদ (রা), আলী (রা) ছিলেন সবচেয়ে বড় বিচারক, সবচেয়ে উত্তম কেরাত বিশেষজ্ঞ ছিলেন উবাই (রা)। কারণ গুণবৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্র মহান দান, তিনি যাকে যতটুকু চান দান করে থাকেন।

ইমাম যাহাবী তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে বলেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর মত ব্যক্তিদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি বটে তবে এখতেলাফের কারণে তাদের উপর দোষ চাপানো যায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থ 'আল্-মীযান'-এর প্রারম্ভিকায় বলেছেন :

"অনুরূপভাবে আমি বিস্তারিত ফিক্হি মাসআলায় অনুসরণীয় ইমামদের উল্লেখ করব না। কারণ ইসলামে তাদের ভাবমর্যাদা অনেক উচ্চে। মানুষের মনে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট মর্যাদাবোধ। আমি তাদের কারও নাম উল্লেখ করলে তা ইনসাফের সাথেই করব। এটা আল্লাহ্র নিকট তাদের কোন ক্ষতির কারণ হবে না, মানুষের নিকটও না। কারণ মানুষের ক্ষতি করে তার মিথ্যাচার এবং ভুলকে আঁকড়িয়ে থাকা আর বাতিলকে সত্যের আবরণে আগলে

www.asksumon.wordpress.com

রাখার অপপ্রয়াস। আর তা হচ্ছে খেয়ানত ও অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্যক্তি সব কিছুকেই অভ্যাসে পরিণত করতে পারে, কেবল আমানতের খেয়ানত ও মিথ্যাচার ছাড়া।"

দেখুন না আবু আব্দুল্লাহ্ আয্-যাহাবী কেমন ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনুসরণীয় ইমামদের যে ইসলামে উচ্চ ভাবমর্যাদা রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি এত স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সমালোচনা গ্রন্থাবলীতে তাদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে এর কারণে তাঁরা না আল্লাহ্র নিকট আর না লোকের নিকট হেয় হবেন। সেজন্যই কোন আলিম তার চেয়েও বড় আলিমের উল্লেখ করার সময় আদব ও বিনয়, তা'যীম ও সম্মানের সাথে করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা দীনের দিকপাল এ গুণের কদর বোঝার তাওফীক দিচ্ছেন, তিনি যেন আমাদেরকে ইমামগণের ইজমা[২৩] ও ঐকমত্যের বিরোধিতা করে গুনাহ্গার হতে না দেন। সালাত ও সালাম নিবেদন করছি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সাইয়্যেদুনা ও নাবীয়্যুনা ওয়া রাসূলুনা মুহাম্মাদ এর প্রতি, তাঁর আল ও আসহাবের উপর আর যারা তাঁর হেদায়াতে পেয়েছেন পথের দিশা এবং ধন্য হয়েছেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে।

কুয়েত : ৯ সফর, ১৪২৪ হি./১১-৪-২০০৩ লিখেছেন : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাওযী ফাইদুল্লাহ্, চেয়ারম্যান ইসলামী আইন ও মতবাদ বিভাগ, শরী'আহ্ অনুষদ, দামেশ্ক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ফিক্হ ও উসূল ফিক্হ বিভাগ। শরী'আ ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩. হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মর্যাদা, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

www.asksumon.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গ্রন্থকার মুহাম্মদ নূর সুওয়াইদ-এর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার বাল্যকাল থেকেই আমার হৃদয়ে জ্ঞান অন্বেষার অকৃত্রিম ভালবাসার বীজ বপন করে দিয়েছেন। তাঁর জন্য প্রশংসার সবটুকু যেমনটি তাঁর ঐশ্বর্য, মর্যাদা ও কর্তৃত্বের বিশালত্বের জন্য সমীচীন। সালাত ও সালাম নিবেদন করছি মহান পথপ্রদর্শক, সুসংবাদদাতা সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ-এর প্রতি, যিনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং এই ব্রতকে জান্নাতের পথ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন :

ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة .

"যে ব্যক্তি এমন একটি পথ ধরে চলেছে যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণ ছিল, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে যাবার একটি পথ প্রশস্ত করে দেন।"[২৪]

আলে রাসূলের উপর আল্লাহ্র সন্তোষ এবং মহান সাহাবীগণের প্রতিও। আমার শৈশব থেকে জ্ঞানী-গুণীজনদের বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (র) একজন মহান মুহাদ্দিস ইমাম। তবে ইলমে হাদীসের চাইতে ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি অনেক বেশি। ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন "মুজতাহিদ মুতলাক" পর্যায়ের ইমাম। অর্থাৎ সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর সব ইল্মেও তাঁর ইমাম হওয়া চাই অনিবার্যভাবেই।

তবেই তো তিনি "মুজতাহিদ মুতলাক ইমাম"-এর অভিধায় বিভূষিত হয়েছেন। কিন্তু মনে মনে আমার প্রত্যাশা ছিল, যেন ইমাম আবু হানীফাকে হাদীসের কিতাবসমূহে একজন মুহাদ্দিস হিসেবেও খুঁজে পাই। অথচ নয়টি হাদীস সঙ্কলনের গ্রন্থকারগণের কেউই তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি, কেবল ইমাম আহ্মাদ ব্যতীত। আর সেজন্যই আমি যা চেয়েছিলাম তা পাইনি।

এরপর আমি আল্লামা খাওয়ারিযমীর 'জামে'উল মাসানীদ" গ্রন্থটি পড়লাম। এটি পুনরাবৃত্তি পরিহারের পরও দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এরপর আমি আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ পেলাম। এর নাম :

عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة فيما وافق فيها الأئمة الستة او بعضهم .

---

২৪. এটি মুসলিম-এর শব্দবিন্যাস, একই মর্মে তিরমিযী, আবু দাউদ, আহ্মাদ, ইবন মাজা ও দারিমী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের সপক্ষে প্রমাণসমূহের মূল্যবান মনিহার যার ওপর ছয় ইমাম অথবা তাদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সম্মতি দিয়েছেন। এ পুস্তকটির গ্রন্থকার হচ্ছেন ফকীহ, মুহাদ্দিস, ভাষাতাত্ত্বিক সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ মুহাম্মদ মুরতাদা আয্-যাবীদী। এটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু আমার আশা ছিল, ইমাম আবু হানীফাকে হাদিসবেত্তাদের গ্রন্থে দেখতে পাবো। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালার মেহেরবানীতে এ অনুসন্ধানের দায়িত্ব পাবার তাওফীক আমারই হলো। আমি কল্পনাও করিনি যে, ভাগ্য আমার জন্য এই কর্ম তথা খেদমতটি লুকিয়ে রেখেছে। আমি এই গবেষণা কর্মটিকে মনে করছি ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার ইমামত ও শ্রেষ্ঠত্বকে কটাক্ষকারীদের জন্য একটি সক্রিয় প্রতিবাদ।

প্রাচীন যুগ এবং আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকপাল ইমামগণ ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক পুস্তকাদি প্রণয়ন করেছেন।[২৫] এমন কি ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবের পক্ষ থেকে অর্থাৎ হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বালী মাযহাবের পক্ষ থেকেও তাঁর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য এসেছে, যা এই ইমামের জন্য গর্বের বিষয়।

(১) হয়ত কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, 'জামে' আল্-মাসানীদ ও আল্-জাওয়াহিরুল মুনীফাহ্-এর মধ্যে যা কিছু উল্লেখ আছে তা কি এর প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট নয়? জবাবে বলব, হাঁ ...., সেগুলোই যথেষ্ট বটে, তবে তাদের জন্য যারা তাঁকে ভালবাসেন। কিন্তু অস্বীকারকারী গোঁড়া লোকদের জন্য তা যথেষ্ট নাও হতে পারে। বিশেষ করে এরা তো প্রথম কিতাবটি[২৬] সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করার ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই লাগসই জবাবের জন্য হাদীস রেওয়ায়াতকারীগণই হচ্ছেন মোক্ষম প্রতিবাদ। কারণ তারা ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকে বহন করেছেন। যদিও সাহাবীদের নিকট পাওয়া হাদীসগুলোর চেয়ে তাঁর মারফূ' হাদীসই বেশি। মারফূ' হচ্ছে মহানবী (সা) পর্যন্ত সনদ থাকা হাদীস। আর এ হচ্ছে তাবিঈগণের বৈশিষ্ট্য যারা মহানবীর হাদীস বর্ণনা করতে মনে এ ভয় পোষণ করতেন যে, পাছে হাদীস শরীফের কোন বর্ণ-শব্দ এদিক-ওদিক হয়ে যায়। যাতে তাঁরা নিজেদের অজান্তেই একটি হরফও পরিবর্তন করে বসেন কিনা। এটা ছিল তাদের পরহেযগারী। এজন্য তাঁরা ঐ হাদীসের মূল আবেদনটি বর্ণনা করতেন, হাদীসটির ফিক্হ তুলে ধরতেন এবং নিজেদের ইজতেহাদ বলে প্রকাশ করতেন।

---

২৫. এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হচ্ছে, ডক্টরাল থিসিস : مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين (মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার স্থান), গবেষক : মুহাম্মদ কাসেম আবদুহু আল-হারেসী, ইসলামী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান।

২৬. যারা সন্দেহ করেন, "জামে'উল মাসানীদ" কিতাবটি আবু হানীফার রেওয়ায়াত নয়, তাদেরকে জবাবে এই সহজ কথাটিই বলব যে, গ্রন্থটি পড়লে দেখা যায়, কিতাবটির বর্ণনাগুলো আবু হানীফার ফিকহের সাথে মিলে যায়, যা তাঁর মাযহাব হিসেবে বিন্যস্ত এবং বিখ্যাত। এক্ষেত্রে হয় বলতে হবে যে, এটা তাঁরই রেওয়ায়াত অন্যথায় আমরা প্রশ্ন রাখব যে, আবু হানীফার রেওয়ায়াত ছাড়া কীভাবে তাঁর ফিকহ কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী হলো? উভয় জবাবই আবু হানীফার পক্ষেই যায়।

www.asksumon.wordpress.com

কিন্তু বিষয়টি আসলে যাই হোক, আবু হানীফা (র) তো হাদীসবেত্তাগণের গ্রন্থাবলীতে ইমাম পর্যায়ভুক্ত মুহাদ্দিসই। আমি এখানে মুহাদ্দিস ইমামগণ কর্তৃক আবু হানীফার প্রশংসা এবং তাঁকে 'আদল বা নির্ভরযোগ্য বলার বিষয়টি উদ্ধৃতি হিসেবে আনিনি। এ ধরনের উদ্ধৃতি গোঁড়া অস্বীকারকারীদের মত পরিবর্তনে কোন প্রভাব ফেলে না। কারণ এ ধরনের লোকেরা নিজেদের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে চায় না। কাজেই হাতে-কলমে জবাব দেওয়াটাই মোক্ষম কৌশল এবং তা কার্যকরও হয়ে থাকে। এতে হাদীসের ক্ষেত্রে আবু হানীফার ইমামত অনুধাবনে ধীর-স্থিরতা বাড়ে এবং বুদ্ধি পাকা হয়।

(২) কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, আপনি এটা প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন কেন? অথচ আজ ইসলামের অবস্থা পতনশীল। এই মেধা ও শ্রম আপনি কি ইসলামের আরও বেশি প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করতে পারতেন না?

উত্তর : আজকের ইসলামী কার্যক্রমে যুবকদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে মহান ইমামদের পরিহার করে নানা রকম স্বেচ্ছাচারী কথা বলা। এমনকি অবস্থা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের কেউ কেউ ইমামদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ পর্যন্ত করে বসে। কেউ কেউ তো কোন কোন ইমামকে অশোভন ভাষায় সম্বোধন করে থাকে। কাজেই অন্যদের কিছু বলার আগে এই যুবকদের সঠিক পথে আনাই আমি অগ্রগণ্য দায়িত্ব মনে করি। ইমামদের বাদ দিয়ে এবং তাদেরকে বিদ্রূপ করে ইসলামী কাজ করতে যাওয়ার মধ্যে আসলে কোন কল্যাণ নেই। কারণ এ কাজটি তো এক ধরনের সংঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যা ইসলামের কাঠামোকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয় এবং এর ভিত নড়বড়ে করে তাকে ধ্বংসমুখ করে ফেলে। দুশমনের শক্তি তো এর পরের ব্যাপার যা বাইরে থেকে প্রভাব ফেলে থাকে। বরং এতো হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কিয়ামতের আলামত : ولعن آخر هذه الأمة أولها "এই উম্মাহ্‌র অনুজ কর্তৃক অগ্রজকে অভিশাপ দেওয়া কেয়ামতের অন্যতম আলামত"। আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই।

দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, আবু হানীফা (র)-এর ফেকাহ্ হচ্ছে সার্বিক ইসলামী ফেকাহ্‌র প্রতিরক্ষার প্রথম বেষ্টনী। তাঁর অবস্থা হচ্ছে হাদীস শাস্ত্রে আবু হুরায়রা (রা)-এর অবস্থা। কারণ এ দু'জনই খোদ কিছু মুসলিম সমালোচকের পক্ষ থেকেই তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন, ইসলামের দুশমন তো পরের কথা। এর লক্ষ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ইসলামী ফেকাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি করা। আবু হানীফার ফেকাহ্ই হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক ফেকাহ্, যা তাঁর যুগের সভ্যতার সব সমস্যাকে হজম করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন মুসলিমগণ পারস্য, রোম, বায়জান্টাইন, ভারতীয় সভ্যতা ও তার পীঠস্থানসমূহ বিজয় করে আজো সেখানে টিকে আছে। আর এই ফেকাহ্ই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্বের সামনে নিজেকে তুলে ধরার যোগ্যতা রাখে।

www.asksumon.wordpress.com

আর বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপর যারা আক্রমণ করেছেন তারা হচ্ছেন কেবল (পাশ্চাত্যের অমুসলিম) প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ এবং তাদের শিষ্য প্রতীচ্যবিদগণ। অর্থাৎ কিছু পশ্চিমা পণ্ডিত যারা প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী এবং তাদের সেই সব প্রাচ্যদেশীয় ছাত্র যারা পশ্চিমা দেশে গিয়ে তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে আবু হুরায়রাকে ধরাশায়ী করার মাধ্যমে মূল হাদীস বিজ্ঞানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা। আহলুস-সুন্নাহ্‌র মধ্যে শরীয়াতের বিদ্যার্থীর ভেতর এমন লোক খুবই কম যারা আবু হুরায়রা (রা)-কে আক্রমণ করেছেন।

এই বাস্তব প্রয়োজনের তাকিদেই আমি মনে করি এই দুই মহান দিকপালের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া অনিবার্য প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় প্রাচ্যবিদ এবং আমাদেরই চামড়ার প্রতীচ্যবিদ সন্তানদের হামলার মুখে এ দু'জনই হচ্ছেন প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন। এর মধ্যে আবু হুরায়রা (রা)-এর ওপর আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্-এর কেউ কোন কটাক্ষ করেননি, কেবল আবু রাইয়্যাহ্ এবং তার উস্তাদ-শাগরেদরা ছাড়া। আর ইমাম আবু হানীফার ওপর কটাক্ষ করেছে কতিপয় অতি উৎসাহী যুবক, যারা একটি দলীলের ভাষ্য বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করলো তো অন্যান্য আরও বহু দলীল-প্রমাণ এবং বিভিন্ন অর্থ ও মর্মের গভীরে ডুব দিতে পারেনি। এজন্যই বিভিন্ন ভাষ্যের মর্ম উপলব্ধি করে এর নির্দেশনা বের করে আনতে বুদ্ধি খোলার চাবি রক্ষাকে অবশ্যকীয় মনে করেছি। তাহলেই ইসলামের আন্তর্জাতিক পথটি সংশোধিত হবে। আর সেই আন্তর্জাতিক ইসলামী সহীহ পথটি হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফা আন্-নু'মান রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা।

(৩) হয়ত এমন প্রশ্ন নিয়েও কেউ আসতে পারেন যে, আজ যখন খোদ ইসলামই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি কেবল দু'জনের পক্ষে কথা বলছেন। প্রথমে ইসলামী আকীদাকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কি?

উত্তর : হাঁ, এ তো ঠিকই। কিন্তু কথা হলো আকীদা-বিশ্বাসের ভাষ্যসমূহ তো কুরআন-হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। পরিবর্তন তো হয় এর অর্থ ও মর্মে। কাজেই মতপার্থক্য তো লেগে থাকে এইসব ভাষ্যের অর্থ ও মর্ম বিশ্লেষণে এবং এগুলোর আবেদনের বিভিন্ন অবকাশে। যেসব আলেম তাদের উস্তাদদের মুখে শুনে শুনে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর বিরাট শূন্যতা নেমে আসে। এরপর সব মজনুই নিজ নিজ লাইলীর জন্য কাঁদে। আর তখনই সৃষ্টি হয় সেই বিভ্রান্তির যার ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সহীহ মুসলিম দ্র., ২০৫৮/৪)।

আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ ইল্মকে এভাবে গুটিয়ে নেবেন না যেভাবে সাধারণত মানুষ কোন কিছুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বরং তিনি ইলম উঠিয়ে নিয়ে যাবেন আলেমগণকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় যখন একজন আলেমও থাকবেন না তখন মানুষ মূর্খ

www.asksumon.wordpress.com

লোকদেরকে তাদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদেরকে প্রশ্ন করলে না জেনেও তারা ফাত্ওয়া দিয়ে বসবে। ফলে তারা নিজেরা তো বিভ্রান্ত হবেই, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে"।

সেজন্যই জ্ঞান অন্বেষণে এবং জ্ঞান-গ্রন্থসমূহে হাদীসের সন্ধানে আমাদের এই পথ চলায় আমরা এ বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছি যে, অতীতের মত এখনও সত্যিকার জ্ঞানীগণ বিদগ্ধ ও নিবেদিত আলিমগণের নিকট ইল্ম হাসিলের প্রয়াস চালান। **পণ্ডিত আলিমগণের চলে যাবার পর অবশিষ্ট থাকে সেইসব লোক যারা আলিমগণের মাধ্যম ছাড়াই নিজেরা কুরআন-হাদীস বুঝতে চেষ্টা করে।** এভাবেই আলিমগণের অনুপস্থিতিতে ইলম তিরোহিত হয়। এজন্যই ইমামগণকে বুঝার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং একে হালকাভাবে নেওয়া আদৌ উচিত নয়।

(৪) আমরা প্রশ্নকারীকে সুধাব : আমরা তাহলে কার কাছ থেকে আকীদা, ফিকহ ও সুন্নাহ বুঝে নেব? যদি আমরা এগুলো অনুসরণীয় ও বরেণ্য ইমামদের কাছ থেকে না বুঝে নেই, যাদেরকে এই উজ্জ্বল উম্মাহ্ গ্রহণ করে নিয়েছে?

আমরা যদি না বুঝে কুরআন-সুন্নাহকে বহন করে চলি, এগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে তো আমরা সেইসব আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মতই হব যারা না বুঝে আসমানী গ্রন্থ বহন করে চলেছে :

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ‧

"যারা তাওরাত ধারণ করেছে, অথচ তা নিজেদের জীবনে ধারণ করেনি তাদের উপমা হচ্ছে গাধা, যে কিতাবের বোঝা বয়ে বেড়ায় (অথচ তার অর্থ বোঝে না)। কতই না নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের উপমা যারা আল্লাহর বিধানসমূহ অস্বীকার করে। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না" (সূরা আল-জুম'আহ, আয়াত : ৫)।

যদি কুরআন ও সুন্নাহ্ বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করা ছাড়া কেবল তা গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে বিশ্বমানবতার জন্য কোন নবী-রাসূলের আগমনের প্রয়োজন হতো না এবং প্রতি শতাব্দীতে একজন দীনের মুজাদ্দিদ (ধর্মের সংস্কারকের) প্রয়োজন হতো না। যেমনটি মহানবী (সা) বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে যা জানি তিনি বলেছেন :

إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ‧

"মহান আল্লাহ্ এই উম্মতের মাঝে ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতি একশ বছরের মাথায় একজন ব্যক্তি প্রেরণ করবেন" (আবু দাউদ)।[২৭]

---

২৭. এ হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ বর্ণনা করেছেন, খ. ৪, পৃ. ১০৯, হাদীস নং ৪২৯১। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে, খ. ৪, পৃ. ৫৬৮, হাদীস নং ৮৫৯২ ও ৮৫৯৩; তাবারানী তাঁর আল মু'জাম আল-আওসাত-এ, খ. ৬, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৫২৭।

www.asksumon.wordpress.com

এবং তাহলে তো শত্রুদের ব্যাখ্যাই হতো সন্তোষজনক। প্রাচ্যবিদ ও প্রতীচ্যবিদরা যেভাবে নিজেদের মত করে ইসলামকে বুঝেছে সেটাই সঠিক হতো। এজন্যই এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা ইসলামের মধ্যে বিকৃতি ও বাড়াবাড়িকে নস্যাৎ করে দেবেন। যেমনিভাবে তারা আকীদা ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে আহ্কামের ক্ষেত্রে তা'তীলকে নস্যাৎ করে থাকেন এবং জ্ঞানের ইসলামী মাধ্যমকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন।

তা'তীল অর্থ নিষ্ক্রীয় করা। আকীদা বা বিশ্বাস বিজ্ঞানে একদল লোকের কথা জানা যায় যারা আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ বিশ্বাস করে কিন্তু নামের অর্থে যে গুণ আছে তা নিষ্ক্রীয় বলে মনে করে। যেমন আল্লাহ্কে "মুতাকাল্লেম" (বক্তা) বিশ্বাস করে কিন্তু তিনি কোন কালাম বা বক্তব্য দেন বলে বিশ্বাস করে না। ফিক্হের ক্ষেত্রেও তারা ফকীহদের বক্তব্যকে আমলে নেয় না (এটাই হচ্ছে তা'তীল)।

দীন ইসলাম যে ইসলামী মাধ্যমেই শিখতে হয় সে প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) কায়স ইবন কাসীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মদীনা থেকে দামেশকে আবু দারদা (রা)-এর নিকট এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাই! কী সে কারণ যা তোমাকে এতদূর নিয়ে এল? উত্তরে বললেন : একটি হাদীস, আমি জানতে পেলাম আপনি তা মহানবী (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তখন আবু দারদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অন্য কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছেন? তিনি বললে, না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, আপনি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? উত্তর দিলেন : না, আমি কেবল এ হাদীসটির সন্ধানেই এখানে এসেছি? তখন আবু দারদা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

من سلك طريقًا يبتغى فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض حتى الحيتان فى الماء . وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الانبياء إن الانبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر .

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে কোন পথ বেছে নেয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ রচনা করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি খুশি হয়ে তাদের ডানাসমূহ বিস্তার করে দেয়। আলেমের জন্য আস্মান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন কি পানিতে মৎস্যকুল পর্যন্ত সবাই। আলিমের মাহাত্ম্য সাধারণ ইবাদতকারীর উপর তেমিন, যেমন দৃশমান চাঁদ সকল নক্ষত্রের ওপর ভাস্বর হয়ে থাকে। আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।

www.asksumon.wordpress.com

নবীগণ তো দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান ইল্‌ম। যে তা গ্রহণ করল সে তো বিরাট একটি অংশই গ্রহণ করল।"[২৮]

কাজেই উত্তরাধিকারী অবশ্যই তার উত্তরাধিকারদাতা মুওয়ারিস-এর সাথে পিতা-পুত্রের জীবনই যাপন করবে, যাতে ইল্‌ম ও আমলকে একসাথে ভালভাবে বুঝতে পারে। যে বিদ্যার্থী তার উস্তাদগণের সাথে জীবন যাপন করে তাকেই সত্যিকার ওয়ারিসে আলিম বলা হয়ে থাকে।

ফাত্‌হুল বারীতে ইবন হাজার (র) আগের হাদীসটির ওপর মন্তব্য করেন যে, অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে এভাবে যে, ওয়ারিস সব সময় মুওয়ারিস-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কাজেই যার স্থলে তিনি অভিষিক্ত হলেন তার নির্দেশই তিনি লাভ করবেন।

উস্তাদের মুখে জ্ঞান লাভের মাহাত্মের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বটে। যে মনে করে কিছু পুস্তক পড়েই সব বুঝে ফেলা যাবে, বিশিষ্ট আলিমগণের মুখ থেকে শোনার প্রয়োজন নেই, অথচ তারাই হলেন ইলমের উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত, এ সকল লোক আসলে স্বেচ্ছাচারী লোকদের মনগড়া কথারই অংশীদার। এরা বিভ্রান্তদের ভ্রান্তি আর গোমরাহদের গোমরাহীর অংশীদার। এজন্যই কোন কোন আলিম বলেছেন, যার কোন শায়খ বা উস্তাদ নেই তার উস্তাদ বা পীর হচ্ছে শয়তান অর্থাৎ বোঝার ক্ষেত্রে। কারণ এ অবস্থায় সে সেটাই বুঝবে যা তার মনে চায়। এতে সে কোন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ধার ধারে না।

ইমাম বায়হাকী আস্‌ সুনান আল-কুব্‌রায় (১০ খ., পৃ. ২০৯) ইবরাহীম ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল্‌-আযারী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন :

يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين .

"ইসলামের জ্ঞান প্রত্যেক পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকারী হলে মূর্খদের ব্যাখ্যা, ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের অনুপ্রবেশ এবং অতি উৎসাহীদের বিকৃতি থেকে রক্ষা পাবে।"

আজ যে লড়াই চলছে তা হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সঠিক অর্থ ও মর্ম বোঝার লড়াই। এটি হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের এক হীন ষড়যন্ত্র। কিন্তু আফসোস! ডক্টরেট ডিগ্রির সার্টিফিকেট আজ তাওহীদবাদীরা গ্রহণ করছে পশ্চিমা ত্রিত্ববাদীদের কাছ থেকে অথবা ইহুদীদের মূর্তিমান রিব্বিদের কাছ থেকে। এরপর মুসলিম দেশগুলোতে তারা ফিরে আসে সেইসব বিষয় নিয়ে যাকে তারা মনে করে জ্ঞান ও জ্যোতি। সে জানেও না তার মগজ ধোলাই হয়ে গেছে

২৮. ইমাম বুখারী তাঁর সঙ্কলনের 'কিতাবুল ইলম' হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও হাকেম হাদীসটি উল্লেখ করে সহীহ বলেছেন।

www.asksumon.wordpress.com

ইতিমধ্যেই। সে ইসলামের চিরায়ত স্বরূপ যা মহান আলেমগণ একজন আরেকজন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে শিখে আসছেন ধারাবাহিকভাবে তাকে সে আর দেখতে পায় না।

এজন্যই আমাদেরকে সত্যিকারভাবে ফিরে আসতে হবে আমাদের যোগ্য পূর্বপুরুষের বোধ ও বিশ্বাসে। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম চতুষ্টয়। তাঁরা হচ্ছেন উত্তম যুগত্রয়ের এবং তাদের বুঝ ও ফিক্হ আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাওয়াতুর বা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় যা অন্য ইমামদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এছাড়া চার ইমামের বাণীগুলো লিখিত ও নির্ভরযোগ্যভাবে নিজ নিজ মাযহাবে গ্রন্থিত রয়েছে। কাজেই প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। তাহলেই শুরু থেকে সঠিক লাইনে চলা সম্ভব হবে।

এই যে শায়খ উস্তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের ধারায় ফিরে আসা, এর অর্থ এই নয় যে, চিন্তাভাবনার দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া, বরং এ হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا .

"তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর এর দরজাসমূহ দিয়ে" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৯)।

সত্যিই তাই। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞানেই আবিষ্কার ও সৃষ্টিশীলতার সূচনা হয় অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের কাছে হাতেখড়ির মাধ্যমে। এরপর সঠিক বুঝার উপর প্রশিক্ষণ এবং এর ওপর কিয়াস করে জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক অভিনব বিষয়ের সমাধান করা, তারপর এর প্রশস্ততম দরজা দিয়ে ইজতেহাদ করা। এরপর আসে সেই কাঙ্ক্ষিত আবিষ্কার বা নতুন সৃষ্টি। ঠিক এভাবেই কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা ইভনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হয়। এরপর তাকে এর প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি রপ্ত করতে হয়, এর বিষয়বস্তু ও পরিভাষা জানতে হয়। ঐ কলেজের শিক্ষকদের নিকট থেকে বুঝার কৌশল এবং সমস্যার সমাধান উত্তরাধিকারের মত বুঝে নিতে হয়। কাজেই প্রকৌশল শেখার জন্য যেমন কলা অনুষদে কেউ যায় না অথবা এর বিপরীতটাও কেউ করে না। মূল কথা, নির্দিষ্ট বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশেষায়িত জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও পারঙ্গম অধ্যাপকের প্রয়োজন পড়ে।

আমরা আমাদের সমসাময়িক বাস্তবতায় দেখতে পাই যে, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে অমুক অমুক কনসালটেন্ট-এর নিকট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলে গর্ব করে থাকেন। অনুরূপভাবে আমরা প্রতিটি জ্ঞানের দিকপাল পণ্ডিতদের গ্রন্থে দেখতে পাই যে, ছাত্রটি তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকে। কাজেই উস্তাদ বা শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কেবল মূর্খ দাম্ভিক বা আত্মঅহংকারী লোক ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

বর্তমান যুগে যখন ইউনিভার্সিটি সনদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তারপর তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা তারও পূর্বে অনুসৃত হয়ে আসছে। সেজন্যই এমন কোন জীবনীগ্রন্থ দেখা যায় না যেখানে এ বিষয়টির উল্লেখ নেই যে, তিনি কার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং কাকে তার পাঠ

www.asksumon.wordpress.com

শুনিয়েছেন, তারপর বুঝা যাবে তিনি জ্ঞানের বিষয়টি বুঝেছেন কিনা, নাকি কেবল মুখস্থই সার। আপনার এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইমাম আবু হানীফা (র) যাদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন এমন শায়খের সংখ্যা হচ্ছে চার হাজারেরও বেশি।[২৯]

তিনি তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবন সুলাইমান-এর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী ছিলেন, ইনি প্রখ্যাত তাবেঈ ইবরাহীম নাখ'য়ীর ছাত্র ছিলেন, আর ইনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী ও সায়্যিদাহ্ 'আয়েশা (রা) ও তাঁদের পরবর্তী সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ্ 'আলাইহিম আজমা'ঈন- এর ছাত্র।[৩০] তিনি এমনভাবে দীর্ঘ এগার বছর তার শায়খ-এর সাথে সাথে ছিলেন যেমন কোন কেনা গোলাম তার মনিবের সাথে সাথে থাকে, এমনকি ঘরের ভেতরও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অথচ আজকাল আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে উস্তাদের ওরকম নিবিড় অনুসরণ করতে পারে : তার অর্ধেক অথবা চার ভাগের একভাগ কিংবা দশ ভাগের একভাগ?[৩১]

এবার একটু খতীব আল-বাগদাদীর কাছে শুনব। তিনি ইমাম আবু হানীফার দান, ক্ষমা এবং সুন্দর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কী বলেছেন? কায়স ইবনুর রবী' বর্ণনা করেন : আবু হানীফা (র) ছিলেন ঈর্ষণীয় এক মহান মুত্তাকী ও ফকীহ্। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মীয়বৎসল এবং তাঁর আশ্রয়প্রার্থীদের খুবই কল্যাণকামী। তাঁর ভাইদের প্রতিও ছিলেন খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী। তিনি আরও বলেছেন : নু'মান ইবনু সাবেত ছিলেন দিকপাল জ্ঞানী মহাপুরুষদের অন্যতম।

হাসান ইবনুর রবী' বলেন, কায়স ইবন রবী' আমাকে আবু হানীফা (র) সম্পর্কে বলতেন, তিনি বিভিন্ন পণ্য নিয়ে বাগদাদ যেতেন এবং তারপর সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করতেন এবং এগুলো নিয়ে আসতেন কুফায়। এভাবে এক বছর থেকে অন্য বছর পর্যন্ত পণ্য সামগ্রীর লভ্যাংশ জমা করে মুহাদ্দিস শায়খদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সদায়পাতি খরিদ করতেন, তাদের খাদ্যদ্রব্যাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বরং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে দিতেন। এরপর লাভের অবশিষ্ট অর্থও তাদের দিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, এই অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করুন। তবে এজন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রশংসা করবেন না। কারণ আমি তো নিজের অর্থ থেকে কিছু আপনাদেরকে দেইনি, বরং আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ্ আমাকে যে অনুগ্রহ করেছেন তারই অংশ এটি। এতো আপনাদের পণ্যেরই লভ্যাংশ। এতো আল্লাহ্ আমার হাতের ওপর দিয়ে আপনাদের জন্য দান করছেন। আল্লাহর দেয়া রিযিকে অন্যের কোন ক্ষমতা নেই। হুজর ইবন আব্দুল জাব্বার বর্ণনা করেন, মানুষ

---

২৯. দেখুন হাশিয়া ইব্‌ন 'আবদীন-এর ভূমিকা।

৩০. দেখুন, কাওসারী (র) প্রণীত "নাসবুর রায়াহ্"-এর ভূমিকা।

৩১. হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমান-এর বোন 'আতেকাহ্ (রা) কী বলেছেন : নু'মান ছিল আমাদের ঘরোয়া বস্ত্রশিল্পী। আমাদের সূতা বুনতো। আমাদের জন্য দুধ, তরিতরকারি ও প্রয়োজনীয় সদায়পাতি কিনে নিয়ে আসত। দেখুন, শায়খ কাওসারীকৃত নাসবুর রায়াহ-এর ভূমিকা। এরপর কাওসারী মন্তব্য করেন যে, এমনই ছিল তাদের একজনের সাথে অন্যের সম্পর্ক। পরস্পরের প্রতি খেদমত' জ্ঞান অন্বেষণের সময় এই নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমেই তারা লাভ করেছেন ইলমের অফুরন্ত বরকত।

www.asksumon.wordpress.com

মজলিসে ইমাম আবু হানীফার মত এত উত্তম সম্মানী এবং সহচরদের প্রতি এত সম্মাননা প্রদর্শনকারী কাউকে দেখেনি।

হাফ্স ইবন হামযাহ্ আল্-কুরাশী বলেন, আবু হানীফা (র) এমন ছিলেন যে, হয়ত তাঁর পাশ দিয়ে একজন লোক যাবার সময় কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই তাঁর কাছে বসত। যখন লোকটি উঠে যেতে উদ্যোগী হতো তখন তিনি তার খোঁজ-খবর নিতেন। যদি সে অভুক্ত থাকত তাহলে তার সাথে মেহমানের বাৎসল্য দেখাতেন। যদি সে অসুস্থ হতো তার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন, এমনি করে তার সাথে সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন উত্তম সঙ্গী-সাথীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণকারী।[৩২]

হাসান ইবন যিয়াদ বলেন, তিনি তাঁর সাথে বসা এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার পরিধেয় বস্ত্রটি ছেঁড়া। তখন তাকে বসতে বললেন এবং যখন সবাই একে একে চলে গেল তখন তাকে একলা পেয়ে বললেন, আমার জায়নামাযটি উঠাও এবং এর নিচে যা আছে তা নিয়ে যাও। লোকটি জায়নামায উঠিয়ে এক হাজার দেরহাম দেখতে পেল। তিনি তাকে বললেন, এই দেরহামগুলো নিয়ে তোমার অবস্থার পরিবর্তন কর। লোকটি বলল, আমি তো স্বচ্ছল, আমি তো সুখে শান্তিতে আছি। আমার এই দেরহামের প্রয়োজন নেই। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এ হাদীসটি পড়নি : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মাঝে তাঁর নে'আমতের চিহ্ন দেখতে ভালবাসেন?"[৩৩] কাজেই তোমার অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার, যাতে তোমার বন্ধু তোমার ব্যাপারে অন্ধকারে না থাকে।

এক বর্ণনায় কাযী আবু ইউসুফ (র) বলেন, আবু হানীফার নিকট কোন অভাবের কথা বলা হলে তিনি তা পূরণ করে দিতেন। একবার এক লোক এসে তাঁকে বললো, ওমুক লোক আমার কাছে ৫০০ দেরহাম পাবে, কিন্তু আমি আর্থিক অভাব-অনটনে আছি। আপনি তাকে একটু বলে দিন, যাতে সে কিছুদিন সবর করে এবং আমাকে কিছু সময়ের অবকাশ দেয়। তখন আবু হানীফা ওই পাওনাদারের সাথে কথা বললেন। পাওনাদার বললো, ঠিক আছে, আমি তাকে এই দায় থেকে মুক্তি দিলাম। দেনাদার বললো, না, তা করার প্রয়োজন নেই। আবু হানীফা বললেন, প্রয়োজন তো তোমার নয়। প্রয়োজনটি আমারই। তাই মিটিয়ে দিলাম।

ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ ইবন আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানীফা যখন তার পুত্র হাম্মাদকে হাতে খড়ি দেন তখন শিক্ষককে ৫০০ দিরহাম উপহার দিয়েছিলেন।

জাফর ইবন 'আওন আল্-'উমরী বলেন, একজন মহিলা এসে আবু হানীফার নিকট রেশমি কাপড় চাইলেন। তখন তিনি একটি কাপড় বের করলেন। এ সময় মহিলাটি বললেন, আমি

---

৩২. দেখুন কীভাবে একজন মুসলিম ফকীহ্, আলেম ও ধর্মপ্রচারক মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতেন তার জ্ঞানের প্রতি। মজলিসের প্রতি কী সুন্দর লাগসই কৌশলে আকৃষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

৩৩. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে সঙ্কলন করে বলেছেন, এটি হাসান (ভাল) হাদীস। নাসাঈ ও ইবন মাজা হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন (২৫৫৯ ও ২৮১৯)।

www.asksumon.wordpress.com

একজন দুর্বল মহিলা, এটি একটি আমানত। তাই আপনি এ কাপড়টি আমার নিকট আপনার কেনা দামে বিক্রি করুন। তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন, নিন, চার দেরহাম দিন। মহিলাটি বললেন, আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না, আমি একজন বৃদ্ধা। আবু হানীফা বললেন, আসলে আমি দুই পিস কাপড় কিনেছি। এর একটি বিক্রি করেছি দু'টির কেনা দামে। কেবল চার দেরহাম কমে। এরপর দ্বিতীয় পিসটির মূল্য দাঁড়ালো চার দেরহাম, যা আমি তোমার কাছে বেচলাম।

(৫) যারা মনে করে, হানাফীরা হচ্ছে হাদীস বিসর্জন দেওয়া আহলুর রায়, তাদের ভ্রান্তি নিরসন :

ইমাম বাযদুবি হানাফী (মৃ. ৪৮২ হি.) কাশফুল আসরার-এর ভূমিকায় বলেছেন : আমাদের হানাফী সাথীরাই হচ্ছেন এই অঙ্গনের অগ্রপথিক। ইল্‌মে শরীয়াতে তাদেরই মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। তাঁরাই হচ্ছেন কিতাব ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান এবং আদর্শ মহাপুরুষদের অনুসরণের ক্ষেত্রে আলিমে হাক্কানী ও রব্বানী। তারাই হচ্ছেন হাদীস ও মর্মার্থের ধারক ও বাহক।

প্রামাণ্য ভাষ্যের অন্তর্নিহিত অর্থের সত্যিকার জ্ঞানী হিসেবে সবাই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন, এমন কি তাদেরকে আসহাবুর রায় (সিদ্ধান্তের মালিক) বলে অভিহিত করেন। রায় তো ফিক্‌হেরই আরেক নাম, যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। স্বভাবতই হাদীসের ধারক-বাহক হিসেবে তাঁরাই অগ্রগণ্য।

দেখুন না, তারাই তো সুন্নাহ্‌ দিয়ে কিতাব মানসুখ করাকে জায়েয মনে করেন। কারণ তাদের নিকট সুন্নাহ্‌র একটি শক্ত অবস্থান ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এমন কি তারা সুন্নাহ্‌ ও হাদীসকে শক্তভাবে ধারণ করে বলেই মুরসাল হাদীসের উপরও আমল করে। তারা মুরসাল হাদীসকেও নিজেদের আকল-বুদ্ধি ও রায়ের উপর অগ্রগণ্য করে আমল করে থাকে। তাদের মতে, যারা মুরসালকে বাদ দেয় তারা প্রকৃতপক্ষে বহু হাদীস ও সুন্নাহ্‌কেই বাদ দেয় এবং আসলকে নিস্ক্রীয় রেখে অনুষঙ্গের উপর আমল করে। এমন কি তারা কিয়াসের উপর অজ্ঞাত রাবীর বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং কিয়াসের উপর সাহাবীর কথাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

মুহাম্মদ (রহ) আদাবুল কাদী গ্রন্থে বলেন, "রায় ছাড়া হাদীস যেমন সঠিকভাবে বুঝা যায় না, তেমনি হাদীস ছাড়া কেবল রায় বা বুদ্ধি দিয়ে যথার্থ হয় না। এজন্যই যে ব্যক্তি হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র ভাল করে জানে না, আবার ভাল বুদ্ধিও নেই সে ব্যক্তি বিচারক ও মুফতী হওয়ার যোগ্য নয়।" তিনি তো তাঁর গ্রন্থসমূহ হাদীস দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন।

যে ব্যক্তি হাদীসের মর্ম উদ্ধারের কষ্টস্বীকার না করে কেবল এর বাহ্যিক অর্থটাই ধরে আরামে আছে এবং মূলনীতির উপর আনুষঙ্গিক মাস'আলা বিন্যাসকে ঝামেলা মনে করে সে তো কেবল হাদীসের ভাসা ভাসা জ্ঞানই লাভ করল।

www.asksumon.wordpress.com

(৬) আলোচনা-সমালোচনার মুখে আবু হানীফা (র) (أبو حنيفة بين الجرح والتعديل)[৩৪], এ ছিল একটি একাডেমিক থিসিসের শিরোনাম। মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য প্রণীত এই গবেষণাপত্রের ভূমিকায় গবেষক এই গবেষণার ফলাফলের কথা বলেছেন এভাবে :

"আমি এই গবেষণার সময় আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত ধারাবাহিক সনদের হাদীস পেয়েছি ৭২টি, এর মধ্যে ৬৫টি হাদীস এমন ছিল যার সমর্থনে অনেক বর্ণনা আছে। ৬টি হাদীসের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ১টি হাদীস পাওয়া গেছে যা কেবল তিনিই বর্ণনা করেছেন, তবে এর স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন বর্ণনা পাইনি।

এই ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ইমামের বর্ণনার সমর্থনে আরও বর্ণনা পাওয়া গেছে $\frac{৬৫}{৭২}$ অর্থাৎ ৯০.৩% ভাগ। এই উচ্চ হার ইমামের মুখস্থ করার ক্ষমতার নিপুণতা প্রমাণ করে। অথচ তিনি হাদীসবেত্তাদের অভ্যাসের মতো হাদীস বর্ণনার জন্য কোন মজলিসে বসেননি, তিনি বসেছেন ফেকাহ্র জ্ঞান আদান-প্রদানের জন্য।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মহামান্য ইমাম অন্যান্য ইমামগণের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা এনেছেন $\frac{৬}{৭২}$ অর্থাৎ ৮.৩% ভাগ। এটি খুবই নিম্নহার যাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য ইমামগণ বলতে গেলে তাঁর বিরোধিতা করেননি। এদিকে অন্যান্য ইমামগণ থেকে আলাদা বর্ণনা করেছেন তিনি $\frac{১}{৭২}$ = ১.৪% ভাগ। এটি এত নিম্নহার যা উল্লেখযোগ্যই নয়।

এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা এই প্রমাণ পাই যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) হাদীস শাস্ত্রে এক নির্ভরযোগ্য ইমাম বা অনুসরণীয় দিকপাল।

(৭) **সহীহ আল্-বুখারীতে হানাফী ইমামগণ :** সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার তাঁর গ্রন্থ "লামে' আদ্‌দুরারী ফী শরহে সহীহ আল্-বুখারী"-এর ভূমিকায় বত্রিশজন মুহাদ্দিস-এর উল্লেখ করেছেন যাদের নাম ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ সনদসমূহে উল্লেখ করেছেন, এরা সবাই ইমাম আবু হানীফার ছাত্র এবং তাদের ফেক্‌হি মাযহাব হচ্ছে ইমাম আবু হানীফারই মাযহাব। তাঁরা হচ্ছেন :

(১) ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ, (২) আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, (৩) ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান, (৪) আল্-মু'আল্লা ইবন মানসূর, (৫) আদ্-দহ্হাক ইবন মাখলাদ আবু আসিম (ইনি বুখারীর উস্তাদ), (৬) মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুছান্না, (৭) মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (ইনি হচ্ছেন বুখারীর অধিকাংশ সুলাসিয়াতের রাবী), (৮) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল্-আন্সারী, (৯) নু'আইম ইবন হাম্মাদ (ইনি বুখারীর শায়খ), (১০) ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন, (১১) আল্ হুসাইন ইবন ইবরাহীম, (১২) উমার ইবন হাফ্স ইবন গিয়াস (বুখারীর উস্তাদ), (১৩) আল্-ফুদাইল ইবন

---

৩৪. বাদশাহ্ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন অনুষদের কিতাব-সুন্নাহ্ শাখায় এটি প্রস্তুত করেন এই বিভাগের শিক্ষার্থী শাকের যাবীর ফায়্যাদ। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ সাদেক আরজূন (রহ), ১৯৮৬ খ্রি.)।

www.asksumon.wordpress.com

এজন্য তাজ্জব হতে হয় যখন দেখি কেউ এ ধরনের মুরসাল হাদীস গ্রহণ করে। এদিকে তার রেওয়ায়াতকে খোদ তাদের নেতাই বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে এ হাদীসটি : হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ আল্-কাত্তান রিক্কায় বর্ণনা করেন যে, আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারী বলেন যে, তিনি আবু ইয়াহইয়া আল্-হিম্মানীকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি : "যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের মধ্যে 'আতা থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি। যাদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটেছে তাদের মধ্যে জাবের আল্-জু'ফী থেকে বড় মিথ্যাচারী আর কাউকে দেখিনি। আমি যখনই কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছি তখনই সে সে বিষয়ে কোন একটি হাদীস উপস্থাপন করেছে। তার ধারণা, তার কাছে এমন হাজারো হাদীস আছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পাওয়া গেছে; কিন্তু সে এখনও সেসব হাদীস নিয়ে মুখ খোলেনি।"

এই তো আবু হানীফা, যিনি জাবের আল্-জু'ফীর সমালোচনা করছেন এবং তাঁর মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল প্রদানকারী তাঁরই মাযহাবের অনুসারীকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করছেন। এ কারণে অনেকে যে বলে থাকে, আমাদের ইমামদের মধ্যে অমুকের কিতাবের ওই কথাটি দুর্বল, এটি আসলে গীবত, মিথ্যা অপবাদ। যখন প্রকাশ পায় যে, আসলে মহামান্য ইমাম তা আদৌ বলেননি, তখন তারা আরেকটি অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। আর তা হচ্ছে, মহামান্য ইমাম তাঁর যে শিষ্যকে মিথ্যাচারী বলে সাব্যস্ত করেছেন তারই কোন কথা উল্লেখ করেন যেখানে সে মহানবী (সা)-এর কোন সুন্নাহ্কে ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল। কাজেই কোন অযোগ্য শিষ্যের বালখিল্যতার কারণে তার উস্তাদ মহামান্য ইমামকে দোষী বানানো আদৌ সুবিচার নয়।

আর জাবের আল্-জু'ফীর কিস্সা তো কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন (মুহাদ্দিসদের মধ্যে সমালোচিত ব্যক্তিগণ) শীর্ষক কিতাবে আমরা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছি। চিন্তাশীল লোকদের জন্য সেটাই যথেষ্ট, এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ইবনে হিব্বান এ হাদীসটি তাঁর সহীহ সঙ্কলনের ৫ খ., পৃ. ৪৭৪-এ উল্লেখ করেছেন।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আল্-আয্দী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেছেন যে, যাকারিয়া ইবন 'আদী-উবায়দুল্লাহ্ ইবন আমর আর-রাক্কী-যায়দ ইবন আবী উনাইসা-আবুল ওয়ালাদ আল্-মাক্কী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তিনি আতা-এর নিকট বসা ছিলেন যে, জাবের ইবন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা) মুহাকালাহ্, মুযাবানাহ্ ও মুখাবারাহ[২] এবং খেজুর হলুদ বর্ণ হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। মুহাকালাহ্ (محاقلة) হচ্ছে, ফসল ক্ষেতে থাকতেই পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করা। বিশেষ করে তখনকার দিনে মদীনায় প্রচলিত একশ 'ফারাক' গম ধরে নিয়ে ক্ষেতের ফসল বিক্রি করা (দ্র. মিশকাতুল মাসাবীহ, খণ্ড ২, পৃ. ৮৬, হাদীস নং ২৮৬৩, আল মাক্তাবুল ইসলামী, বৈরূত)।

মুযাবানাহ্ (المزابنة) : গাছের মাথায় থাকা খেজুরকে একশ ফারাক হিসেবে বিক্রি করা (প্রাগুক্ত)।

২ তিরমিযী তাঁর সুনানে এটি সঙ্কলন করেছেন, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯৪, হাদীস নং ১৩০০।

www.asksumon.wordpress.com

'ইয়াদ, (১৪) ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ্, (১৫) ইয়াহইয়া ইবন আক্সাম, (১৬) ইয়াহ্ইয়া ইবন সালেহ আল্-ওয়াহ্হাজী, (১৭) ইউসুফ ইবন বাহ্লুল, (১৮) আব্দুল্লাহ্ ইবন দাউদ আল্-খুরাইবী, (১৯) ইবরাহীম ইবন তাহ্মান, (২০) জারীর ইবন আব্দুল হামীদ ইবন কুরত, (২১) আল-হাসান ইবন সালেহ, (২২) হাফ্স ইবন গিয়াস, (২৩) দাউদ ইবন রুশাইদ, (২৪) যায়েদাহ্ ইবন কুদামাহ্, (২৫) যাকারিয়া ইবন আবি যায়েদাহ্, (২৬) তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া, (২৭) যুহায়র ইবন মু'আবিয়া, (২৮) মুহাম্মদ ইবন ফুদাইল, (২৯) মুগীরা ইবন মিক্সাম, (৩০) ইয়াযীদ ইবন হারূন।[৩৫]

ভেবে দেখুন তো, এইসব ইমামের পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, তাঁরা হাদীস শরীফ ও সুন্নাহ্ মুতাহ্হারা সম্পর্কে জাহেল একজন ইমামের অনুসরণ করেছেন? অথচ এরা হচ্ছেন বিশুদ্ধতার দিক থেকে সর্বোচ্চ একটি হাদীসের কিতাবে উচ্চ পর্যায়ের বর্ণনাকারী। তাঁরা আবু হানীফার ইমামত ফেকাহ্ ও হাদীস উভয় ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছিলেন।

বস্তুত তাঁরা আবু হানীফা আন-নু'মানকে রেওয়ায়াত ও দেরায়াত (হাদীসের বর্ণনা ও বুঝা) উভয় ক্ষেত্রেই এক সূক্ষ্মদর্শী ইমাম মনে করতেন।

হাদীসের দেরায়াত (মর্ম) বুঝার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বে কেউ এমন গভীর যৌক্তিকতার আবতারণা করতে পারেনি। এমনকি এই জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর মাযহাবকে নাম দেওয়া হয়েছিল মাযহাব আহ্লুর-রায়।

রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তাঁকে ইমাম মানতো তাঁর সুনিপুণতার জন্য। যেমন তিনি রাবীর উপর এই শর্ত আরোপ করতেন, হাদীসটি গ্রহণ করার মুহূর্ত থেকে তা অন্যের কাছে উপস্থাপন পর্যন্ত তার হেফয পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকতে হবে, রাবীর মধ্যে কোন বিস্মৃতি আসতে পারবে না।

(৮) ইমামকে মুজতাহিদ মুতলাক হবার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে, তাকে হাদীসের ইমাম ও মুহাদ্দিস হতে হবে, যার সনদ হতে হবে নূরে নবুওয়াত মহানবী (সা) পর্যন্ত মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন।

এই শর্তটি আজকাল অনেকেই পাশ কাটিয়ে যান। বিশেষ করে এ যুগের কিছু সন্তান দাবি করেন যে, কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা তাদের আছে। এতে এই উম্মাহর স্বীকৃত ও গ্রহণীয় ফকীহগণের অভিমত জানার দরকার নেই। অথচ মুজতাহিদ মুতলাক ইমাম হবার জন্য শর্ত হচ্ছে : তাকে হাদীসের ধারক-বাহক হতে হবে, রেওয়ায়াত ও দেরায়াত উভয় দিক থেকে। কেবল এটা বললে হবে না যে, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অমুক ও

৩৫. হানাফী হাদীসশাস্ত্রবিদগণ সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে দেখুন, যায়লায়ী-এর নাসাবুর রায়াহ কিতাবের ওপর ইমাম কাওসারীকৃত ভূমিকা। এটি বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামা, প্রকাশ করেছে দারুর রাইয়্যান, বৈরুত। ওখানে হানাফী মুহাদ্দিসগণের বিরাট তালিকা পাবেন, যা দেখে আল্লাহর দীনকে ভালবাসে এমন ব্যক্তিগণ খুশি হবেন।

www.asksumon.wordpress.com

অমুক। এমন হলে তো সে হচ্ছে নিছক একজন নাকেল, যে অন্যের কথা কপি করে মাত্র। সে ক্ষেত্রে সে তো মুজতাহিদ নয়।

এই গ্রন্থটি যা আপনার সামনে রয়েছে এটা প্রমাণ করে যে, ইবনে খালদূন তাঁর মুকাদ্দিমায় যে বলেছেন : আবু হানীফা কেবল ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা ভিত্তিহীন এবং মারাত্মক ভুল। কারণ হাদীস সঙ্কলনগুলোতে তাঁর বর্ণনা, যা এই কিতাবে উল্লেখ করেছি, তা সংখ্যায় তার অনেক অনেক বেশি। আমি এই গবেষণা কর্মের নাম দিয়েছি : الامام أبو حنيفة النعمان محدثا فى كتب المحدثين (ইমাম আবু হানীফা আন্-নু'মান : মুহাদ্দিসদের গ্রন্থাবলীতে এক মহান মুহাদ্দিস)।

এ গ্রন্থে আমি তাঁর হাদীসগুলোকে তাখ্রীজ করেছি (তাখরীজ অর্থ হাদীসের উৎস উদ্ধার করে তার সনদ বিশ্লেষণপূর্বক এর মান নির্ধারণ)। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমি জামে' আল্-ফিক্হ আল্-ইসলামী-এর প্রোগামের সাহায্য নিয়েছি। এই Program হচ্ছে হরফ কোম্পানীর Production প্রথম ইসু, এছাড়া হাদীস শরীফের প্রোগ্রাম দ্বিতীয় ইস্যু এবং সুন্নাহ্ বিষয়ে আলফিয়া প্রোগ্রাম তুরাছ কোম্পানীর প্রোডাক্ট ১ম ইস্যু, এরপর ইস্যু ১.৫, আর সাহায্য নিয়েছি তুরাছ কোম্পানীর তাখরীজ কার্যক্রমের।

এই পরিসংখ্যানের ফলাফলে আমরা ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত সংকলনকারী ২৮টি গ্রন্থ পেলাম, যেখানে সনদসহ ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংঙ্কলন করা হয়েছে।

আহ্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল্-আস্লামী বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন হাসান ইবন ইউসুফ নেককার লোকটি, তিনি বলেন : যেদিন আবু হানীফা (র) মৃত্যুবরণ করেন সেদিন এত লোক সমগম হয়েছিল যে, ছয়বার তাঁর সালাতুল জানাযা পড়া হয়েছিল। সর্বশেষ জানাযা পড়েছিলেন তাঁর ছেলে হাম্মাদ, তাঁকে গোসল করিয়েছিলেন হাসান ইবন আম্মারাহ্ ও অন্য এক ব্যক্তি।[৩৬]

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর গর্ব করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, ইমাম মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক (র) মুসান্নাফ-এর গ্রন্থকার ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং মুসান্নাফে তিনি তাঁর বর্ণনার হাদীস সংঙ্কলন করেছেন (সামনে আসছে)। উল্লেখ্য, এই সেই আব্দুর রায্যাক যাঁর নিকট থেকে নিজ নিজ শায়খের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাদীসের আটজন সঙ্কলক। এরা হচ্ছেন : ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইব্ন মাজা, আহ্মাদ ও দারিমী (র)। কেবল আহ্মাদ (ইবন হান্বল), তিনি কখনও কখনও সরাসরি তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উস্তাদদের মাধ্যমে আব্দুর রায্যাক থেকে তাঁরা যে রেওয়ায়াতগুলো সংকলন করেছেন তার মোট সংখ্যা হচ্ছে ২৪৯৬টি হাদীস।[৩৭] এটা তো কোন সাধারণ সংখ্যা নয়। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জন্য একটি গর্ব করার মত বিষয়।

---

৩৬. দেখুন তাহ্যীবুল কামাল, আল্-মিয্যী কৃত, ৪৪৩/২৯।

৩৭. দেখুন হাদীদ শরীফ কার্যক্রম, দ্বিতীয় ইস্যু, ছখর কোম্পানী।

www.asksumon.wordpress.com

এই গ্রন্থে আমি বিভিন্ন প্যারার উপ-শিরোনাম দিয়েছি যাতে এর বিষয় ও গ্রন্থকারের পরিচয় মেলে। মূল বর্ণনার পর অন্য আরেকটি বর্ণনা আনা হয়েছে যেখানে ইমাম রয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন ইমাম আ'যম আবু হানীফাকে যিনি একাধারে ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও যাহেদ (কৃচ্ছসাধক)। আল্লাহ্ আখেরাতে তাঁর মর্যাদা এত উঁচু করুন যাতে তিনি নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনের সাথে থাকতে পারেন। আমাদেরও তাদের সাথে থাকার তাওফীক দিন। ইয়া রাব্বাল 'আলামীন! আমাদেরকে আপনি সায়্যেদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকাতলে সমবেত করুন। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দরবারে এই মিনতি, তিনি যেন এই কর্মটিকে দুনিয়া ও আখিরাতে কবুল করেন এবং এটিকে যেন কেবল তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত করেন।

হে আল্লাহ্! আপনি দান করুন আপনার ভালবাসা যে আপনাকে ভালবাসে তাঁর ভালবাসা, আপনার মহানবীর ভালবাসা, তাঁর আল ও আসহাব এবং তাবেঈনদের ভালবাসা আর যারা চিরদিন তাদের অনুসরণ করে যাবেন তাদের ভালবাসা। হে আল্লাহ্ !গ্রহণ করুন।

হে আল্লাহ্! সালাত নিবেদন করুন অগ্রগামী ও পশ্চাতগামী সকলের মহান নেতা সায়্যেদুনা মুহাম্মাদ ও তাঁর সকল আল ও আসহাবের উপর। আমাদের শেষ দু'আ হচ্ছে, সকল প্রশংসা সকল জগতের প্রভু আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহই তো তৌফিকের মালিক।

রবিবার, ২০ শা'বান, ১৪২০ হি.
২৮-১১-১৯৯৯ খ্রি.
কুয়েত।

প্রণয়নে : মুহাম্মদ নূর বিন আব্দুল হাফীয সুওয়াইদ
আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন তার মাতাপিতা,
সন্তান, উস্তাদ ও সকল মুসলমানকে

www.asksumon.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়

সহীহ্ কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ : সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান (র)-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-র রেওয়ায়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এ ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইব্‌ন হিব্বান (রহ)-এর সহীহ্ সঙ্কলনে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস

(১) আবু ইয়া'লা বলেছেন, হাওসারাহ্ ইবন আশরাছ আল্-'আদাবী বলেছেন যে, 'উক্‌বা ইবন্ আবিস্ সাহ্বা হাদীস বর্ণনা করেছেন সালেম ইবন আব্দিল্লাহ্ ইবন উমার-তার পিতা (অর্থাৎ উমার রা) থেকে, মহানবী (সা) একবার কিছু সংখ্যক সাহাবীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন : তোমরা কি জান না, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল? তারা বললেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল, আমার আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শামিল? তারা উত্তর করলেন, হাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে আপনার আনুগত্য করল সে কার্যত আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল এবং আপনার আনুগত্য মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্যের শামিল। তখন মহানবী (সা) বললেন : কাজেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসেবেই তোমরা 'আমার আনুগত্য করবে আর আমার আনুগত্য মনে করেই তোমরা তোমাদের আমীর (শাসকদের) আনুগত্য করবে, এমনকি যদি তারা বসে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরাও বসে বসে সালাত আদায় করবে।[১]

হাসান ইবন সুফিয়ান আমাদেরকে খবর দিলেন, তিনি বললেন, হাওসারাহ তার সনদ সহযোগে আমাদের নিকট অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করছেন। তবে তিনি বলেছেন, ومن طاعتى أن تطيعوا ائمتكم "তোমাদের নেতাদের ('রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের) আনুগত্য আমার আনুগত্যেরই অন্তর্গত"। এ হাদীসটি আমাদেরকে জানান আবু ই'য়ালা আল-মাওসিলী। তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈনকে 'উক্‌বা ইবন আবিস্-সাহ্বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।

---

১. ইবন হিব্বান তাঁর সহীহ সঙ্কলন-এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ২১০৯; ইবন হান্‌বাল তাঁর মুসনাদে, খণ্ড ২, পৃ. ৯৩, হাদীস নং ৬৭৯; তাবারানী তাঁর আল মু'জাম আল-কাবীর-এ, খণ্ড ১২, পৃ. ৩২২; হাদীস নং ১৩২৩৮, আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে, হাদীস নং ৫৪৫০, খ. ৯, পৃ. ৩৪১।

www.asksumon.wordpress.com

আবু হাতিম (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, এই হাদীসে একথা সুস্পষ্ট যে, ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তাহলে মুক্তাদীদেরকেও বসে সালাত করতে হবে। এটা আল্লাহ্‌রই আনুগত্য বটে, বান্দাহদেরকে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়টি আমার কাছে একপ্রকার ইজমা'। এর জায়েয হওয়া বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ মহানবী (সা)-এর চারজন সাহাবী এই মর্মে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন : জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্‌, আবু হুরায়রা, উসাইদ ইবন হুদায়র ও কায়স ইবন কাহ্‌দ (রা)। এই ইজমা' বলতে আমরা বুঝি সাহাবীদের ইজমা' যাঁরা ওহী নাযিল হতে দেখেছেন এবং তার যে কোন বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে তারা এতই সাবধান ছিলেন যে, তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিমদের এই ধর্মকে হেফাযত করেছেন। কালিমা লেপনের যে কোন অবকাশ থেকে এই দীনকে করেছেন সুসংরক্ষিত। কোন সাহাবী ওই চারজনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। কোন ধারাবাহিক সনদ অথবা বিচ্ছিন্ন সনদ দ্বারাও বিরোধিতার কথা জানা যায় না।

কাজেই সাহাবীগণ একমত হয়েছেন যে, যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে তখন মামূম বা মুক্তাদীদেরকেও বসে বসে সালাত করতে হবে। একই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন তাবেঈদের মধ্য থেকে জাবের ইবন যায়দ আবুশ শা'ছা। কোন তাবেঈ তাঁর আদৌ বিরোধিতা করেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই, সহীহও নেই, দুর্বল বর্ণনাও নেই। কাজেই এটা সাব্যস্ত হলো যে, তাবিঈগণ এটা জায়েয আছে বলে একমত পোষণ করেছেন।

এই উম্মাহর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বসে নামায পড়া ইমামের পেছনে বসে সালাত আদায় করাকে মোক্তাদীর জন্য বাতিল করেছেন তিনি হচ্ছেন মুগীরা ইবন মিক্‌সাম। ইনি ছিলেন ইমাম নাখাঈ-এর সাথী। হাম্মাদ ইবন আবি সুলাইমান তার থেকে বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। আর হাম্মাদ থেকে এটি গ্রহণ করেছেন আবু হানীফা (র)। এরপর তাঁর থেকে তাঁর অনুজ সাথীরা তা অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ যা দিয়ে তাঁরা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে : শা'বী থেকে জাবের আল-জু'ফীর রেওয়ায়াত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন : لا يؤمن أحد بعدى جالسا "আমার পর কেউ অবশ্যই বসে বসে ইমামতি করবে না"।

এটির সনদ যদি সহীহ হয় তাহলে এটি হবে মুরসাল হাদীস। অথচ হাদীসের ক্ষেত্রে মুরসাল থাকা আর কোন রেওয়ায়াত আদৌ না থাকা আমাদের মতে কার্যকারিতায় সমান।

তাবেঈ কর্তৃক সরাসরি মহানবী (সা)-এর বাণী বর্ণনা করা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা যদি তাবেঈ-এর এ ধরনের মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন হাদীস গ্রহণ করতে যাই, যদিও তিনি সুধারণার ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাবানই হোন, তাহলে তো তাবে তাবেঈগণের অনুরূপ বর্ণনাও গ্রহণ করতে হয়। আর তাহলে তো তাবে-তাবে-তাবেঈদের কথাও আমলে নিতে হবে। এভাবে তাদের অধস্তনদের কথাও গ্রহণ করতে হয়। একই ধারায় যে কোন মানুষই যখন বলবে, কালা রাসূলুল্লাহ্‌ বা মহানবী (সা) বলেছেন, তার কথাই হাদীস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অথচ এ তো শরীয়াত বিধ্বংসী কাজ।

www.asksumon.wordpress.com

মুখাবারাহ (المخابرة) : কোন জমিনকে ভাড়ায় নেওয়া তার আসল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে (দ্র. প্রাগুক্ত)।

বর্ণনাকারী যায়দ বলেন, ওই সময় আমি 'আতা ইবন আবি রাবাহকে বললাম, আপনি কি শুনেছেন যে, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন? তিনি উত্তর করলেন, হাঁ। শায়খ আবুল ওয়ালিদ বলেন, ইনি হলেন সাঈদ ইবন মীনা যার থেকে আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে (১১ খ., পৃ. ৩৬৮)।

(৩) হাসান ইবন সুফ্য়ান আশ্-শায়বানী ও আহমাদ ইবন আলী ইবনুল মুসান্না হাদীস বর্ণনা করেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ আস্-সামী বলেছেন : হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেছেন, আমি আবু হানীফার সাথে মক্কাতে বসা ছিলাম। এ সময় তার নিকট একজন লোক এসে বললো, আমি দু'টি মোজা পরেছি মুহরিম অবস্থায়, অথবা বলল, আমি মুহরিম অবস্থায় পাজামা পরেছি। এটা ইবরাহীমের সন্দেহ। এখন আমার কী হবে? তখন আবু হানীফা তাকে বললেন, তোমাকে কুরবানী দিতে হবে। হাম্মাদ ইবন যায়দ বর্ণনা করেন, আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি জুতা আছে বা লুঙ্গী আছে? সে বলল, না। তখন আমি বললাম, হানীফার বাপ! এর ধারণা, তার এগুলো নাই। তখন তিনি বললেন, থাকুক আর নাই থাকুক। ইবনে হিব্বান এ হাদীসটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন (খণ্ড ৯, পৃ. ৯২, হাদীস নং ৩৭৮০)।[৩]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহীহ্ ইবনে খুযাইমা (র)-তে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রিওয়ায়াতসমূহ

হাদীস বর্ণনা করেছেন আইয়ূব ইবনে ইসহাক, তিনি আবু মা'মার থেকে, তিনি আব্দুল ওয়ারেস ইবন সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তাকে অন্য কেউ বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, তা ফরয। তখন আমি বা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করল : তাহলে ফরয কয়টা? তিনি বললেন : পাঁচটি সালাত। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে বিত্র সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বললেন : এটা ফরয। তখন আমি বা অপর লোকটি বললো, আপনি তো অংক ভাল জানেন না দেখছি (১২/১৩৭)।

লেখক মুহাম্মদ নূর এখানে মন্তব্য করেছেন যে, আবু হানীফা অঙ্ক বা হিসাব-কিতাব ভাল জানবেন না কেন? তিনি তো একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। আসলে প্রশ্নকারী বিতর নামাযের গুরুত্ব যে ফরয পর্যায়ের তা উপলব্ধি করেনি বিধায় আবু হানীফা তাকে ওইভাবে কথাটা বলেছেন। والله اعلم

৩. হাদীসটি মুসলিম, বুখারী, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা, তিরমিযী, ইবনে হাম্বল, তাবারানী, বায়হাকী ইত্যাদি বহু গ্রন্থে রয়েছে।

www.asksumon.wordpress.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

'সুনান' হাদীস সঙ্কলনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুনান তিরমিযীতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

বাব : মোজাদ্বয় ও জুতাদ্বয়ের উপর মসেহ্ করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস।

হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গাইলান থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে ওয়াকী-সুফিয়ান-আবু কায়স-হুযাইল ইবন শোরাহবীল-মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) উযু করার সময় তাঁর দু'টি মোজা ও জুতায় মসেহ্ করেছেন" (মসেহ্ অর্থ ভেজা হাত বুলিয়ে নেওয়া)।

আবু ঈসা তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এটি একাধিক আলেমের অভিমত। এ বাণীর উপরেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মোবারক, শাফি'য়ী, আহ্মাদ ও ইসহাক। এ সকল জগদ্বিখ্যাত আলিম বলেছেন : মোটা ও টেকসই হলে মোজার উপর মসেহ্ করা যাবে, এমনকি জুতা না থাকলেও। তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে আবু মূসা (রা)-এর বর্ণনাও আছে।

আবু 'ঈসা (তিরমিযী) বলেন : আমি সালেহ্ ইবন মোহাম্মদ আত্-তিরমিযীকে বলতে শুনেছি : আমি মুকাতিল সামারকান্দীকে বলতে শুনেছি : আমি আবু হানীফার সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি মরণ রোগে আক্রান্ত। এ সময় তিনি উযুর পানি আনিয়ে উযু করলেন। তখন তাঁর পায়ে থাকা দু'টি মোজায় মসেহ্ করলেন। এ সময় তিনি বললেন, আজ আমি এমন একটি কাজ করলাম যা আমি আগে করতাম না। আজ আমি মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ্ করলাম, যখন জুতা পরিহিত নই।"[৪]

---

৪. হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেন তারা হচ্ছেন : ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহতে, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং ১৩৩৮; ইব্ন খুজাইমা তাঁর সহীহতে, খণ্ড ১, পৃ. ১০০, হাদীস নং ১৯৮; তিরমিযী তাঁর সুনানে, খণ্ড ১, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ৯৯; ইব্ন মাজা তাঁর সুনানে, খ. ১, পৃ. ১৮৬, হা নং ৫৫৯, খ. ১, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৫৬০; আবু দাউদ তাঁর সুনানে, খ. ১, পৃ. ৪১, হাদীস ১৫৯, খ. ২, পৃ. ২৫২, হাদীস নং ১৮২৩১; তাবরানী তাঁর আল মু'জাম আল-কবীর-এ, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস নং ৬০৭; বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল-কুবরায়, খ. ১, পৃ. ২৮৪, হাদীস নং ১২৬০, ১২৬৪, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১; আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে, খ. ৫, পৃ. ২৯২, হা. ২৯১২; আব্দ ইবন হুমাইদ তাঁর মুসনাদে, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস নং ১১-৩৯৮; তাবরানী তাঁর আল-মু'জাম আল-আওসাত-এ, খণ্ড ২, পৃ. ২৪, হাদীস নং ১১০৮।

www.asksumon.wordpress.com

মাহমুদ ইবন গাইলান হাদীস বর্ণনা করেন যে, ওয়াকী'-সুফিয়ান ও হেশাম ইবন ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন কেনানাহ্ তার পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তার বর্ণনায় তিনি متخشعا শব্দটি বাড়তি বর্ণনা করেন। এর অর্থ ভয়ে ভয়ে বা বিনীতভাবে।

আবু 'ঈসা তিরমিযী শাফিয়ী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ, এটি ইমাম শাফিয়ীরও অভিমত। তিনি বলেন : দুই ঈদের সালাতের মত এস্তেস্কার সালাতও আদায় করতে হয়; প্রথম রাক'আতে সাত তাক্‌বীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাক্‌বীর বলতে হয়। তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর হাদীস হতে প্রমাণ গ্রহণ করেন। আবু ঈসা বলেন : মালেক ইব্‌ন আনাস বলেন, সালাতুল ঈদাইনের মত সালাতুল ইস্‌তিস্‌কাতে তাকবীর দেওয়া যাবে না।

আবু হানীফা আন্‌-নু'মান বলেন : ইস্‌তিস্‌কার সালাত পড়া যাবে না এবং তাদেরকে রুমাল উল্টিয়ে পরার নির্দেশও দেওয়া যাবে না। বরং উপস্থিত সমাবেশ সমস্বরে দু'আ করবে এবং আমীন আমীন বলে প্রতিধ্বনি করবে। আবু ঈসা একথা প্রসঙ্গে বলেন, "আবু হানীফা একথা বলে সুন্নাতের খেলাফ করেছেন।"[৫]

এশ'আর আল্‌-বুদন প্রসঙ্গে

(কুরবানীর পশুকে পরিচিহ্নিত করা বিষয়ক অনুচ্ছেদ) আবু কুরাইব হাদীস বর্ণনা করেন যে, ওয়াকী, হেশাম আদ্‌-দাস্তাওয়ায়ী, কাতাদা ও আবু হাস্‌সান আল-আ'রাজ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) কুরবানীর পশুর গলায় দু'টি পাথর বেঁধে দেন (না'ল অর্থ পাথর অথবা চটি জুতা)। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এবং কুরবানীর পশু হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য তার (কুঁজের) ডানপাশে আঘাত করে রক্ত বের করে দেন।"

আবু ঈসা তিরমিযী বলেন, এই প্রসঙ্গে আল্‌-মিসওয়ার ইবন মাখরামা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আরও বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস হাসান সহীহ্ পর্যায়ভুক্ত। আর আবু হাস্‌সান আল্‌-আ'রাজ-এর নাম মুসলিম। এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমল করতেন। অন্যান্যরাও এই এশআর বা পরিচিহ্নিত করাকে

---

৫. এভাবে মন্তব্য না করে ইমাম তিরমিযীর বরং বলা শ্রেয় ছিল : খালাফা হাযাল হাদীস "তিনি এ হাদীসটির বিরোধিতা করেছেন।" সে স্থলে তিনি সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করেছেন বলা খুবই মারাত্মক মন্তব্য। এমন মন্তব্য অন্তত ইমাম আবু হানীফার মত সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ অনুসারী একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে করা সমীচীন হয়নি। কারণ তিনি তো তাঁর শর্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের ওপর আমলের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। সকল ফিকাহ্ বা হাদীস বিশারদের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য যে, তারা একটি হাদীসের উপর অপর হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন, তারা কিছু হাদীস ছেড়ে ঐ বিষয়ে অন্য কিছু হাদীসের ওপর আমল করেছেন। কাজেই আমলের শুদ্ধতা আর হাদীসের বিশুদ্ধতা এক জিনিস নয়। উসূলে ফিক্‌হের কিতাবসমূহে পারস্পরিক বিরোধিতা ও অগ্রাধিকার শিরোনামে এ বিষয়টি নিরসনের সুবিন্যস্ত সূত্র ও নিয়মপদ্ধতি রয়েছে। এটা সবার জানা, এটি উসূলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এটা জ্ঞান সম্বোধন, বিশেষ করে বর্তমান যুগের উৎসাহী যুবকদের জানা প্রয়োজন। অন্যথায় তারা এমন ভুলে নিপতিত হয়ে যাবে, যার পরিণতি নন্দিত হবে না। যাক, আল্লাহই ভাল জানেন।

www.asksumon.wordpress.com

বৈধ মনে করতেন। এ মত পোষণ করতেন ইমাম সাওরী, শাফিয়ী, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। তিনি আরও বলেন, ইউসুফ ইবন ঈসাকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকী'কে এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলতে শুনেছি, এই বিষয়ে আহ্‌লুর-রায় এর কথার দিকে কান দিও না। কারণ এশ'আর করাটা সুন্নাহ্, আর তাদের কথা হচ্ছে বিদ্'আহ্।[৬]

তিরমিযী বলেন : আমি আবুস সায়েবকে বলতে শুনেছি, আমরা ওয়াকী-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় রায় বা গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট একটি লোককে তিনি বললেন, মহানবী (সা) এশআর করেছেন, আর আবু হানীফা সেটাকে বলছেন 'মুস্‌লা' (চেহারা বিকৃতি)। তখন ওই লোকটি বললো, এও তো সত্য যে, ইব্‌রাহীম আন্-নাখা'য়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : এশ'আর হচ্ছে মুস্‌লা।[৭] বর্ণনাকারী বলেন, এসময় দেখলাম, ওয়াকী' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়েন এবং তিনি বলেন, আমি বলেছি, "মহানবী (সা) বলেছেন" আর তুমি বলছো, ইব্‌রাহীম বলেছে! তোমাকে বন্দী করা উচিত, তারপর তোমার এই কথা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তুমি মুক্ত না হও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম নাসাঈ-এর আস্-সুনান আল্-কুবরা গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

পশুর সাথে সঙ্গম প্রসঙ্গে

(১) আলী ইবন হুজর (র) হাদীস বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবন ইউনুস, হযরত নু'মান অর্থাৎ ইবনে সাবেত আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি আসেম থেকে যিনি হচ্ছেন উমার (রা)-এর পুত্র। তিনি আবু রাযীন থেকে। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেন : ليس على من أتى بهيمة حد "পশুর সাথে সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ বা নির্ধারিত দণ্ড নেই"।[৮] আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি শুদ্ধ নয়। হাদীসটি সহীহ নয়, কারণ হাদীসটিতে আসেম ইবন উমার হলেন যঈফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী।

---

৬ প্রকৃতপক্ষে বেশি রক্ত প্রবাহিত করে পুরোপুরি পরিচিহ্নিত করাটা মুস্‌লা বা বিকৃত করা বটে। যদিও হালকা কেটে সামান্য রক্ত দিয়ে পরিচিহ্নিত করা সুন্নাত। এটিই হচ্ছে ওই সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের উত্তম উপায়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন (আমাদের উস্তাদ ড. মুহাম্মদ ফাওযী-এর তা'লীক বা সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা)। যারা এশআরের পক্ষপাতী তারাও বর্তমানকালে তা পরিত্যাগ করেছেন (অনুবাদক)

৭. বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি সংকলন করেন, খ., ২, পৃ. ৬০৮, হাদীস নং ১৬০৮।

৮. হাদীসটি ইমাম বুখারী তার 'আল্-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে সঙ্কলন করেন, খ. ১, পৃ. ৩০৭, হাদীস নং ৮৯২।

www.asksumon.wordpress.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুনান আদ্-দারা কুতনীতে আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

মহানবী (সা)-এর উযু যেমন ছিল

হাদীসটি বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন মাহমূদ আল-ওয়াসেতী। তিনি শুআইব থেকে, তিনি আইয়্যুব থেকে, তিনি আবু ইয়াহ্ইয়া আল্-হামানী থেকে, তিনি আবু হানীফা (র) থেকে। এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেন আল-হাসান ইবন সাঈদ ইবন আল্-হাসান ইবন ইউসুফ আল্-মারওয়ারুযী থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতামহের কিতাবে পেয়েছি, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ আল্-কাদী, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা-খালেদ ইবন 'আলকামা ও 'আব্দ খায়র-আলী (রা) সূত্রে। "আলী (রা) উযু করার সময় তাঁর দুই হাত তিনবার করে ধুলেন, তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তার মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন, কুনই সমেত দুই হাত তিনবার ধৌত করলেন আর তিনবার মাথা মসেহ্ করলেন, এরপর তিনবার দুই পা ধুলেন"।[১] এরপর তিনি বললেন, যিনি মহানবী (সা)-এর উযুকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান সে যেন এটা দেখে নেয়।

শু'আইব (র) বলেন, এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযু করতে দেখেছি। এভাবেই আবু হানীফা (রহ) খালেদ ইবন আলাকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আছে : 'তার মাথা তিনি তিনবার মসেহ্ করেছেন'। এ বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন একদল হাফেযে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) বর্ণনাকারী। এদের মধ্যে রয়েছেন : যায়েদা ইবন কুদামা, সুফিয়ান আস্-সাওরী, শো'বা ও আবু 'আওয়ানা, শুরাইক, আবুল আশহাব-জাফর ইবন আল হারেস, হারুন ইবন সা'দ, জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ, হাজ্জাজ ইবন আরতাত, আবান ইবন তাগলেব, আলী ইবন সালেহ্ ইবন হুয়াই, হাযেম ইবন ইবরাহীম, হাসান ইবন সালেহ্, জা'ফর আল্-আহ্মার, তারা সকলে খালেদ ইবন আল্কামা থেকে। তারা সবাই এ বাক্যের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেন এভাবে : ومسح رأسه مرة "তিনি তাঁর মাথা একবার মাত্র মাসাহ্ করেন"। তবে তাদের মধ্যে বর্ণনাকারী হাজ্জাজ তার বর্ণনায় 'আব্দ খায়র-এর পরিবর্তে উমার যামের-এর নাম উল্লেখ করেছেন, এখানে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন।

এদের মধ্যে আবু হানীফা (র) ছাড়া আর কাউকে "তিনবার মাথা মসেহ্ করার" কথা তাদের হাদীসে বর্ণনা করতে শুনিনি, যদিও আবু হানীফা নিজেই এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের সবারই বিরোধিতা করেছেন। যেমন, মহানবী (সা)-এর উযুর নিয়মে মাথা মসেহ্-এর ব্যাপারে আলী (রা)-এর বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে বলেছেন, উযুতে মাথা একবার মসেহ্ করাই সুন্নত। অনুরূপভাবে ইবরাহীম ইবন আবু ইয়াহ্ইয়া

---

১ ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে হাদীসটি সঙ্কলন করেন, খ. ১, পৃ. ২০৫, হাদীস নং ২২৬।

www.asksumon.wordpress.com

ও আবু ইউসুফ যে হাজ্জাজ-খালেদ-'আব্দ খায়র সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারও বিরোধিতা করেন তিনি।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম-শায়ান-সা'দ ইবন আস্-সাল্ত সূত্রে এবং আরেকটি সূত্রে (ইবনে আবু দাউদ বলেন) আব্দুর রহমান ইবন 'আল হুসাইন আল্-হারাবী ও আল-মুকরী এ দু'জনই বলেন, আবু হানীফা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান-আবু নাদ্রা-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে: মহানবী (সা) বলেছেন :

الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفى كل ركعتين فسلم .

"উযু হলো সালাতের চাবি, আল্লাহ্ আকবার বলা হচ্ছে সালাতের তাহ্রীম আর সালাম হচ্ছে তাহ্লীল, প্রতি দুই রাক'আতে সালাম ফিরাও"। আবু হানীফা (র) বলেছেন, এখানে সালাম অর্থ তাশাহ্হুদ। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্নী তাঁর সুনানে, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৫, হাদীস নং ১৭।[১০]

ফরয গোসলে নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা

(৩) আবু বকর নিসাপুরী বর্ণনা করেছেন হাসান ইবন মুহাম্মদ থেকে, তিনি আসবাত থেকে। তিনি বলেছেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উসমান ইবন রাশেদ 'আয়েশা বিন্তে 'আজরাদ সূত্রে। তিনি ইব্ন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে। তিনি বলেন : لا يعيد إلا أن يكون جنبا "ফরয গোসলের ক্ষেত্র ছাড়া একাধিকবার করবে না" (অর্থাৎ কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার কাজ)।

৪। আল্-হুসাইন ইবন ইসমাঈল-আবু হিশাম আল্-রিফা'ঈ-ওয়াকী' সূত্রে এবং আরেকটি সূত্রে আল-হুসাইন ইবন ইসমাঈল-ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম আদ্-দাওরাকী-আব্দুর রহমান ইবন মাহ্দী থেকে, আরেকটি সূত্রে আল্-হুসাইন ইবন ইসমাঈল-যায়দ ইবন আখযাম-আবু আসেম- উপরোক্ত সবাই সুফিয়ান সাওরী থেকে। আরেকটি সূত্র হচ্ছে হুসাইন ইবন ইসমাঈল ও 'উমার ইবন আহ্মাদ ইবন 'আলী আল্-কাত্তান উভয়ে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন আল্-ওয়ালীদ 'আল-বুসরী-মুহাম্মদ ইবন জা'ফর-গুনদার-আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবন আহ্মাদ ইবন আল্-জুনাইদ-'আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে, আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন, ইব্ন রাশেদ 'আয়েশা বিন্ত 'আজরাদ সূত্রে :

فى جنب نسى المضمضة والاستنشاق قالت قال ابن عباس رضى الله عنها يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة .

---

১০. হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন তাবারানী তাঁর মুসনাদুশ শামীঈন-এ, খণ্ড, ২, পৃ. ২৯০, হাদীস নং ১৩৬০। বায়হাকী তাঁর "আস্সুনান আল্-কুবরাতে, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং ৩৭৮২। তাবরানী তাঁর মু'জামুল আওসাত-এ, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং ১৬৩২।

www.asksumon.wordpress.com

'যার উপর গোসল ফরয সে যদি কুল্লি করতে ও নাকে পানি দেওয়া ভুলে যায় তাহলে কি হবে? তখন 'আয়েশা বিন্‌ত 'আজরাদ বলেন যে, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সে ব্যক্তি কুলি করবে, নাকে পানি দেবে, তারপর পুনরায় সালাত আদায় করবে।"

বাব : ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস।

(৩) এ হাদীসটি আমাদেরকে বলেছেন আবু বাক্‌র আন্‌-নিসাপুরী, তিনি যথাক্রমে হাসান ইবন মুহাম্মাদ-আসবাত থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি উসমান ইবন রাশেদ সূত্রে আয়েশা বিন্‌ত 'আজরাদ থেকে, তিনি ইবুন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : لا يعيد إلا أن يكون جنبًا "কেবল জানাবাতের ক্ষেত্রেই তা একাধিকবার করবে"।

(৪) আল হুসাইন ইবন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু হিশাম আল্‌-রেফাঈ ও ওয়াকী থেকে। অপর সূত্র হচ্ছে: আল্‌-হুসাইন ইবন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম আদ্‌ দাওরাকী, আব্দুর রহমান ইবন মাহ্‌দী থেকে; অপরসূত্র হচ্ছে : আল্‌-হুসাইন ইবন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন যায়দ ইবন আখযাম-আবু আসেম থেকে, তাঁরা সবাই বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান আস্‌-সাওরী থেকে। সনদের এখানে আরেকটি মোড় পরিবর্তন। বর্ণনা করেছেন আল্‌-হুসাইন ইবন ইসমাঈল ও উমার ইবন আহ্‌মাদ ইবন 'আলী আল্‌-কাত্তান থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন : আমরা হাদীসটি শুনেছি যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবন আল্‌-ওয়ালীদ আল্‌-বুসরী-মুহাম্মদ ইবন জা'ফর-গুন্‌দার-আবু বাকর মুহাম্মদ ইবন্‌ আহ্‌মাদ ইবন আল্‌-জুনাইদ-আব্দুল্লাহ্‌ ইবন ইয়াযীদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে ; তিনি ইব্‌ন রাশেদ-'আয়েশা বিন্‌ত আজরাদ সূত্রে, "গোসল ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ভুলে গেলে কী করবে" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : ইব্‌ন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة

"সে ব্যক্তি কুলি করবে, নাকে পানি দেবে এবং সালাত আবার আদায় করে নেবে।"

(৫) সুফিয়ান আস্‌-সাওরী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু রাওক, ইবরাহীম আত্‌-তাইমি সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعد ما يتوضأ ثم يصلى ولا يتوضأ .

"রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উযু করতেন, এরপর চুমু দিতেন উযু সম্পন্ন করার পর, এরপর সালাত আদায় করতেন, কিন্তু উযু করতেন না।"[১১]

এটি হচ্ছে গুন্‌দার-এর হাদীস। কিন্তু ওয়াকী বলেছেন :

ان النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

১১. এ হাদীসটি সংকলন করেছেন আদ-দার কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১৩৯, হা. ১৭।

"মহানবী (সা) তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, এরপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু এর জন্য নতুন করে উযূ করেননি।"

ইবন মাহদী বলেছেন, "মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীকে চুমু দিয়েছিলেন তবে উযূ করেননি"। আর আবু আসিম বলেছেন, "মহানবী (সা) চুমু দিতেন, এরপর সালাত আদায় করতেন, অথচ এর জন্য নতুন করে উযূ করতেন না।" এই বর্ণনাটি ইবরাহীম আত-তাইমি থেকে আবু রাওক 'আতিয়্যাহ্ ইবনুল হারেস ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সাওরী ও আবু হানীফা ব্যতীত আর কেউ তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলেও আমরা জানি না। তবে তাদের সনদে ভিন্নতা আছে। কারণ সাওরী এটি বর্ণনা করেছেন 'আয়েশা (রা) থেকে। আর আবু হানীফা সনদ পেশ করেছেন হাফসা (রা) থেকে। আর তাঁরা দু'জনই 'মুরসাল' হিসেবে তা বর্ণনা করেছেন। অথচ ইবরাহীম আত-তায়মী হাদীসটি 'আয়েশা (রা) বা হাফসা (রা) কারও থেকেই শুনেননি, তাদের যমানাও পাননি। এদিকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মু'আবিয়া ইবন হেশাম যথাক্রমে সাওরী-আবু রাওক-ইবরাহীম আত-তাইমী-তাঁর পিতার সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে। এখানে তিনি হাদীসটির সনদ পরম্পরা সম্পূর্ণ করেছেন। তবে এর ভাষ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে। উসমান ইবন আবু শায়বা তার থেকে এই সনদে বর্ণনা করেছেন, "মহানবী (সা) রোযাদার অবস্থায় চুমু দিতেন"। উসমান ছাড়া অন্যরা তার কাছ থেকে এই ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন : "মহানবী (সা) চুমু দিতেন, এরপর আর উযূ করতেন না"। والله أعلم.

বাব : মহানবী (সা)-এর এই বাণীর উল্লেখ : ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত। এ ক্ষেত্রে বর্ণনার বিভিন্নতা

(৮) কুফার আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবন যাকারিয়া আল-মুহারেবী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু কুরাইব-মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা, আসাদ ইবন 'আমর সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবু 'আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ সূত্রে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে; তিনি বলেছেন : "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় পেছনে এক ব্যক্তি কেরাত পড়ছিল, তখন তাকে একজন সাহাবী (ইশারায়) নিষেধ করলেন। যখন মহানবী (সা) চলে গেলেন তখন তারা দু'জন ঝগড়া শুরু করলেন। একজন বললেন, তুমি কি আমাকে মহানবী (সা)-এর পেছনে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করছ? এ নিয়ে তখন দু'জনে তর্কাতর্কি করলেন। বিষয়টি মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন :

من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة .

"কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে ইমামের কেরাতই তার কেরাতের জন্য যথেষ্ট।"

www.asksumon.wordpress.com

এ হাদীসটি আল্-লাইসও বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ সূত্রে আবু হানীফা থেকে। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন আদ-দারা কুত্নী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ৩২৪, হা. ২।[১২]

(৭) আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ বলেছেন আবুল ওয়ালীদ সূত্রে জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে, "এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর পেছনে যুহর ও 'আসর সালাতে কুরআন পাঠ করেছিল। এ সময় এক ব্যক্তি তার দিকে ইশারা করে তাকে নিষেধ করেছিলেন। মহানবী (সা) চলে গেলে সে বলল, তুমি কি আমাকে মহানবী (সা)-এর পেছনে কেরাত পড়তে নিষেধ কর? এ নিয়ে তারা আলোচনা করেছিল। বিষয়টি মহানবী (সা) শুনতে পেয়ে বললেন :

من صلى خلف الامام فإن قراءته له قراءة ·

"কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে তাঁর কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট"।

এই সনদে আবুল ওয়ালীদ ব্যক্তিটি অজ্ঞাত। এই সনদে জাবের (রা)-এর উল্লেখ আবু হানীফা ছাড়া কেউ করেননি। তবে হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন ইউনুস ইবন বুকাইর, আবু হানীফা ও হাসান ইবন আম্মারাহ থেকে। আর তারা দু'জন বর্ণনা করেছেন মূসা ইবন আবু 'আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবের (রা) থেকে, তিনি মহানবী (সা) থেকে (দারা কুতনী : খ. ১, পৃ. ৩২৫, হা. ৪)।[১৩]

(৮) আলী ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবাশশির বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্ন হারব আল্-ওয়াসিতি-ইসহাক আল্-আযরাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে যথাক্রমে মূসা ইবন আবু আয়েশা-'আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ সূত্রে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة "যার ইমাম আছে তার বেলায় ইমামের কেরাতই তার কেরাত।"

এ হাদীসে মূসা ইবন আবু 'আয়েশা থেকে আবু হানীফা ও হুসাইন ইবন 'আম্মারাহ্ ব্যতীত অপর কেউ সনদ পেশ করেননি, অথচ এ দুজনই হচ্ছেন দুর্বল।[১৪]

বাব : সালাতে উচ্চস্বরে হাসা বিষয়ে হাদীসসমূহ এবং এর কার্যকারণ

(৮) আবু বাকর আশ্-শাফি'য়ী বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন বিশ্র ইবন মাতার, মুহাম্মাদ ইবন আস্-সাব্বাহ্ আল্-জুরজুরানী, আল্-ওয়ালীদ, শু'আইব ইব্ন আবু হাম্যাহ সূত্রে যুহ্রী থেকে; তিনি বলেছেন : لا وضوء في القهقهة والضحك "হা হা করে বা অনুচ্চ শব্দে হাসার কারণে উযু করতে হবে না।"

---

১২. হাদীসটি দারা কুতনী তাঁর সুনানে আরও একবার সঙ্কলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ৩২৫, হাদীস ৪।

১৩. এ ছাড়া বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরা-তে সঙ্কলন করেছেন, খ. ২, পৃ. ১৬০, হা. ২৭২২।

১৪. দারা কুত্নীর নিকট আবু হানীফা কীভাবে দুর্বল (ضعيف) হতে পারেন অথচ সামনেই আসছে আবু হানীফার ছাত্র মক্কী ইব্ন ইবরাহীম তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এই মক্কী ইব্ন ইবরাহীম হচ্ছেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ। আর ইনিই হচ্ছেন সহীহ বুখারীর ছুলাছিয়াতের ৯০% ভাগের রাবী। তাহলে কীভাবে এই ইমাম হাফেয মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম হাদীস গ্রহণ করছেন "দুর্বল আবু হানীফা" থেকে? বরং এটা বলাই শ্রেয় যে, এ কথাটিই দুর্বল।

www.asksumon.wordpress.com

এক্ষেত্রে যুহরী অন্য বর্ণনায় হাসান সূত্রে মহানবী (সা) থেকে যে বর্ণনা করেছেন তা যদি যুহরীর নিকট সহীহ হয় তাহলে তিনি তাঁর বিপরীত ফাতওয়া কীভাবে দিলেন! আল্লাহই ভাল জানেন। অনুরূপভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবন হাস্সান আল্-হাসান (রা) থেকে প্রকৃতপক্ষে মুরসাল হিসেবে মহানবী (সা)-এর উক্তি দিয়ে, যা ইতিপূর্বে আমরা লিখেছি।

এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা যথাক্রমে মানসূর ইবন যাযান, আল্-হাসান, মা'বাদ আল্-যুহানী থেকে মুরসাল হিসেবে মহানবী (সা)-এর উক্তি দিয়ে। এখানে আবু হানীফা সন্দেহ করেছেন মানসূরকে। আসলে এটি বর্ণনা করেছেন মানসূর ইবন যাযান যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মা'বাদ সূত্রে, এই মা'বাদ কিন্তু সাহাবী নন। বলা হয়ে থাকে, ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি তাবে'ঈনের মধ্যে সর্বপ্রথম 'কদর' বা তাকদীর সম্পর্কে কথা উঠিয়েছেন। এ হাদীসটি মানসূর (র) ইবন সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন গাইলান ইবন জামে' ও হুশাইম ইব্ন বাশীর। এরা দু'জনই সনদ সংরক্ষণের দিক থেকে আবু হানীফা থেকেও বেশী স্মৃতিধর ছিলেন।

তবে মানসূর থেকে আবু হানীফা বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর আশ্-শাফিয়ী ও আহ্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ। আর অন্যান্যরা বলেছেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবু কাসীর আল্-কাদী মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে; তিনি মানসূর ইব্ন যাযান থেকে; তিনি আল্-হাসান থেকে; তিনি মা'বাদ থেকে; তিনি মহানবী (সা) থেকে, তিনি বলেছেন, তিনি যখন সালাতে ব্যস্ত তখন এক অন্ধ ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে একটি গর্তে পড়ে যায়। এতে সবাই হেসে উঠল যা অট্টহাসিতে পৌঁছায়। সালাতশেষে মহানবী (সা) বললেন :

من كان منكم قهقة فليعد الوضوء والصلاة ٠

"তোমাদের মধ্যে যারা অট্টহাসি হেসেছ তারা উযু ও সালাত দুটোই পুনর্বার করে"।

আর আবু হানীফার বিপক্ষে গাইলান ইবন জামে'-মানসূর ইবন যাযান-এর হাদীসটি হলো যেটি আল্-হুসাইন ইবন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ্ আয্-যুহরী আবু বকর বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'লা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে; তিনি গাইলান থেকে; তিনি মানসূর আল্-ওয়াসেতি অর্থাৎ ইব্ন যাযান থেকে, তিনি ইব্ন সীরীন সূত্রে মা'বাদ আল্-জুহানী থেকে ; তিনি বলেছেন, "মহানবী (সা) ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় একজন অন্ধ ব্যক্তি আসলেন, মহানবী (সা)-এর নামাযের জায়গার কাছে একটি ছোট গর্ত ছিল, এর মাথায় ছিল একটি ঢাকনা। অন্ধ লোকটি হেঁটে আসতে গেলে তার ওপর পড়ে গেল। এতে সালাতরত কেউ কেউ হেসে ফেলল। সালাতশেষে মহানবী (সা) বললেন :

من ضحك منكم فليعد الوضوء وليعد الصلاة ٠

www.asksumon.wordpress.com

"তোমাদের মধ্যে যারা হেসেছে তারা যেন উযূ ও সালাত দুটোই পুনর্বার করে"।[১৫]

এদিকে হুশাইম-এর হাদীস, যা মানসূর ইবন যাযান-ইব্‌ন সীরীন সূত্রে বর্ণিত তা আবু হানীফার রেওয়ায়াতের বিপরীত। তিনি (আবু হানীফা) বর্ণনা করেছেন মানসূর থেকে; তিনি আহ্‌মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ আল-ওয়াকীল থেকে; তিনি আল-হাসান ইবন 'আরাফাহ্ থেকে, তিনি হুশাইম থেকে, তিনি মান্‌সূর থেকে তিনি ইব্‌ন সীরীন ও খালেদ আল-হাযযা থেকে, তিনি হাফসাহ্ সূত্রে আবুল 'আলিয়া থেকে। সনদের মোড় পরিবর্তন করে আরেকটি সূত্র এসেছে : আল্-হুসাইন ইবন ইসমাঈল বর্ণনা করেন যথাক্রমে যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব, হুশাইম, মানসূর, ইব্‌ন সীরীন ও খালেদ, হাফসাহ্-আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন : মহানবী (সা) সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় একজন লোক, যার চোখে অসুবিধা ছিল, একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কূপটির উপর ছিল চামড়ার ঢাকনা। লোকটি ওটার ওপর পা দিতেই কূপে পড়ে গেল। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে যারা ছিল, হেঁসে উঠল। মহানবী (সা) সালাত শেষ করে বললেন :

من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة .

"তোমাদের মধ্যে যারা হেসেছে তারা অবশ্যই উযূ ও সালাত দুটোই পুনরায় আদায় করবে" (যিয়াদের শব্দবিন্যাস)।

(৯) আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইব্‌ন যাকারিয়া আল্-মুহারিবী কুফায় বর্ণনা করেন আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্‌নুল 'আলা থেকে, তিনি আস'আদ ইব্‌ন 'আমর সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবু 'আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ সূত্রে জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) আমাদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি কেরাত পড়ছিল। একজন সাহাবী তাকে বারণ করেন। যখন মহানবী (সা) চলে গেলেন তারা উভয়ে তর্কে লিপ্ত হলো। ওই ব্যক্তি বললো, তুমি কি আমাকে মহানবীর পেছনে কুরআন পড়তে নিষেধ করছ? এভাবে তারা বিতর্ক করছিল। যখন মহানবী (সা)-এর নিকট বিষয়টি পৌঁছল তিনি বললেন :

من صلى خلف الامام فإن قراءته له قراءة .

"যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে, তাঁর কেরাতই মুকতাদির কেরাত"।

এ হাদীসটি লাইস বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে।

(১০) আবু বকর নিসাপুরী বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন ওয়াহাব থেকে, তিনি তাঁর চাচা থেকে; তিনি লাইস ইবন সা'দ[১৬] থেকে, তিনি ইয়াকূব সূত্রে আন্-নু'মান

---

১৫. দারা কুত্‌নী তাঁর সুনানে সঙ্কলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ১৬৫, হা. ১১।

১৬. ইনি হলেন ইমাম ও মুজতাহিদ লাইস ইবন সা'দ। ইনি বর্ণনা করছেন বিচারপতি আবু ইউসুফ থেকে, যিনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফার ছাত্র। আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি রহমত করুন।

www.asksumon.wordpress.com

(আবু হানীফা) থেকে, তিনি যথাক্রমে মূসা ইবন আবু 'আয়েশা, আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে, তিনি জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর পেছনে পড়ছিলেন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এই সূরাটি। সালাতশেষে মহানবী (সা)-জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়েছে? তখন সবাই চুপ করে রইল। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যেক বারই সবাই চুপ থাকলো। এরপর এক ব্যক্তি বললো : আমি। তিনি বললেন : আমি জানি তোমাদের কেউ তা পড়ে আমাকে অন্যমনস্ক করেছে (قد علمت أن بعضكم خالجنيها)[১৭]।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ বলেছেন : আবুল ওয়ালীদ সূত্রে জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি মহানবীর পেছনে যুহর ও আসর সালাতের সময় কুরআন তেলাওয়াত করেছিল। তখন অন্য একজন ইশারা করে তাকে বারণ করেন। সালাত শেষ করে সে বলল, তুমি কি আমাকে মহানবীর পেছনে কুরআন পড়তে নিষেধ কর? এ নিয়ে তারা বচসা করছিল। এটা মহানবী (সা) শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন :

من صلى خلف الامام فإن قراءته له قراءة .

"কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে তাঁর কেরাতই তার কেরাত।"[১৮]

এই আবুল ওয়ালীদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। এই সনদে আবু হানীফা ছাড়া আর কেউ জাবের (রা)-এর উল্লেখ করেননি। এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন ইউনুস ইবন বুকাইর আবু হানীফা থেকে এবং আল্-হাসান ইবন 'আম্মারাহ থেকে; এঁরা যথাক্রমে মূসা ইবন আবু 'আয়েশা-আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ সূত্রে জাবের (রা) থেকে ; তিনি মহানবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এটি আরও বর্ণনা করেন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ সাঈদ, তিনি ইউসুফ ইব্ন ইয়া'কূব ইব্ন আবুল আযহার আত-তাইমী থেকে ; তিনি উবাইদ ইবন ইয়াঈশ থেকে, তিন ইউনুস ইবন বুকাইর থেকে; তিনি আবু হানীফা ও আল্-হাসান ইব্ন 'আম্মারাহ্ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল-হাসান ইবন আম্মারাহ হচ্ছেন 'মাত্রূকুল হাদীস' (যার হাদীস পরিত্যাজ্য)।

এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেন সুফিয়ান আস্-সাওরী, শু'বাহ্, ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস, শুরাইক, আবু খালেদ দালানী, আবুল আহ্ওয়াস, সুফিয়ান ইব্ন 'উআইনাহ্, জারীর ইব্ন আব্দুল হামীদ প্রমুখ। সবাই মূসা ইবন আবু 'আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ থেকে মুরসাল হিসাবে মহানবী (সা) থেকে। এটাই সঠিক।

---

১৭. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন মুসলিম তাঁর সহীহ্তে, খ. ১, পৃ. ২৯৫, হা. ৩৯৪। বুখারী তাঁর সহীহ্তে, খ. ১, পৃ. ২৬৩, হা. ৭২৩; নাসাঈ, খ. ২, পৃ. ১৩৭, হা. ৯০৯। আরো ২৪টি হাদীস গ্রন্থে উক্ত হয়েছে।

১৮. ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এটি সঙ্কলন করেছেন : খ. ১, পৃ. ৮৬, হা. ১৯২; এছাড়াও ইমাম তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আসার-এ উল্লেখ করেছেন : খ. ১, পৃ. ২২০।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : উযুবিহীন অথবা অপবিত্র অবস্থায় ইমামের নামায প্রসঙ্গ।

(১১) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম-শাযান-সা'দ ইবনুস্-সাল্‌ত। সনদ মোড় নিয়ে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু দাউদ যথাক্রমে আব্দুর রহমান ইবনুল হুসাইন আল্-হারাবী, তিনি আল-মুকরী থেকে, উভয়েই বলেছেন (সা'দ, মুকরী) ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু সুফিয়ান-আবু নাদরাহ-আবু সাঈদ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفى كل ركعتين فسلم ·

"উযু হচ্ছে সালাতের চাবি, তাকবীর হচ্ছে তার তাহ্‌রীম, তাসলীম হচ্ছে তার তাহ্‌লীল। আর প্রতি দুই রাকাতে সালাম দেবে" (তাশাহহুদ পড়বে)।[১৯]

[তাহরীম অর্থ সালাত ভিন্ন অন্য বৈধ কাজ নিষিদ্ধকরণ নির্দেশক এবং তাহলীল হচ্ছে সালাতে নিষিদ্ধ বিষয় পুনর্বার হালাল করে দেবার নির্দেশক-অনুবাদক]।

আবু হানীফা (র) বলেছেন, এখানে "সালাম দেবে" অর্থ তাশাহহুদ পড়বে।"

বাব : যাকাত-ফিতরা

(১২) ইয়াযদাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু সাঈদ আল্-আশাজ্জ-ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি বলেছেন :

لو أن أعطيت فى صدقة الفطر هَلِيْلَجٌ لأجزأ ·

"যদি তুমি ফিত্‌রা হিসেবে হরীতকীও দাও, তাতেও চলবে।"

(১৩) আবু বকর ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন কাজী খারযাদ আল্-আহওয়াযী বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মূসা আব্দান থেকে, তিনি যথাক্রমে দাহির ইব্‌ন নূহ-উমার ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ-ওয়াহাব আল-ইয়াশকুরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ·

"কেউ যদি কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করে সেক্ষেত্রে সে তা দেখার পর রাখা না রাখার স্বাধীনতা তার রয়েছে"।[২০]

---

১৯. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১০, হা. ৩; খ. ২, পৃ. ৫, হা. ২৩৮; ইব্‌ন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১০১, হা. ২৭৫; খ. ১, পৃ. ১০১, হা. ২৭৫। আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১৬, হা. ৬১, খ. ১, পৃ. ১৬৮; ইব্‌ন হান্‌বাল তাঁর মুস্‌নাদ-এ, খ. ১, পৃ. ১২৩, হা ১০০৬; খ. ১, পৃ. ১২৯, হা. ১০৭২; হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে, খ. ১, পৃ. ২২৪, হা. ৪৫৭; খ. ২৫৬, হা. ৫৪৯, তায়ালিসী তাঁর মুস্‌নাদে, খ. ১, পৃ. ২৪৭, হা. ১৭৯০; তাবারানী তাঁর মু'জাম-এ, খ. ৯, পৃ. ২৫০, হা. ৯২৭১; হাইসামী তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ১, পৃ. ২৮৪, হা. ১৬৯; বায়হাকী তাঁর সুনান-এ ; পৃ. ১৬, হা. ২০৯৪-৯৫।

২০. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্‌নী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৪, হা. ৮, খ. ৩, পৃ. ৪, হা. ১০; বায়হাকী তাঁর সুনান আল-কুবরাতে ; খ. ৫, পৃ. ২৬৮, হা. ১০২০৫ ও ১০২০৬ এবং ১০২০৮।

www.asksumon.wordpress.com

উমার বলেছেন, এদিকে আমাকে জানিয়েছেন কাসেম ইবন হাকাম আবু হানীফা থেকে, তিনি হাইসাম থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি মহানবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই উমার ইব্‌ন ইবরাহীম, যাকে আল্‌-কুরদিও বলা হয়, ইনি হাদীস জাল করে থাকেন। এটি বাতিল, এটি শুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সে ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেনি। বরং ইব্‌ন সীরীন থেকে এটি মাওকূফ বা তাঁর বাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয় (৩ খ., পৃ. ৪, হা. ১০)।

(১৪) আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল্‌-ফাযারী বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরা হামদান থেকে; তিনি কাসেম ইব্‌ন হাকাম সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবু ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবু নাজীহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

"মক্কাহ্ হারাম, হারাম তার ঘর-বাড়ি বিক্রি করা এবং হারাম এর ঘরের ভাড়া নেওয়া" (দারা কুত্‌নী তাঁর সুনান-এ এটি সঙ্কলন করেছেন : খ. ৩, পৃ. ৫৭, হাদীস ২২৩)।[২১]

(১৫) আল্‌-হুসাইন ইবন সাঈদ ইব্‌নুল হাসান ইবন ইউসুফ আল্‌-মারূযী বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতামহের কিতাবে পেয়েছি, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবু ইয়াযীদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আবু নাজীহ্ বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে, তিনি মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : ان الله حرم مكة فحرام بيع رباعها واكل ثمنها "আল্লাহ্ মক্কাকে হারাম বা সম্মানিত ও সংরক্ষিত স্থানের মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই এর জায়গা-জমি বিক্রি করা এবং এর মূল্য খাওয়া হারাম"। তিনি আরও বলেছেন : من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا . "যে ব্যক্তি মক্কার ঘরবাড়ি ভাড়া দিয়ে খায় সে যেন অগ্নি ভক্ষণ করেছে"।[২২] অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন আবু হানীফা মারফূ' হিসেবে। তিনি উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবু ইয়াযীদ বলতে আসলে বুঝাতে চেয়েছেন ইব্‌ন আবু যিয়াদ আল্‌-কাদ্দাহ্‌কে। শুদ্ধ মত হচ্ছে, হাদীসটি মওকূফ বা সাহাবীর বাণী। (এটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৫৭, হা. ২২৪)।

---

২১. এটি আরও সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন হানবাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ৪, পৃ. ৩২, হা. ১৬৪২৪। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক-এ, খ. ২, পৃ. ৬২, হা. ২৩২৭, খ. ২, পৃ. ৬২, হা. ২৩২৭; তাবারানী তাঁর মু'জাম আল-কাবীর-এ, খ. ২২, পৃ. ১৮৬, হা. ৪৮৫; বায়হাকী তাঁর সুনান-এ খ. ৬, পৃ. ৩৫, হা. ১০৯৬৬।

২২. এটি সঙ্কলন করেছেন বুখারী তাঁর সহীহতে; খ. ২, পৃ. ৬৫১, হা. ১৭৩৬, খ. ৪, পৃ. ১৫৬৭, হা. ৪০৫৯; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৫, পৃ. ২১১, হা. ২৮৯২; ইব্‌ন হানবাল তাঁর মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. ২২৭৯, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫, হা. ২৭২০৪; তাবারানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর-এ, খ. ১১, ২৪৮, হা. ১১৬০৪, খ. ১১, পৃ. ৩৪৪, হা. ১১৯৫৭, খ. ২২, পৃ. ১৮৭, হা. ৪৮৬; দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৫৭, হা. ২২৪; বায়হাকী তাঁর সুনানুল কুবরাতে, খ. ৫, পৃ. ১৯৫, হা. ৯৭২৫, খ. ৫, পৃ. ২০১, হা. ৯৭৬৩, খ. ৬, পৃ. ১৯৯; শাফিয়ী তাঁর মুসনাদে, খ. ১, পৃ. ২০০।

www.asksumon.wordpress.com

(১৬) মুহাম্মাদ ইবন আহ্‌মাদ ইবন আবুস-সাল্‌জ বর্ণনা করেছেন ইয়া'ঈশ ইব্‌নুল জাহ্‌ম থেকে। তিনি আব্দুল হামীদ ইবন আব্দুর রহমান আল হামানী থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি আমর বিন মুররাহ্‌-আব্দুল্লাহ্‌ ইবন সালামাহ্‌ সূত্রে আলী (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فان عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراً إنى استحى من الله ان أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجى بها ورجل يمشى عليها :

"যদি চোর চুরি করে তাহলে তার ডান হাত কাটা যাবে, তারপর আবার চুরি করলে তার বাম পা কাটা হবে। এরপরও চুরি করলে জেলখানার জিম্মায় দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তার মধ্যে সংশোধনের আলামত প্রকাশ পায়। আমি আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জাবোধ করি যে, তাকে এমনভাবে ছেড়ে দেব যে, তার একটি হাতও নেই যে, তা দিয়ে খাবে এবং নাপাকি দূর করবে, একটি পাও থাকবে না যে, তার ওপর ভর করে চলবে" (এটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, ৩ খ., পৃ. ১০৩)।

(১৭) হুবহু ১৬ নং হাদীস।

(১৮) মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাকর আল্‌-'আত্তার আল্‌-ফাকীহ থেকে, তিনি আব্দুর রায্‌যাক থেকে, তিনি সুফিয়ান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি আসেম ইব্‌ন আবুন্‌-নাজুদ থেকে, তিনি আবু রাযীন সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে। তিনি বলেছেন : فى المرأة ترتد قال تجبر ولا تقتل

"কোন নারী মুরতাদ হলে হত্যা করা যাবে না, বরং তাকে বাধ্য করা হবে। যেমন জবরদস্তি জেলখানায় পুরে রাখতে হবে" (এটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ১০৩, হা. ৭৪)।[২৩]

(১৯) মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল আব্বাস থেকে, তিনি যথাক্রমে ইসমাঈল ইব্‌ন সাঈদ-মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি 'আমর ইবন মুররাহ্‌ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্‌ ইবন সালামাহ্‌ সূত্রে আলী (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً إنى لاستحى أن أدعه ثم ذكر مثله .

"চোর চুরি করলে তার ডান হাত কাটা হবে। যদি আবারও চুরি করে তাহলে তার বাম পা কাটা হবে। এরপরও চুরি করলে জেলে বন্দী রাখা হবে, যতক্ষণ না তার মধ্যে কোন ভাল লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়। এরপর আগের বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেন" (দারা কুতনী, সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৮০, হা. ২৮৮)।[২৪]

---

২৩. দারা কুতনী, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হা. ১২০, খ. ৩, পৃ. ২০০, হা. ৩৫২, খ. ৩, পৃ. ২০১, হা. ৩৫৪; বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরাতে, খ. ৮, পৃ. ২০৪, হা. ১৬৬৪৮।

২৪. দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ১০৩, হা. ৭৪, খ. ৩, পৃ. ১৮০, হা. ২৮৮।

www.asksumon.wordpress.com

(২০) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ ইবনুল 'আব্বাস থেকে, তিনি যথাক্রমে ইসমাঈল ইব্‌ন সাঈদ-মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আবু মতী' সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি কাসেম ইব্‌ন আব্দুর রহমান-তাঁর পিতার সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم "দশ দিরহাম থেকে কম মূল্যের জন্য চোরের (হাত) কাটা যাবে না" (সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্‌নী তাঁর সুনান-এ, ৩ খ., পৃ. ১৯৩, হা. ৩৩০)।[২৫]

(২১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, আবু 'আসেম সূত্রে সুফিয়ান ও আবু হানীফা থেকে, তারা 'আসেম-আবু রাযীন সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, তিনি মহিলা মুরতাদ সম্পর্কে বলেছেন, "তাকে জীবিত রাখা হবে" (সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্‌নী তাঁর সুনান-এ, ৩ খ., পৃ. ২০০)।

(২২) মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন আবু খায়সামা থেকে। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈনকে বলতে শুনেছেন : সাওরী আবু হানীফকে একটি হাদীস রেওয়ায়াতের জন্য দোষরোপ করতেন, যা তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। সেটি তিনি 'আসেম, তারপর আবু রাযীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন (সঙ্কলন করেছেন দারা কুতনী সুনান, ৩ খ., পৃ. ২০০)।[২৬]

(২৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবু বাকর আল্‌-'আত্তার-আবু ইউসুফ আল্‌-ফাকীহ্‌-আব্দুর রায্‌যাক-সুফিয়ান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি 'আসেম-আবু রাযীন সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, "মহিলা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে বন্দী করে রাখা হবে, তবে হত্যা করা হবে না" (দারা কুতনী, সুনান : ৩ খ., পৃ. ২০১)।

(২৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশকাব আবু জাফর- আবু কুত্‌ন সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি 'আসেম আবু রাযীন সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে, তিনি বলেছেন : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام "নারীরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাদের হত্যা করা যাবে না" (দারা কুতনী, সুনান, ৩/২০১, হা. ৩৫৫)।[২৭]

---

২৫. আরও সঙ্কলন করেছেন মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ৩, পৃ. ১৩২২, হা. ১৬৮৪, খ. ৩, পৃ. ১৩১৩, হা. ১৬৮৪, খ. ৩, পৃ. ১৩১৩, হা. ১৬৮৫, খ. ৩, পৃ. ১৩১৪, হা. ১৬৮৬; বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ৬, পৃ. ২৪৯২, হা. ৬৪০৮, খ. ৬, পৃ. ২৪৯২, হা. ৬৪০৯, খ. ৬, পৃ. ২৪৯৩, হা. ৬৪১০; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৮, পৃ. ৭৬, হা. ৪৯০৬, খ. ৮, পৃ. ৭৬, হা. ৪৯০৭, আরও অনেকে।

২৬. দারা কুতনী, সুনান, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হা. ১১৯, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হা. ১২০, খ. ৩, পৃ. ২০০, হা. ৩৫২, খ. ৩, পৃ. ২০১, হা. ৩৫৪; বায়হাকী, সুনান, ৮/২০৪, হাদীস নং ১৬৬৪৮।

২৭. দারা কুতনী, সুনান : খ, ৩, পৃ. ২০১, হা. ৩৫৫; বায়হাকী, সুনান কুবরা, খ, ৮, পৃ. ২০৩, হা. ১৬৬৪৬।

www.asksumon.wordpress.com

(২৫) মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বর্ণনা করেন যথাক্রমে 'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ-আবু 'আসেম-সুফিয়ান-'আসেম-আবু রাযীন সূত্রে ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে। তিনি মহিলা মুরতাদ হলে কী হুকুম তার জবাবে বলেছেন : تستحيا "সে বেঁচে থাকবে" (তাকে হত্যা করা হবে না)।

এরপর আবু 'আসেম বলেন, আবু হানীফা এই বর্ণনাটি আসেম থেকে আমাদের অবহিত করেছেন কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করিনি। আমি বলেছিলাম, এই হাদীসটি তো আপনি সুফিয়ান থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, এটাই যথেষ্ট। আবু আসেম আরও বলেছেন : আমাদের মনে হয় সুফিয়ান সাওরী এটি আবু হানীফা থেকেই চুপিসারে জেনে নিয়েছেন (তাদ্লীস করেছেন)। তাই আমি তাদের উভয়েরই রেওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছি (৩খ., পৃ. ২০১)।

(২৬) কাজী আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সুলাইমান থেকে, তিনি আবু তালেব আব্দুল জাব্বার ইবন আসেম থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ্ ইবন আমর-আব্দুল মালেক ইবন আব্বাব ও আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সিমাক ইবন হারব থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এক নারীর আমি অভিভাবক। কিন্তু সে আমার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে। এখন আমি কি করতে পারি? তখন আলী আলাইহিস সালাম বলেন : দেখ সে কী করেছে, যদি তার সমকক্ষ কাউকে বিবাহ করে থাকে তাহলে তার জন্য এই বিবাহ বৈধ রাখবো। আর যদি সে কুফু বা সমপর্যায়ের যোগ্য স্বামী না হয়ে থাকে তাহলে তার বিষয়টি তোমার কাছে ছেড়ে দেব" (দারা কুতনী, সুনান, ৩ খ., পৃ. ২৩৭)।

(২৭) বর্ণনা করেছেন আল-হুসাইন, ইসহাক থেকে; তিনি বলেন, আমি কুফু (اَلْكُفُوْ) বা সমকক্ষতার বিষয়টি ওয়াকীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমাকে আল-হাসান ইব্ন সালেহ বর্ণনা করেছেন ইব্ন আবু লায়লা থেকে, তিনি বলেছেন : اَلْكُفُوْءُ فى الدين والمنصب "সমকক্ষতার যোগ্যতা হচ্ছে ধর্ম ও পদমর্যাদায়"। ওয়াকী' বলেন : আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি اَلْكُفُوْءُ فى الدين والمنصب والمال "সমকক্ষতা গণ্য করা হবে ধর্মে, পদমর্যাদায় ও সম্পদে" (দারা কুতনী, সুনান, ৩ খ., পৃ. ২৯৯)।

(২৮) আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন আবু হামেদ আল্-হামাদানী বর্ণনা করেন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন উমার আল-মুন্কাদেরী থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন রিবাহ ইবন ইউসুফ আল-জুযজানী (الجوزجانى) ও মুহাম্মাদ ইবন সালেহ ইবন সুহাইল থেকে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ই বলেন, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সালেহ ইবন আব্দুল্লাহ্ আত্-তিরমিযী, তিনি হাদীসটি পেয়েছেন যথাক্রমে সালত ইবন সালেম, ইব্ন জুরাইজ, নাফে' সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে; তিনি বলেছেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন :

إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره .

www.asksumon.wordpress.com

"যদি কোন ক্রীতদাসী কোন ব্যক্তির বিবাহ্ বন্ধনে থাকে, এরপর তাকে দুই তালাক দেয়, এরপর তাকে সে ক্রয় করে তাহলে এক্ষেত্রে ওই ক্রীতদাসী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সেই নারী অন্য কাউকে বিবাহ করে" (এবং সেখান থেকেও মুক্ত হয়ে যায়)।

(২৯) আল্-হুসাইন ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল্-মুতাইবী এবং আবু বাকর আহ্মাদ ইবন 'ঈসা আল্-খাওয়াস বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মানসূর আবু ইসমাঈল আল্-ফকীহ্ বর্ণনা করেছেন বাগদাদের ইয়াযীদ ইব্ন নু'আইম থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাইসাম আস্-সাইরাফি-শা'বী সূত্রে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "দু'জন লোক একটি উষ্ট্রী নিয়ে ঝগড়া করতে করতে মহানবী (সা)-এর নিকট এলো। তাদের প্রত্যেকেই বলতে লাগলো, এই উটনীটি আমার কাছেই পয়দা হয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রমাণ উপস্থাপন করল। তখন মহানবী (সা) ফয়সালা করলেন যে, যার কাছে উটটি আছে এটা তারই" (দারা কুত্নী, সুনান, ৪ খ., পৃ. ২০৯)।

(৩০) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইবন রবী'আহ্ বর্ণনা করেন যথাক্রমে ইসহাক ইব্ন খালেদ, আব্দুল 'আযীম ইব্ন আব্দুর রহমান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম-শুরাইহ সূত্রে উমর (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه, "দাবিকারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রমাণ পেশ করা আর যার বিরুদ্ধে দাবি করা হচ্ছে সে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব হচ্ছে শপথ করা" (দারা কুতনী, সুনান, ৪ খ., পৃ. ২১৮, হা. ৫৪)।

(৩১) মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইবনুল হাসান আস্-সাওয়াফ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে হামেদ ইবন শুআইব, সুরাইজ ইব্ন ইউনুছ-ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম অর্থাৎ আবু ইউসুফ আল-কাদী-হেশাম ইবন উরওয়াহ্-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন জা'ফার একবার যুবাইর (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি অমুক অমুক দ্রব্য ক্রয় করেছি। আলী (রা) চাচ্ছেন, তিনি আমীরুল মু'মিনীন-এর নিকট এসে চাইবেন যেন আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এর হুকুম কি? তখন যুবাইর বললেন : আমি ওইসব ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির অংশীদার। তখন আলী (রা) এলেন উসমানের কাছে। বললেন, জা'ফরের পুত্র অমুক অমুক জিনিস ক্রয় করেছে, আপনি তাতে নিষাধাজ্ঞা আরোপ করুন। তখন যুবাইর বললেন, আমিও যে তার অংশীদার। তখন উসমান বললেন, আমি ওই ব্যক্তির মালামালে কীভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারি যার অংশীদার হচ্ছেন যুবাইর।

ইয়া'কূব বলেন[২৮], আমি কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জারীর পক্ষে। আমি কালোবাজারী করে বেচাকেনাকে নিষিদ্ধ ও বাতিল করার পক্ষে মত দিচ্ছি। তবে কালোবাজারী করার আগে বেচানেকা হলে যদি

২৮. ইনি হলেন আবু হানীফার ছাত্র আবু ইউসুফ, যিনি বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন।

www.asksumon.wordpress.com

তা পরিণত বা যোগ্য হয় তাহলে বৈধ মনে করি। আর যদি তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাতে তা নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে তা বিক্রি নিষিদ্ধ করলাম। তবে যদি সে নিষেধাজ্ঞার যোগ্য না হয় তাহলে তা বিক্রি করার অনুমতি দেই।

ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম বলেছেন, আবু হানীফা নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন না এবং এর পক্ষে সিদ্ধান্তও দেননি[২৯] (দারা কুতনী, সুনান, ৪ খ., পৃ. ২৩১)।

(৩২) আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুশকান আল-মারুযী বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আস্-সারাখসী আল্-কাদী থেকে ; তিনি যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী, আব্দান, সুফিয়ান ইব্‌ন আব্দুল মালেক সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল্-'আম্‌রী প্রশ্ন করেছিলেন আবু হানীফাকে পানীয় সম্পর্কিত একটি বিষয়ে। তখন তিনি বলেন, আপনার পিতার (রহমাতুল্লাহ্ 'আলাইহ্) পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনেকে একথা বলেছেন যে, এক্ষেত্রে إن رابكم فاكسروه بالماء "যদি কোন (খেজুর ভিজিয়ে প্রস্তুত) পানীয়তে মাদকতার আশঙ্কা কর তাহলে পানি মিশিয়ে তা হালকা করে নিবে।" তখন 'আব্দুল্লাহ্ তাকে বললেন : فإذا تيقنت ولم ترتب "হাঁ, যখন আপনি নিশ্চিত হবেন এবং কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, মাদকাতা অবশিষ্ট রয়েছে" (তখন পান করা বৈধ হবে; দারা কুতনী, সুনান, ৪ খ., পৃ. ২৬১)।

(৩৩) আল্-হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল আল্-মুহামেলী বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল হুসাইন ইব্‌নুল জুনাইদ থেকে উভয়েই বর্ণনা করেছেন ইউসুফ ইব্‌ন মূসা-জারীর সূত্রে 'আসেম ইব্‌ন কুলাইব আল্-জারমী থেকে ; তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে মুযাইনা গোত্রীয় এক ব্যক্তি থেকে; তিনি বলেন, একজন কুরাইশ মুসলিম মহিলা মহানবী (সা)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদের দাওয়াত করলেন। তিনি বলেন, তখন আমার পিতা আমাকে নিয়ে তাঁর সাথে গেলেন। আমরা বাবাদের সামনে বাচ্চাদের বসার জায়গায় বসলাম। তখন তাদের কেউ খাবার খেতে শুরু করলেন না, যতক্ষণ না মহানবী (সা)-কে খাবার খেতে দেখলেন। দেখলাম মহানবী (সা) তাঁর লোকমাটি নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন :

إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبتها .

"আমি এতে এমন বকরির গোশ্‌তের স্বাদ পেলাম যা তার মালিকের অনুমতি ছাড়া জবেহ করা হয়েছে"।

তখন সেই মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো আমার ভাইয়ের, আর আমি হলাম তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও আদরের একজন। এর চেয়ে উত্তম বকরি জবেহ করলেও সে

২৯. আবু হানীফার যুক্তি হচ্ছে, মুসলিমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। সে তার সম্পদের লেনদেনে বা কারবারে পরিপক্কতা দেখাতে ব্যর্থ হলেও তার কার্যক্রম রহিত করা যাবে না। কারণ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বস্তুত বুদ্ধিকে নিষ্ক্রীয় করে রাখা। অথচ বুদ্ধি-বিবেচনা হচ্ছে মুসলিমের সৌন্দর্য। কাজেই কিভাবে তাকে অকার্যকর করা যায়।

www.asksumon.wordpress.com

আমাকে কিছু বলতো না। আমি তাকে এর চেয়ে আরও ভাল বকরি দিয়ে সন্তুষ্ট করব। কিন্তু মহানবী (সা) তা থেকে খেতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং খাবারগুলো বন্দীদের দিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

(৩৪) আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবাইদ বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন আবু খাইছামা থেকে; তিনি যথাক্রমে মূসা ইবন ইসমাঈল-আব্দুল ওয়াহেদ ইব্‌ন যিয়াদ-আসেম ইব্‌ন কুলাইব-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুলাইব বলেছেন, আমাকে একজন আনসারী বলেছেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে বাল্যকালে মহানবী (সা)-এর সহযাত্রী হয়ে বের হলাম ... তারপর পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করলেন। ঐ হাদীসে আছে, মহিলা সাহাবী বলছেন : তখন আমি আমার ভাই আমের ইবন আবু ওয়াক্কাস-এর নিকট লোক পাঠালাম। ঐ সময় তিনি বাকী' থেকে একটি বকরি কিনে এনেছিলেন। তখন ওখানে আমার ভাই ছিলেন না। তখন তার পরিবার আমার নিকট ওই বক্‌রিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(৩৫) আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবাইদ বর্ণনা করেন ইব্‌ন আবু খাইসামা থেকে, তিনি মূসা ইবন ইসমাঈল থেকে, তিনি আব্দুল ওয়াহেদ ইব্‌ন যিয়াদ থেকে, তিনি বলেন : আমি আবু হানীফাকে বললাম, আপনি কোত্থেকে এই লোক পেলেন—যে কিনা অন্য লোকের সম্পদ তার বিনা অনুমতিতে খরচ করে? সে কি লভ্যাংশ দিয়ে সদাকা করে? তিনি উত্তর করলেন, আমি এটি আসেম ইব্‌ন কুলাইব-এর হাদীস থেকে নিয়েছি (দারা কুত্‌নী, সুনান, ৪ খ., পৃ. ২৮৬)।

(৩৬) উমার ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্‌-মারূযী বর্ণনা করেন সাঈদ ইব্‌ন মাসউদ থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ্ ইবন মূসা সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি আবু ফারওয়াহ্ থেকে, সনদের মোড় : হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল্‌-হাসান ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন ইউসুফ আল্‌-মারূযী থেকে, যাকে ইবনুল হারাশও বলা হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতামহের কিতাবে পেয়েছি, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে আবু ফারওয়াহ্, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি (আব্দুর রহমান) হুযাইফা (রা)-এর সহযাত্রী হয়ে দাহ্‌কান-এ গেলাম। আমাদেরকে কিছু খাবার দিলে আমরা তা খেলাম। অতঃপর হুযাইফা (রা) কিছু পানীয় চাইলেন। একটি রূপার পাত্রে তাঁর জন্য পানীয় আনা হলো। তিনি রূপার পাত্রটি তার সামনেই নিয়ে আছড়ে মারলেন। তখন একজন এই কাজটিকে মন্দ বললে তিনি বলেন, জান তোমরা! আমি কেন এ রকম করলাম? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, এর এখানে আমি গত বছরও এসেছিলাম। তখন সে ওটাতে করে আমাকে পানীয় দিয়েছিল। তাকে আমি জানালাম যে, "মহানবী (সা) আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রে খানাপিনা করতে নিষেধ করেছেন, রেশমী পোশাক পরতেও বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ওগুলো দুনিয়াতে মুশরিকদের জন্য আর আমাদের জন্য আখেরাতে (দারা কুত্‌নী, সুনান, খ., ৪, পৃ. ২৯১, হা. ৮৫)।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম বায়হাকীর সুনান আল-কুবরায় আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

১। আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আত্-তূসী বর্ণনা করেছেন যথাপরম্পরায় আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার ইবন আহ্মাদ ইবন শাওযাব-শু'আইব ইবন আইয়্যুব-আব্দুল হামীদ আবু ইয়াহ্ইয়া আল্-হামানী সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি খালিদ ইবন 'আলকামা-আব্দ খাইর আল-হামাদানী থেকে। তিনি বলেছেন যে, "আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কিছু পানি চেয়ে আনলেন এবং তা দিয়ে উযু করলেন। তিনি তাঁর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধুইলেন, তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার, দুই হাত ধুইলেন তিন তিনবার; মাথা মসেহ্ করলেন তিনবার, তাঁর দুই পা ধুলেন তিনবার করে। এরপর বললেন, আমি এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযু করতে দেখেছি"।

এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইবন যিয়াদ আল্-লু'লুঈ ও আবু মুতী'-ইমাম আবু হানীফা (র) হতে তিন তিনবার মাথা মসেহ্ করার ব্যাপারে। এ হাদীসটি যাইদাহ্ ইবন কুদামা ও আবু 'আওয়ানা প্রমুখ খালিদ ইবন 'আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে মাথা মসেহ্ করার বিষয়ে বারবার করার কথা উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে একদল বর্ণনাকারী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছে সামান্য কিছু ব্যতিক্রমসহ (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম আল্-বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, খ. ১, পৃ. ৬৩, হাদীস ৩০১)।[৩০]

২। আবু তাহের আল্-ফাকীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন যথা পরম্পরায় আবু বাক্র আল্-কাত্তান-আহ্মাদ ইবন ইউসুফ আস্-সুলামী-আব্দুর রায্যাক-সুফিয়ান-আবু রাওক-ইবরাহীম আত্-তাইমী সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء .

"মহানবী (সা) উযু করার পর চুমু খেতেন, এরপর আর নতুন করে উযু করতেন না" তিনি (রা) আরও বলেছেন : এরপর তিনি সালাত আদায় করতেন (নামায পড়তেন)।

বর্ণনাটি হচ্ছে ইবরাহীম আত্-তাইমী-এর মুরসাল হাদীস। তিনি আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি শুনেননি। এ কথাটি বলেছেন আবু দাউদ সিজিস্তানী প্রমুখ। এছাড়া আবু রাওক শক্তিমান বর্ণনাকারী নন। তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন প্রমুখ।

এ হাদীসটি আবু হানীফা-আবু রাওক-ইবরাহীম-হাফ্সা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইব্রাহীম এ হাদীসটি আয়েশা (রা) ও হাফ্সা (রা) কারও কাছ থেকেই শোনেননি। এটি

৩০. এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন হিব্বান, ইব্ন খুজাইমা, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, আবু দাউদ, ইব্ন হাম্বল ও আরও ২১ জন সঙ্কলক।

www.asksumon.wordpress.com

বলেছেন দারা কুতনী প্রমুখ। বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরা-তে এটি সঙ্কলন করেছেন (খ. ১, পৃ. ১২৫, হা. ৬০৬)।[৩১]

৩। তবে হাসান-এর হাদীস : আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবন উমার ইবন হাফ্স বাগদাদের বিখ্যাত কারী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আহ্মাদ ইবন সুলাইমান-ইয়াহ্ইয়া ইবন জা'ফর-আলী ইবন 'আসিম-হিশাম ইবুন হাস্সান-আল্ হাসান (রা) সূত্রে, যে :

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس فدل اعمى فتردى فى بئر كانت فى المسجد فضحك طوائف من كان خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاتهم فلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم أمر من كان ضحك أن يعيد وضوءه ويعيد صلاته .

"মহানবী (সা) মুসল্লীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এ সময় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে মসজিদের একটি খাদে (নীচু জায়গায়) পড়ে গিয়েছিল। তাতে কিছু লোক হেসে ফেলল, তখন তারা মহানবী (সা)-এর পেছনে সালাতরত ছিল। সালাম ফেরাবার পর মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি হেসেছে সে যেন পুনরায় উযু করে ও সালাত আদায় করে"।

হাদীসটি আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন মানসুর ইবন যাযান-আল-হাসান-মা'বাদ আল্-জুহানী (র) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে 'মুরসাল' হিসেবে। এর বিরোধিতা করেছেন গাইলান ইবন জারীর। তিনি এটি বর্ণনা করেছেন মানসুর ইবন যাযান-মুহাম্মাদ-ইবন সিরীন-মা'বাদ সূত্রে। এই মা'বাদ (র) সাহাবী নন। ইনি হচ্ছেন বসরাতে সর্বপ্রথম তাকদীর নিয়ে মতামত প্রদানকারী। এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন হুশাইম-মানসূর-ইবুন সীরীন থেকে মুরসালরূপে। এটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে (খ. ১, পৃ. ১৪৬, হা. ৬৬১)।[৩২]

৪। আবু বকর ইবনুল-হারিস বর্ণনা করেন যথাপরম্পরায় আলী ইবন উমার আল-হাফেয-আবু বকর নিসাপুরী-আল হাসান ইবন মুহাম্মাদ-আসবাত সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে। তিনি উসমান ইবন রাশেদ-আয়শা বিন্ত 'আজরাদ সূত্রে ইবুন 'আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন : لا يعيد إلا أن يكون جنبا يعنى المضمضة والاستنشاق

"কেবল গোসল ফরয হলে তা পুনরায় আদায় করবে। অর্থাৎ কুলি ও নাকে পানি দেবে" (আস্-সুনান কুবরা, ১/১৭৯, হা. ৮১৬)।[৩৩]

---

৩১. তিরমিযী তাঁর সুনান-এ এটি সঙ্কলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ১৪২, হা. ৮৬; ইবুন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হা. ৫০২, আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ৪২, হা. ১৭৮, খ. ১, পৃ. ৪৬, হা. ১৭৯; ইবুন হাব্বান তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ৬, পৃ. ২১০, পৃ. ২১০, হা. ২৫৮০, ইবুন রাহওয়াইহ তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ২, পৃ. ১০০, হা. ৫৬৬; বায়হাকী, সুনান, খ. ১, পৃ. ১২৭, হা. ৬০৬।

৩২. এটি আরও সঙ্কলন করেছেন দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১৬৩; হা. ৩। বায়হাকী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১৪৬, হা. ৬৬১।

৩৩. আবু দাউদ, ১ খ., পৃ. ৬৫, হা. ২৪৭; মুসনাদ আহমাদ, ২ খ., পৃ. ১০৯, হা. ৫৮৮৪; তাবারানী, মু'জামুস সগীর, ১ খ., পৃ. ১২৩, হা. ১৮২; বায়হাকীর সুনান, ১ খ., পৃ. ১৭৯, হা. ৮১৬, পৃ. ২৪৫, হা. ১০৯১।

www.asksumon.wordpress.com

৫। আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফিয বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু বক্‌র-ইবন ইসহাক-আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ-আবু 'আব্দিল্লাহ্ আল্-মারুযী-মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ্-আব্দুল্লাহ্ ইবন উসমান-আবু হাম্‌যা সূত্রে। তিনি বলেন, আমি হেশামকে তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ফাতেমা ইবনত আবু হুবাইশ (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঋতুস্রাব শুরু হয় তো আর পবিত্র হই না। এ হাদীসের শেষাংশে আছে, মহানবী (সা) বলেছেন : فاغتسلى عند طهرك وتوضى لكل صلاة "এ অবস্থায় পবিত্রতার সময় গোসল করে নেবে আর প্রতি সালাতের জন্য উযু করবে"।

আবু বাক্‌র বলেন, এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আশ্-শাফিয়ী-দাউদ আল্-'আত্তার-মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান-হিশাম ইবন 'উরওয়াহ্ থেকে। আল্-হাসান ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হিশাম ইবন 'উর্‌ওয়াহ্ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে তিনি বলেন : توضى لكل صلاة "আর প্রতিটি সালাতের জন্য উযু করে নেবে।" শায়খ বলেন, শুদ্ধ হচ্ছে, এই বাক্যটি 'উরওয়াহ্ ইবন আয্-যুবাইর-এর।

৬। আবু বাকর ইবন আল্-হারেস আল-ফকীহ বর্ণনা করেছেন যথাপরম্পরায় আলী ইবন উমার আল হাফেয-আবু বাকর আন্ নিসাপুরী-ইসহাক ইবন খালদূন-আল্-হাইসাম ইবন জামীল-উবাইদুল্লাহ্ ইবন 'আমর-যায়দ ইবন আবি আনীসাহ্-হাম্মাদ-ইবরাহীম-'আলকামাহ্ ও আল্-আসওয়াদ সূত্রে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে উযুও করে মোজার ওপর মসেহও করে, তারপর সেই দু'টি খুলে ফেলে। উত্তরে তারা দু'জন বললেন, সে ব্যক্তিকে তার পা দুটো ধুয়ে নিতে হবে। আবু হানীফা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে। আবু হানীফা প্রমুখ আল্-হাকাম-ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'সে সালাত আদায় করবে, তবে পা দুটো ধুবে না'। এটি আল্-হাসানের কথা। তিনি ইব্‌রাহীম থেকে তৃতীয় একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তার সুনান-আল্-কুবরাতে এটি সঙ্কলন করেন (খ. ১, পৃ. ২৯০, হা. ১২৮২)।[৩৪]

باب من قال لا يقرأ خلف الامام على الاطلاق

পরিচ্ছেদ : যিনি বলেছেন, ইমামের পেছনে কোন কেরাত পড়বে না।

৭। আবু 'আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফেয বর্ণনা করেছেন যথাপরম্পরায় আবু আহ্‌মাদ বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামদান আস্-সাইরাফি-আব্দুস্ সামাদ ইবন আল্ ফাদল আল্-বালাখী-'মাক্কী ইবন ইবরাহীম সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি মূসা ইবন আবু 'আয়েশা-আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল-হাদ সূত্রে জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা)-র নিকট থেকে, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) একবার সালাত আদায় করেন, তার পেছনের এক ব্যক্তি কেরাআত পড়ল। একজন সাহাবী সালাতে কুরআন পড়া (কিরাত) থেকে তাকে বরণ করতে লাগলেন। নামাযশেষে ওই লোকটি এগিয়ে এসে বলল, তুমি কি আমাকে মহানবীর পেছনে কুরআন পড়তে নিষেধ করছ?

৩৪. এটি বুখারী ও নাসাঈসহ বহু সঙ্কলক তাঁদের কিতাবে সঙ্কলন করেছেন।

www.asksumon.wordpress.com

এ নিয়ে তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করছিলেন। এভাবে বিষয়টি মহানবী (সা) পর্যন্ত গড়াল। তখন মহানবী (সা) বললেন :

من صلى خلف الامام فإن قراءته له قراءة ·

"যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে তার জন্য ইমামের কেরাতই যথেষ্ট"।

একদল রাবী অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন আবু হানীফা (র) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাঁর কাছ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে। তাতে জাবের (রা)-এর উল্লেখ করেননি। এটিই সংরক্ষিত (وهو المحفوظ) (বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল-কুবরাতে এটি সংকলন করেছেন, ২/১৫)।

৮। আবু আব্দুল্লাহ্ আল-হাফেয বর্ণনা করেছেন মারভ-এর আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন হালীম আস্-সায়েগ আস্-সেকাহ্ আব্দুল্লাহ্ ইবন আল্-মুবারক-এর কিতাবুস সালাত-এর মূল কপি থেকে, আবুল মুওয়াজ্জেহ বলেছেন যথাক্রমে আবদান ইবন উসমান-আব্দুল্লাহ্ ইবন আল্-মুবারক সূত্রে, তিনি হাদীসটি শুনেছেন সুফিয়ান, শো'বা ও আবু হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবু আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ·

"যার ইমাম আছে তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত"।

অনুরূপভাবে এটি বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান ইবন শাকীব-আল-মুবারক হতে। অনুরূপভাবে তিনি ভিন্ন আরো একজন বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবন সাঈদ আস্-সাওরী ও শো'বা ইবন আল্-হাজ্জাজ থেকে। অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মানসূর ইবন আল্-মু'তামির ও সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ্ ও ইসরাঈল ইবন ইউনুস, আবু 'আওয়ানাহ্, আবুল আহ্ওয়াস ও জারীর ইবন 'আব্দুল হামীদ প্রমুখ সিকাহ্ ও আসবাতগণ (নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত জন থেকে)। এছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন আল্-হাসান ইবন আম্মারাহ্ নিরবিচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে মূসা থেকে। তবে আল-হাসান ইবন 'আম্মারাহ হচ্ছেন মাতরূক বা পরিত্যাজ্য (বায়হাকী এটি সঙ্কলন করেছেন তাঁর সুনান আল্-কুবরা, খ. ২, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ২৭২৩)।[৩৫]

৯। আলী ইবন আহ্মাদ বিন আবদান বর্ণনা করেন আহ্মাদ ইবন উবাইদ আস্-সাফ্ফার থেকে, তিনি বর্ণনা করেন বিশর ইবন মূসা-আবু আব্দুর রহমান আল্-মুক্রী আবু হানীফা থেকে যথাপরম্পরায় আবু সুফিয়ান, আবু নাদ্‌রাহ ও আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

---

৩৫. হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেন ইবন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হা. ৮৫০। ইবন হাম্বল তাঁর মুসনাদে, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯, হা. ১৪৬৮৪। দারা কুতনী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ৩২৬, হা. ৬, পৃ. ৩৩১, হা. ২০, পৃ. ৩৩৩, নং ৩১; বায়হাকীর সুনান আল-কুবরা, ২ খ., পৃ. ১৬০ নং ২৭২৩; ২৭২৪; আবদ ইবন হুমাইদ তাঁর মুসনাদ-এ, ১ খ., পৃ. ৩২০, হা. ১০৫০।

www.asksumon.wordpress.com

الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفى كل ركعتين تسليم ولا تجزى صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها .

"উযূ হলো সালাতের চাবি। তাকবীর হচ্ছে সালাতের সময় অন্য কাজের নিষেধাজ্ঞা, সালাম হচ্ছে তার প্রত্যাহার। এছাড়া প্রতি দুই রাকাআত অন্তর সালাম (তাশাহহুদ) হবে। সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য আয়াত না পড়লে সালাত যথেষ্ট হবে না"।

আবু আব্দুর রহমান বলেন, আমি আবু হানীফাকে বললাম, "প্রতি দুই রাকাতে সালাম" এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, অর্থাৎ তাশাহহুদ। অনুরূপভাবে এটি বর্ণনা করেছেন আলী ইবন মুসহির প্রমুখ আবু সুফিয়ান (রা) হতে। এ হাদীসটি বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে বর্ণনা করেছেন (২/৩৮০)।

১০। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু সা'দ আল্-মালীনী, তিনি যথাক্রমে আবু আহ্মাদ ইবন আদী 'আল্ হাফেয-আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াহ্ইয়া আস্-সারাখসী-ইউসুফ ইবন সাঈদ-ইয়াহইয়া ইবন 'আন্বাসাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইব্রাহীম-'আলকামা-আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : لا يجتمع على المسلم خراج وعشر

"মুসলিমের ওপর খারাজ (ভূমিকর) ও 'উশর (শস্যের যাকাত) একসাথে প্রযোজ্য নয়।"[৩৬]

এই হাদীসটির বর্ণনা পরম্পরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে। তাছাড়া ইয়াহ্ইয়া ইবন আন্বাসাহ্ হাদীস বানিয়ে বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবু সা'দ বলেছেন যে, আবু আহ্মাদ ইবন 'আদী বলেছেন যে, আবু হানীফা তো এটি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে। ইয়াহ্ইয়া ইবন 'আনবাসাহ তো হাদীস বানিয়ে বলার ক্ষেত্রে খুবই সুপরিচিত। সে বহু সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করলেও সেগুলো বানোয়াট হাদীসের তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর সুনানুল কুবরাতে (৪/১৩২)।

১১। আবু 'আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফিয বর্ণনা করেন যথাক্রমে বাগদাদের আবু মোহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ্ ইবন জা'ফর ইবন দুরুসতাওয়ায়হ আন্-নাহ্বী (বৈয়াকরণ), বাগদাদের-মুহাম্মাদ ইবন আল্-হুসাইন ইবন্ আবুল হানীন-'আরেম আবুন্-নু'মান-হাম্মাদ ইবন যায়দ সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আবু হানীফাকে হাদীস বলতে শুনেছি, তিনি 'আমর ইবন দীনারকে বলেছেন, আমাকে হাদীস বলেছেন আলী ইবন আল্-আকমার, মাসরূক হতে। তিনি বলেন, আমি আরাফাত দিবসে 'আয়শা (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه "মাসরূককে ছাতুর শরবত পান করতে দাও, একটু মিষ্টি বেশী দিও।" তখন আমি বললাম, আমি আজ রোযা রাখিনি কেবল এই ভেবে যে, পাছে আজকের দিনটি কুরবানীর দিন না হয়ে পড়ে। তখন 'আয়েশা (রা) বললেন : النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس

---

৩৬. এ হাদীসটির বিশ্লেষণ (تخريج) আমি পাইনি।

www.asksumon.wordpress.com

"কুরবানী তো যেদিন লোকেরা কুরবানী দেবে, আর ঈদুল ফিতর তো সেদিন যেদিন লোকেরা ঈদ করবে"[৩৭] (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, ৪/২৫২)।

১২। আবু 'আব্দিল্লাহ্ আল-হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেন যথাক্রমে আহ্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন শু'আইব আল্-আলাবারী-সাহল ইবন 'আম্মার আল্-'আতকী-আল্-জারুদ ইবন ইয়াযীদ আন্-নিসাপুরী থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হিশাম ইবন উরওয়াহ্-তার পিতা-পিতামহ যুবায়র ইবন 'আওয়াম (রা) সূত্রে। তিনি (যুবায়র) বলেন :

كنا نأكل لحم الصيد ونتزوده ونأكله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰

"আমরা শিকার করা প্রাণীর গোশ্ত খেতাম এবং তা আমাদের রশদ হিসেবে রেখে আমরা খেতাম, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম।"[৩৮]

হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন তাহ্মান আবু হানীফা থেকে একই মর্মে (বায়হাকী, ৫ খ., ১৮৯)।

১৩। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-হাকেম ও আবু সাঈদ ইবন আবু আমর। উভয়ই বলেছেন যে, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আস্-সাফ্ফার যথাক্রমে ইয়াকুব ইবন আবু ইয়াকুব আল্-ইসফাহানী আল্-মু'দাল-দাহের ইবন নূহ-উমার ইবন ইব্রাহীম ইবন খালেদ-ওয়াহাব ইয়াশকুরী-মুহাম্মাদ ইবন সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন :

من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ۰

"যদি কেউ কোন কিছু না দেখে ক্রয় করে থাকে, তাহলে দেখার পর তার এখতিয়ার থাকবে রাখা না রাখার"।[৩৯]

অনুরূপভাবে এটি বর্ণনা করেছেন আব্দান যথাক্রমে দাহের ইবন নূহ-উমার ইবন ইবরাহীম থেকে। তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা হচ্ছে যথাক্রমে উমার-ফুদাইল ইবন ইয়াদ-হেশাম-ইবুন সীরীন-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে।

উমার-কাসেম ইবন আল্-হাকাম আবু হানীফা (র)-আল্-হাইসাম-মুহাম্মাদ ইবন সীরীন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে মারফূ' সূত্রে এটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, ৫/২৬৮)।

---

৩৭. এটি আরও সঙ্কলন করেছেন তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৮১, হা. ৬৯৭; পৃ. ১৬৬, হা. ৮০২। ইবন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ৫৩১, হা. ১৬৬০; দারা কুত্নী তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ১৬৫, হা. ৩৫। ইব্ন রাহওয়ায়হ তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ২, পৃ. ৫৯৭; হা. ১১৭২। ইবনুল জা'দ তাঁর মুসনাদে, খ. ১, পৃ. ৪৩৪, হা. ২৯৫৬। তাবারানী, মু'জামুল আওসাত, ৩খ., পৃ. ৩৩১, হা. ৩৩১৫, খ., ৭, পৃ. ৪৪, হা. ৬৮০২, পৃ. ৪৫, হা. ৬৮০৩।

৩৮. বায়হাকীর সুনানুল কুবরা, ৫ খ., পৃ. ১৮৯, হা. ৯৬৯৫।

৩৯. এটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্নী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৪, হা. ৮, পৃ. ৫, হা. ১০; বায়হাকী তাঁর আসসুনান আল্-কুবরাতে, খ. ৫, পৃ. ২৬৮, হা. ১০২০৫।

www.asksumon.wordpress.com

১৫। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল-হাফিয-আমাকে জানিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন দুহাইম আশ্-শাইবানী, তিনি যথাক্রমে আহমাদ ইবন হাযেম ইবন আবু গারাযাহ্-উবাইদুল্লাহ্ ইবন মূসা সূত্রে। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আন্-নু'মান ইবন সাবিত আবু হানীফা (র) আবুয-যুবায়র থেকে, তিনি জাবের ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-র মাধ্যমে মহানবী (সা) থেকে। তিনি বলেছেন :

من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا ان يشترط المشترى ٠

"যে ব্যক্তি তা'বীরকৃত খেজুর গাছ বিক্রি করল অথবা মালদার দাস বিক্রি করল, এক্ষেত্রে ফল-ফসল এবং সম্পদের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে ক্রেতা শর্ত আরোপ করলে তা তার হবে।"

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবন শু'আইব, আবুয যুবায়র থেকে (সংকলন করেছেন বায়হাকী তার আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, ৫/৩২৬, হা. ১০৫৫০)।[৪০]

১৬। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-হাফেয যথাক্রমে আলী ইবন হামশায ও আবু জা'ফর ইবন উবাইদ আল্-হাফেয, উভয়ে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরা আস্-সুক্কারী থেকে, তিনি কাসেম ইবন আল্-হাকাম আল্-'উরানী-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবু যিয়াদ-আবু নাযীহ-আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন :

مكة حرام حرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ٠

"মক্কা সংরক্ষিত সম্মানিত স্থান। এর ঘরবাড়ি বিক্রি করাও নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত এবং এর বাড়ি-ঘর ভাড়া দেওয়াও নিষিদ্ধ"।

অনুরূপভাবে হাদীসটি মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটা নিছক ধারণা। শুদ্ধ কথা হলো, হাদীসটি মাওকূফ বা সাহাবী পর্যন্ত সীমিত। আমাকে এ তথ্যটি দিয়েছেন আব্দুর রহমান আস্-সুলামী আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনীর বরাতে। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে (খ. ৬, পৃ. ৩৫, হা. ১০৯৬)।[৪১]

১৭। আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি 'আতা ইবন আবি রাবাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لا شفعة إلا فى دار أو عقار

---

৪০. হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন ইবন হিব্বান তাঁর সহীহ-তে, খ. ১১, পৃ. ২৯১, হা. ৪৯২৩; ইবন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ৭৪৬, হা. ২২১২; ইবন হানবাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ২, পৃ. ৫৪, হা. ৫১৬২; তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আছার-এ, খ. ৪, পৃ. ২৬; আরও ৫টি সঙ্কলন-এ।

৪১. হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সাহীহতে সঙ্কলন করেছেন, খ. ২, পৃ. ৬৫১, হা. ১৭৩৬, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৬৭, হা. ৪০৫৯; ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৫, পৃ. ২১১, হা. ২৮৯২; ইবন হানবাল তাঁর মুসনাদে, খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. ২২৭৯; খ. ৬, পৃ. ৩৮৫, হা. ২৭২০; আরও সঙ্কলন করেছেন তাবারানী, দারা কুতনী, বায়হাকী, শাফিঈ তাঁর মুসনাদ-এ।

www.asksumon.wordpress.com

"শুফ'আ (অগ্র ক্রয়াধিকার) কেবল বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমিনে সীমিত।"[৪২]

এ হাদীসটি আমাদের জানিয়েছেন আবু বকর ইবনুল হারিস, তিনি যথাক্রমে আবু মুহাম্মাদ ইবন হাইয়্যান-মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন দাউদ-আবু উসামা আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবু উসামা-আদ্-দাহ্‌হাক ইবন হাজওয়াহ ইবন আদ্-দাহ্‌হাক আল্-মানবিজী সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে। এরপর অবশিষ্ট সনদ বর্ণনা করে হাদীসটি উপস্থাপন করেন।

এছাড়া এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আহ্‌মাদ আল্ আস্‌সাল যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন দাউদ আবু উসামা আদ্-দাহ্‌হাক, আব্দুল্লাহ্ ইবন ওয়াকেদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে। আর এটিই হচ্ছে শুদ্ধ, তবে সনদটি দুর্বল (এটি সঙ্কলন করেছেন আল্-বায়হাকী তাঁর সুনান আল্-কুবরাতে, খ. ৬, পৃ. ১০৯)।

অনুচ্ছেদ : কোন কিছু ভাড়া দিতে হলে তা পরিজ্ঞাত থাকতে হবে এবং ভাড়ার পরিমাণও নির্ধারিত হতে হবে।

এর প্রামাণ্য ভিত্তি হচ্ছে যা আমরা কিতাবুল বুয়ূ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এ মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি ধোঁকাবাজি করে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন ; আর ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়েরই একটি প্রকার, এক্ষেত্রে অজ্ঞতা হচ্ছে একটি ধোঁকা।

১৮। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফেয যথাক্রমে বাক্‌র ইবন মুহাম্মাদ আস্-সাইরাফী-ইবরাহীম ইবন হেলাল-আলী ইবন আল্-হাসান ইবন শাকীক-আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ-ইব্‌রাহীম-আল্-আসওয়াদ, আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন :

لايساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر اجيرا فليعلمه أجره .

"কোন লোক তার ভাইয়ের মূলামূলির ওপর মূল্য হাঁকবে না। একজন অপর ভাইয়ের বিবাহ্ প্রস্তাবের জবাব না পেতেই নিজের প্রস্তাব দেবে না। দালালী করবে না, কেউ যদি কাউকে কর্মে নিয়োগ করে তাহলে তাকে তার পরিশ্রমিকের পরিমাণ অবশ্যই জানিয়ে দেবে"।[৪৩]

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র)। আমার কিতাবেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অন্য একটি সনদেও তা বর্ণিত আছে বলে বলা হয়েছে। তবে তা

---

৪২. বুখারী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, খ. ২, পৃ. ৮৮৪, হা. ২৩৬৩৮, ৬ খ., পৃ. ২৫৫৯, হা. ৬৫৭৫; ইবন হিব্বান, ১১ খ., পৃ. ৫৯২, হা. ৫১৮৫; ইবন মাজা, খ., ২, পৃ. ৮৩৪, হা. ২৪৯৭; মালেক, ২ খ., পৃ. ৭১৪, নং ১৩৯৫, ১৩৯৬, ১৩৯৮। তাবারানী (কবীর), খ., ১২, পৃ. ৩৭৪, নং ১৩৩৮৫; নাসাঈ, ৪ খ., পৃ. ৬২, নং ৬৩০৩; বায়হাকী, ৬ খ., পৃ. ১০৩, হা. ১১৩৪২, ১১৩৪৩, ১১৩৪৪, ১১৩৪৫, পৃ. ১০৪, হা. ১১৩৪৯, পৃ. ১০৫ নং ১১৩৫৪, ১১৩৫৬, ১১৩৫৭; মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক, ৪ খ., পৃ. ৪৫৪, হা. ২২০৭১, পৃ. ৫২০, নং ২২৭৪৪।

৪৩. এখানে বহু উদ্ধৃতি আছে, তিনপৃষ্ঠা জুড়ে (মূল কিতাবে)।

www.asksumon.wordpress.com

দুর্বল, এটি ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে (৬/১২০)।

১৯। এ হাদীসটি আমাদের জানিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-হাফেয; তিনি আবু আহমাদ বাক্র ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামাদান আস্-সাইরাফি থেকে (মারভে) তা গ্রহণ করেছেন। তিনি তা বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন হিলাল আল্-বুয়ানজারদী-আলী ইবনুল হাসান ইবন শাকীব-আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক সূত্রে ইমাম আবু হানীফা থেকে, তিনি আব্দুল আযীয ইবন রাফী, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলার স্বামী মারা যায়। তখন ওই স্বামীর ঔরসজাত একটি পুত্র ছিল। এ সময় ওই সন্তানের চাচা মহিলার পিতার নিকট তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় যে, তাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। তখন তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ওই মহিলার সম্মতি ছাড়াই তাকে অন্য একজনের নিকট বিবাহ দেয়। মহিলাটি মহানবী (সা)-এর নিকট এসে বৃত্তান্ত বলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে ছেলের চাচা ভিন্ন অন্য কারো কাছে বিবাহ দিয়েছ? সে উত্তর করল, হাঁ, তার পুত্রের চাচার থেকেও উত্তম একজনের কাছে তাকে বিবাহ দিয়েছি। (একথা শুনে) মহানবী (সা) দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং তার পুত্রের চাচার সাথে তাকে বিবাহ দিলেন। এমনই বললেন (এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর সুনান-এ, ৭/১২০, হা. ১০৩০৪)।[৪৪]

২০। বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-হাফিয ও আবু বাক্র আল্-কাদী, তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব-আহ্মাদ ইবন আব্দুল জাব্বার আল্-'আতাবাদী-ইউনুস ইবন বুকাইর সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি আমর ইবন দীনার থেকে : "ইব্ন উমার (রা) তাঁর কন্যাদেরকে এক হাজার দীনার মোহরানায় বিবাহ দিতেন এবং তার থেকে চারশ দীনার দিয়ে অলঙ্কার বানিয়ে দিতেন" (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, খ. ৭, পৃ. ২৩৩)।

২১। এবারের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ ইবন আবু আমর যথাক্রমে আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব-রবী' ইবন সুলাইমান আল্-শাফিয়ী-মুহাম্মাদ ইবন আল হাসান সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে। তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন : বাকর ইবন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি হীরাবাসী এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ বিষয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লিখেছিলেন : নিহত ব্যক্তির অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীদের নিকট তাকে উপস্থিত করবে। তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে অথবা তারা তাকে ক্ষমা করে দেবে। তখন হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের নিকট পাঠানো হলো। এ লোকটির নাম ছিল হুনাইন। সে ছিল হিরা-এর অধিবাসী। সে তাকে হত্যা করল। এরপর উমর (রা) লিখলেন, "ওই লোকটি যদি তাকে হত্যা না করে থাকে, তাহলে তোমরাও তাকে হত্যা করো না। এতে সবাই বুঝল

৪৪. ইবন আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ৬ খ., পৃ. ১৪৭, নং ১০৩০৪।

www.asksumon.wordpress.com

যে, আসলে উমর (রা) চেয়েছিলেন, নিহতের স্বজনদের রক্তপণ দিয়ে খুশি করা" (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর সুনান-এ, খ. ৮, পৃ. ৩২)।

২২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ ইবন আবু আমর যথাক্রমে আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব-আর-রাবী'-আশ-শাফিঈ-মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে। তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেন : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو

"উত্তরাধিকারীদের যে কোনো একজন যদি নিহতের রক্তের দাবি থেকে তার অংশ মাফ করে দেয় তাহলে তার ক্ষমাই ক্ষমা" (তার এ ক্ষমাই হত্যাকারীর জন্য ক্ষমার দুয়ার খুলে দিল)।

উমর (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) রক্তপণ দাবিদারদের কেউ একজন ক্ষমা করলে তাকে ক্ষমা করা বৈধ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উভয়ে এটা জিজ্ঞেস করেননি, সেটা কি প্রতারণামূলক হত্যা ছিল না কি তা ভিন্ন কিছু ছিল (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর সুনান-এ, ৮/৫৯)।

২৩। বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ ইবন আবু আমর যথাক্রমে আবুল 'আব্বাস আল্-আসাম-আর-রবী 'ইবন সুলাইমান-আশ্-শাফিঈ-মুহাম্মদ ইবনুল হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-এর মাধ্যমে ইবরাহীম আন্-নাখঈ থেকে, তিনি বলেছেন : উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এক ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে হাজির করা হলো। তখন তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। এ সময় নিহতের কোন কোন স্বজন অভিভাবক তাকে ক্ষমা করে দিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তখন ইবন মাসউদ (রা) বললেন :

كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا احيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره .

"রক্তের দাবি হিসেবে খুনীর প্রাণের উপর তাদের সকলের অধিকার ছিল। যখন এ ব্যক্তি ক্ষমা করে দিল, সে যেন এই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখলো। তার এই অধিকার তো সে একা লাভ করতে পারে না। যতক্ষণ না অন্যরাও তাদের রক্তপণের অংশ গ্রহণ করে।"

তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে আপনার কি অভিমত? তিনি উত্তর দিলেন, আমি মনে করি, রক্তপণ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ হবে। তখন উমর (রা) বললেন, "আমিও এমতই পোষণ করছি"। এই বর্ণনাটি ধারাবাহিক সনদে আসেনি। তবে ইতিপূর্বেকার নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাটি এই বর্ণনাটিকে নিশ্চিত করছে। এটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তার সুনান-এ, (৮/৬০)।

২৪। আবু সাঈদ ইবন আবু 'আমর বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব-রাবী ইবন সুলাইমান-আশ্-শাফিঈ সূত্রে। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন, আমাদের নিকট উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর এ কথাটি পৌঁছেছে যে, তিনি কর্মচারীদের

www.asksumon.wordpress.com

ওপর রক্তপণ নির্ধারণ করেছেন এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আর রৌপ্য মুদ্রাধারীদের ওপর দশ হাজার দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)।

এই হাদীস আমাদেরকে বলেছেন আবু হানীফা (র)। তিনি শুনেছেন যথাক্রমে আল-হাইসাম ও শা'বী সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে।

মদীনাবাসীগণ বলেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রৌপ্য মুদ্রাধারীদের ওপর বার হাজার দিরহাম রক্তপণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ[৪৫] (র) বলেন : মদীনাবাসীগণ একথা বলেছেন সত্য যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রৌপ্য মুদ্রার রক্তপণ বার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। তবে তিনি বার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন দিরহ্ (ছয়) ওজনে (হাদীসটি সংকলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরা-তে, ৮/৮০, হা. ১৫৯৬৬)।[৪৬]

২৫। আর যে হাদীসটি আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাকিম বর্ণনা করেছেন, এর সনদ হচ্ছে যথাক্রমে আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব-'আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন 'আফ্ফান-আবু ইয়াহইয়া আল-হামানী সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন আসেম ইবন আবুন-নাজূদ-আবু রাযীন-ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

لا يقتل النساء، إذا هن ارتددن عن الاسلام .

"নারীরা যদি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলেও তাদের হত্যা করা যাবে না"।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাকিম যথাক্রমে আবু বাকর ইবন আল্-মুআম্মাল-আল্-ফাদল ইবন মুহাম্মাদ-আহ্মাদ ইবন হাম্বাল-আব্দুর রহমান ইবন মাহ্দী সূত্রে। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ানকে নারী মুরতাদের বিষয়ে আসেম-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন : যদি বলেন নির্ভরযোগ্য (ثقة) ব্যক্তি থেকে বর্ণিত কিনা, তবে বলব, না (হাদীসটি সংকলন করেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরা-তে ৮/২০৩)।

আর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে বলব যে, সেটি মুনকাতে' (বিচ্ছিন্ন সূত্র)। এ হাদীসটি আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন আল্-কাসেম ইবন আব্দির রহমান-তার পিতার সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে। এর বিরোধিতা করেছেন আল্-মাসউদী। তিনি মনে করেন, এটি মুরসাল হাদীস (যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)।

তবে এর বিপরীতে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা এর চেয়ে বেশি দুর্বল নয়। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে (৮/২৬১)। তিনি বলেন, আমাদের

---

৪৫. অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, অনুরূপভাবে রয়েছে ইমাম শাফিঈর গ্রন্থ 'আল উম্ম'-এ। ওখানে তিনি তাঁর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান শায়বানীর সাথে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

৪৬. বায়হাকী : খ. ৮, পৃ. ৮৩, হা. ১৫৯৬৩, খ. ৮, পৃ. ৮০, ১৫৯৬৫।

www.asksumon.wordpress.com

নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হুশাইম, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম বলতেন :

. يضمن لسرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع "চোরাই মাল চোর ধ্বংস করুক আর না-ই করুক তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তার হাত কাটা যাবে"।

অথবা এর অর্থ : এটাই চূড়ান্ত মত وعليه القطع (৮/২৭৮, হা. ১৭৬০২)।

২৬। আবু 'আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফিজ বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবু বাক্র আল্-জারাহী-ইয়াহ্ইয়া ইবন সাওয়ায়হ, আব্দুল করীম ইবন আস্-সুক্কারী-ওয়াহাব ইবন যামআহ্-আলী আল্-বাশানী সূত্রে। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন আল্-মুবারক বলেছেন, উবাইদুল্লাহ্ ইবন উমার নাবীয সম্পর্কে আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করেন (নবীয ফলের বাসি রস)। তখন তিনি উত্তরে বলেন : أخذناه من قبل ابيك "তোমার বাপের পক্ষ থেকে আমরা তা গ্রহণ করেছি"। তিনি বললেন, আমার বাপ! সে আবার কে? তিনি বললেন : যদি (মাদকতার) সন্দেহ হয়, তাহলে তা পানি মিশিয়ে দূর করে দাও।

উবাইদুল্লাহ্ আল্-'উমারী বললেন : যদি আপনি নিশ্চিত হন এবং (মদাকতার বিষয়ে) কোন সন্দেহ না থাকে তখন কি করবেন? উবাইদ বলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আবু হানীফা (র) নীরব ছিলেন।[৪৭] (এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, ৮/৩০৬)।

২৭। আবু তাহির আল্-ফকীহ্ বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবুল 'আব্বাস আহ্মাদ ইবন হারুন আল্-ফাকীহ্-বিশর ইবন মূসা-আল্-মুকরী সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে আল্-হাইসাম কুফার মানিচেঞ্জার-আনাস ইব্‌ন সীরীন-মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন-এর ভাই থেকে বর্ণনা করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বস্‌রার সদাকাহ্ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আনাস ইব্‌ন মালেক (রা)-কে নিয়োগ করেন। তখন আমাকে (আনাস ইবন সীরীন) আনাস ইবন মালেক জিজ্ঞেস করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কি সে দায়িত্বেই আপনাকে পাঠিয়েছেন যে দায়িত্বে আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আমি বললাম, আমি ওই কাজটি করব না, যতক্ষণ না আপনি আমাকে উমারের দেওয়া দায়িত্বের বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। তখন তিনি আমাকে লিখেছেন যে "মুসলিমদের ব্যবসায়িক সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক অংশ শুল্ক (ربع العشر) আদায় কর এবং জিম্মীদের সম্পদ থেকে, যদি তারা বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকে, ২০ ভাগের একভাগ আদায় কর। আর আহ্‌লে হারব (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বিরাজমান অমুসলিম দেশের নাগরিক) থেকে এক-দশমাংশ আদায় কর" (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, (৯/২১০, হা. ১৮৫৪৫)।

---

৪৭. আবু হানীফার নীরব থাকার কারণ এই নয় যে, তাঁর উত্তর দুর্বল ছিল। বরং তিনি দেখলেন যে উত্তরটা প্রশ্নের ভেতরই রয়ে গেছে। তা হচ্ছে, 'মাদকতা' থাকা। মাদকতা থাকলে এই পানীয় পান করা হারাম, তা ফেলে দিতে হয়, এটা তো সবার জানা।

www.asksumon.wordpress.com

২৮। এ হাদীসটি বর্ণনা করেন আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফিয ও আবু বাক্র আহমাদ ইবন আল্-হাসান আল্-কাদী, উভয়ে বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব-আল্-হাসান ইবন আলী ইবন 'আফফান আল্-'আমেরী-আবু ইয়াহ্ইয়া আল্-হামানী সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে মূসা ইবন তলহা ইবনুল হাওতাকিয়া থেকে। তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে খরগোশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন, এ হাদীসটিতে কিছু বাড়ানো-কমানো যদি অপছন্দ না করতাম তাহলে তোমাদেরকে হাদীসটি বলতাম। তবে আমি তোমাদেরকে একজনের নিকট পাঠাচ্ছি যিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তখন তিনি আম্মার ইবন ইয়াছির (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তাকে গিয়ে তিনি বললেন, তারা খরগোশের কথা বলেছেন। তখন 'আম্মার (রা) বললেন, এক আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভুনা খরগোশ উপহার দিল। তিনি আমাদেরকে তা খেতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু নিজে খেলেন না। আরেকজন লোকও দূরে সরে গেল, ওটা থেকে খেল না। অন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা রেখেছি। তিনি বললেন, তা কিরূপ? সে বলল, প্রতি মাসের তিন দিনের রোযা। তখন মহানবী (সা) বললেন, তুমি এগুলোকে বীদ (البيض)-এর রোযা করতে পারতে। ওই বেদুঈন বলল, আমি এতে রক্ত দেখতে পেয়েছি। মহানবী (সা) বললেন : ليس بشئ "ও কিছু না"।[৪৮] (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর সুনানে, ৯/৩২১)।

২৯। আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-হাফেজ বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবুত্ তাইয়েব মুহাম্মাদ ইবন আহ্মাদ ইবনুল হুসাইন আল্-হিরী পাণ্ডুলিপি থেকে, আব্দুল্লাহ্ ইবন আহ্মাদ ইবন আবু মুসাররাহ-আল্-মুক্বী সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া ইবন আবু কাসীর-মুজাহিদ ও ইকরিমা-উভয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

ليس شيئ اطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شيئ أعجل عقابا من البغى وقطيعة الرحم واليمين الفاجر تدع الديار بلاقع .

"আল্লাহ্র কাছে সাওয়াবের দ্রুত ফল লাভে আত্মীয় বাৎসল্যের চেয়ে আর কোন কিছু নেই। বিদ্রোহের চেয়ে দ্রুত শাস্তি আর কিছুতে নেই, আত্মীতার বন্ধন ছিন্ন করা এবং মিথ্যা শপথ ঘরবাড়ী বিরান করে দেয়"।[৪৯]

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ আল্-মুক্রী ইমাম আবু হানীফা থেকে। ভিন্নতর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন তাহ্মান ও আলী ইবন যুবইয়ান এবং আল্-কাছেম ইবন আল্-হাকাম। তারা হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি যথাক্রমে নাসেহ ইবন আব্দুল্লাহ্-ইয়াহ্ইয়া ইবন আবু কাছীর-আবু সালামা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি

---

৪৮. বায়হাকী, সুনান, খ. ৯, পৃ. ৩২১, হা. ১৯১৮৩; আবু ইয়া'লা, মুসনাদ, খ. ৩, পৃ. ১৮৮, হা. ১৬২২।

৪৯. আল্-কুদাঈ এটি সঙ্কলন করেছেন মুসনাদুশ শিহাব-এ, খ. ১, পৃ. ১৭০, হা. ২৫৫, খ. ২, পৃ. ২৮, হা. ৮১৫; বায়হাকী, খ. ১০, পৃ. ৩৫, হা. ১৯৬৫৫ ও হা. ১৯৬৫৬।

www.asksumon.wordpress.com

মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করা হয়েছে ইয়াহ্ইয়া-আবু সালামা-তাঁর পিতার সূত্রে। হাদীসটি মুরসাল হিসেবে মশহুর (বায়হাকী : ১০/৬২)।

৩০। বর্ণনা করেছেন আবু আব্দিল্লাহ্ আল্-হাফিয যথাক্রমে আবু বাক্র ইবন ইসহাক-বিশর ইবন মূসা-আবু আব্দির রহমান আল্-মুক্রী সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে আল্-হাইসাম-আশ্-শা'বী থেকে যে, আলী (রা) কুফার মিম্বারে বসে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতায় বলেছেন : ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে কাদ্র (নিয়তি)-এর ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস করে না"।

হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল-কুবরাতে (১০/২০৪)।

৩১। বিশিষ্ট ফকীহ্ আবু বাক্র ইবনুল হারিস আল্-ইসফাহানী বর্ণনা করেন যথাক্রমে আলী ইব্ন উমার আল্-হাফেয-আল্-হুসাইন ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবন জাফর আল্-মুতাইরী এবং আবু বাকর আহ্মাদ ইবন ঈসা আল্-খাওয়াস, তাঁরা বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন মানসূর-আবু ইসমাঈল আল্-ফাকীহ্, তিনি যায়দ ইবন নুআইম (বাগদাদ) থেকে। তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হাইসাম আস্-সাইরাফী-শা'বী-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, জাবের (রা) বলেছেন, দু'জন লোক একটি উট সম্পর্কে ঝগড়া নিয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে আসে। তাদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল, এই উটটি আমার কাছেই হয়েছে; এবং প্রত্যেকে এর প্রমাণ পেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পক্ষেই রায় দিলেন যার দু'হাতে ওই উটটি ধরা ছিল (বায়হাকী, সুনান ১০/২৫৩)।

৩২। বিশিষ্ট ফকীহ্ আবু বাকর ইবনুল হারিস আল্-ইস্পাহানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আলী ইবন উমার আল-হাফেয থেকে, তিনি আল্-হুসাইন ইবন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবন জাফর আল-মুতাইরী এবং আবু বাকর আহ্মাদ ইবন ঈসা আল্-খাওয়াস থেকে; তারা বলেন, আমাদেরকে হাদীসটি জানিয়েছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মানসূর-আবু ইসমাঈল আল-ফাকীহ্-উমার ইবন নুআইম বাগদাদে, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে হাইসাম আস্-সাইরাফী শা'বী সূত্রে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, দু'জন লোক একটি উট সম্পর্কে ঝগড়া নিয়ে মহানবী (সা)-এর কাছে এলো। তাদের প্রত্যেকেই বললো, এটি আমার কাছে উৎপাদিত হয়েছে। প্রত্যেকেই তার প্রমাণ উপস্থাপন করল। فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هو فى يده "তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেন যার দখলে তা ছিল" (বায়হাকী, সুনান, খ ১০, পৃ. ২৫৬, হা. ২১৯১৩)।[৫০]

---

৫০. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ৬, পৃ. ২৬৫০, হা. ৬৮৩১; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৮, পৃ. ২৪৮, হা. ৫৪২৪। ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহতে, খ. ১১, পৃ. ৪৫৮, হা. ৫০৬৮। ইব্ন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ২, ৭৮১, হা. ২৩৩০; আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৩১০, হা. ৩৬১৩, পৃ. ৩১১, হা. ৩৬১৫; ইব্ন হানবাল তাঁর মুসনাদে, খ. ৪, পৃ. ৪০২, হা. ১৯৬১৯; হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক-এ, খ. ৪, পৃ. ১০৭, হা. ৭০৩১। আরও বর্ণনা করেছেন তাবারানী, নাসাঈ, দারা কুতনী, মুসনাদ ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ, বায়হাকী।

www.asksumon.wordpress.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন মুসনাদ হাদীস সঙ্কলনে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা

প্রথম বাব : মুসনাদ আহ্মাদ ইবন হান্বাল-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।
দ্বিতীয় বাব : মুসনাদ আবু ইয়া'লা আল্-মাওসিলী-তে আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা
তৃতীয় বাব : মুসনাদ আশ্-শিহাব-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা।
চতুর্থ বাব : মুসনাদ সুফী ইবরাহীম ইবন আদহাম-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা

প্রথম বাব

মুসনাদ ইমাম আহ্মাদ ইবন হানবাল-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা

১। নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে, তিনি যথাক্রমে ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আবু ফুলানাহ্ (অমুকের বাপ) থেকে এভাবেই নাম না বলে ইচ্ছা করে বলেছেন, আমার পিতা তাঁর নিকট সে ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হাদীসটি বর্ণনা করেন এই বলে তিনি তাঁর নাম নেন অর্থাৎ আবু হানীফা (হানীফার বাপ) থেকে; তিনি যথাক্রমে 'আল্কামা বিন মারছাদ (مرثد)-সুলাইমান বিন রাবীয়াহ্-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) তাঁর নিকট আগত এক ব্যক্তিকে বলেছেন :

اذهب فإن الدال على الخير كفاعله .

"যাও, ভাল কাজের পথনির্দেশনাকারী সে কাজের কর্তার মতই" (সঙ্কলন করেছেন ইমাম আহ্মাদ তাঁর মুসনাদ-এ, ৫খ., পৃ. ৩৫৭, নং ২৩৪১৫)।

দ্বিতীয় বাব

মুসনাদ আবু ইয়া'লা আল্-মাওসিলীতে আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা

(১) আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেন, এই হাদীসটি পঠিত হয়েছে বিশ্র ইব্নুল ওয়ালীদ-এর নিকট আবু ইউসুফ থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে। তিনি 'আলকামা বিন মারছাদ থেকে, তিনি ইব্ন বুরাইদা থেকে, যিনি তাঁর পিতা থেকে মহানবী (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন :

إنه كان إذا بعث سرية أو جيشا ... ... فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أبائكم أهون .

www.asksumon.wordpress.com

"মহানবী (সা) যখন কোন সেনাদল বা সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তার অধিনায়ককে নসিহত করতেন তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করতে এবং তার সাথে অন্যান্য মুসলিমদের কল্যাণ সম্পর্কে। এরপর তিনি বলতেন :[১]

اغزوا باسم الله ... ... أبائكم أهون .

"যুদ্ধ কর আল্লাহ্র নামে, যুদ্ধ কর যে আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করে তার বিরুদ্ধে। তবে বাড়াবাড়ি করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না। নিহতের লাশ বিকৃত করবে না, শিশুকে হত্যা করো না। যখন তোমরা তোমাদের মুশরিক শত্রুদের মোকবিলা করবে, তখন প্রথমে তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাও। যদি তারা ইসলামকে মেনে নেয় তাহলে তা তাদের নিকট থেকে অনুমোদন করবে এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। এরপর তাদেরকে এই আহ্বান কর যে, তারা তাদের গৃহদেশ থেকে মুসলিমের গৃহদেশে স্থানান্তরিত হোক। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তা অনুমোদন কর অন্যথায় তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা বেদুঈন মুসলমানদের মত তাদের উপর আল্লাহ্র অনুশাসন বর্তাবে যা অন্যান্য মুসলিমের উপর জারী আছে। তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনিমতে কোন ভাগ পাবে না। যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদেরকে জিযইয়া কর প্রদানের আহ্বান জানাবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। যদি তোমরা কোন দুর্গ বা শহর অবরোধ কর তাহলে তারা যদি এই আহ্বান করে যে, আস আমরা আল্লাহ্র নিকট এসে ফয়সালা করি, সে ক্ষেত্রে তোমরা তাদের কথায় সায় দিও না। কারণ তারা তো জানে আল্লাহ্র নির্দেশ কী। বরং তাদেরকে তোমাদের নির্দেশ বা ফয়সালায় সম্মত হতে বাধ্য কর। এরপর তোমরা যা ভাল মনে কর তা-ই ফয়সালা করবে। যদি তোমরা কোন রাজপ্রাসাদ অবরোধ কর, তাদেরকে নিজেদের আল্লাহ্র জিম্মা বা তাঁর রাসূলের জিম্মা দিও না। বরং তাদেরকে দিবে তোমাদের যিম্মা এবং তোমাদের বাপ-দাদার যিম্মা। কারণ তোমরা যদি তোমাদের বা তোমাদের বাপদাদাদের জিম্মাদারী পালনে ব্যর্থ হও তা হবে সহজতর"[২] (৩ খ., পৃ. ৬)।

---

১. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায়, খ. ২, পৃ. ৪৪৮, হা. ৯৬৬; তাবরানী তাঁর আল-মু'জাম আস্-সগীর-এ, খ. ১, পৃ. ২১৩, হা. ৩৪০; বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরাতে, খ. ৯, পৃ. ৯০, হা. ১৭৯৩৩; আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে, খ. ৫, পৃ. ৬০, হা. ২৬৫০; ইবন আবূ শায়বা তাঁর মুসান্নাফ-এ, খ. ৫, পৃ. ২২০, হা. ৯৪৩০ এবং তাবরানী তাঁর মু'জাম আওসাত-এ, খ. ২, পৃ. ১১৬।

২. কিছু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর সাথে এক সংলাপে তাদের একজন প্রশ্ন রেখেছিল, ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। কারণ ইসলাম অন্যান্য দেশকে তিনটি বিষয়ের একটি মেনে নেওয়ার ভয় দেখাতো : ইসলাম, জিযইয়া কর অথবা যুদ্ধ। ঠিক যেটা এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র করছে। তখন আমি উত্তরে বলেছিলাম : ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ধর্ম। মুসলিমগণ আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল-এর নির্দেশ মোতাবেক এই জীবন ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা যখন কোন দেশের সীমান্তে পৌঁছতেন তখন তারা তিনটি বিকল্প পন্থা পেশ করতেন। তবে তারা কখনও সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে বেশি শক্তিশালীও ছিলেন না। বরং ইতিহাস জুড়ে তারা ছিলেন তাদের শত্রুদের তুলনায় সংখ্যা ও প্রস্তুতির দিক থেকে অনেক কম ও দুর্বল। পক্ষান্তরে শত্রুরা ছিল তাদের তুলনায়

www.asksumon.wordpress.com

(২) এ হাদীসটি পঠিত হয়েছে বিশর ইবনুল্ ওয়ালীদ-এর নিকট। তিনি জেনেছেন যথাক্রমে হাদের-আবু ইউসুফ সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে; তিনি মূসা বিন তালহা ইবনুল হুতাকিয়া (بن الحوتكية) সূত্রে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি তাকে খরগোশ খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি বললেন, আমার নিকট আম্মারকে ডেকে পাঠাও। আম্মার (রা) এলে তিনি তাকে বললেন, আমাদেরকে ওই দিনের খরগোশের কথাটি বল তো, যেদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অমুক স্থানে ছিলাম। তখন আম্মার (রা) বললেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি খরগোশ দিয়েছিল। তখন তিনি সবাইকে তা খেতে বললেন। এক বেদুঈন বললো, আমি এতে রক্ত দেখেছিলাম। তখন তিনি বললেন, ও কিছু না। তারপর বললেন, কাছে এসো, ধর, খাও। সে তখন বলল, আমি রোযাদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের রোযা? সে বলল, আমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখি। তিনি বললেন, ওই রোযাগুলো বীয়াদ-এর সময় রাখতে পারতে" (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদ-এ, ৩ খ., পৃ. ১৮৬)।

(৩) এ হাদীস বর্ণনা করেন আবু হিশাম আর-রিফাঈ যথাক্রমে আবু উসামা-আবু হানীফা থেকে। তিনি যথাক্রমে কায়েস বিন মুসলিম-তারেক বিন শেহাব-আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

افضل الحج العج الثج فأما العج فالتلبية واما الثج فنحر البدن .

"উত্তম হজ্জ হচ্ছে 'আজ্জ ও ছাজ্জ। 'আজ্জ হচ্ছে তালবিয়া আর ছাজ্জ হচ্ছে পশু কুরবানী করা।" (তালবিয়া উচ্চস্বরে বলা : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাকা) (আবু ইয়া'লা এ হাদীসটি তাঁর মুসনাদ-এ সঙ্কলন করেন, ৯ খ., পৃ. ১৯)।[১]

(৪) হাদীসটি আমাদের বর্ণনা করেন আবুর রবী' ইব্‌ন হাবীব যথাক্রমে ইয়াকুব বিন ইবরাহীম, আবু হানীফা থেকে; তিনি হাইসাম থেকে যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেছেন :

ما كذبت قد أسلمت إلا كذبة ... ... قال : ردوا الراحلة إلى ابن مسعود .

সামরিক দিক থেকে বেশী শক্তিধর। এক্ষেত্রে তাদের পছন্দ করে নেয়ার স্বাধীনতা ছিল, মুসলিমগণ তাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে কখনো বাধ্য করেননি। সমরকন্দ বিজয়ের সময় এ বিষয়ে বিঘ্ন ঘটেছিল এবং মুসলিমগণ এই তিনটি বিকল্প পছন্দ সমরকন্দবাসীকে অবহিত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। তারা কিছু না জানিয়েই ওই দেশে ঢুকে পড়েছিলেন। তখন সমরকান্দবাসী বিষয়টি তৎকালীন খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযীযকে অবহিত করে। তিনি বিষয়টি অনুসন্ধান করে যখন নিশ্চিত হলেন তখন তিনি সেনাবাহিনীকে ওই অঞ্চল থেকে ফিরে আসতে নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনী ফিরে আসে। এতে সমরকান্দবাসী (অভিভূত হয়ে) ইসলাম গ্রহণ করে। কাজেই পার্থক্যটি স্পষ্ট, কে শক্তি প্রয়োগ করে এবং মানুষ, প্রাণী পরিবেশ ও অর্থনীতিতে ধ্বংসলীলা চালায়।

১. আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ-এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন : খ. ৩, পৃ. ৩৭৩, হা. ১৫০৫৬।

www.asksumon.wordpress.com

"ইসলাম গ্রহণের পর আমি কখন মিথ্যে কথা বলিনি, তবে একটি ছাড়া। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহনের ব্যবস্থা করতাম। এ সময় তায়েফের একজন লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন ধরনের বাহন পসন্দ করেন? আমি বললাম, তায়েফ-এর মুনাক্কাবাহ্ ধরনের।" অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধরনের বাহন পসন্দ করতেন না। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রওয়ানার সময় সে ওই ধরনের একটি বাহন নিয়ে আসল। তিনি বললেন, আমাদের জন্য এই বাহনের কে ব্যবস্থা করেছে? লোকেরা বলল : আপনি যাকে তায়েফ থেকে নিয়ে এসেছেন, সে-ই এই বাহনের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বললেন : ردوا الراحلة إلى ابن مسعود "বাহনটি ইবনে মাসউদকে গিয়ে ফেরত দিয়ে আস" (সঙ্কলন : আবু ই'য়ালা : মুসনাদ, খ. ৯, পৃ. ১৭৬, হা. ৫২৬৮)।[১]

তৃতীয় বাব

মুসনাদ আশ-শিহাব-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনাকৃত হাদীস
"মিথ্যা শপথ ঘরবাড়ি বিরান করে দেয়"।

১। ইসমাঈল বিন 'আব্দুর রহমান আস্-সাফ্ফার যথাক্রমে আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আল্-ফাদ্ল, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বিন হুসাইদ, আলী বিন যুবইয়ান সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি যথাক্রমে নাসেহ বিন আব্দুল্লাহ্, ইয়াহ্ইয়া বিন আবু কাসীর, আবু সালামা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اليمين الفاجر تدع الديار بلاقع .

"মিথ্যে শপথ গৃহকে বিরান করে দেয়" (১/১৮৬)।[২]

২। খুসাইব বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যথাক্রমে আল্-হাসান বিন রাশীক, মুহাম্মাদ বিন হাফ্স, সালেহ্ বিন মুহাম্মাদ সূত্রে হাম্মাদ বিন আবু হানীফা থেকে; তিনি তাঁর পিতা (আবু হানীফা) থেকে ; তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন আবু কাসীর, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন :

ما من شيء أطيع الله فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل يعصى الله فيه بأعجل عقوبة من بغيا .

---

১. তাবারানী তাঁর المعجم الكبير -এ এটি সঙ্কলন করেছেন, খ. ১০, পৃ. ১৭৪, হা. ১০৩৬৬; আবু ইয়া'লা, মুসনাদ, খ. ৯, পৃ. ১৭৭, হা. ৫২৬৮।

২. হাদীসটি সঙ্কলন করেন আল-কুদাঈ, মুসনাদ আশ-শিহাব-এ, খ. ১, পৃ. ১৭৭, হা. ২৫৫; খ. ২, পৃ. ২৮, হা. ৮১৫। আরও সঙ্কলন করেন বায়হাকী তাঁর সুনান আল-কুবরাতে; খ. ১০, পৃ. ৩৫, হা. ১৯৬৫৫; খ. ১০, পৃ. ৩৫, হা. ১৯৬৫৬, খ. ১০, পৃ. ৩৬, হা. ১৯৬৫৭।

www.asksumon.wordpress.com

"আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে আত্মীয় বাৎসল্যের চেয়ে বেশি দ্রুত প্রাপ্য কোন সওয়াবের কাজ নেই এবং আল্লাহ্র নাফরমানির কাজসমূহের মধ্যে বিদ্রোহের মত এত দ্রুত শাস্তির কোন কিছু নেই" (কুদাঈ : মুসনাদ আশ্-শিহাব-এ, খ. ২২৭. হা. ৮১৫)।[১]

চতুর্থ বাব

মুসনাদ ইবরাহীম বিন আদহাম আয্-যাহেদ[২] -এ আবু হানীফার বর্ণিত হাদীস

(১) আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আল্-হারিস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন মূসা বিন সালাম, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান, ইবরাহীম আল্-বালাখী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু হানীফা একবার ইবরাহীমকে বলেছেন :

إنك رزقت من العبادة شيئا صالحا فليكن العلم من بالك فإنه رأس العبادة وبه قوام الدين ·

"আপনাকে ইবাদতের কিছু ভাল জিনিস পাওয়ার ভাগ্য দেওয়া হয়েছে। এখন জ্ঞান হোক আপনার মনের ইচ্ছা। কারণ তা হচ্ছে ইবাদতের মূল এবং এর উপরই প্রতিষ্ঠিত ধর্মের স্তম্ভসমূহ" (পৃ. ৪৮)।

---

১. আল্লামা কুদাঈ এটি সঙ্কলন করেছেন মুসনাদ আশ্-শিহাব-এ, খ. ১, পৃ. ১৭৭, হা. ২৫৫, খ. ২, পৃ. ২৪, হা. ১১৫। বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরাতে, খ. ১০, পৃ. ৩৫, হা. ১৯৬৫৫, খ. ১০, পৃ. ৩৫, হা. ১৯৬৫৬।

২ এটি প্রণয়ন করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ৩৯৫ হি.। বিশ্লেষণ : মাজদী আস্-সায়্যিদ ইবরাহীম, সংস্করণ : মাকতাবাতুল কুরআন, আল-কাহেরা।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম তাহাবীর বিভিন্ন মুসনাদে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবু জা'ফর তাহাবীর "শারহু মা'আনিল আছার-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবু জা'ফর তাহাবী-এর মুশকিলুল আছার-এ আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু জা'ফর আত্-তাহাবী (র)-এর শারহু মা'আনিল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস।

বাব : অনিয়মিত ঋতুবতী নারী কীভাবে সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করবে।

(১) সালিহ বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ আল্-মুকরী থেকে, তিনি আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে।[১] সনদের একটি মোড় হচ্ছে: ফাহাদ আমাদের নিকট বলেছেন, আবু নাঈম বলেছেন যে, আবু হানীফা হাদীস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে হিশাম বিন 'উরওয়াহ্, তদীয় পিতা-সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা বিনত আবু হুবাইশ (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি একনাগাড়ে একমাস কি দু'মাস ধরে হায়েয অবস্থায় থাকি। আমি কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা কোন মাসিক ঋতুস্রাব নয়, এটা হচ্ছে তোমার রক্তের একটি অনিয়মিত প্রবাহ। যখন মাসিক হবে তখন সালাত বাদ দিবে। যখন নির্ধারিত সময় (সর্বোচ্চ ১০ দিন) পার হয়ে যাবে তখন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে নেবে। এরপর প্রত্যেক সালাতের আগে উযু করে নেবে (এবং ওই অবস্থায় সালাত আদায় করবে)।[২]

---

১. এখানে ح অক্ষরটি অর্থ : "তাহ্বীলাহ্" বা বাঁক। এটি হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দসংক্ষেপ এটা বুঝাবার জন্য যে, সনদটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে অন্য সনদের দিকে। অন্য কথায় : একটি হাদীসকে দু'টি সনদ সমর্থন করছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সনদ ছিল। تعنى فى كتب الحديث أى تغيير السند بحديث آخر

২. ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন : খ. ১, পৃ. ২৬২, হা. ৩৩৩, বুখারী, খ. ১, পৃ. ৯১, হা. ২২৬, নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. ২০১; ইবন হিব্বান, খ. ৪, পৃ. ১৮১, হা. ১৩৪৮, তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২২০, হা. ১২৫; ইব্ন মাজা, খ. ১, পৃ. ২০৩, হা. ৬২১; আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৭১, হা. ২৭৪; ইব্ন হাম্বাল তাঁর মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হা. ৩৩১৩; মালেক, মুয়াত্তা, খ. ১, পৃ. ৬২, হা. ১৩৫; হাকেম, মুস্তাদরাক, খ. ১, পৃ. ২৮০, হা. ৬১৫; তাহাবী, শরাহ মা'আনিল আছার, খ. ১,

www.asksumon.wordpress.com

এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আছার-এ (খ. ১, পৃ. ১০২, হা. ৫)।

বাব : গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি যদি ঘুমাতে চায় অথবা পানাহার করতে চায় অথবা সহবাস করতে চায় তাহলে তার করণীয়।

(২) ইবন মারযূক বর্ণনা করেন যে, মু'আয বিন ফুদালা হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়্যূব এর মাধ্যমে আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি যথাক্রমে মূসা বিন 'উকবা, আবু ইসহাক আল্-হামাদানী, আবুল আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

ثم كان رسول الله ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضاء وينام ويغتسل ·

"এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীসহবাস করতেন, আবার করতেন, তবে উযু করতেন না, ঘুমিয়ে যেতেন এবং উঠে গোসল করে নিতেন" (হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আছার-এ; ১/১২৭)।

(৩) ইবন মারযূক বর্ণনা করেন যে, মু'আয বিন ফুদালা হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়্যূব সূত্রে আবু হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেছেন ; তিনি যথাক্রমে মূসা বিন 'উক্বা, আবু ইসহাক আল্-হামাদানী, আবুল আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

ثم كان رسول الله ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل ·

"এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী-সহবাস করতেন, আবার করতেন, তবে উযু করতেন না, ঘুমিয়ে যেতেন এবং গোসল করতেন না।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘুমের আগে যখন তিনি সহবাস করতেন তখন তিনি গোসল করতেন না। এটাই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তিনি উযুও করতেন না।

হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আছার-এ (১/১২৭)।

ফজর ও অন্যান্য সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ প্রসঙ্গে

(৪) ইবন আবু 'ইমরান বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ বিন সুলাইমান আল্-ওয়াসেতি হাদীসটি আবু শিহাব আল্-খাইয়্যাত সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ, ইবরাহীম, আল্-আসওয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেন :

ثم كان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت ·

পৃ. ৯৮; তায়ালিসী, মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ২০৩, হা. ১৪৩৯; হুমাইদী, মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ৮৭, হা. ১৬০; তাবারানী (মু.কা), খ. ১১, পৃ. ২০৮, দারা কুতনী/ইবন রাহওয়ায়হ/বায়হাকী/শায়বানী/আবু ইয়া'লা/ইবনুল জারূদ/শাফিঈ/আ. রাজ্জাক/...।

www.asksumon.wordpress.com

"এরপর উমার (রা) কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে কুনূত পড়তেন। যদি যুদ্ধ না থাকতো তাহলে কুনূত পড়তেন না"।

হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন তাহাবী শারহু মা'আনিল আছার-এ, খ. ১, পৃ. ২৫১।

বাব : ফজর সালাতে দুই রাকআতে কুরআন পাঠ করা প্রসঙ্গে

(৫) ইব্‌ন আবু ইমরান বর্ণনা করেন : হাদীসটি আমাকে বলেছেন মুহাম্মদ বিন শুজা' হাসান বিন যিয়াদ থেকে, তিনি বলেন, আমি আবু হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ্)-কে বলতে শুনেছি : "এরপর প্রায়শ আমি ফাজর সালাতে দুই পারা[1] কুরআন পাঠ করতাম।" এতে বুঝা যায়, ওই দুই রাকাতে কেরাত দীর্ঘ করা দূষণীয় নয়, বরং সংক্ষেপ করার চাইতে দীর্ঘ করাই আমাদের মতে শ্রেয়। কারণ এটি এক রকম দীর্ঘ কুনূত বা দু'আস্বরূপ, যা মহানবী (সা) শ্রেয় মনে করতেন নফলের বেলায় অন্য সালাতের তুলনায়।

বাব : আল্লাহ্‌র ঘর দর্শন মুহূর্তে দুই হাত উত্তোলন।

(৬) বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন শু'আইব বিন সুলাইমান তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু ইউসুফ (র) হতে, তিনি আবু হানীফা হতে; তিনি তালহা বিন মুসাররিফ হতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আন্‌-না'খাঈ বলেছেন :

ثم ترفع الأيدى فى سبع مواطن فى افتتاح الصلاة وفى التكبير للقنوت فى الوتر وفى العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين ثم الجمرتين ·

"এরপর সাতটি স্থানে হাত উত্তোলন করবে : সালাতের সূচনা লগ্নে, বিত্‌র নামাযে কুনূতের জন্য তাক্‌বীর বলার সময়, দুই ঈদে, কা'বার কালো পাথরটি স্পর্শ করার সময়, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে উঠে, আরাফাত-মুযদালেফার সমাবেশে, এরপর জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময়"[2] (তাহাবী : শা, মা, আ-২/১৭২)।

বাব : দান-অনুদান (সদাকাহ্)

অনুচ্ছেদ : দান করে তা ফিরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গ।

(৭) সুলাইমান বিন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; তিনি মুহাম্মাদ বিন আল্‌-হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : "এরপর স্বামী-স্ত্রী মাহ্‌রাম আত্মীয়ের পর্যায়ে গণ্য। উভয়ের একে অপরকে কিছু হেবা (দান)

---

১. দারুল মা'রিফাহ্ প্রকাশিত সংস্করণে جُزْأَيْن-এর পরিবর্তে حِزْبَيْن লেখা আছে। অর্থাৎ দুইপারা নয়, দুই হিজব। লিখিত রূপ একই রকম বিধায় এটা হয়েছে। তবে দুই পারা হওয়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এটা আবু হানীফার স্বভাব সুলভ কেরাতের সাথে মিল খায়। তিনি হিজর ইসমাঈল বা কা'বা চত্বরে দুই রাক'আত নামাযে পুরো কুরআন খতম করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে।

২. হাদীসটি ইমাম তাহাবী তাঁর শারহু মা'আনিল আছার-এ সঙ্কলন করেছেন, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হা. ১৭৮। 'আব্দুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ-এও সঙ্কলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ২১৪, হা. ২৪৫০।

www.asksumon.wordpress.com

করলে তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এতে স্বামী-স্ত্রীকে এই সকল হাদীসে মাহরাম নিকট আত্মীয়ের মতই বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই তাদের একে অপর থেকে কোন হেবা ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করি (তাহাবী : শা-মা-আ, খ. ৪/৮৪)।

অনুচ্ছেদ : পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণকারীর হাতে নষ্ট হয়ে গেলে তার নির্দেশ কি?

(৮) সুলাইমান বিন ও'আইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম বলেছেন : "এরপর যে পণ্যদ্রব্য বন্ধকগ্রহণকারীর হাতে নষ্ট হয়ে যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো : যদি বন্ধকী দ্রব্য বা সম্পদ ঋণের সমপরিমাণ হয় তাহলে ঋণ পরিশোধিত ধরে নিয়ে তামাদী হয়ে যাবে। যদি ওই পণ্যসামগ্রী ঋণের অর্থ থেকে কম হয় তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ বা ঋণের টাকা ফেরত দিতে হবে। যদি তা ঋণের অর্থ থেকে বেশী হয় তাহলে অবশিষ্ট অংশ সে আমানতদার হিসেবে পরিশোধ করবে (তাহাবী : শামাআ : ৪/১০৩)।

অনুচ্ছেদ : খায়বারে গৃহপালিত গাধার গোশত না খাওয়া প্রসঙ্গে।

(৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ফাহদ যথাক্রমে আবু বাক্‌র বিন আবু শায়বা, আব্দুল্লাহ্ বিন নুমায়ের, উবাইদুল্লাহ্ বিন উমার, নাফে' সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

ثم نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الأهلية .

"এরপর খায়বার দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন"।[১]

বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন আবু দাউদ যথাক্রমে মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান, উবাইদুল্লাহ্ বিন উমার, এরপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। এরপর তার সনদসহ অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন আবু দাউদ যথাক্রমে দুহাইম, উবাইদ বিন মূসা সূত্রে আবু হানীফা আন্-নু'মান থেকে, তিনি নাফে, ইবন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে। এরপর অনুরূপ

---

১. হাদীসটি আরও যারা বর্ণনা করেছেন :
আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১১০, হা. ২৮৫৬।
ইব্‌ন হাম্বাল : খ. ৪, পৃ. ১৩২, হা. ১৭২৩৩।
মালেক (মুয়াত্তা), খ. ২, পৃ. ৫৪২, হা. ১১২৯।
হাকেম (মুস্তাদরাক), খ. ১, পৃ. ৭২, হা. ৩৭১।
তাবারানী (মু. কা), খ. ১৮, পৃ. ২৫৮, হা. ৬৪৫।
তাবারানী (মু. স), খ. ২০, পৃ. ২৮৪, হা. ৬৭০।
তাবারানী (মু. স), খ. ২, পৃ. ২৯, হা. ৭২২।
দারা কুতনী, খ. ৪, পৃ. ২৮৭, হা. ৫৮।
বায়হাকী, খ. ৭, পৃ. ২৪৫, হা. ১৮৭০১।
আবু ইয়া'লা, মুসনাদ।

www.asksumon.wordpress.com

বর্ণনা করেন। (অর্থাৎ এক হাদীস ভিন্ন সনদে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত আছে; তাহাবী : ৪/২০৪, শা. মা. আ.)

বাব : কাসাম (শপথ করা)।

(১০) সুলাইমান বিন শু'আইব হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে তার পিতা মুহাম্মাদ বিন আল হাসান সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম বলেছেন : এরপর সে শপথ করল, আমিও এর ওপর শপথ করলাম। শপথ ও কাফ্ফারাহ্। এটিই হচ্ছে "কাফ্ফারাহ্ ইয়ামীন"। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে কসম করেছিলেন[1] (তাহাবী শা মা আ) (৪/২৭২)।

অনুচ্ছেদ : গরম সেঁক দেওয়া অপছন্দনীয় কি না।

باب الكى هل هو مكروه أم لا

১১. শু'আইব ইব্‌ন ইসহাক বিন ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেন আবু আব্দুর রহমান আল্-মুক্‌রী থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إن ابن عمر اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب "ইব্‌ন উমার (রা) মুখ বাঁকা হলে গরম সেঁক দিয়েছেন এবং বিছার দংশনে ঝাড়ফুঁক দিয়েছে" (তাহাবী : শা. মা. আ. : ৪ : ৩২৩)।

(১২) আবু মা'শার আর-রাক্কী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আল্-ফিরইয়াবী, সুফিয়ান, কায়স বিন মুসলিম, তারেক বিন শিহাব-এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে। তিনি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

ثم ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء فعليكم بألبان البقر فانها ترم من كل الشجر .

"এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যাধির অবতারণা করলে তার প্রতিষেধকের অবতারণাও করেছেন। কাজেই তোমরা গাভীর দুধ পান করবে। কারণ তা সকল গাছ থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।"[2]

এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন আবুদ্-দুনইয়া তাঁর "ব্যাধি ও প্রতিকার" (المرض والكفرات) অনুচ্ছেদ-এ, খ. ২, পৃ. ১৯৮, হা. ২৫৭। বুখারী তাঁর সহীহ্‌তে, খ. ৫, পৃ. ২১৫, হা. ৫৩৫৪। ইব্‌ন হিব্বান অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইউনুস-আল-মুকরী-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে। এরপর ইতিপূর্বে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন তার নিজ সনদে (৪/৩২৬)।

---

১. বুখারী ও মুসলিমসহ (খ. ২, পৃ. ৬৭৫/খ. ২, পৃ. ৭৬৩)। আরও ১৫ জন হাদীস সঙ্কলক এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন।

২. মালেক, মুয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৯৫৪, হা. ১৬৯১; বায়হাকী (সু কু), খ. ৯, পৃ. ৩৪৩, হা. ১৯৩৪; ইবনুল জা'দ, মুসনাদ : খ. ১, পৃ. ৩৮, হা. ২৮০৫; আব্দুর রায্যাক (মুসান্নাফ) : খ. ৫, পৃ. ৫২।

www.asksumon.wordpress.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু জা'ফর আত্-তাহাবী (র)-এর মুশকিলুল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ।

বাব : আল্লাহ্র মহান নাম (ইসম্ আ'যম) কোনটি এ সম্পর্কে মহানবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস-এর সমস্যা নিরসন।

আবু জা'ফর বলেন : এই সম্পর্কিত হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত এবং ঐকমত্য পোষণ করছে যে, আল্লাহ্র ইসম আ'যম হচ্ছে 'আল্লাহ্' (জাল্লা ওয়া আয্যা)। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত বিষয়গুলো এখন উল্লেখ করব।

(১) আমাদেরকে এটি বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন আল্-'আব্বাস আল্-রাযী। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি মূসা বিন নাসর আল্-রাযী থেকে শুনেছেন বা তিনি অবহিত হয়েছেন হেশাম বিন উবায়দুল্লাহ্ আল্-রাযী থেকে। তিনি বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান এটি বলেছেন ইমাম আবু হানীফা থেকে; তিনি বলেছেন; আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে মহান নাম হচ্ছে 'আল্লাহ্'।[১]

মুহাম্মাদ বলেন : তোমরা কি দেখ না, রহমান শব্দটি রহমত থেকে উৎকলিত, রব শব্দটি রবুবিয়াত থেকে উৎসারিত, এভাবে আরও কিছু শব্দের উল্লেখ করেন। অথচ দেখ 'আল্লাহ্' শব্দটি কোন কিছু থেকে উৎকলিত বা উৎসারিত হয়নি।

হিশাম বিন উবাইদুল্লাহ্ আল্-রাযী বলেন: আমি জানি না মুহাম্মাদই কি তার বক্তব্যে এ ব্যাখ্যা যোগ করেছেন না কি এটি আবু হানীফারই বক্তব্য?

মহানবী (সা) থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর কোন মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নিশ্চিত করে নেয়" এ বাণীর সাথে 'ইচ্ছাকৃত' ছাড়া বর্ণনার মধ্যে যে আপাত বিরোধ তার জটিলতা নিরসন এবং এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান।

(২) এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্ন মারযূক যথাক্রমে উসমান বিন উমার বিন ফারেস, শু'বা, আবু সালমা, আবু নাদ্রা, আবু সাঈদ (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

---

১. এ হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন, তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ৫, পৃ. ৫১৭, হা. ৩৪৭৮। ইব্ন মাজা তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ১২৬৭, হা. ৩৮৫৫; আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ৮০, হা. ১৪৯৬। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে, খ. ১, পৃ. ৬৮৪। এ ছাড়াও তাবারানী, আব্দ ইব্ন হুমাইদ, আব্দুর রাযযাক, দারিমী প্রমুখ।

www.asksumon.wordpress.com

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নিশ্চিত করে নেয়"।[1]

অন্য সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন ইয়াযীদ, আবু কুত্ন-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে। তিনি আতিয়্যা, তারপর আবু সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে। হাদীসের ভাষ্য প্রাগুক্ত।

বাব : মহানবী (সা)-এর বাণী :

من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها واجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده فذكر وزرها ووزر من عمل بها من بعده مثل ما ذكر في الحسنة .

"কেউ যদি কোন উত্তম প্রথার প্রবর্তন করে তাহলে যে কেউ তার পরে ওই প্রথা আমলে নেবে সে (উদ্ভাবক) ব্যক্তি সে কাজের অনুরূপ সওয়াব এবং আমলকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে, তবে এতে আমলকারীর সওয়াব কম হবে না। আবার যে ব্যক্তি কোন খারাপ আদর্শ স্থাপন করবে। অন্যরা সে অনুযায়ী কাজ করলে ওই উদ্ভাবকের ওপর তার পাপ এবং যারা সে কাজটি করবে তাদের পাপ নিপতিত হবে। হাসানাহ্-এর ক্ষেত্রে যা বলেছেন সাইয়্যেয়াহ্ (খারাপ)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা বলেছেন।

(৩) ইবরাহীম বিন আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন আল্-মুসান্না থেকে, তিনি ইসহাক বিন ইউসুফ আল-আযরাক সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে। তিনি যথাক্রমে 'আলকামা বিন মারছাদ, সুলাইমান বিন বুরাইদা তাঁর পিতার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন : মহানবী (সা) বলেছেন : الدالّ على الخير كفاعله

"কল্যাণের দিকে নির্দেশনা দানকারী সেই কাজটির কর্তার মতই" (কল্যাণের দিকনির্দেশক তা কার্যপালনকারী সমতুল্য)।[2]

মহানবী থেকে বর্ণিত হাদীস : কোন তারকার উদয়ের সঙ্গে বালা-মুছিবত (العاهة) বেড়ে যায় অথবা কোন নক্ষত্রের উদয়ে তা প্রশমিত হয় এই জটিলতা নিরসন।

(৪) আহ্মাদ বিন দাউদ বর্ণনা করেন যথাক্রমে ইসমাঈল বিন সালেম, মুহাম্মাদ বিন আল্-হাসান সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু হানীফা জানিয়েছেন যে, 'আতা বিন আবু রিবাহ্ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

---

১. এ হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন বুখারী তাঁর আল্-আদাব আল্-মুফরাদে, পৃ. ১০০, হা. ২৫৯। মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১০, হা. ১। আরও ২১ জন হাদীস সঙ্কলক তাদের সঙ্কলনে উল্লেখ করেছেন।

২. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ৫, পৃ. ৪১, হা. ২৬৭০, খ. ৫, পৃ. ৪২, হাদীস নং ২৬৭১। ইবন হানবাল তাঁর মুসনাদ-এ বর্ণনা করেছেন, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮, হা. ২৩০৭৭। তাবারানী তাঁর 'আল্-মু'জাম আল্-কাবীর-এ, খ. ১৭, পৃ. ২২৮, হা. ৬৩২, খ. ৬, পৃ. ১৮৭, হা. ৫৯০৫, খ. ১৭, পৃ. ২২৭, হা. ৬২৮।

www.asksumon.wordpress.com

إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد .

"যখন তারকাটি উদিত হয় তখন সকল দেশবাসীর উপর থেকে মহামারী বালা-মুছিবত দূর হয়ে যায়।"[১]

মহানবী (সা) হতে বর্ণিত হাদীসের জটিলতা নিরসন : বিষয় নারীদের মাসিক ঋতুর স্বরূপ অথবা অসুস্থতার স্বরূপ নির্দেশক হিসেবে কালো রক্ত এবং অন্যবিদ রক্ত সম্পর্কে আলোচনা।

(৫) সালেহ বিন 'আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন : আমরা আল্-মুক্রী থেকে হাদীস শুনেছি। অনুরূপভাবে ফাহ্দ বর্ণনা করেছেন আবু নু'আইম থেকে, (উভয়েই) বলেছেন : আবু হানীফা এ হাদীসটি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন হিশাম বিন 'উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে এই যে, ফাতেমা বিন্ত আবু হুবাইশ (রা) মহানবী (সা) এর নিকট এসে বললেন : আমি এক থেকে দু'মাস ধরে ঋতুবতী থাকি (এটার কারণ কি)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা তো হায়েয (মাসিক ঋতু) নয়; বরং এ হচ্ছে তোমার একটি রক্তবাহী ধাম। এ অবস্থায় যখন তোমার ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে, এরপর স্বাভাবিক সময় পার হলে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গোসল করে নেবে। এরপর প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযু করে নেবে।[২]

---

১. এটি সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন হান্‌বাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ২, পৃ. ৩৮৮, হা. ৯০২৭, খ. ২, পৃ. ৩৪১, হা. ৮৪৭৬; তাবারানী তাঁর আল্-মু'জাম আল্-আওসাত-এ, খ. ২, পৃ. ৭৮, হা. ১৩০৫।

২. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন মুসলিম তাঁর সহীহ-এ, খ. ১, পৃ. ২৬২, হা. ৩৩৩; বুখারী, খ. ১, পৃ. ৯১, হা. ২২৬; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. ২০২; ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সহীহ-এ, খ. ৪, পৃ. ১৮১, হা. ১৩৪৮; তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, আবু দাউদ, ইব্‌ন হান্‌বাল, মালেক, হাকেম ... ... মোট ২৫জন সঙ্কলক।

www.asksumon.wordpress.com

হাকেম (র)-এর আল-মুসতাদরাক 'আলাস্-সাহীহাইন-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ

আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে 'মুস্তাদরাক' শীর্ষক হাদীস সঙ্কলনে ইমাম হাকেম বেশ কিছু হাদীস উপস্থাপন করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বুখারী ও মুসলিম-এর শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ হাদীস যা তারা তাদের সঙ্কলন দু'টিতে উল্লেখ করেননি সেগুলোই মুস্তাদরাক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে। মুস্তাদরাক অর্থই হচ্ছে, "ঘাটতি পূরণ বা ছেড়ে যাওয়া কোন প্রয়োজনীয় বস্তুকে তুলে নেওয়ার আকর"।

১। আবু বাক্র মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন বালুরিয়া এবং আবুল মুসান্না আল্-'আন্বারী যথাক্রমে আবু 'আমর আদ্-দরীর (অন্ধ), হাস্সান বিন ইবরাহীম, সাঈদ বিন মাসরূক, আস্-সাওরী, আবু নাদ্রাহ সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ·

"উযু হচ্ছে সালাতের চাবি, সালাতের তাহ্রীম হচ্ছে এর তাকবীর এবং এর তাহ্লীল হচ্ছে সালাম" (তাহরীম : যা সালাত ভিন্ন সবকিছু হারাম করে দেয় ; তাহ্লীল : যা আবার তা হালাল করে দেয়)।

এ হাদীসটির সনদ সহীহ্ মুসলিম-এর শর্ত পূরণ করে এমন সহীহ্ পর্যায়ের, যদিও বুখারী ও মুসলিম কেউ তা নিজ নিজ সঙ্কলনে উপস্থাপন করেননি। এর প্রমাণে আগত আরও বহু বর্ণনা রয়েছে যা আবু সুফিয়ান আবু নাদরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায় এ হাদীসটি, যা বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা হাম্যাহ্ আয্-যাইয়্যাত ও আবু সুফিয়ান থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সনদ হচ্ছে : আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আকীল-এর হাদীস, তিনি তা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়্যা সূত্রে আলী (রা) থেকে। অথচ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই ইব্ন 'আকীল-এর হাদীসকে মূলত এড়িয়ে গেছেন। এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন হাকেম তাঁর মুস্তাদ্রাকে (১/২২৩)।

(২) আবু। ওয়ালীদ আল্-ফাকীহ্ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে জা'ফর বিন আহ্মাদ আশ্শামাতি হতে, তিনি যথাক্রমে আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ ও আব্দুল্লাহ্ বিন নুমাইর, ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির, তাঁর পিতা, আব্দুল্লাহ্ বিন বাবাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

www.asksumon.wordpress.com

مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها .

"মক্কা হচ্ছে বিশেষ পবিত্র নগরী (مناخ)। এর জায়গা-জমি বিক্রি করা যাবে না এবং এর গৃহসমূহ ভাড়ায় খাটানো যাবে না" (মুস্তাদরাক : খ. ২, পৃ. ৬১, হা. ২৩২৬)।[১]

এরপর হাকেম বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও মনীষীদ্বয় (বু ও মু) তা তাদের সঙ্কলনে উপস্থাপন করেননি। এর নজীর বা সমর্থনকারী একটি হাদীস হচ্ছে :

আলী বিন হামশায আল-'আদ্‌ল ও আবু জা'ফার বিন উবাইদ আল হাফেয বর্ণিত হাদীস। উভয়ে তা বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন আল্-মুগীরাহ্ আল্-কারী, আল-কাসেম বিন আল্-হাকাম আল-'আরানী সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ্ বিন আবু যিয়াদ, ইব্‌ন আবু নাজীহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন :

مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

"মক্কা হচ্ছে পবিত্র ও নিষিদ্ধ ভূমি; এর জমি বিক্রি করা হারাম, এর বাড়ীঘর ভাড়া দেওয়াও নিষিদ্ধ"।

এদিকে বহু সহীহ্ বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাতে সন্ধি ভিত্তিক বিজয় লাভের মাধ্যমে প্রবেশ করেছিলেন। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক-এ এটি সঙ্কলন করেন (খ. ২, পৃ. ৬১, হা. ২৩৭১)।[২]

(৩) বর্তমান হাদীসটি বর্ণনা করেন আবু বাকর বিন সালমান আল্-ফাকীহ্, আবু বাকর বিন ইসহাক আবুল হুসাইন বিন মুকাররম এবং আবু বাকর বিন বালূবিয়্যাহ্, তারা বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন শাযান আল্-জাওহারী যথাক্রমে মু'আল্লা বিন মানসূর, আবু আওয়ানাহ্, আবু ইসহাক সূত্রে আবু বুরদাহ্ থেকে, তিনি তার পিতা (বুরদাহ্) (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لا نكاح إلا بولي "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়"।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহ্‌দী ও ওয়াকী' প্রমুখ সবাই আবু 'আওয়ানাহ হতে। এই হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে একদল শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষীর নিকট পৌঁছে গিয়েছিল, যাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিনি। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু হানীফা আন্-নু'মান ইব্‌ন সাবেত,[৩] রাকাবাহ্ ইব্‌ন মুসকেলা আল্-'আব্দী, মুতাররিফ ইব্‌ন তারীফ আল্-হারেসী,

---

১. এ হাদীসটি ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া এটি সঙ্কলন করেছেন দারা কুত্নী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৫৮, হা. ২২৭। বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরাতে বর্ণনা করেছেন, খ. ৬, পৃ. ৩৫, হা. ১০৯৬৫।

২. এ হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেছেন আহ্‌মাদ বিন হাম্বাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ৪, পৃ. ৩২, হা. ১৬৪২৪; তাবারানী (মু.কা), খ. ২২, পৃ. ১৮৬, হা. ৪৮৫। দারা কুত্নী তাঁর সুনান-এ, খ. ৩, পৃ. ৫৭, হা. ২২৩, খ. ৩, পৃ. ৫৭, হা. ২২৩। বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ৩৫, হা. ১০৯৬৬।

৩. এভাবেই স্বীকৃতি পায় যোগ্য ব্যক্তিত্বের অবদান। এখানে দেখুন না, ইমাম হাকেম কীভাবে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার ইমামতকে স্বীকৃতি দিলেন এবং হাদীসে তাঁর নিরবিচ্ছিন্নতাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

www.asksumon.wordpress.com

'আব্দুল হামীদ বিন আল্-হাসান আল্-হেলালী, যাকারিয়া বিন আবু যায়েদাহ্ প্রমুখ। এ ছাড়া আরও অনেকে, যাদের নাম এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এদিকে হাদীসটি আবু ইসহাক ভিন্ন অপর একদল বর্ণনাকারীও আবু বুরদাহ্ সূত্রে মহানবী (সা) পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতায় তা বর্ণনা করেছেন (মুস্তাদরাক : খ. ২, পৃ. ১৮৭, হা. ২৭১৪)।[1]

(৪) এ হাদীসটি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব যথাক্রমে বাহ্র বিন নাস্র, আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব-ইব্ন জুরাইজ-আবু আয-যুবাইর সূত্রে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) একবার আবু কুহাফাহ্ [ইনি আবু বকর (রা)-এর পিতা; তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন] এর হাত ধরে মহানবী (সা)-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাকে নিয়ে যখন মহানবী (সা)-এর সামনে দাঁড়ালেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : غيروه ولا تقربوه سوادا "একে পরিবর্তন করে দাও, তবে তাকে কালোর কাছাকাছি নিবে না।"

ইব্ন ওয়াহাব বলেন : এ হাদীসটি আমাকে জানিয়েছেন উমার বিন মুহাম্মাদ, যায়দ বিন আসলাম (র) থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময় তিনি আবু বাকর (রা)-কে তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনা এসেছে, যা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন মূসা আল্-কাদী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন শুজা' থেকে, তিনি আল্-হুসাইন বিন যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি ইয়াযীদ বিন আবু খালিদ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

ثم كأنى انظر إلى لحية أبى قحافة رضى الله عنهما كأنه ... ... لو اقررت الشيخ فى بيته لأتيناه ·

"এরপর আমি আবু কুহাফার দাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম লাল রঙের আধিক্যে এ যেন ঘনঘনে আগুনের লাকড়ি। এ সময় মহানবী (সা) আবু বাকর (রা)-কে বললেন, বৃদ্ধকে ঘরেই রাখতে পারতে, আমিই আসতাম"। আবু বকর (রা)-কে সৌজন্য প্রদর্শনার্থেই মহানবী (সা) তা বলেছিলেন" (মুস্তাদরাক : খ. ৩, পৃ. ২৭৩)।

(৫) আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল্-জাররাহী আল্-'আদল (মার্ভ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন 'আতিয়্যা আল্-মারুযী, আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন 'আবাদা বিন আল্-হাকাম বিন মুসলিম বিন বুস্তাম বিন 'আব্দুল্লাহ (ইনি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস-এর মুক্তদাস), আবু মু'আয (বৈয়াকরণ) আল্-ফাদ্ল বিন

---

১. এ হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেছেন ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহ্তে, খ. ৯, পৃ. ৩৮৭, হা. ৪০৭৫, খ. ৯, পৃ. ৩৮৮, হা. ৪০৭৬; তিরমিযী : খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হা. ১১০১; ইব্ন মাজা, খ. ১, পৃ. ৬০৫, হা. ১৮৭৯; আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ২২৯, হা. ২০৮৩ (আরও ১১ জন)।

www.asksumon.wordpress.com

খালিদ আল্-বাহেলি সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, 'আসেম বিন উমার বিন কাতাদাহ্ সূত্রে আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

"যে দু'জন সাহাবীর বাড়ি ছিল মহানবী (সা) থেকে সবচেয়ে দূরে তারা হলেন : আবু লুবাবাহ্ ইব্‌ন 'আব্দুল মুন্‌যির (রা)। তাঁর পরিবার ছিল কুবায়। আরেকজন হলেন আবু 'আব্‌স বিন জাবর (রা), তাঁর বাড়ি ছিল বনি হারেসায়। অথচ তারা উভয়েই মহানবী (সা)-এর সাথে আসর সালাত আদায় করতেন, এরপর নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসতেন। তখনও তারা আসর নামায পড়েনি। এর কারণ মহানবী (সা) তাঁর সালাত অবিলম্বে (ওয়াক্তের শুরুতেই) আদায় করতেন" (হাকেম : মুস্তাদরাক, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, হা. ৫৪৯৭)।[1]

---

১. হাকেম এ হাদীসটি তাঁর মুস্তাদরাক-এ সঙ্কলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ৩১০, হা. ৭০৩, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, হা. ৫৪৯৭; তাবারানী তাঁর আল্-মু'জাম আল্-কাবীর-এ সঙ্কলন করেছেন, খ. ৫, পৃ. ৩৫, হা. ৪৫১৫। দারা কুত্‌নী তাঁর সুনান-এ, খ. ১, পৃ. ২৫৪, হা. ১২। তাবারানী তাঁর আল্ মু'জাম আল্-আওসাত-এ, খ. ৮, পৃ. ৫৩, হা. ৭৯৪৬, খ. ৮, পৃ. ৫৪, হা. ৭৯৪৬।

www.asksumon.wordpress.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম তাবারানীর তিনটি মু'জাম-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল্-মু'জাম আল-কাবীর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-মু'জাম আল-আওসাত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-মু'জাম আল-আস্-সগীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্-মু'জাম আল্-কাবীর-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনাসমূহ

(১) বর্ণনা করেছেন বিশর বিন মূসা, আবু আব্দুর রহমান আল-মুকরি সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে আবু আব্দুল্লাহ্ খুজাইমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, "মুসাফিরের মোজার উপর মাসহ্ করার ক্ষেত্রে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মুকীম-এর ক্ষেত্রে একদিন এক রাত"[১] (তাবারানী : আল্-মু'জাম আল্-কবীর, খ. ৪, পৃ. ৯৬, হা. ৩৭৬৭)।

(২) আহ্মাদ বিন রুস্তাহ আল্-ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন আল-মুগিরা, আল-হাকাম বিন আইয়্যুব ও যুফার বিন আল্-হুযাইল সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ, ইব্রাহীম ও আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-জাদালী সূত্রে খুজাইমা (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে, তিনি বলেছেন :

فى المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .

"মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে মুসাফির-এর জন্য তিন দিন তিন রাত্রি পর্যন্ত প্রযোজ্য" (মু. কা. খ. ৪, পৃ. ৯৬, হা. ৩৭৬৮)।

(৩) আব্দান বিন আহ্মাদ বর্ণনা করেন যথাক্রমে সুলাইমান বিন আব্দুল জাব্বার-উবাইদুল্লাহ্ বিন মূসা সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি আবু হুসাইন থেকে, তিনি রাফে' বিন খাদীজ (রা) থেকে। তিনি বলেন, মহানবী (সা) একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার? আমি বললাম, এটি আমার। তিনি জিজ্ঞেস

---

১. এ হাদীসটির সনদ ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে, সুনান তিরমিযী-এ আবু হানীফার বর্ণনায়।

www.asksumon.wordpress.com

করলেন, তুমি কীভাবে এর মালিক হলে? তিনি বললেন, এই গৃহটি আমি ভাড়ায় খাটিয়েছি। তিনি বললেন : কোন কিছুর বিনিময়ে এটি ভাড়া দিও না" (তাবারানী : মুকা., ৪/৩৬২, হা. ৪৩৫৪)।

(৪) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন আব্দান বিন আহ্‌মাদ যথাক্রমে আহ্‌মাদ ইব্‌নুল হাব্বাব আল্-হুমাইরী মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি সাঈদ বিন মাসরূক-'আবায়া বিন রিফা'আহ্-রাফে' বিন খাদীজ (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে। তিনি বলেন, যাকাতের একটি উট একবার ছুটে পালালো। তখন তাকে ধরার জন্য লোকজন চেষ্টা করল। কিন্তু যখন তারা তাকে ধরতে পারল না, বরং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন এক ব্যক্তি ওর দিকে তীর নিক্ষেপ করল। এতে উটটি সেখানেই ধরা পড়ল। তখন তারা মহানবী (সা)-এর নিকট এর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ হবে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে তা খাওয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি বলেন :

إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا خشيتم منها شيئا فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه ·

"উটের মধ্যে বন্য প্রাণীর মত ছুটে পালানোর প্রবণতা আছে। যদি তোমরা এরকম কিছুর আশঙ্কা কর তাহলে এ পশুটির সাথে যা করেছ তদ্রূপ কাজ করবে এবং ওটাকে খাবে"[১] (মু. কা., ৪/২৭২)।

(৫) আহ্‌মাদ বিন যুহাইর আত্-তুস্‌তারী বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন কারামাহ্, উবাইদুল্লাহ্ বিন মূসা সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আর-রবী' বিন সাবরাহ থেকে, তিনি তার পিতা সাব্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন (মুত্‌আহ্ : সাময়িক বিবাহ) নিষিদ্ধ করেছেন (তাবারানী : মু. কা, খ. ৭, পৃ. ১১৩, হা. ৬৫৩৬)।[২]

(৬) ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম বর্ণনা করেন আব্দুর রায্‌যাক-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে। তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন :

لو اخذ الله ميثاق نسمة فى صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأرجه من ذلك الصفا فإن شئتم فاتم وان شئتم فلا تعزل ·

১. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৫৫৯, হা. ১৯৬৮, বুখারী, খ. ২।

২. এটি সঙ্কলন করেছেন মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ২, পৃ. ৮৯৭, হা. ২২৩; ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সহীহতে, খ. ৯, পৃ. ৪৪৮, হা. ৪১৪০, খ. ৯, পৃ. ৪৫৩, হা. ৪১৪৪; ইব্‌ন হান্‌বাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ১, পৃ. ১৩৬, হা. ১১৪৬; তাবারানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর-এ, খ. ৭, পৃ. ১১৩, হা. ৬৫৩৫; দারিমী তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ১১৯, হা. ১৯৯০।

www.asksumon.wordpress.com

"যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন পুরুষের পৃষ্ঠদেশে কোন সন্তানের ওয়াদা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে যদি তার সেই শুক্রকে পাথরের উপরও ঢালে তবে আল্লাহ্ সেই পাথর থেকেও তাকে বের করে আনবেন। কাজেই ইচ্ছে হয় তো আযল কর, আর না চাইলে না করো" (তাবারানী : খ. ৯, পৃ. ৩৩৫, হা. ৯৬৬৪)।[১]

(৭) ইসহাক বিন ইবরাহীম, আব্দুর রাযযাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

فی البكر يزنى بالبكر يجلدان مائة مائة وينفيان سنة .

"যদি কোন কুমার কোন কুমারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে উভয়কে এক শত করে চাবুকের আঘাত করা হবে এবং উভয়কে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হবে" "তাবারানী, মু. কা., খ. ৯, পৃ. ৩৩৯, হা. ৯৬৮৬)।[২]

(৮) উবাইদ আল-আযাদী বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবু কুরাইব, আব্দুল হামীদ আল্-হিম্মানী, মুসইর বিন কিদাম-আবু হানীফা থেকে-তারা সালামা বিন কুহাইল-আবু যুরআ (র)-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

يعذب الله عز وجل قوما من أهل الايمان فيخرجهم بشفاعة الشافعين .

"মুমিনদের কিছু লোককে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন, এরপর সুপারিশকারীদের সুপারিশের দ্বারা তাদেরকে (দোযখ থেকে) বের করে আনবেন" (তাবারানী : মু. কা., খ. ৯, পৃ. ৩৫৭, হা. ৯৭৬২)।

(৯) আহ্মাদ বিন রুস্তাহ্ আল-ইসপাহানী হাদীস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরাহ্-আল্-হাকাম ইব্ন আইয়্যুব-যুফার ইবনুল হুযাইল সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-শাকীক বিন সালামা সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেছেন : লোকেরা বলত, السلام على الله (আল্লাহ্র উপর শান্তি) আস্সালামু 'আলা জিবরীল, আস্সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্! তখন মহানবী (সা) বললেন :

لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"তোমরা এভাবে বলো না, 'আল্লাহ্র উপর শান্তি'। কারণ তিনি নিজেই তো 'সালাম' বা শান্তি। বরং তোমরা এভাবে বলবে: (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ্ ওয়াস্-সালাওয়াতু ... আব্দুহ্ ওয়া

১. এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন মুসলিম তাঁর সহীহ্তে, খ. ২, পৃ. ১০৬২, হা. ১৪৩৮; বুখারী, খ. ৫, পৃ. ১৯৯৮; এছাড়া ও আরও ১৭ জন।

২. হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেছেন : মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৩১৬, হা. ১৬৯০; খ. ৩, পৃ. ১৩১৭, হা. ১৬৯০; খ. ৪, পৃ. ১৮১৭, হা. ২৩৩৪। ইবনু হিব্বান, তিরমিযী, ইবনু মাজা।

www.asksumon.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ্)। সকল অভিবাদন ও সমুদয় উপাসনা এবং সব পবিত্র বিষয় ও বস্তু আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী! আপনার ওপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত। আমাদের ওপরও হোক সালাম এবং আল্লাহ্র সকল নেক বান্দাহ্ ওপরও শান্তি কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল" (তাবারানী : মু. কা., খ. ১০, পৃ. ৪২, হা. ৯৮৯৩)।[১]

(১০) হাশেম বিন মারসাদ আত্-তাবারানী বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন 'আইয়্যাশ থেকে; তিনি তাঁর পিতা থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে; তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

أن النبى كان ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره ·

"মহানবী (সা) তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে (নামাযে) সালাম ফিরাতেন" (১০/১২৭, হা. ১০১৮৮)।[২]

(১১) বাক্র বিন সাহ্ল আদ্-দিময়াতি বর্ণনা করেন যে, তিনি এ হাদীসটি অবহিত হয়েছেন যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন ইউসুফ-আবু মু'আবিয়া-মুহাম্মাদ বিন হাযেম সূত্রে আবু হানীফা আন্-নু'মান বিন সাবিত থেকে। তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম-আল্-আসওয়াদ-এর মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে; তিনি বলেছেন ; আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

إنه ليهون على الموت إنى رأيتك زوجتى فى الجنة ·

"মৃত্যু আমার কাছে হালকা মনে হবে। আমি তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি" (তাবারানী : মু. কা., খ. ২৩, পৃ. ৩৯, হা. ৯৮)।[৩]

(১২) হাশেম বিন মারছাদ আত্-তাবারানী বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন 'আইয়্যাশ থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম-'আলকামা-আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেন :

إن النبى ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره ·

"মহানবী (সা) তাঁর ডান ও বাম দিকে সালাম ফেরাতেন" (তাবারানী : মু. কা., খ. ১০, পৃ. ১২৭, হা. ১০১৮৮)।

---

১. সঙ্কলন করেছেন বুখারী তাঁর আল্-আদাব আল্-মুফরাদ-এ ।
২. হাদীসটি বহু হাদীস সঙ্কলনে উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে : মুসলিম তাঁর সহীহতে; খ. ১, পৃ. ৪১০, হা. ৫৮২, নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ২০১, হা. ১১৪২ ...। মূল কিতাবের টীকা দ্র., পৃ. ১৪৩।
৩. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইব্ন হান্বাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ৬, পৃ. ১৩৮, হা. ২৫১২০; তাবারানী, আল্-আওসাত-এ, খ. ৩, হা. ৩১৬১; খ. ৩, পৃ. ২৮৫, হা. ৩১৬১।

www.asksumon.wordpress.com

(১৩) আহ্‌মাদ বিন রুস্তাহ আল-ইসপাহানী বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন আল্-মুগীরাহ- আল-হাকাম বিন আইয়্যুব-যুফার ইবনুল হুসাইন সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি মা'আন বিন আব্দুর রহমান- তাঁর পিতা-আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

ما كذبت منذ أسلمت إلا كذبة واحدة كنت ارحل النبى ﷺ فأتى رجل من أهل الطائف فسألنى أى الرحالة أحب إلى رسول الله ﷺ فقلت الطائفية المنكبة وكان يكرهها فلما أتى بها قال من رحل هذا قالوا رحالك قال ﷺ مروا ابن ام عبد فليرحل فأعيدت الى الرحلة

.(اخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير ، ج ١٠ رص ١٧٤/ح١٠٣٦٦) .

"ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনও মিথ্যে বলিনি; কেবল একবার ছাড়া। আমি মহানবী (সা) এর জন্য সাওয়ারী ঠিক করছিলাম। এক তায়েফবাসী এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মহানবী (সা) সাওয়ারীর পিঠে কী ধরনের বসার ব্যবস্থা পছন্দ করেন? আমি বলেছিলাম : তায়েফের বাঁকানো গদি, অথচ তিনি তা অপছন্দই করতেন। যখন ওই লোকটি ওই ধরনের গদি নিয়ে এলো, মহানবী (সা) বললেন : এই গদি কার জন্য সাজানো হয়েছে? লোকেরা বললো, এটা আপনার জন্য। তখন মহানবী (সা) বললেন, ইব্‌ন উম্মি আবদ-এর নিকট গিয়ে বল, সে যেন এতে চড়ে। তখন তাঁর বসার গদিটি পাল্টে দেওয়া হলো"[২] (মু. কা., খ. ১০, পৃ. ১৭৪, হা. ১০৩৬৬)।

(১৪) আমর বিন আবুত্ তাহের বিন আস্-সারহুল মিসরী বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন আদী থেকে; তিনি আব্দুর রহীম বিন সুলাইমান সূত্রে আন্-নু'মান বিন সাবেত আবু হানীফাহ্ হতে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে সাঈদ বিন জুবাইর এর মাধ্যমে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদেরকে রাতেই আল-জাম' (মুযদালিফা) থেকে (মিনায়) পাঠিয়ে দেন এবং তাদের বলে দেন : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

"তোমরা সূর্য উঠার আগে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করো না" (তাবারানী : মু. কা., খ. ১২, পৃ. ৩৪, হা. ১২৩৯০)।[৩]

(১৫) আহ্‌মাদ বিন রুস্তাহ্ আল-ইসপাহানী বর্ণনা করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবনুল মুগিরা-আল হাকাম বিন আইয়্যুব-যুফার সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম-আবু

---

১. এ হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ১, পৃ. ৪১০, হা. ৫৮২, নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ২৩১, হা. ১১৪২, খ. ৩, পৃ. ৬১, হা. ১৩১৬; খ. ৩, পৃ. ৬১, হা. ১৩১৭, আরও ১৯ জন।

২ এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন আবুদ্ দুনইয়া তাঁর مكارم الاخلاق (মাকারেমুল আখলাক) গ্রন্থে, খ. ১, পৃ. ৪৯, হা. ১৩১; তাবারানী, মু. কা., খ. ১, পৃ. ১৭৪; আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ৯, পৃ. ১৭৭, হা. ৫২৬।

৩. এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন মুসলিম (র) তাঁর সহীহ-এ, খ. ২, পৃ. ৯৪১, হা. ১২৯৩; বুখারী তাঁর সহীহ-এ, খ. ২, পৃ. ৬০৩,. হা. ১৫৯৪; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৫, পৃ. ২৬১, হা. ৩০৩২; আরও অনেকে।

www.asksumon.wordpress.com

আব্দুল্লাহ্ আল্-জাদালী-উকবা বিন 'আমের (রা) ও আবু মূসা আল্-আশ'আরী (রা) থেকে। শেষোক্ত দুইজন সাহাবী বলেন :

كان رسول الله ﷺ يوتر أحيانا أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও রাতের প্রথম প্রহরে আবার কখনও মধ্য প্রহরে বেতের নামায পড়তেন, যাতে মুসলিমদের জন্য সাজসাধ্য হয়" (তাবারানী : মু. কা., খ. ১৭, পৃ. ২৪৪, হা. ৬৮১)।[১]

(১৬) ইসহাক বিন দাউদ আস্-সাওয়াফ আত্-তুস্তারী বর্ণনা করেন যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া বিন গাইলান-আব্দুল্লাহ্ বিন বাযিগ সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি আবু ইসহাক আশ্-শাইবানী-'আমের আশ্-শা'বী-মাসরূক-এর মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, "আমাকে এমন সাতটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা মহানবীর অন্য কোন স্ত্রীকে দেওয়া হয়নি। আমি ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রেয় ছিলাম, আমার পিতাই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমাকে মহানবী (সা) বিয়ে করেছেন কুমারী অবস্থায়, আমি ছাড়া তিনি আর কোন কুমারী বিয়ে করেননি। জিবরীল (আ) এমন সময়ও ওহী নিয়ে আসতেন যখন আমি তাঁর সাথে একই লেপের ভেতর থাকতাম, এটা আর কারও বেলায় ঘটেনি। আমি তাঁকে পেতাম দু'দিন দু'রাত, যেখানে অন্য স্ত্রীরা পেতেন এক দিন এক রাত। আমার নির্মলতার পক্ষে আসমান থেকে বার্তা এসেছিল, যখন আমি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। এতে মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আর মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্ যখন নিয়ে গেলেন তখন তিনি ছিলেন আমার বুক ও কণ্ঠের মাঝখানটায়" (মু. কা., ২৩ খ., পৃ. ৩০)।

(১৭) ইসহাক বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন আব্দুর রায্যাকের মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাইসাম বা হাইসামের পিতা থেকে (আবু বাক্র-এর সন্দেহ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) সাওদা (রা)-কে এক তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর পথের পাশে বসে থাকেন। যখন মহানবী (সা) ওই পথ ধরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর নিকট আবেদন করলেন, যেন তিনি এই তালাক ফিরিয়ে নেন; এবং তার পালার অংশটি তিনি তাঁর যে স্ত্রীকে দিতে চান তার পক্ষে ত্যাগ করবেন। তবুও তিনি চান কেয়ামতের দিন যেন তাঁর স্ত্রী হিসেবে পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন মহানবী (সা) তালাক প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন (খ. ২৪, পৃ. ৩৩, হা. ৮৭)।

(১৮) আলী ইব্ন আব্দুল আযীয বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম সূত্রে আবু হানীফা থেকে। এ ছাড়াও অন্য আরেকটি সনদ-এ আহ্মাদ বিন রুস্তাহ্ আল্-ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে

---

১. ইব্ন খুজাইমা তাঁর সহীহতে এটি সঙ্কলন করেছেন, খ. ২, পৃ. ১৪৪, হা. ১০৮১; তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৮৪, হা. ২৯২৪; আবু দাউদ তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ৬৭, হা. ১৪৩৭; তাবারানী, কাবীর-এ, খ. ১, পৃ. ২১৯, হা. ৩৯১।

www.asksumon.wordpress.com

মুহাম্মাদ বিন আল-মুগীরাহ্-আল হাকাম বিন আইয়্যুব-যুফার বিন আল হুযাইল সূত্রে আবু হানীফা থেকে ; তিনি উভয় সনদে হেশাম বিন উরওয়াহ্-তাঁর পিতা-'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিনত আবু হুবাইশ (রা) বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অসময়ে ঋতু অব্যাহত থাকে, রক্ত আসা বন্ধ হয় না, আমি কী করব? মহানবী (সা) বললেন :

دعى الصلاة أيام حيضتك فاذا اذهب أيام حيضتك فاغتسلي وتوضئ لكل صلاة ·

"তোমার মাসিকের সময় সালাত বাদ দিবে। তবে ঋতুকালীন সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নেবে, এরপর প্রতি সালাতের জন্য নতুন করে উযু করবে" (তাবারানী, মু. কা., খ. ২৪, পৃ. ৩৬০, হা. ৮৯৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মু'জাম আল-আওসাত-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ যথাক্রমে বিশ্র-আবু ইউসুফ সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে হাম্মাদ-সাঈদ বিন জুবাইর সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে। মহানবী (সা) রোযাদার অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।[১]

তবে এ হাদীসটি হাম্মাদ থেকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান আস্-সাওরী ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। এরপর সাওরী থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন মু'আবিয়া বিন হেশাম এবং আবু হানীফা থেকে আবু ইউসুফ এককভাবে বর্ণনা করেন (তাবারানী, মু. আও, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হা. ১৬০৫)।

(২) আহ্মাদ বর্ণনা করেন, আবু সুলাইমান আল্-জূজজানী (الجوجانى) বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি বিলাল থেকে ; তিনি ওয়াহাব বিন কায়সান সূত্রে জাবের ইবন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ; তিনি বলেছেন :

كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد والتكبير كما يعلمنا السورة من القران ·

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন সেভাবে তাশাহ্হুদ ও তাকবীর শিক্ষা দিতেন"।[২]

---

১. এ হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেছেন তাঁরা হচ্ছেন : ১. বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ২, পৃ. ৬৮৫, হা. ১৮৩৬, খ. ২, পৃ. ৬৮৫, হা. ১৮৩৭, খ. ৫, পৃ. ২১৫৫, হা. ৫৩৬৯। এছাড়াও ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন মাজা, আবু দাউদ প্রমুখ অনেকে সঙ্কলন করেছেন, দেখুন মূল কিতাবের টীকা, পৃ. ১৪৯।

২ হাদীসটি আরও যারা সঙ্কলন করেছেন ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ১, পৃ. ৩০২, হা. ৪০২, খ. ১, পৃ. ৩০৩, হা. ৪০৩। বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ৫, পৃ. ২৩১১, হা. ৫৯১০, খ. ৬, পৃ. ২৬৮৮, হা. ৬৯৪৬; নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ২৩৮, হা. ১১৬২, খ. ২, পৃ. ২৩৮, হা. ১১৬৩, খ. ২, পৃ. ২৩৯, হা. ১১৬৪ (প্রায় ২৪ জন সংকলক এটি সঙ্কলন করেছেন)।

www.asksumon.wordpress.com

এ হাদীসটি ওয়াহাব থেকে বিলাল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং বিলাল থেকে একমাত্র আবু হানীফা এটি বর্ণনা করেন (تفرد به) (তাবারানী : মু. আ., খ. ২, পৃ. ২২৭, হা. ১৮১৯)।

(৩) বাক্‌র বর্ণনা করেন যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন ইউসুফ থেকে। তিনি বলেন, আবু মু'আবিয়া (অন্ধ) আমাদেরকে বলেছেন, আবু হানীফা আন্-নু'মান বিন সাবিত আমাদেরকে বলেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম-আল্-আসওয়াদ সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে ; তিনি বলেছেন : মহানবী (সা) তার বিদায়ী রোগশয্যায় বলেছিলেন :

إنه ليهون على الموت أنى رأيتك زوجتى فى الجنة .

"মৃত্যু আমার জন্য সহজতর হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে দেখেছি জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে রয়েছ"[১] (তাবারানী, মু. আ., খ. ৩, পৃ. ২৮৪, হা. ৩১৬১)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্-মু'জাম আস্-সগীর-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) আহ্‌মাদ বিন রুস্তাহ বিন উমার আল্-ইসপাহানী বর্ণনা করেন, মুগীরাহ বলেছেন আল্-হাকাম বিন আইয়্যুব-যুফার ইবনুল হুযাইল সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি আল্-হাইসাম বিন আল হাবীব আস্-সাইরাফী থেকে; তিনি 'আমের আশ-শা'বী-মাসরূক সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন :

أن رسول الله ﷺ كان يصيب من وجهها وهو صائم .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা রাখা অবস্থায় তার মুখমণ্ডলে চুমু দিতেন।"[২]

এ হাদীসটি আল্-হাইসাম থেকে আবু হানীফা ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি (তাবারানী, মু. স., খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. ১৭২)।

---

১. এটি আরও সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন হান্‌বাল তাঁর মুস্‌নাদে, খ. ৬, পৃ. ১৩৮, হা. ২৫১২০, তাবারানী, মু. কা., খ. ২৩, পৃ. ৩৯, হা. ৯৮, মু. আ., খ. ৩, পৃ. ২৮৪, হা. ৩১৬১।

২. এটি সঙ্কলন করেছেন ইব্‌ন হান্‌বাল তাঁর মুস্‌নাদ-এ, খ. ১, পৃ. ২৪৯, হা. ২২৪১, খ. ১, পৃ. ৩৬০, হা. ৩৩৯১; তাবারানী : মু. স., খ. ১, পৃ. ১১৮, হা. ১৭২।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম আল-হাইসামী (র)-এর মাজমা'উয্-যাওয়াইদ-এ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) আব্দুল ওয়ারেস বিন সা'দ বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় এসে পেলাম ওয়ায়েল বিন আবু লায়লা ও ইব্‌ন শুব্‌রুমাকে। তখন আমি আবূ হানীফাকে জিজ্ঞেস করলাম : ঐ লোকটি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত যে একটি বস্তু বিক্রি করে দিল, তবে একটি শর্ত আরোপ করল। তিনি উত্তর করলেন, সেই বিক্রি বাতিল। এরপর আমি ইব্‌ন শুবরুমা-এর নিকট এসে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, বিক্রিও বৈধ, শর্তও বৈধ। তখন আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! ইরাকের তিনজন ফকীহ্ একটি মাসআলায় তিন রকম ফতোয়া দিলেন!

আমি এসে আবু হানীফাকে বিষয়টি বললে তিনি উত্তর দিলেন, তারা দু'জন কী বলেছেন তা আমি জানি না। আমাকে 'আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁর পিতা-পিতামহ সূত্রে জানিয়েছেন যে, মহানবী (সা) বিক্রির সময় শর্তারোপ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে ওই বিক্রিও বাতিল, শর্তও বাতিল।[১]

এরপর আমি ইব্‌ন আবু লায়লার নিকট এসে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন : আমি জানি না তারা দু'জন কী বলেছেন? আমাকে হিশাম বিন 'উরওয়াহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : আমাকে মহানবী (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমি বারীরাহ্‌কে খরিদ করে আযাদ করে দেই। বিক্রি জায়েয কিন্তু শর্তটি বাতিল। এরপর আমি ইব্‌ন শুবরুমা-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি বললাম। তিনি উত্তর দিলেন : তারা দু'জন কী বলেছেন তা আমি জানি না। তবে আমাকে মুসয়েদ ইব্‌ন কিদাম বলেছেন মুহারিব বিন দিসার সূত্রে জাবের বিন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি উট পাঠিয়ে দিয়ে তাতে আরোহণ করে মদীনায় নিয়ে যাবার শর্ত আরোপ করেছেন। বিক্রি জায়েয়, শর্ত আরোপও জায়েয। বর্ণনা করেছেন তাবারানী আওসাত-এ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর-এর সূত্রে (হাইসামী, মাজমা' আয-যাওয়াইদ, ৪ খ., পৃ. ৮৫)।

---

১. তাবারানী, ম. আ., খ. ৪, পৃ. ৩৩৫, হা. ৪৩৬১।

www.asksumon.wordpress.com

অষ্টম অধ্যায়

হাদীস-এর মুসান্নাফ সঙ্কলনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবু বাকর ইবন আবু শায়বা-এর মুসান্নাফ-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্দুর রাযযাক-এর মুসান্নাফ-এ আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বা (র)-এ আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ

১। মুসান্নাফটিতে সঙ্কলিত মারফূ' হাদীস

বাব : পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল করানো।

হা: (১)১১০১৪ = আবু মু'আবিয়া বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি 'আলকামা বিন মারসাদ, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মা'য়েয (রা)-কে যখন রজম করা হলো তখন কিছু লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার কী করা হবে? তিনি বললেন : তার শেষ কর্ম তেমনি কর যেমনটি তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য করে থাকো; গোসল কাফন, সুগন্ধি মাখ এবং জানাযা সম্পন্ন কর।

اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والتحنوط والصلاة عليه .

(ইবন আবি শায়বা : মুসান্নাফ , খ. ২, পৃ. ৪৫৯)।

হা : (২) ৩৬৩৪১ : ইবন 'উইয়াইনা বর্ণনা করেন 'আমর বিন তাউস থেকে, তিনি বলেন : সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে বলা হয়েছিল, এ সময় তিনি মক্কার উঁচু ভূমিতে ছিলেন : لا دين لمن لا يهاجر "যে হিজরত করেনি তার কোন পরিপূর্ণ ধর্ম নেই"।

তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মদীনায় না আসা পর্যন্ত আমার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারব না। এরপর তিনি মদীনায় এলেন এবং আব্বাসের ওখানে উঠলেন। এ সময় তিনি মসজিদে শুয়েছিলেন। তাঁর মাথার নিচে রেখেছিলেন তার চাদর। চোর এসে তার মাথার নিচ থেকে ওটি চুরি করলো। চোরটিকে পাকড়াও করে মহানবী

www.asksumon.wordpress.com

(সা)-এর নিকট নিয়ে এসে তিনি বললেন, এই লোকটি চোর। তখন মহানবী (সা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাফওয়ান বললেন, আমি চাদরটি তাকে দান করলাম। মহানবী (সা) বললেন : এটা তুমি আমার কাছে নিয়ে আসার আগে কেন করলে না? বর্ণনাকারী এখানে উল্লেখ করেন যে, আবু হানীফা এ প্রসঙ্গে বললেন, যদি চোরকে চোরাইমাল দান করে দেওয়া হয় তাহলে দণ্ড মওকুফ হয়ে যায়। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইব্ন আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফ-এ (৭ খ., পৃ. ৩০৭)।

বাব : কোন ব্যক্তি অনুমতি না চেয়ে অপর কারও নিকট বসলে।

হা : (৩) ২৫৬৬৯। আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি যথাক্রমে ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আল্-মুনতাশির ও ইয়ারবী সূত্রে আনাস ইব্ন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

ما جلس إلى رسول الله ﷺ أحد فقام حتى يقوم ·

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কেউ এসে বসলে সে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা) দাঁড়াতেন না" (ইব্ন আবু শায়বা, মুসান্নাফ : ৫/২৪১)[১]

২। সাহাবী-তাবিঈগণের বর্ণিত আছার

বাব : এক তাইয়াম্মুম দিয়ে কয় ওয়াক্তের সালাত আদায় করা যাবে।

আছার : (১) ১৬৯৮ : জা'ফর ইব্ন 'আওন বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তাইয়াম্মুমকারী তার তাইয়াম্মুমেই থাকবেন, যতক্ষণ না তার উযু ভাঙার কারণ ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানি পাওয়ার আশা না থাকে ততক্ষণ তার আর নতুন করে তাইয়াম্মুম করতে হবে না (ইবনে আবু শায়বা, মুসান্নাফ, ১খ., পৃ. ১৪৮)।

বাব : যিনি বলেছেন : যদি তাদেরকে বসে থাকতে দেখে তাহলে দুই রাকাত সালাত পড়ে নেবে।

আছার (২) ৫৩৫৮ : ইয়াযীদ বিন হারূন বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : (এ অবস্থায়) দুই রাক'আত নামায পড়ে নেবে (ইবন আবু শায়বা : মুসান্নাফ : খ. ১, পৃ. ৪৬৩)।

বাব : যদি আইয়্যামে তাশরীক-এ এক বা একাধিক রাকাআত (সালাত) বাদ পড়ে যায়, তাহলে সে কী করবে।

---

১. হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ-এ, খ. ৭, পৃ. ৩২৭, হা. ১৩৩৫৩। ইব্ন হানবাল তাঁর মুসনাদ-এ, খ. ১, পৃ. ৯৩, হা. ৭১৬, খ. ১, পৃ. ১০৭, হা. ৮৩৯, খ. ১, পৃ. ১২১, খ. ১, পৃ. ১৪০, হা. ১১৮৫, খ. ১, পৃ. ১৪৩, হা. ১২০৯; হাকেম, তাহাবী দারা কুতনী, বায়হাকী, খ. ৮, পৃ. ২২০।

www.asksumon.wordpress.com

আছার (৩) 'ঈসা বিন ইউসুফ বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন, "যদি আইয়্যামুত্ তাশরীক-এ তোমার কোন একটি রাকাআত (সালাত) কোন কারণে বাদ পড়ে তাহলে তা পরে আদায় না করা পর্যন্ত তাক্বীর বলবে না।"

বাব : একা একা নামায পড়লে কি তাকবীর দিবে?

আছার (৪) : ৬৮৩১ : হাফস বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন : জামা'আতে না পড়লে তাকবীর দেবে না (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ : খ. ২)।

বাব : অবৈধজাত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ার অনুমতি যিনি দিয়েছেন।

আছার : (৫) : ৬০৯২ : ওয়াকী' বলেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেছেন : আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অবৈধ সন্তানের ইমামতিতে কি সমাজের লোকেরা নামায পড়তে পারে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : কোন সমস্যা নেই। তাদের মধ্যে অনেকে তো এমনও আছে যারা আমাদের চেয়ে বেশী রোযা রাখে, নামায পড়ে, নয় কি? (ইব্ন আবু শায়বা, মুসান্নাফ : খ. ২, পৃ. ৩০)।

বাব : মুয়াজ্জিনের আযান মঞ্চে নামায আদায়

আছার : (৬) : ৬১৬৬ : ওয়াকী বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি বলেছেন : আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম, মুয়াজ্জিনগণ যে মসজিদের উপর আযান মঞ্চে সালাত আদায় করেন, তখন তো ইমাম তাদের নিচে থাকে। এ অবস্থায় কি সালাত আদায় ঠিক হবে? তিনি বলেছেন, তাদের ওই সালাত জায়েয আছে (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ : খ. ২, পৃ. ৩৬)।

বাব : যে নারীর মাসিক হয়েছে।

আছার (৭) : ৯৩৪২ : আব্দুল্লাহ্ বিন নুমাইর বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি ঋতুবতী নারী সম্পর্কে বলেছেন যে, দিনের বেলায় মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে, সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আর কিছু খাবে না, যাতে মুশরিকদের সাথে মিলে না যায় (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ : খ. ২, পৃ. ৩১০)।

বাব : রমাদান মাসে সফরশেষে যদি দিনের প্রথম প্রহরে কেউ নিজ গৃহে ফিরে আসে।

আছার : (৮) : আব্দুল্লাহ্ বিন নুমাইর বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। মুসাফির যদি দিনের বেলায় সফরশেষে নিজ গৃহে ফিরে আসে, ইতিমধ্যে সে কিছু খেয়েও থাকে, ঐ অবস্থায় সে দিনের অবশিষ্ট অংশে কিছু খাবে না।

বাব : রোযাদার যদি উযু করতে কণ্ঠনালীতে পানি প্রবেশ করে, তার বিষয়ে কী বলেছেন।

আছার (৯) : ৯৪৮৭ : ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি বলেন, ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় উযু করতে কণ্ঠনালীতে পানি ঢুকে গেছে তার কী হবে? তিনি বলেছেন, এটা যদি রোযার কথা মনে থাকা

www.asksumon.wordpress.com

সত্ত্বেও করে থাকে তাহলে কাযা করতে হবে, ভুল করলে কিছু করতে হবে না (ইব্ন আবু শায়বা, মুসান্নাফ : ২/৩২২)।

বাব : যমীন থেকে উৎপন্ন সকল কিছুতে যাকাত রয়েছে।

আছার : (১০) : ১০০৩০। ওয়াকী বলেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, "যমীনে উৎপন্ন সকল কিছুতে যাকাত আছে, এমনকি শাক্-সব্জিতেও"।

আছার : (১১) ১০৬১০। ওয়াকী' বলেছেন, আবু হানীফা বলতেন : একই ব্যক্তির উপর খারাজ (ভূমিকর) ও যাকাত আরোপিত হয় না (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৪১৯)।

বাব : গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো প্রসঙ্গে তাদের অভিমত

আছার (১২) : ১০৯৪৪। আবু মু'আবিয়া বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ থেকে ; তিনি বলেন, ইবরাহীম বলেছেন ; মৃত ব্যক্তির জন্য পানি গরম করা বাঞ্ছনীয় (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ : খ. ২, পৃ. ৪৫৩)।

আছার (১৩) ১০৯৮২ : হাফ্স বিন গিয়াস বর্ণনা করেন আশ'আস থেকে ; তিনি শা'বী থেকে। তিনি বলেছেন : পুরুষ তার স্ত্রীকে গোসল করাতে পারবে না। এটিই আবু হানীফা ও সুফিয়ান-এর সিদ্ধান্ত (ইবন আবু শায়বা, মুসান্নাফ : খ. ২, পৃ. ৪৫৬)।

বাব : কাফ্ফারা-এর অর্থে মুদাব্বার বাঁদী আযাদ করা।

আছার (১৪) ১২২৫৮ : ইব্ন নুমাইর বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি বলেন, ইবরাহীম বলেছেন, তবে মুদাব্বার বাঁদীর ক্ষেত্রে জায়েয হবে না (৩/৭৭)।

বাব : মুকাতাবা দাসীর ক্ষেত্রে জায়েয অথবা তার সন্তান।

আছার : (১৫) ১২২৬৯ : ইব্ন নুমাইর বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেছেন : (এই কাফ্ফারা-এর অর্থ ব্যবহার করা) জায়েয হবে না যিহার, দাসত্বমুক্ত করা অথবা দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধে এবং সন্তানের শর্তে আযাদীর চুক্তিবদ্ধ বাঁদীর ক্ষেত্রে (মুসান্নাফ : খ. ৩, পৃ. ৭৭)।

বাব : এক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে যিহার করা অবস্থায় রোযা রাখল, এরপর তার সাথে সঙ্গম করল।

আছার (১৬) ১২৩৩৯৬ : ইবনুল মুবারাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ এর মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পরদিন বা রাতের শেষভাগে তার সাথে সঙ্গম করল তার কী হবে? তিনি বলেছেন : يستقبل الصوم "সওমকে গ্রহণ করা হবে" (মুসান্নাফ : খ. ৩, পৃ. ৯০)।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : দু'জন লোক এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলে।

আছার (১৭) : ১২৪৬৫ : ইবন নুমাইর বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি বলেন, ইব্রাহীম বলেছেন : যদি একটি সম্প্রদায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে, এ অবস্থায় দিয়াতের দায় সবার উপর বর্তাবে (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, ৩/৯৯)।

বাব : মুহ্‌রিম ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় তার নখ কাটলে, জখমের ব্যান্ডেজ খুললে (بسط الجرح) কি হবে।

আছার (১৮) ১২৭৬১ : আবু বকর বর্ণনা করেন আব্বাদ বিন 'আওয়াম সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : যদি মুহ্‌রিম জখমের পট্টি খোলে, ফোঁড়া গালে, নখ ভেঙ্গে গেলে বা ভাঙ্গার উপক্রম হলে তা উপড়ে ফেলে, তাহলে তা জায়েয হবে কি না। তিনি বলেছেন, জায়েয হবে (মুসান্নাফ : ৩/১৩২)।

বাব : মুহ্‌রিম কী দিয়ে চিকিৎসা করবে, এ প্রসঙ্গে যা আলোচিত হয়েছে।

আছার (১৯) : ১২৯৩৫ : আবু বাকর বর্ণনা করেছেন আব্বাদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীমের অভিমত। তিনি বলেছেন : সুগন্ধিযুক্ত না হলে যে কোন ধরনের ঔষুধ দিয়ে মুহ্‌রিম চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, ৩ : ১৪৯)।

বাব : যে ব্যক্তি (তাওয়াফের সময়) হাজরে আসাওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করে (দৌড়ানোর ভঙ্গিতে জোরে হাঁটে) :

আছার (২০) ১৪৮৯৪ : আবু বাকর বর্ণনা করেন যে, ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেন : রমল তো হাজার থেকে হাজার (কালো পাথর) পর্যন্ত (৩/৩৫৬)।

বাব : ইয়াতীম মেয়েকে বাল্যকালে বিবাহ করলে, পরে এই বিবাহ বহাল বা নাকচ করে দেওয়ার তার অধিকার (বালিকা ইয়াতীমকে বিবাহ দেওয়ার পর তার এখতিয়ার)।

আছার (২১) : ১৬০০৪, 'আব্বাদ বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি বলেন : এক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ; বালেগ হওয়ার পর তার বিবাহ রদ করার এখতিয়ার থাকবে না¹ (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, খ. ৩, পৃ. ৪৬১)।

বাব : আল্লাহ্‌র বাণী : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ" নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র।"

আছার (২২) : ওয়াকী' বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি কাসীরুর রিমাহ থেকে, তিনি আবু যেরা' থেকে, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -এর অর্থ কি। তিনি বলেছেন : إن شئت عزل وإن شئت غير عزل

১. সঙ্গত কারণে তালাক গ্রহণ করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। তবে নাবালিকা যদি সাবালিকা হয়ে বিবাহটি ভেঙ্গে দিতে চায় সেই ক্ষেত্রে ওই নারীর অসঙ্গত ও একতরফা কোন অধিকার নেই। কারণ বিবাহ দ্বিপাক্ষিক সামাজিক ও ধর্মীয় চুক্তি। হাম্মাদ তার নিজস্ব অভিমতটি এখানে ব্যক্ত করেছেন মাত্র—অনুবাদক

www.asksumon.wordpress.com

"চাও তো 'আযল কর', না চাও তো আযল না করেই উপগত হও" (আযল অর্থ স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করা) (ইব্‌ন আবু শায়বা, মুসান্নাফ : খ. ৩, পৃ. ৫১৮)।

বাব : ব্যভিচারীর ওপর প্রতিবিধান (عُقْر) কীভাবে হবে এ সম্পর্কে তাঁদের (তাবেঈ) অভিমত।

আছার (২৩) : ওয়াকী' (র) বর্ণনা করেন আবু হানীফা (রা) থেকে : তিনি হাম্মাদের বরাতে ইবরাহীমের বক্তব্য বর্ণনা করেন :

لا يجتمع حد ولا صداق على زان .

"দণ্ড এবং মোহরানা একসাথে ব্যভিচারীর উপর বর্তাবে না" (মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বা : ৪/১৪)।

বাব : কোন ব্যক্তি একই বিবাহ বন্ধনে বাঁদী ও আযাদ মহিলাকে একত্র করলে কী হবে।

আছার (২৪) : হাফ্‌স বিন গিয়াস বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন :

إذا تزوج حرة وأمة فى عقدة فسد نكاحهما .

"যদি কোন ব্যক্তি একজন স্বাধীন মহিলা ও একজন বাঁদীকে একই সাথে একই বাক্যে বিবাহ করে তাহলে দু'জনের সাথেই বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে" (মুসান্নাফ, খ. ৪, পৃ. ৩১)।

বাব : মাতালের তালাক বৈধ বলেছেন কেউ কেউ।

আছার (২৫) : আবু বাকর বর্ণনা করেছেন আমর বিন মুহাম্মাদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি আল্-হাইসাম-আমের সূত্রে শুরাইহ্ থেকে। তিনি বলেছেন : طلاق السكران جائز "মাতালের তালাক বৈধ" (৪/৮৬)।

বাব : কেউ কেউ বলেছেন, লি'আন হচ্ছে এক তালাক।

আছার (২৬) : আবু বাকর বর্ণনা করেন, ইব্‌ন নুমাইর বলেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, লি'আন হচ্ছে বায়েন তালাক (অর্থাৎ নতুন করে দু'জনে ইজাব-কবুল করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না দু'জনের যে কোনো একজন দোষ স্বীকার করে দণ্ডভোগ করে) (৪/১১২)।

বাব : খোলা তালাক গ্রহণকারী স্ত্রী থেকে স্বামী তার দেওয়া বস্তুর চেয়ে বেশী গ্রহণ করা অপছন্দনীয় বলেছেন কেউ কেউ।

আছার (২৭) : আবু বাকর বর্ণনা করেন ওয়াকী' সূত্রে আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি 'আম্মার বিন 'ইমরান আল্-হামদানী-তাঁর পিতার সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন খুল'আ তালাক গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে : স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার চেয়ে স্বামী বেশী আদায় করা তিনি অপসন্দ করেছেন।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : যেখানে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়।

আছার (২৮) : আবু বাকর বলেছেন যথাক্রমে হাফ্স বিন গিয়াস-আশ্-শাইবানী-আবু হানীফা হতে, তারা হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : একজন ধাত্রীর সাক্ষ্যই বৈধ বলে বিবেচিত হবে। তাদের একজন বলেছেন, যদিও সে নারী একজন ইহুদী হয়।

বাব : বিড়ালের মূল্য।

আছার (২৯) : আবু বাকর বলেছেন ওয়াকী' সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেছেন; আমি 'আতা-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ; এতে কোন অসুবিধা নেই।

আছার (৩০) : আবু বাকর বলেছেন : ওয়াকী বলেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে : তিনি বলেছেন :

فی لسان الأخرس حكم وفی ذكر الخصی حكم ·

"বোবার জিহ্বার জন্য দণ্ড আছে, খাসি করা পুরুষের লিঙ্গের জন্যও দণ্ড আছে"। অর্থাৎ বোবার জিহ্বা অথবা অণ্ডকোষহীন ব্যক্তির লিঙ্গ কর্তন করলে সেজন্য দণ্ডযোগ্য হবে।

আছার (৩১) : ২৩২৮০ ; আবু বাক্র বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আদম বলেছেন : আমি হাসান বিন সালহ্কে বলতে শুনেছি : জিম্মির খরচ বর্তাবে তার উপর যার হেফাযতে সে আছে। কারণ সে তার জিম্মদারীতে রয়েছে। আবু হানীফার **অভিমত হচ্ছে** : এই ব্যয়ভার বর্তাবে যে ব্যক্তি এই জিম্মায় রেখেছে তার ওপর (ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, ৫/১৬)।

আছার (৩২) : ২৩৪০৪ : আবু বাকর হাদীসটি বর্ণনা করেন ওয়াকী থেকে, তিনি বলেন : আবু হানীফা বলেছেন :

إذا قال برئت من كل عيب برئ ·

"যদি বলে, এটি সকল ক্রটিমুক্ত, তাহলে তাকে ক্রটিহীন ধরে নিতে হবে" (সম্ভবত বিচারকের রায় বুঝাতে চেয়েছেন ; (মুসান্নাফ : ৫/২৯)।

আছার (৩৩) : ২৩৮৪৩ : আবু বাকর হাদীস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে হাফ্স বিন গিয়াস, আবু হানীফা ও হাম্মাদ সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর থেকে; তিনি বলেছেন : আমি কিসমিস নিঙড়ানো শরবত পান করি যতক্ষণ এটি জিহ্বাতে মিষ্টি লাগে (ইব্ন আবু শায়বা সঙ্কলিত মুসান্নাফ : ৫/৭৬)।

বাব : চুলের সাথে পরচুলা লাগানো।

আছার (৩৪) : আবু বাকর বলেছেন ওয়াকী' সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি আল্-হাইসাম থেকে, তিনি উম্ম সাওর হতে, তিনি বলেছেন যে, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন :

لا بأس بالوصال إذا كان صوفاً ·

"পরচুলা যদি পশমের হয় তাহলে অসুবিধা নেই" (মুসান্নাফ : ৫/২০২)।

www.asksumon.wordpress.com

আছার (৩৫) : ২৭০০৮ : আবু বকর হাদীস বর্ণনা করেন, ইবন নুমাইর বলেছেন আবু হানীফা হতে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইব্রাহীম থেকে, তিনি বলেছেন :

اصابع اليدين والرجلين سواء .

"দুই হাতের আঙ্গুল আর দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ (কিসাস-এর বেলায়) সমান" (মু. ৫/৩৬৯)

বাব : দিয়াতে (রক্তপণ) কড়াকড়ি আরোপ করা।

আছার (৩৬) : ২৮০৩০ : আবু বাকর হাদীসটি বর্ণনা করেন ইব্নুল মুবারক থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। দিয়াতের ক্ষেত্রে কেবল উটের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে বকনা (মাদী) উটের ক্ষেত্রে (৫/৪৬৭)।

বাব : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তো তোমাকে কুমারী পাইনি।

আছার (৩৭) : ২৮৩১৪ : আবু বাকর বর্ণনা করেছেন আবু মু'আবিয়া সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি আল-হাইসাম থেকে, তিনি একজন (সাহাবী/তাবেঈ) থেকে, যিনি তাকে বলেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : স্বামীর এ ধরনের মন্তব্য দোষের নয়; কারণ বাস্তবেও খোঁচা লেগে ঋতুস্রাবে বা উযু করতে অনেক সময় সতিচ্ছদ (পর্দা) ছিন্ন হয়ে যায় (মু : ৫ : ৪৯৪)।

বাব : কেউ বলেছেন, পশুর সাথে সঙ্গমের জন্য দণ্ড নেই।

আছার (৩৮) : ২৮৫০৭ : আবু বাকর বলেছেন, ঈসা বিন ইউনুস বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন : উমার (রা) বলেছেন :

ليس على من أتى بهيمة حد .

"পশু সাথে সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।" [ইব্ন আবু শায়বা : মুসান্নাফ, ৫/৫১৩] (তবে ভিন্ন শাস্তি হবে)।

বাব : কোন নারী মুরতাদ হয়ে গেলে তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত।

আছার (৩৯) : ২৮৯৯৪ : আবু বাকর বলেছেন, তাকে হাদীস শুনিয়েছেন আব্দুর রহীম বিন সুলাইমান ও ওয়াকী', আবু হানীফা থেকে; তিনি 'আসেম-আবু রযীন সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الاسلام فيجبرن عليه .

"নারীরা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাদেরকে বান্দী করে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে, প্রয়োজনে তাদের প্রতি জোরবরদস্তি করা হবে" (মুসান্নাফ : খ. ৫, পৃ. ৫৬৩)।

আছার (৪০) : ৩২৭৭৩ : আব্দুর রাহীম বিন সুলাইমান ও ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, "নারীরা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। বরং

www.asksumon.wordpress.com

তাদেরকে বন্দী করে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে, প্রয়োজনে তাদের প্রতি জোরবরদস্তি করা হবে" (মুসান্নাফ, খ. ৬/৪৪২)।

বাব : কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর আওয়ায।

আছার (৪১) : ২৯৯৪১ : আবু উসামা বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি উমর (রা) থেকে; তিনি বলেছেন :

حسنوا اصواتكم بالقرآن ·

"তোমরা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় তোমাদের কণ্ঠস্বর সৌন্দর্যমণ্ডিত করো" (মুসান্নাফ, খ. ৬, পৃ. ১১৮)।

আছার (৪২) : ৩১৫০১ : ওয়াকী' বলেছেন : যদি কারো দু'টি ভাই থাকে ; তাদের একজন নিজেকে ভাই বলে দাবি করল আর অপরজন তা অস্বীকার করল তখন ইব্ন আবু লাইলা (প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ) বলেছেন, এই বন্টনটি হবে ৬ দিয়ে। যে দাবি করেনি সে পাবে ৩ ভাগ, দাবিকারী ২ ভাগ এবং যাকে দাবি করেছে সে পাবে এক ভাগ। ওয়াকী' আরও বলেন, এক্ষেত্রে আবু হানীফা বলেছেন : ৪ ভাগ হবে; যে দাবি করেনি সে পাবে দুই অংশ, দাবিকারী ১ অংশ এবং যাকে দাবি করেছে সে ১ ভাগ পাবে (মু : ৬/২৮৯)।

বাব : ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বাণী

আছার (৪৩) : ৩৪৫৪৬ : আবু উসমান বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা (র) থেকে, তিনি হাদীসটি শুনেছেন 'আওন ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ থেকে, তিনি ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের নিকট তিনটি আমলনামা উপস্থাপন করা হবে। একটিতে থাকবে নেক আমলসমূহ, অপরটিতে নেয়ামতসমূহ : তৃতীয়টিতে থাকবে গুনাহ্সমূহ। তখন সে নেক আমলের ফিরিস্তি নিয়ে নেআমতের ফিরিস্তির কাছে যেয়ে নেআমতকে নেক আমলের ফিরিস্তি মিলিয়ে রাখবে। এরপর থাকবে পাপসমূহ। এর ফয়সালা হবে আল্লাহ্ ইচ্ছার উপর। তিনি চাইলে আযাব দেবেন, ইচ্ছে হলে মাফ করে দিতে পারেন (মুসন্নাফ : ৭/১০৫)।

আছার (৪৪) : ৩৬৩৫২ : বাকরাবী বর্ণনা করেছেন জারীরী থেকে; তিনি বলেন, একটি বিড়াল আবুল আ'লা-এর পানিতে মুখ দিয়ে পানি পান করল। তিনি এরপর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করলেন। আবু হানীফা (র) থেকে উল্লেখ আছে যে, তিনি বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানিতে উযু করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

বাব : উযু ও সালাত যা মোচন করে।

হা. ১ : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম সাদাল (সতর ঝুলে যাওয়া)-কে অপসন্দনীয় (মাকরূহ) মনে করেন।

www.asksumon.wordpress.com

তবে আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মার বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে যুহরী-আতা ইব্ন ইয়াযীদ আল্-লাইসী-হুমরান ইব্ন আবান থেকে; তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছিলাম। তিনি (শুরুতে) তাঁর দুই হাতে তিনবার পানি ঢেলে ধুইলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকের মধ্যে পানি দিয়ে ঝাড়লেন, এরপর তার মুখমণ্ডলকে তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তার ডান হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। এরপর একইভাবে বাম হাতও ধুইলেন, এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযু করতে দেখিছি ঠিক যেভাবে এখন আমি করলাম। এরপর তিনি বললেন :

من توضأ وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم .

"যে ব্যক্তি আমার মত করে এভাবে উযু করে দুই রাকাত সালাত করবে; যাতে মনে কোন অস্থিরতা সৃষ্টি হবে না, তাহলে তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে"[১] (ইব্ন আবি শায়বা, মুসন্নাফ, খ. ১, পৃ. ১৪৮)।

অনুচ্ছেদ : সতর পড়ে যাওয়া প্রসঙ্গ

হা. (২) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি আলী ইবনুল আকমার থেকে; তিনি বলেছেন, একবার মহানবী (সা) এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার কাপড় খুলে গেছে, এ অবস্থায় সে সালাত আদায় করেছে। তখন তিনি তার কাপড়টি তার উপর জড়িয়ে দিলেন।

হা. (৩) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি আল্-হাইসাম অথবা আবুল হাইসাম থেকে (এটি আবু বাক্র-এর সন্দেহ), তিনি বলেন, মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রী সাওদাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি মহানবীর পথের ধারে বসে থাকলেন। মহানবী ওপাশ দিয়ে যাবার সময় সাওদা (রা) তাঁর কাছে এই তালাক প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে বললেন যে, মহানবীর কাছে তাঁর পালার দিনটি তিনি মহানবীর অন্য যে কোন স্ত্রীকে, মহানবী যাকে চান, উপহার দিবেন। এই আশায় যে, কিয়ামতের দিন যেন মহানবীর স্ত্রী হিসেবে পুনর্জীবন পান। এতে মহানবী (সা) তাকে ফিরিয়ে নেন এবং স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার মাধ্যমে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন (খ. ৬, পৃ. ২৩৯, হা. ১০৬৫৭)।

বাব : এক তাইয়াম্মুম দিয়ে কত সালাত আদায় করা যাবে?

আছার (১) : জা'ফর ইব্ন 'আওন বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন :

المتيم على تيممه ما لم يحدث .

"যতক্ষণ পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার কারণ না ঘটবে তক্ষণ তাইয়াম্মুমকারীর তাইয়াম্মুম বহাল থাকবে" (খ. : ১)।

---

১. এ হাদীসটির সূত্র ও বিশ্লেষণ (তাখরীজ) ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রাগুক্ত তাখরীজ)।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : যে ব্যক্তি জুম'আর সালাত এক রাকাত পেল।

আছার (২) : বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন যথাক্রমে আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে। তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন : يصلى ركعتين "এ অবস্থায় দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে" (খ. ১)।

বাব : আইয়্যামে তাশরীক-এ যদি কোন ব্যক্তির কোন সালাতে এক বা একাধিক রাক'আত ছুটে যায় তাহলে কী করবে?

আছার (৩) : 'ঈসা ইব্‌ন ইউনুস বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদের বরাতে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেন : যদি আইয়্যামে তাশরীকে (১০ থেকে ১৩ যুলহিজ্জা) তোমার এক রাক'আত ছুটে যায়, তাহলে সে রাকাত কাদা বা সম্পূর্ণ করার আগে তাকবীর বলবে না (খ. ২, ২৪)।

বাব : মোজার উপর মসেহ্ করার পর তা খুলে ফেললে।

আছার (৪) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদের মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন : মোজা খুলেছে তো আবার উযু করতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তি উযু করাকালে মোজার উপর মসেহ্ করার পর যদি তা খুলে ফেলে তাহলে তার উযু ভেঙে যাবে, তাকে তার পা ধুয়ে নিতে হবে।

বাব : মোরগের ঝাপটা ও বৃষ্টি-কাদা

আছার (৫) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে মুজাহিদ থেকে; তিনি বলেন: তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বৃষ্টি ভেজা কাদা যদি কাপড়ে লাগে তাহলে কি নামায পড়া যাবে? তিনি বলেছিলেন, ওটাসহ নামায আদায় করবে, পরে শুকালে টোকা দিয়ে ফেলে দিবে।"

বাব : বিনা ইকামতে শহরে সালাত আদায়।

আছার (৬) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা হতে ; তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন মাসউদ (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তার বাড়ীতে নামায পড়েছেন বিনা ইকামতে। তিনি বলেছেন, শহরের ইকামতই যথেষ্ট।

বাব : সালাতে কেরাতের ধরন কি? কোন সূরার অংশবিশেষ পড়া যাবে কি?

আছার (৭) : বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন : আল্‌কামা শেষ দুই রাকাতে কখনও একটি হরফও পড়েননি।

বাব : এক রাকাতে কয়েকটি সূরা পাঠ করা।

আছার (৮) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন সাওরী এবং আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে কা'বার ভেতর এক রাকাতে (পূর্ণ) কুরআন পাঠ করতে শুনেছি এবং অপর রাকাতে তিনি পড়েছিলেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) সূরাটি।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : তাশরীক দিবসসমূহে যদি ভুল আর তাকবীর একত্র হয়ে যায়।

আছার (৯) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে : তিনি হাম্মাদ থেকে; ইবরাহীম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ার সময় সালাতের কিছু অংশ না পায় এক্ষেত্রে সে উঠে তার অবশিষ্ট নামায শেষ করবে এবং সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর তাক্‌বীর বলবে। ইব্‌ন সীরীনও অনুরূপ মত দিয়েছেন (খ. ২, পৃ. ৩২৩, হা. ৩৫৩৯)।

বাব : সালাতে কতটুকু দূরত্বের জন্য কসর করবে?

আছার (১০) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সালাতে কতটুকু দূরত্বের জন্য কসর (নামায সংক্ষেপ) করা হবে? তারা উভয়েই বলেছেন : فى سفرة ثلاث "তিন দিনের পথ অতিক্রমকালে" (খ. ২, পৃ. ৫২৬, হা. ৪৩০৪)।

বাব : মুসাফির হিসেবে রওয়ানা দিলে কখন থেকে কসর করা শুরু করবে?

আছার (১১) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেন, ইবরাহীম কসর করতে শুরু করতেন যখনই নিজের গৃহসমূহ পেছনে ফেলে অগ্রসর হতেন (খ. ২, পৃ. ৫৩১, হা. ৪৩২৬)।

বাব : মুসাফির যখন মুকীমের সালাতে প্রবেশ করে আর যে ব্যক্তি বাড়িতে থাকতে সালাতের কথা ভুলে গিয়েছিল, এরপর সফর অবস্থায় তার মনে পড়ল; তার করণীয়।

আছার (১২) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে : তিনি বলেছেন :

إذا دخلت مع قوم فصل بصلاتهم .

"আপনি যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে শামিল হন তাহলে তাদের সালাতে অংশগ্রহণ করে আপনার সালাত আদায় করবেন" (খ. ২, পৃ. ৫৪২, হা. ৪৩৮৩)।

বাব : সালাতের আগে খাওয়া।

আছার (১৩) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা হতে ; তিনি ইবরাহীম হতে; তিনি বলেছেন : সাহাবীগণ ঈদুল ফিতর-এর দিন ঈদগাহে যাবার আগে খাবার খেতে পছন্দ করতেন।

বাব : আপনি সিজদা শুনলেন যখন আপনি সালাত আদায় করছেন। কুরআন-এর কতটুকু পড়া হতে পারে।

আছার (১৪) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন সাওরী ও আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর থেকে। তিনি সাঈদ সম্পর্কে বলেন যে, তিনি কা'বার মধ্যে এক রাকাতে পুরো কুরআন পড়েছেন এবং দ্বিতীয় রাকাত পাঠ করেছেন

www.asksumon.wordpress.com

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) এই সূরা। সাওরী এও বলেছেন : আপনি যদি কুরআন শুনে অর্থ বুঝতে পারেন তাহলে এক রাতেও পুরো কুরআন পাঠ করতে পারেন।[১]

বাব : তরিতরকারী।

আছার (১৫) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি বলেন, ইবরাহীম বলেছেন :

فى كل شى، انبتت الارض العشر .

"ভূমি থেকে উৎপাদিত সব কিছুতেই এক-দশমাংশ যাকাত রয়েছে" (খ. ৪, পৃ. ১২১, হা. ৭১৯৫)।

বাব : যদি কেউ তার রোযা নষ্ট বা ভঙ্গ করে, আর কেউ যদি রমযান মাসে ইচ্ছে করে খায়, তার কি বিধান।

আছার (১৭) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন ইব্‌ন 'উআইনা থেকে, তিনি বাজীলাহ্ গোত্রের একজন শায়খ থেকে ; তিনি বলেছেন, আমি একবার শা'বীকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে রমযান মাসে দিনের বেলা রোযা ভঙ্গের কারণ ঘটিয়েছে। তিনি বললেন : এই ব্যক্তির ব্যাপারে মাগালিকরা কী বলে ? এরপর শা'বী নিজেই উত্তর দিলেন : ঐ রোযা ভঙ্গের কারণে সে আরেক দিন রোযা রাখবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে। এই একই কথাটি বলেছেন আবু হানীফা (র) হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম-এর নিকট থেকে (হা. ৮৩০৩)।

বাব : উট পাখির ডিম।

আছার (১৮) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি যথাক্রমে খুসাইফ-আবু 'উবাইদাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে। তিনি উটপাখির ডিম পেলে তা বিক্রি করে মূল্যগ্রহণকে হারাম বলেছেন।

বাব : যদি শিকারের কিছু অংশ কেটে যায়।

আছার (১৯) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন যে, সাওরী বলেছেন, যদি শিকার করতে গিয়ে শিকারের দু'টি রান কেটে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে ও দু'টি রান খাবে না। যে অংশে মাথা আছে সে অংশ থেকে খাবে। যদি রান দু'টির সাথে শরীরের আরও অংশ থাকে আর তা গোটা শরীরের অর্ধেকের চেয়েও কম হয়, তাহলে তা থেকে খাবে না, বরং মাথার সাথের অংশ থেকে খাবে। তবে যদি দেহের উভয় অংশ সমান হয়, তাহলে পুরোটাই খাবে। (আর যদি সমান না হয় তাহলে) মাথার দিকে যতটুকুই বেশী হবে তা খাও। (وكل ما زاد من قبل الرأس)। এটাই আবু হানীফার অভিমত (খ. ৪, পৃ. ৬৪৩, হা. ৮৪৭১)।

---

১. এ যুগের কিছু যুবক সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সাওরীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তড়িঘড়ি বলে ফেলে যে, এটা সুন্নাতের খেলাফ। এতে তারা তাবেঈগণ সুন্নাহ্ বুঝেননি এই অপবাদ দিতে চায়। অথচ তারা নিজেদেরকে অভিযুক্ত করছে না।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : শিকারী পশু-পাখি যদি শিকার থেকে খায়।

আছার (২০) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

إذا اكل الكلب المعلم فلا تأكل وأما الصقر والبازى فإنه إذا أكل كل ·

"যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর শিকার ধরে তা থেকে খেয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা খেয়ো না। তবে ঈগল বা বায পাখী যদি শিকার থেকে কিছু খায় তাহলেও তা খাওয়া যেতে পারে" (খ. ৪, পৃ. ৪৭৩, হা. ৮৫১৪)।

বাব : কোন ব্যক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থায় বিবাহ করা।

আছার (২১) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার দাসীকে মুক্ত করে দিয়ে এরপর তাকে বিবাহ করল এবং মোহরানা দিল, এরপর সে মৃত্যুবরণ করল। এ অবস্থায় তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে বাদীকে মুক্ত করা জায়েয (تجوز عتقها فى الثلث) এবং তার মাহর প্রদান করা হবে তার মূল সম্পত্তি থেকে (খ. ৬, পৃ. ২৪১, হা. ১০৬৬৭)।

বাব : তোমাদের স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর ঘরের কন্যাগণ (وربائبكم)।

আছার (২২) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন, যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে কামনার বশবর্তী হয়ে চুম্বন করে অথবা তাকে স্পর্শ করে অথবা তার গোপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে নারী ওই পুরুষের পিতা বা সন্তানের জন্য হালাল নয় (খ. ৬, পৃ. ২৭৮, হা. ১০৮৩২)।

বাব : তালাকের প্রকারভেদ : তা হচ্ছে ইদ্দাতের তালাক ও সুন্নাত তালাক।

আছার (২৪) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে যেন মাসিকের পর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়। এ সময় মিলন না করে এক তালাক দিবে। এরপর তাকে ইদ্দাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় রেখে দেবে। যদি এভাবে কাজ করে তাহলে সে যেন সেভাবেই তালাক দিল যেভাবে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। সে যেন বিবাহের প্রস্তাবকারীদের মধ্যকার একজন (وكان خاطبا من الخطبات)। আর যদি সে তিন তালাক দিতে চায় তাহলে প্রতি মাসিকের পর পবিত্র হলে মিলন ছাড়াই একটি করে তালাক দেবে। যদি ওই মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্রতি চাঁদে একটি তালাক দেবে" (খ. ৬, পৃ. ৩০১, হা. ১০৯২১)।

আছার (২৫) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন মা'মার থেকে; তিনি কাতাদা থেকে; তিনি ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু কিলাবা থেকে, যুহরীও বলেছেন : কোন স্ত্রীকে যদি তার স্বামী প্রত্যেক পাক সময়ে একটি করে তালাক দেয় তার বিধান কি? এর জবাবে তারা বলেছেন,

www.asksumon.wordpress.com

তৃতীয় তালাকের পরে এক মাসিক পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করবে (খ. ৬, পৃ. ৩০৫, হা. ১০৯৩৮)।

'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন (খ. ৬, পৃ. ৩০৫, হা. ১০৯৩৯)।

বাব : কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এরপর তার ইদ্দাতের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেয়, এরপর আবার তালাক দেয় তাহলে তার ইদ্দাত কোন দিন থেকে শুরু হবে।

আছার (২৬) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, যদি সে তাকে ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে সামনে থেকে ইদ্দাত পালন করবে। চাই তার সাথে মিলন (সঙ্গম) করুক আর না-ই করুক (খ. ৬, পৃ. ৩০৬, হা. ১০৯৪৬)।

বাব : কোন নারী যদি ধারণা করে যে, তার হায়েয চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে তার ইদ্দাত কীভাবে হবে।

আছার (২৭) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল এক বা দুই তালাক, এরপর তার এক বা দুইবার মাসিক হলো, এরপর তার মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়ে গেল, সে এক্ষেত্রে নতুন করে তিনমাস গুনবে। তবে যদি এরপর আবার ঋতুস্রাব হয়, তাহলে এই মাসিক হিসেবে ইদ্দাত পালন করবে, ইতিমধ্যে মাসের হিসেব মিশ্রিত হয়ে যাবে এবং এই মাসগুলোকে ইদ্দাতের মধ্যে গণ্য করবে, যদি সে তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার সংরক্ষণ করে।

তিনি আরও বলেন, যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে তার ইদ্দাত হবে ৩ মাস। যদি এভাবে এক বা একাধিক মাস ইদ্দাত পালন করার পর ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে মাসিক ঋতুর হিসেবে নতুন করে ইদ্দাত পালন করবে। এরপর যদি আবার ঋতু বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আবার মাস হিসেব করবে, এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে একবার ঋতু একবার মাস হিসেব করে ইদ্দাত পালন করেছিল তা আদৌ গণ্য করা হবে না (খ. ৬, পৃ. ৩৪০, হা. ১১০৯৯)।

বাব : তার পূর্ববর্তী ঋতু ও পবিত্র সময় গণ্য করা প্রসঙ্গে।

আছার (২৮) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এক বা দুই তালাক, এরপর তার মাসিক ঋতু স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় তালাক যদি কার্যকর হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে আর কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব নাই (৬/৩৪২, হা. ১১১০৬)।

বাব : বাত্তা তালাক ও মুক্তকারী তালাক।

আছার (২৯) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, যে কথা তালাকের মত বুঝায় সে কথা বলার পেছনে নিয়াত

www.asksumon.wordpress.com

যদি তালাক হয়ে থাকে তাহলে তা তালাকই হবে। যদি এক তালাকের নিয়াত করে থাকে তাহলে এক তালাকই হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়াত করে থাকে তাহলে তিনই হবে। যদি এর দ্বারা তালাক বা অন্য কিছুই নিয়াত না করে থাকে তাহলে এ দ্বারা কিছুই আরোপিত হবে না (৬/৩৬২, হা. ১১১৯৪)।

বাব : তালাক ইন্‌শাআল্লাহ্ তা'আলা।

আছার (৩০) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি এই শপথ করে যে, যদি সে এই এই কাজ না করে তাহলে তার স্ত্রী তালাক ইন্‌শা আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান)। এরপর সে শপথ ভঙ্গ করল। এতে তার স্ত্রী তালাক হবে না। কারণ সে ব্যতিক্রমও উল্লেখ করেছে : যদি আল্লাহ্ চান। আবু হানীফা এ মতকেই গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিতেন। অন্যান্য লোকেরাও এই মত পোষণ করতেন। এ মতটিই আব্দুর রায্যাক গ্রহণ করেছেন (খ. ৬, পৃ. ৩৮৯, হা. ১১৩২৭)।

বাব : কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার শপথ (ঈলা) করে এবং সে আসলেও সঙ্গম করল না, তার বিধান।

আছার (৩১) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন যথাক্রমে ইবরাহীম ইব্‌ন উমার-আবুল জাহম থেকে। তিনি (আ. জা.) বলেন, আল্-হাসান ও মাকহূল (র) ঈলার ক্ষেত্রে পুনরায় সঙ্গমের পূর্বে মোহরানা পরিশোধ করতেন। আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন, আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন (খ. ৬, পৃ. ৪৬১, হা. ১৬৭৩)।

বাব : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দাতে থাকাকালীন যদি তার স্বামী অথবা সে নিজে মারা যায়।

আছার (৩৩) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেন : যদি স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী মারা যায় তাহলে তার ইদ্দাত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। তিনি উল্লেখ করেন, সুবাই'আহ্ তার স্বামীর মৃত্যুর ২০ কি ১৭ দিন পর সন্তান প্রসব করেন। এ সময় (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) মহানবী (সা) তাকে বিবাহের অনুমতি দেন (খ. ৬, পৃ. ৪৭৬, হা. ১১৭৩১)।

বাব : তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ।

আছার (৩৩) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে নির্জনে একত্র হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দেয় এবং ইতিপূর্বে তার মাহ্‌র নির্ধারণ করে থাকে, তাহলে সে স্ত্রী পাবে অর্ধেক মাহ্‌র, এছাড়া কোন খোরপোষ পাবে না (হা. ১২২২৯)।

আছার (৩৪) : 'আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেন : কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিলে এবং এ সময়ের মধ্যে তার সাথে নির্জনবাস না করে থাকলে—যদি মাহ্‌র নির্ধারণ করা থাকে তাহলে অর্ধেক মাহ্‌র দিতে হবে, অন্য সুবিধাদি পাবে না। আর যদি মাহ্‌র নির্ধারণের পূর্বেই তালাক দিয়ে থাকে তাহলে

www.asksumon.wordpress.com

কোন মাহ্র পাবে না, কেবল অন্যান্য সুবিধাদি অর্থাৎ মাতা' (উপহার সামগ্রী) পাবে (হা. ১২২৩০)।

বাব : যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যিম্মী বা দাসী হয়, সে কি খোরপোষ ইত্যাদি সুবিধা পাবে? এ ছাড়াও নিজেকে হেবাকারিনী প্রসঙ্গে।

আছার (৩৫) : আব্দুর রাযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : যদি কোন মহিলা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখে কোন পুরুষকে নিজেকে হেবা করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে, তাকে দিতে হবে অন্যান্য স্ত্রীর মাহরের অর্ধেক। যদি সঙ্গমের আগে তাকে তালাক দেয় এবং মাহ্র নির্ধারণ না করে তাহলে তাকে ইদ্দাতকালীন থাকা-খাওয়ার সুবিধা দিতে হবে (৭/৭৭, ১২২৭৫)।

আছার (৩৬) : "আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেছেন : সে তো পরীক্ষার সম্মুখীন এক নারী, তার ধৈর্যধারণ করতে হচ্ছে যতক্ষণ না মৃত্যু অথবা তালাক আসে (খ. ৭, পৃ. ৯১, হা. ১২৩৩৪)।

আছার (৩৭) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন কায়স গোত্রের একজন পুরুষ থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে ; তিনি বলেছেন, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, এরপর তাকে অভিশাপযুক্ত শপথ করতে বলার আগে স্বামীর মনই নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলে তাকে (স্বামীকে) ৮০ বেত্রাঘাত করতে হবে। সন্তান তারই বলে সাব্যস্ত হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন অটুক থাকবে। তবে যদি তাকে চাবুক মারার পর সে ওই অপবাদ দেয়, যা তার মন মিথ্যা বলে (يكذب نفسه) তাহলে উভয়ের মধ্যে লিআন (لعان) হবে না (লি'আন অর্থ পরস্পর একথা বলা যে, আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহ্র লা'নত বা অভিশাপ নিপতিত হোক)। তবে তাকে প্রতিবারই এই মিথ্যা অপবাদের জন্য চাবুক মারা হবে। কারণ তা হচ্ছে এমন এক সাক্ষ্য যা গ্রহণযোগ্য নয় (খ. ৭, পৃ. ১১১, হা. ১২৪২৭)।

আছার (৩৮) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা হতে, তিনি বলেছেন : الملاعنة تطليقة بائنة। 'মুলা'আনাহ্ হচ্ছে এক বাইন তালাক' (খ. ৭, পৃ. ১১৩, হা. ১২৪৪১)।

আছার (৩৯) : 'আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেন, 'আলকামা বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, "যদি আদমের পৃষ্ঠদেশে আল্লাহ্ কোন মানুষের অঙ্গীকার গ্রহণ করে থাকেন, তার শুক্র যদি সাদা পাহাড়েও পতিত হয় তাহলে আল্লাহ্ ওই সাদা পাহাড়ের মধ্য থেকেও তাকে বের করে আনবেন। কাজেই ইচ্ছে হয় তো 'আযল কর আর না চাইলে না করো' (৭/১৪৪, হা. ১২৫৬৮)।[1]

১. এ হাদীসে 'আযলকে নিষিদ্ধ না করে বরং মানুষের ভুল ভাঙানো হয়েছে। যারা পৃথিবীতে আসার তারা আসবেই এটা আল্লাহ্ জানেন। তবে মানুষ অন্যান্য কাজের মত বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে যদি 'আযল করতে চায় তাহলে বাধা নেই (অনুবাদক)।

www.asksumon.wordpress.com

আছার (৪০) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন :

البكر يزنى بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة ٠

"যদি কোন কুমার কোন কুমারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে একশ করে চাবুক মারতে হবে এবং তাদের উভয়কে এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে"।

ইবরাহীম বলেছেন : তাদের দু'জনকে একই এলাকায় নির্বাসন দেওয়া যাবে না, প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে (قـريـة) পাঠাতে হবে। আলী (রা) বলেছেন : তাদের দু'জনকে নির্বাসন দেওয়াই যথেষ্ট (খ. ৭, পৃ. ৩১২, হা. ১৩৩১৩)।

আছার (৪১) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেন, যিনাকার দু'জনের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নির্বাসন দিতে হবে (খ. ৭, পৃ. ৩১৪, হা. ১৩৩১৯)।

আছার (৪২) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন : আব্দুল্লাহ্ (রা) অভিমত দিয়েছেন যে, البكر يـزنى بالبكر يجلدان مائة وينفيان "কুমারী যদি কোন কুমারের সাথে যেনা করে তাহলে উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে এবং তাদেরকে নির্বাসিত করতে হবে"। আর আলী (রা) বলেছেন : حسبهما من الفتنة أن ينفيان "তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করার জন্য নির্বাসনই যথেষ্ট" (খ. ৭, পৃ. ৩১৫, হা. ১৩৩২৭)।

আছার (৪৩) : আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : যে বাঁদী দুই পুরুষের অধীন ছিল, এরপর কোন একজনের অধীনে তার সন্তান হলো। তার পুরুষদ্বয়ের ওপর দণ্ড আরোপিত হবে না, তার অজ্ঞতার কারণে। তার দাসীর অংশ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সন্তানের অর্ধেক মূল্য দিতে হবে।

তিনি বলেন, যদি দুই ভাইয়ের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে এবং বাঁদীর ওপর তাদের একজন উপগত হয় এবং এতে তার সন্তান আসে, এতে ওই লোকটির ওপর দণ্ড রহিত হয়ে যাবে। তবে তার ভাইয়ের যে অংশ বাঁদীর ওপর আছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাঁদীর সন্তানের জন্য ওই পুরুষকে কোন মূল্য আদায় করতে হবে না। কারণ সে যখনই তার সে সন্তানের মালিক হবে, তখনই সে পুত্র আযাদ হয়ে যাবে (খ. ৭, পৃ. ৩৫৭, হা. ১৩৪৬২)।

বাব : কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর (লাকীত) অভিভাবকত্ব।

আছার (৪৪) : 'আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তারা (বিজ্ঞ সাহাবী/তাবেঈগণ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যভিচারের ফসল অজ্ঞাত সন্তানকে কুড়িয়ে নেয়, এরপর তার ব্যয়ভার বহন করে এবং এটা তার ওপর ওই লোকটির ঋণ হিসেবে ধার্য করে, এক্ষেত্রে কেউ সাক্ষী হতে হবে। যদি সে তা আল্লাহর ওয়াস্তে

www.asksumon.wordpress.com

করে থাকে তাহলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আবু হানীফা বলেছেন, আমি বলি, কোন দায়ভার নাই, যদি না সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান তার ওপর এটি আরোপিত করেন (খ. ৭, পৃ. ৪৫১, হা. ১৩৮৪৪)।

আছার (৪৫) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি মা'মারকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, কোন ব্যক্তি যদি একটি সাওয়ারী ভাড়া করে দৈনিক ভিত্তিতে। তিনি বলেছিলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। সে লোকটি আমাকে বলেছিল, মক্কায় যদি তেমন লোক পান তাদেরকে এই প্রশ্নটি করবেন। এরপর আমি হজ্জ করতে গেলে কেবল হাম্মাদ ইব্ন আবু হানীফাকে পেলাম এবং তাকেই জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতা এটাকে বৈধ মনে করতেন। তিনি এ সকল উদ্ভূত জটিল প্রশ্নের উত্তর কিয়াসের নিগড়ে দিতেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কেন এটাকে জায়েয মনে করতেন? উত্তরে তিনি বলেন : কারণ এটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ কারবার। তিনি আরও বলেন : বিচারের এজলাসে যদি কিয়াসকে রাখা না হয় তাহলে বিচারক কোন কিছু সম্যকভাবে বুঝতে পারবে না (খ. ৮, পৃ. ২১৪, হা. ১৪৯৩৯)।

আছার (৪৬) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন, নু'মান বিন আবু হানীফা ও মা'মার বর্ণনা করেছেন তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে; তিনি বলেছেন ; কোন ব্যক্তি যদি কোর্টের আদেশ না মানে তাহলে তাকে বন্দী করতে হবে (খ. ৮, পৃ. ৩০৬, হা. ১৫৩১৪)।

আছার (৪৬) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে (পূর্বোক্ত আছার হুবহু; খ. ৯, পৃ. ১৫, হা. ১৫৩১৪)।

বাব : গর্ভবতীর অসিয়াত, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের নিকট অসিয়াতের অনুমতি চাওয়া।

আছার (৪৭) : আব্দুর রাযযাক বলেছেন, আমি হাম্মাদ বিন আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পিতা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত দিতেন যে তার কোন উত্তরাধিকারীকে অসিয়াত করার লক্ষ্যে বলে, যদি অন্যান্য উত্তরাধিকারী অনুমতি দেয় তাহলে এটা অমুকের জন্য, অন্যথায় তা অমুকের জন্য অথবা নিঃস্ব গরীবদের জন্য। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি এটাকে জায়েয মনে করতেন। তিনি বলেন, একজন ফকীহ্ এটা বলেছিলেন, এরপর এ বিষয়ে মা'মার-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, এটা জায়েয আছে, যেমনটি তিনি বলেছিলেন (খ. ৯, পৃ. ৮৭, হা. ১৫৩১৪)।

বাব : যে শিশুর সামনের দাঁত এখনো পড়েনি তার দাঁত প্রসঙ্গে।

আছার (৪৮) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেন, এই বয়সের দাঁতের ওপরও নির্দেশ আছে। যায়দ বিন সাবিত (রা) বলেছেন, এতে দশ দিনার জরিমানা দিতে হবে (৯/৩৫২)।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : লিঙ্গ বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়।

আছার (৪৯) : 'আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, খাসী করা পুরুষের লিঙ্গের বিষয়েও (ক্ষতিসাধনে) নির্দেশ বা দণ্ড আছে (খ. ৯, পৃ. ৩৭৩)।

আছার (৫০) : আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যে চক্ষুর আলো নিভে গেছে, যে দন্ত কালো বর্ণ ধারণ করেছে, যে হাত অবশ হয়ে গেছে, খাসি বা অণ্ডকোষহীন লোকের পুরুষাঙ্গ, বোবার জিহ্বা-এর ক্ষতিসাধনের দণ্ড বর্তাবে (খ. ৯, পৃ. ৩৮৭)।

বাব : হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

আছার (৫১) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, হত্যাকারী যদি ভুল বশতও কাউকে হত্যা করে থাকে, সে মৃত ব্যক্তির রক্তপণ (দিয়াত) বা সম্পদ থেকে কিছুই উত্তরাধিকারী হিসেবে পাবে না (খ. ৪০৫)।

আছার (৫২) : আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন :

لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف .

"কোন রক্তপণ আদায়কারী নিকটাত্মীয় দিয়াত আদায় করবে না যা গোশত উঠে যাবার মত জখম না হয়। ইচ্ছা করে হত্যা করলে তার দিয়াত নেই, সন্ধি নেই এবং স্বীকারোক্তিও নেই অর্থাৎ এতে কাজ হবে না (খ. ৯, পৃ. ৪১০)।

বাব : যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করে।

আছার (৫৩) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি যদি কোন বালককে তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঘোড়া বা উটের জকি বানালো, এতে সে মারা গেল। এ অবস্থায় ওই লোকটি কি করবে? তিনি উত্তর দিলেন, সে ক্ষতিপূরণ দেবে। আব্দুর রাযযাক বলেছেন, সাওরী বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন বালককে কাউকে হত্যার নির্দেশ দেয় এক্ষেত্রে নিহতের রক্তপণ ওই বালকের সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে এবং যে এই হত্যার নির্দেশ দিয়েছে তারও সমপরিমাণ জরিমানা করা হবে (খ. ৯, পৃ. ৪২৭)।

বাব : কেউ যদি কোন দাস বা স্বাধীন ব্যক্তির সাহায্য নেয়।

আছার (৫৪) : আব্দুর রাযযাক বলেছেন : আবু হানীফা বলেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গোলাম থেকে তার পরিবার বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন সাহায্য গ্রহণ করল, তাকে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিনি বলেছেন, বালক-বালিকাও সেই পর্যায়ে গণ্য হবে।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : নারী যদি কোন পুরুষ কর্তৃক নিহত হয় : নারী-পুরুষের মধ্যে যদি হত্যাকাণ্ড ঘটে।

আছার (৫৫) : 'আব্দুর রাযযাক বলেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, নারী ও পুরুষের মধ্যে কেসাস কেবল প্রাণনাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। স্বাধীন ও গোলামের মধ্যে কেসাস কেবল প্রাণনাশের ক্ষেত্রেই আছে (খ. ৯, পৃ. ৪৫১)।

বাব : স্বাধীন ও গোলাম ব্যক্তির মধ্যে কোন শিরশ্ছেদ হবে না।

আছার (৫৬) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন :

ليس بين الحرار والعبيد قصاص إلا فى النفس .

"স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসদের মধ্যে কেসাস নেই কেবল প্রাণনাশের ক্ষেত্র ছাড়া" (খ. ৪৭৩)।

বাব : স্বাধীন ব্যক্তি গোলামকে হত্যা করলে এবং গোলাম স্বাধীন লোককে হত্যা করলে।

আছার (৫৭) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে : যদি একজন আযাদ ব্যক্তি ও একজন গোলাম মিলে এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে উভয়কেই কিসাস-এর ভিত্তিতে হত্যা করা হবে। সুফিয়ান বলেছেন, যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে উভয়কে হত্যা করা হবে। আর যদি ভুলে করে থাকে তাহলে اخذ العبد برمته "গোলামটি পুরোপুরি পাকড়াও করতে হবে"। আর আযাদ ব্যক্তির উপর অর্ধ-রক্তপণ বর্তাবে। তবে যদি রক্তপণের দাবিদারগণ গোলামকে ক্ষতিপূরণ (فدية) বা দায়মুক্ত করার জন্য অর্থ পরিশোধের প্রস্তাব দেয়, তবে সেটাই গৃহীত হবে।

আছার (৫৮) : 'আব্দুর রাযযাক বলেন, আমি আবু হানীফাকে প্রশ্ন করতে শুনেছি, একটি গোলাম যদি মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করে তবে তার কি বিধান? তিনি বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ বলেছেন যে, ইবরাহীম বলেছেন, এক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে, তারা চাইলে তাকে হত্যা করতে পারে, চাইলে মাফও করে দিতে পারে। যদি তারা তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটি বস্তুত তাদের বাপ-দাদাদের দিকে লক্ষ রেখেই। এ ক্ষেত্রে নিহতের পরিবারের এ অধিকার নেই যে, ক্ষমার ওই সুযোগকে হরণ করে।

আছার (৫৯) : 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে : তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেন, যদি সে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে থাকে, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।

বাব : গোলামের জখম প্রসঙ্গে।

আছার (৬০) : আব্দুর রাযযাক বলেছেন, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে জেনেছেন, দাস-দাসীর জখম যদি প্রাণ সংহার করে তাহলে তা আযাদ ব্যক্তির রক্তপণের সমপর্যায়ে ধরে, তার হাতের জন্য তার স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক মূল্য, তার পায়ের জন্য অর্ধেক মূল্য, তার শরীরের কোন স্থানের গোশত ফেটে গিয়ে হাড় দেখা

www.asksumon.wordpress.com

গেলে এবং দাঁতের জন্য তার দশমাংশ মূল্য এবং আঙ্গুলের জন্য দশমাংশ মূল্য। যদি শরীরের এমন কোন অংশ জখম হয় যার কোন সমতুল্য অঙ্গ নেই, যেমন যদি নাক ভেঙ্গে যায় অথবা লিঙ্গ কেটে ফেলে অথবা জিহ্বা কেটে যায়, তার মূল্য পুরোই দিতে হবে। যে ব্যক্তি তার এসব স্থানে জখম করেছে তার ওইসব স্থান তেমনি করে দিতে হবে।

আছার (৬১) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি আল-হাকাম বিন 'উতাইবাহ্ থেকে। তিনি বলেছেন যে, আলী (রা) বলেছেন, ইহুদী-খৃস্টান ও প্রত্যেক জিম্মীর রক্তপণ মুসলিমের অনুরূপ। আবু হানীফা বলেন, এটাই আমারও অভিমত (খ. ১০, পৃ. ৯৭)।

বাব : তীরবিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে (ধারালো অস্ত্র)।

আছার (৬২) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন ইব্ন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেছেন, যদি তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, তাতে ২/৩ রক্তপণ আদায় করতে হবে। إذا نفذت (الجائفة) ففيها الثلثان (খ. ১০, পৃ. ৯৭)।

আছার (৬৩) : "আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : يقتل به إذا كان عمدا "ইচ্ছাকৃত হত্যা হলে (তীর নিক্ষেপকারী বা বল্লম দিয়ে) আঘাতকারীকে হত্যা করা হবে" (খ. ৯, পৃ. ৪৯০)।

আছার (৬৪) : 'আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে; তিনি ইবরাহীম থেকে, অন্য সূত্রে আব্দুর রাযযাক যথাক্রমে মা'মার-আমর বিন মাইমূন বিন মুহরান সূত্রে, তিনি বলেন, আমি উমার ইব্ন 'আব্দুল আযীয (র)-এর লেখা পত্র দেখেছি। এটি লিখেছিলেন জাযীরা বা হিরা-এর আমীরের কাছে। এতে আছে : একজন মুসলিম একজন জিম্মিকে হত্যা করেছিল, তাকে নিহতের অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করবে, সে চাইলে তাকে কতল করবে, চাইলে মাফ করে দেবে। তখন তার কাছে সোপর্দ করলে সে তার গর্দান কেটে ফেলে, আমি তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম (১০/১০১)।

বাব : তালাকে ইনশা আল্লাহ্ বলা প্রসঙ্গে।

আছার (৬৫) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে, যদি সে অমুক অমুক কাজ না করে তাহলে তার স্ত্রী তালাক ইনশা আল্লাহ্। এরপর সে শপথ ভঙ্গ করে, তবে তার স্ত্রী তালাক হবে না—যদি ইনশা আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) বলে থাকে। এই অভিমতই আবু হানীফা গ্রহণ করেছেন। লোকেরাও এই আমলই করতেন। আব্দুর রায্যাকও একই ফতোয়া দিতেন (৬/৩৮৯, হা. ১১৩২৭)।

আছার (৬৬) : আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে ; তিনি হাম্মাদ থেকে; তিনি ইবরাহীম থেকে; তিনি বলেছেন : ওই কথা যে বলেছে তার নিয়াত অনুসারেই তা কার্যকর হবে। আবু হানীফা বলেছেন : আমরা এই অভিমত পোষণ করি না, বরং এক্ষেত্রে

www.asksumon.wordpress.com

স্বামীর কিছুই করণীয় নাই। সুলতান বা বিচারকই এ ব্যাপারে রায় দেবেন (খ. ৭, পৃ. ৯৪, হা. ১২৩৫০)।

আছার (৬৭) : আব্দুর রাযযাক বলেছেন : আবু হানীফা আমাদেরকে জানিয়েছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, দু'জন পুরুষ যদি একজন মহিলার সাথে মিলন করে একই মাসিক-উত্তর সময়ে। এরপর তার সন্তান হয়। তাহলে এর কি বিধান? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রথমজন যদি দাবি করে, তবে তার সাথেই ওই সন্তানকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। যদি দ্বিতীয়জন দাবি করে তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। যদি দু'জনই দ্বিধাগ্রস্ত হয় তাহলে সে উভয়েরই সন্তান, উভয় থেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে এবং তারাও উভয়ে উত্তরাধিকারী হবে (খ. ৭, পৃ. ৩৬০, হা. ১৩৪৭৪)।

আছার (৬৮) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আমাদের একজন সাথী বলেছেন, ইব্‌ন আবু লায়লাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এক ব্যক্তি বলেছিল : তুমি এর কাছে যা-ই বিক্রি করো আমি তার জিম্মাদার। যদি কোন ক্ষতি হয় আমি এর ক্ষতিপূরণ দেব। তিনি এর উত্তরে বললেন, সময় নির্ধারণ না করে থাকলে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না। তিনি বলেন, আবু হানীফা বলেছেন : তার ওপর ওই দায়িত্ব বর্তাবে। তিনি বলেন, ইয়াকুবও তাই বলেছেন (খ. ৮, পৃ. ১৭৪, হা. ১৪৭৭০)।

বাব : মুকাতাব বাঁদী যদি দেউলিয়া হয়ে যায়।

আছার (৬৯) : আব্দুর রাযযাক বলেন আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি বলেছেন : ইব্‌ন আবু লায়লা-সুফিয়ান আস্-সাওরী-আল্-হাসান বিন সালেহ বলতেন : মুকাতাব দাস-দাসী (যারা নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করেছে) ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তার অন্যান্য ঋণের মত তার মুক্তির লিখিত চুক্তির অর্থও যোগ হবে। আবু হানীফা ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, তার মালিকের কোন ঋণ তার ওপর থাকবে না, বরং যা সে তার মালিককে ইতিমধ্যে দিয়েছে তা তার পাওনাদারদের দিয়ে দিতে হবে" (খ. ৮, পৃ. ৪১৪)।

বাব : শর্তসাপেক্ষে আযাদ করা প্রসঙ্গে।

'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, আমি আবু হানীফাকে এই প্রশ্ন করতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি এই কথা বলে থাকে যে, সে সর্বপ্রথম যে দাসের মালিক হবে সে আযাদ। এরপর সে একসাথে দু'জনের মালিক হলো, এখন কী হবে? তিনি বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম বলেছেন : সে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আযাদ করে দেবে। আবু হানীফা বলেন, আমি বলি যে, তাদের কেউই আযাদ হবে না, কারণ তাদের দু'জনের কাউকেই প্রথম হিসেবে শনাক্ত করা যাচ্ছে না (খ. ৯, পৃ. ১৭১)।

আব্দুর রায্‌যাক বলেছেন, আবু হানীফা যথাক্রমে হাম্মাদ, ইবরাহীম থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দাসকে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া খাটায় সে এজন্য জরিমানা দেবে। তিনি বলেন, বালকের বেলাও তা-ই (খ. ৯, পৃ. ৪২৯)।

www.asksumon.wordpress.com

আছার (৭১) : আব্দুর রাযযাক বলেন, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি[1] হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে : আলকামা বিন কায়সকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কোন নারীর সাথে যেনা করেছে, এখন তাকে বিবাহ করা কি ঠিক হবে? তিনি উত্তরে এ আয়াত তেলাওয়াত করেন : وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ "তিনি তো তাঁর বান্দাদের থেকে তওবা গ্রহণ করেন" (খ. ৭, পৃ. ২০৫)।

বাব : মুকাতাব-এর ওপর শর্তারোপ প্রসঙ্গে।

আছার (৭২) : আব্দুর রাযযাক বলেছেন, আমি আবু হানীফাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি তার দাসকে বলেছে : তুমি যদি আমাকে এক শত দিনার প্রদান কর তাহলে তুমি আযাদ। এ কথার ওপর যদি ওই কৃতদাসটি ওই পরিমাণ অর্থ আদায় করে দেয় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। তবে তার মালিক দাসটির অবশিষ্ট সম্পদ নিয়ে নেবে (খ. ৮, পৃ. ৩৮১)।

আছার (৭৩) : আব্দুর রাযযাক কায়স গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, সে বলেছিল : আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাসের সাথে মুক্তি চুক্তিতে কি একথা উল্লেখ থাকবে যে, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে না। তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি উত্তরে বললেন, কারণ সে তো তাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তথা রিযিক অন্বেষণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি এটা লিপিবদ্ধ করতে পারবে যে, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে না। তিনি বললেন, লিখলে তো ভাল। যদি নাও লেখে তবুও তার অনুমতি ছাড়া সে বিবাহ করতে পারবে না। আমি বললাম, তাহলে সে কি আপনাদের নিকট কিছু পাবে, যদি সেটা শর্ত হিসেবে আরোপ না করে থাকে? তিনি বললেন, হাঁ। বললাম, সে যদি আপনাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে আসে তাহলে কি তাকে গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, হাঁ (খ. ৮, পৃ. ৩৮৩)।

বাব : যদি কোন কৃতদাস দুইজন লোকের অধীনে থাকে, একজন অপরজনের বিরুদ্ধে আযাদ করে দেবার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার কি নির্দেশনা।

আছার (৭৪) : আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইবন 'আম্মারাহ্ থেকে; তিনি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছেন, যার বিপক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছে সে ব্যক্তি যদি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয় তাহলে কৃতদাস এবং তার মালিক উভয়ে সমঝোতা করে নেবে।

আর যদি সে স্বচ্ছল হয় তাহলে তার মালিকের জন্য অর্ধেক ছাড় দিতে হবে। যদি সে স্বীকার করে যে, সে তাকে আযাদ করেছে তাহলে সে মালিকের পোষ্যতার অধিকারী হবে। অন্যথায় ওই ব্যক্তির পোষ্যতা হবে বায়তুল মালের জন্য যা সরকারী কোষাগারে জমা হবে (খ. ৯, পৃ. ১৬৭)।

---

১. এভাবেই ইমাম ও মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক স্পষ্ট ভাষায় আবু হানীফা থেকে শোনার কথা প্রকাশ করেন।

www.asksumon.wordpress.com

আছার (৭৫) : আব্দুর রায্যাক বলেন, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি, তাকে প্রশ্ন করা হয়, এক ব্যক্তি তার দাসকে বলেছিল : তুমি যদি আমাকে এক শত দীনার পরিশোধ কর তাহলে তুমি আযাদ। সে যদি ওই অর্থ পরিশোধ করে তাহলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর তার অবশিষ্ট সম্পদ তার মালিক নিয়ে নেবে (খ. ৯, পৃ. ১৬৯)।

আছার (৭৬) : 'আব্দুর রাযযাক বলেন, আমি আবু হানীফাকে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে শুনেছি, একটি পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস যদি ভুলক্রমে কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তার কী নির্দেশনা? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ জানিয়েছে যে, ইবরাহীম বলেছেন, এ ক্ষেত্রে তাকে নিহতের অভিভাবকদের সামনে পেশ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে, আবার চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারে। যদি তারা তাকে মাফ করে দেয় তাহলে সে হবে তার পূর্বেকার মালিকদের সম্পদ, নিহতের পরিবারের নয় (খ. ৯, পৃ. ৪৮৬)।

আছার (৭৭) : আব্দুর রায্যাক বলেছেন, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি যে, আলী (রা)-এর নিকট একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল যে, এক যুবক খৃষ্টান বা নাস্তিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বলেছেন, বাদ দাও, সে একটি কুফরি থেকে আরেকটি কুফরীর দিকে মোড় নিয়েছে। আব্দুর রায্যাক বলেন, আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন? তখন তিনি বলেছেন, সিমাক ইব্ন হারব বর্ণনা করেছেন কাবূস ইবনুল মুখারিক থেকে যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বাকর এই লোকটি সম্পর্কে লিখে আলী (রা)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তখন আলী একথা লিখে পাঠিয়েছিলেন।

আব্দুর রাযযাক বলেছেন, আমাদেরকে ইব্ন জুরাইজ বলেছেন যে, আমাকে খাল্লাদ জানিয়েছেন যে, 'আমর ইব্ন শু'আইব তাকে জানিয়েছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন,

لا ندع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب .

"আমরা এই আরব মুল্লুকে কোন ইহুদী ও খৃষ্টানকে তার সন্তানকে খৃষ্টান বা ইহুদী বানাতে দেব না"।

www.asksumon.wordpress.com

আবু বাকর আল্-জাস্সাস (র)-এর "আহকামুল কুরআন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ

বাব : সালাতে ফাতিহাতুল কিতাব পড়া প্রসঙ্গে।

(১) এটি বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা, আবু মু'আবিয়া ইব্ন ফুদাইল ও আবু সুফিয়ান-সবাই আবু নাদরাহ্ থেকে; তিনি সাঈদ (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে, তিনি বলেছেন :

لا تجزى صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد لله وصورة فى الفريضة وغيرها .

"যে ব্যক্তি ফরয ও অন্যান্য সালাতে প্রত্যেক রাকাতে আল্হাম্দু লিল্লাহ্ ও আরেকটি সূরা না পড়ে তার সালাত যথেষ্ট হবে না"।

তবে আবু হানীফা বলেছেন : معها غيرها "তার সাথে অন্য সূরা"। আর মু'আবিয়া বলেছেন, لا صلاة "কোন নামাযই হবে না" (১/২৬)।

বাব : العاقلة هل تعقل العمد "হত্যাকারীর পিতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা কি ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ দেবে"?

(২) আবু হানীফা বলেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন : لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا "হত্যাকারীর আত্মীয়রা হত্যার রক্তপণ দিতে বাধ্য নয়—চাই তা সন্ধির ভিত্তিতে হোক, ইচ্ছাকৃত হোক অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হোক" (১/১৯৬)।

বাব : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত"।

ইব্ন উমার (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, যেভাবে চাও; চাইলে 'আযল কর অথবা বিনা 'আযলেই তা সম্পন্ন কর।"

এটি আবু হানীফা (র) বহুজন থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা বর্ণনা করেছেন ইব্ন উমার (রা) থেকে। অনুরূপ ব্যাখ্যা ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

বাব : সৎকাজের নির্দেশ এবং গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্য প্রসঙ্গে।

(৩) মুহাম্মাদ ইব্ন উমার বর্ণনা করেছেন, আমাকে আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ বিন 'আমর বিন মুসয়ের আল্-মারূযী বলেছেন, আমি আবু 'আম্মারাহ্কে বলতে শুনেছি : হাসান ইব্ন রাশীদকে বলতে শুনেছি, আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি : আমি ইবরাহীম আস্-সায়েগকে একটি হাদীস বলেছি ইকরিমা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেছেন : মহানবী (সা) বলেছেন :

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله .

www.asksumon.wordpress.com

"শহীদদের শিরমনি হচ্ছে হাম্‌যাহ্ বিন 'আব্দুল মুত্তালিব এবং ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে এবং মন্দকাজে নিষেধ করেছে। এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে" (খ. ২, পৃ. ৩২১)।

বাব : সূরা নিসা-এর তাফসীর প্রসঙ্গে।

(৪) 'আব্দুল বাকী ইব্‌ন কানে' বর্ণনা করেন, বিশর বিন মূসা বর্ণনা করেন, আমার মামা হাইয়্যান বিন বিশর আমাকে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেছেন, আমাকে হাদীসটি বলেছেন নাসেহ যথাক্রমে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবু কাসীর, আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে, মহানবী (সা) বলেছেন :

ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم وما من عمل عصى الله به اعجل عقوبة من البغى واليمين الفاجرة.

"আল্লাহ্‌র যে ইবাদতের সবচেয়ে দ্রুত সওয়াব পাওয়া যায়, তা হচ্ছে আত্মীয় বাৎসল্য এবং সবচেয়ে দ্রুত যে নাফরমানীর শাস্তি পাওয়া যায় তা হচ্ছে বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও মিথ্যা শপথ করা" (জাস্‌সাস : আহ্‌কামুল কুরআন, ২/৩৩৬)।

বাব : ইয়াতীমের অভিভাবকের তার সম্পদ থেকে পরিহার করা।

(৫) ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর কিতাবুল আছার (সাহাবীদের হাদীস সঙ্কলন)-এ বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি এক ব্যক্তির মাধ্যমে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে; তিনি বলেছেন : ইয়াতীমের সম্পদ থেকে তার অভিভাবক (الوصى) ঋণস্বরূপও খেতে পারবে না, অন্যরা তো না-ই। এটা ইমাম আবু হানীফারও বাণী" (জাস্‌সাস, আহ্‌কামুল কুরআন, ২/৬৫)।

বাব : মুত'আ বিবাহ হারাম প্রসঙ্গে।

(৬) আব্দুল বাকী বিন নাফে' বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে ইসমাঈল ইবনুল ফাদল আল-বালাখী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর বিন মূসা, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আবু হানীফা, নাফে' ইব্‌ন উমার (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء، وما كنا مسافحين.

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার দিবসে নারীদের সাথে সাময়িক (মুত'আ) বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আর আমরা তো ব্যভিচারী ছিলাম না" (জাস্‌সাস, আহ্‌কামুল কুরআন : ৩/১০০)।[১]

(৭) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ সূত্রে সাবরাহ্ আল-জুহানী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুত্'আ (সাময়িক উপভোগ) নিষেধ করেছেন" (জাস্‌সাস : আ. কু : ৩/১০১)।

---

১. আবু বাকর আল-জাস্‌সাস বলেন, 'আমরা তো ব্যভিচারী ছিলাম না' একথার কয়েকটি অর্থ হতে পারে:

এক : তাদের জন্য যখন মুত'আ বিবাহ বৈধ করা হয়েছিল তখন তাদের একাজকে ব্যভিচার বলা যায় না। কারণ বৈধ বা হালাল না করলে তারা তা করতেন না। অথবা এর দ্বারা তিনি ওই মন্তব্যের অপনোদন করেছেন যারা বলে যে, তা জরুরী প্রয়োজনে মৃত বা রক্ত ভক্ষণের মত বৈধ করে দেওয়া হয়েছিল, যা পরে নিষিদ্ধ করে দেন।

দুই : তারা এটা নিষিদ্ধ হওয়ার পর আর তা করেননি এবং ব্যভিচারীও হননি (আ. কু., ৩/১০০)।

www.asksumon.wordpress.com

বাব : শুফ্'আহ্-এর অধিকার। পড়শীগত অধিকার সম্পর্কে মতভেদের উল্লেখ।

(৮) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন আব্দুল কারীম থেকে; তিনি আল-মিছওয়ার বিন মাখরামাহ্ (রা) সূত্রে রাফে' বিন খাদীজ (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, সা'দ (রা) তাঁর একটি ঘর বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এরপর বললেন, এটা নিন, আমি এর জন্য আপনি যা দেবেন তার চাইতে বেশী মূল্যের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু তবুও আপনি এর জন্য বেশি হকদার। কারণ আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি : الجار احق بسقبه। "পড়শী সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী" (জাস্সাস : আহ্কামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৫৯)।

বাব : আহ্‌লে কুফ্‌র-এর রক্তপণ।

(৯) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন আল-হাইসাম থেকে ; তিনি তার পিতা থেকে; এই যে, মহানবী (সা), আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) বলেছেন :. دية المعاهد دية الحر المسلم

"অঙ্গীকারাবদ্ধ (ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম) নাগরিকের রক্তপণ একজন স্বাধীন মুসলিমের রক্তপণের সমান" (৩/২১৪)।

বাব : মুসাফিরের সালাত কসর করা প্রসঙ্গে।

(১০) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে উমার বিন যার-মুজাহিদ-ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইবন উমার (রা) থেকে ; তারা উভয়ে বলেছেন :

إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وأن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها .

"যদি তুমি কোন দেশে মুসাফির হয়ে আসো এবং তোমার মনোভাব হচ্ছে ওখানে ১৫ রাত্রি যাপন করবে, তাহলে সালাত পূর্ণভাবে আদায় করবে। তবে যদি এমন হয় যে, তুমি জান না কবে যাওয়া হবে, (১৫ দিনের আগে যে কোন দিন যাওয়া হতে পারে আবার বিলম্বও হতে পারে) এক্ষেত্রে সালাত কসর আদায় করবে" (৩/২৩৬)।

বাব : জবেহ করার শর্তাদি প্রসঙ্গে।

(১১) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক-'আবায়াহ্ বিন রেফা'আহ্-রাফে' বিন খাদীজ (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে, তিনি বলেছেন :

كل ما انهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر .

"যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় এবং গর্দানের রক্তবাহী ক্ষরণ ধমনীসমূহকে কেটে দেয় এমন ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবেহ করতে হবে; দাঁত বা নখ ব্যতীত" (৩০/৩০১)।

বাব : সন্ত্রাসীদের দণ্ড।

(১২) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; যে ব্যক্তি রাস্তায় ছিনতাই করে; ডাকাতি করে মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়; আবার হত্যাও করে, তার বিচারের ক্ষেত্রে শাসকের এখতিয়ার রয়েছে-তিনি চাইলে তার ডান-বামের হাত-পা কেটে, এমনকি হত্যা করে, শূলে চড়িয়ে দণ্ড দিতে পারেন। চাইলে তাকে শূলে চড়াতে পারেন হাত পা কিছুই না কেটে। তিনি চাইলে শূলে না চড়িয়েও হত্যা করতে পারেন। যদি ওই ব্যক্তি কেবল মালামাল কেড়ে নেয়; হত্যা না করে থাকে তাহলে তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবে (অর্থাৎ

www.asksumon.wordpress.com

ডান পা কাটিয়ে বা হাত কাটিয়ে অথবা এর বিপরীত)। যদি সে টাকা-পয়সা বা মালামাল না নেয় এবং হত্যাও না করে থাকে তবে সন্ত্রাস করেছে, তাকে সতর্কীকরণ শাস্তি দেবে এবং ওই ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করবে, তার নির্বাসনই তার জন্য বন্দীজীবন।

অপর বর্ণনায় আছে, তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিতে হবে এবং বন্দী করে রেখে তার সুমতির অপেক্ষা করতে হবে। এটাই আল্-হাসান-এর অভিমত (এক বর্ণনায়) এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাম্মাদ, কাতাদা, আতা আল্-খোরাসানী-এর অভিমত। অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন পূর্বেকার আলেমগণের যারা প্রাসঙ্গিক আয়াতের নির্দেশকে ক্রমানুসারে বিন্যাস করেছেন (খ. ৪, পৃ. ৫৪)।

বাব : যালেমদের সাথে উঠাবসা করা নিষেধ প্রসঙ্গে।

(১৩) আবূ হানীফা ও আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন নাফে' সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে; তিনি বলেছেন :

نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন" (খ. ৪, পৃ. ১৮৬)।

বাব : গুইসাপ খাওয়া প্রসঙ্গে।

(১৪) আবূ হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে (আয়েশা) একটি গুইসাপ (ضب) উপহার দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সা) তাঁর ঘরে আসলে এটা খাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে তা খেতে নিষেধ করেন। এরপর একজন ভিক্ষুক আসলে তিনি ওটা তাকে দিতে উদ্যত হলে মহানবী (সা) তাকে বললেন : اطعمينه ما لا تأكلين "তুমি কি তাকে এমন জিনিস খেতে দিচ্ছ যা তুমি নিজে খাও না"? (জাস্‌সাস : আহ্‌কামুল কুরআন, ৪/১৮৯)।

বাব : সূরা আন নাহ্‌ল-এর এ আয়াতটি والخيل والبغال (ঘোড়া ও খচ্চর)।

(১৫) আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন আল্-হাইসাম-ইক্‌রিমা-ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে। তিনি ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া অপছন্দ (মাকরূহ্) করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করে এর সমর্থনে এ আয়াতটি এনেছেন : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

"আর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এগুলোর ওপর চড়তে পার, এ ছাড়া এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্য" (৫/২)।

বাব : নারীদের অলঙ্কার পরা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে।

আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ বলেছেন : নারীদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার পরিধাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন : أومن ينشأ فى الحلية "এমন সন্তান যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিলত-পালিত হয়" (সূরা যুখরুফ : ১৮)।

(১৬) আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন 'আমর ইব্‌ন দীনার থেকে। 'আয়েশা (রা) তাঁর বোনদেরকে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়েছেন। এছাড়া ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর কন্যাদেরকে স্বর্ণালঙ্কার পরিয়েছেন (৫/২৬৪)।

---

১. পূর্বে এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.asksumon.wordpress.com

দশম অধ্যায়

ফকীহ ও উসূলী মুহাদ্দিসগণের কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমাম শাফিঈ-এর আল্-উম্ম কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আস্-সারাখসীর 'আল্-মাবসূত' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম ইব্ন হায্ম-এর আল্-মুহাল্লা বিল আসার গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বর্ণনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আব্দুল আযীয আল্-বুখারীর কাশফুল আসরার গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম শাফিয়ীর কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم)-এ ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসসমূহ

(১) আবু হানীফা বলেছেন[1] হুমাইদ বিন 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'উবাইদ আন্সারী থেকে; তিনি তার পিতা-পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইয়াতীমের অর্থকে মুদারাবা পদ্ধতির অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ করেছেন। أعطى مال يتيم مضاربة (শাফি'য়ীর কিতাবুল উম্ম : ৭/১০৮)।

(২) আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন, 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আলী থেকে, তিনি যথাক্রমে আল্-'আলা বিন আব্দুর রহমান বিন ইয়াকুব, তাঁর পিতা (ইয়াকুব) থেকে। তিনি বলেছেন যে, উসমান বিন 'আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্পরিক ঋণ তথা যৌথ উদ্যোগ হিসেবে অর্থ প্রদান করেছেন" (শাফিয়ী, কিতাবুল উম্ম : ৭/১০৮)।

---

১. ইমাম শাফিয়ী এভাবে কোন মাধ্যম ছাড়াই বর্ণনা উপস্থাপন করতেন। বলা বাহুল্য, শাফি'য়ী ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান-এর শিষ্য। তিনি এই রেওয়ায়াতগুলো তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান-এর কিতাবসমূহ থেকে বর্ণনা করে থাকতে পারেন। কারণ তিনি (মুহাম্মাদ) তো এগুলো তাঁর উস্তাদ আবু হানীফা থেকেই নিয়েছেন এবং তাঁর জ্ঞানেই সমৃদ্ধ হয়েছেন।

www.asksumon.wordpress.com

(৩) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে এই যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) একবার যায়দ বিন খালীদাহ্-কে মুকারাদাহ্ ঋণের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে অর্থ লগ্নি করেছিলেন (শাফিয়ী কি : উ, ৭/১০৮)।

(৪) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার নিকট গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ রয়েছে। আবার সে ব্যক্তির ওপর ঋণের দায়ও আছে। এক্ষেত্রে أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة "গচ্ছিত সম্পদের মূল মালিক ও ঋণ প্রদানকারীগণের মধ্যে আনুপাতিক হারে তার সম্পদ বণ্টিত হবে" (শাফি'য়ী, কি উ, ৭/১১৬)।

শাফি'য়ী (র) বলেছেন, আবু হানীফা মিথ্যা সাক্ষীকে তার বাজারে পাঠানো বৈধ মনে করতেন না, যদি সে বাজারে অবস্থানকারী হয়ে থাকে, নিজ সম্প্রদায়ের মসজিদে পাঠাতেও মত দেননি, যদি সে হয়ে থাকে আরব। বিচারক তাই বলবেন, তোমাদেরকে সালাম জানানো হচ্ছে এবং বলবেন, আমরা এই লোকটিকে মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে পেয়েছি। কাজেই তোমরা এর থেকে বেঁচে থাকো এবং লোকদেরকেও সতর্ক থাকতে বলো। এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আবু হানীফা যথাক্রমে আল্-কাসেম ও শুরাইহ[1] থেকে (ইমাম শাফি'য়ীর কিতাবুল উম্ম, ৭/১২৪)।

(৫) আবু হানীফা বলেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে; তিনি সালাতে সালাম ফেরাবার আগে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ধুলাবালি মুছে নিতেন। আবু হানীফা (র) এটিকে খারাপ মনে করতেন না এবং এটাই ফাত্ওয়া দিতেন (কি. উ., ৭/১৪৩)।

শাফি'য়ী বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির ৪১টি গরু থাকে, এক্ষেত্রে আবু হানীফা বলতেন, যদি ওর এক বছর মেয়াদ পূর্ণ হয় তাহলে তাতে একটি মুসেন্নাহ্ (দাঁত উঠা গরু) এক-দশমাংশ যাকাত আসবে। এভাবে যতই বাড়বে এই অনুপাতে হিসেব করতে হবে। ষাট সংখ্যায় পৌঁছা পর্যন্ত এভাবেই হিসেব করবে। আমার মনে হয় এই হাদীসটি আবু হানীফা পেয়েছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে (কি. উ., ৭/১৪৪)।

(৬) শাফিয়ী বললেন, রমযানের রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা হিসেবে দু'টি মাস রোযা রাখা যদি কোন ব্যক্তির ওপর ফরয হয়, এ বিষয়ে আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ তা'আলা বলতেন, ওই দুই মাস হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন দু'টি মাস, এই রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখতে হয়। এ ধরনের একটি উক্তি মহানবী (সা) থেকে আবু হানীফা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতেন[2] (শাফি'য়ী : কিতাবুল উম্ম : ৭/১৪৭)।

---

১. দেখুন, কীভাবে আবু হানীফা তাঁর ফাত্ওয়া গ্রহণ করছেন জাস্টিস শুরাইহ-এর মত তাবিঈগণ থেকে। আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি সদয় হোন।

২ দেখুন ইমাম শাফি'য়ীর ইনসাফপূর্ণ উক্তি : আবু হানীফা-এর নিকট মহানবী (সা) হতে একটি বর্ণনা পৌঁছেছিল এবং তিনি তা-ই গ্রহণ করতেন বা ফতোয়া দিতেন। এই তো হলো আলেমদের সুন্দর আদব। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে রহম করুন।

www.asksumon.wordpress.com

(৭) যদি কোন পুরুষ কোন নারীর হাত কেটে দেয় অথবা কোন নারী কোন পুরুষের হাত কেটে দেয়, এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা বলতেন, এক্ষেত্রে কিসাস হবে না। প্রাণনাশ ছাড়া অন্য কোন অপরাধে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন কিসাস নেই। প্রাণ হত্যা ছাড়া স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের মধ্যে কোন কিসাস নেই। স্বাধীন ও দাসের মধ্যে সংঘটিত অপরাধের জন্য জীবন বা জীবন ভিন্ন কোন কিছুতেই কিসাস নেই। অনুরূপভাবে আমাদের জানিয়েছেন আবু হানীফা-হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি এটাই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতেন (শাফি'য়ী : কি. উ., ৭/১৪৯)।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি ওমুক নারীকে বিবাহ করলে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। এরপর সে তাকে যদি বিবাহ করে, নির্ধারিত মাহ্‌রের ভিত্তিতে এবং তার সাথে মিলনও করে ফেলে, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, সে এক তালাকে বায়েনপ্রাপ্ত হবে, তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং সে দেড় গুণ মাহর পাবে। অর্ধেক তো তালাকের কারণে, আর পূর্ণ মাহ্‌র পাবে তার সাথে মিলনের কারণে, তিনি এই সিদ্ধান্ত দিতেন।

ইব্‌ন আবু লায়লা বলতেন, তার জন্য অর্ধেক মাহর হবে তালাকের কারণে। তবে তার সাথে মিলনের কারণে সে কিছুই পাবে না। তিনি এর কারণ উল্লেখ করেন যে, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে বা ঈলা করে, চারমাস পর এসে তার স্ত্রীর সাথে মিলন করে, এমন ব্যক্তি ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন ওই স্ত্রীকে প্রস্তাব দেয়। এতে সে তাকে প্রস্তাব দিল এবং অগ্রিম মাহ্‌র আদায় করল, অথচ আমাদের কাছে এ তথ্য নাই যে, তিনি ওই মিলনের জন্য আলাদা মাহ্‌র ধার্য করেছিলেন।

আর আবু হানীফার যুক্তি ছিল এই যে, তালাক তো মিলনের আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এতে তার ওপর অর্ধ মাহর অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল। পরে সে তার সাথে সঙ্গম করার কারণে তার ওপর মাহ্‌র অবধারিত হয়ে গেল। যদি এর জন্য আমি কোন মাহর নির্ধারণ না করি তাহলে তো তার ওপর ব্যভিচারের দণ্ড আরোপ করতে হবে।"

আবু হানীফা বলেছেন : كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق "যে সঙ্গমের ক্ষেত্রে দণ্ড রহিত হয়ে যায়, তাতে অবশ্যই মাহর্‌ থাকে"। যখন দণ্ড মওকুফ হয়ে গেল তখন মাহর অবধারিত হয়ে গেল। যদি মাহ্‌র ধার্য না করি তাহলে দণ্ডের তো বিধান করতে হবে। আবু ইউসুফ বলেছেন, একজন মুহাদ্দিস আমাকে হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম-এর অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : فيه لها مهر ونصف مهر "এক্ষেত্রে ওই মহিলার জন্য একটি মাহর ও অর্ধেক মাহর হবে"। তিনি আবু হানীফারই অনুরূপ রায় দিয়েছেন।[1]

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি তালাক হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এরপর সে যদি ওই গৃহে প্রবেশ করে তাহলে এক্ষেত্রে আবু হানীফা ও ইব্‌ন আবু লায়লা উভয়ে বলেছেন : তালাক হবে না।

১. এভাবেই আবু হানীফা (র) বড় বড় ফকীহ্‌গণের আছার বা হাদীস অনুসরণ করতেন।

www.asksumon.wordpress.com

তবে যদি বলে তুমি তালাক, ইনশা আল্লাহ আর এটা না বলে যে, "যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, তালাক সংঘটিত হবে না। তিনি বলেন, এটা এবং আগের বাক্যটি একই (অর্থবহ)। আবু হানীফা এই মতটি গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন لا يقع الطلاق ولا العتاق "তালাক বা আযাদী কিছুই সংঘটিত হবে না" (শাফি'য়ী : কিতাবুল উম্ম : ৭/১৬২)।

(৯) শাফি'য়ী বলেছেন, আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, রক্তপণের বেলায় মহিলাদের সকল অঙ্গ এবং তার প্রাণ-এর রক্তপণ বা অঙ্গ অথবা প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ হবে পুরুষের সকল কিছুর অর্ধেক। অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

عقل المرأة على النصف من عقل الرجل فى النفس وفيما دونها ٠

"নারীর আকিলা (ভুলবশত হত্যার ক্ষতিপূরণ) হচ্ছে প্রাণহানি ও তার চেয়ে কম (কোন অঙ্গহানির ক্ষেত্রে) পুরুষের অর্ধেক" (৭/৩১১)।

মদীনাবাসীগণ বলেছেন, নারীর রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ পুরুষের অনুরূপ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা দেহের এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থাকবে। কাজেই নারীর আঙ্গুলের বিনিময়ে পুরুষের আঙ্গুল, তার দাঁতের বিপরীতে পুরুষের দাঁত, তার গোশ্‌তের বিপরীতে তার গোশ্‌ত, নারীর চামড়ার অংশবিশেষের বিপরীতে পুরুষের চামড়ার অনুরূপ ক্ষতিপূরণ হবে। তবে যখনই এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক পর্যায়ে যাবে তখন অর্ধেক হিসেবে গণ্য হবে।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যা বলেছেন তা যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নারী ও পুরুষ অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণের বেলায় সমান, কিন্তু অবশিষ্ট অংশে নারী পুরুষের অর্ধেক। আবু হানীফা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম-যায়দ বিন সাবেত (রা) সূত্রে। তিনি বলেছেন :

يستوى الرجل والمرأة فى العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى ٠

"নারী ও পুরুষ আকিলা (অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ) এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, অতঃপর তার অবশিষ্ট অংশে অর্ধেক হিসেবে"।

আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন, এ প্রসঙ্গে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর মতটি আমার কাছে যায়েদ (রা)-এর মতটি থেকে বেশী পছন্দনীয় মনে হচ্ছে।[১]

---

১. এভাবেই ইমাম আবু হানীফা সাহাবীগণের অভিমত থেকে নিজে একটা বেছে নিতেন, কিন্তু তাদের সাথে নিজে ইজতেহাদ করতেন না। এটা কেবল এজন্য যে, মহান সাহাবীগণ যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য পেয়েছেন এবং ওহী নাযিল হবার সমসাময়িক ছিলেন তার প্রতি গুরুত্ব ও মূল্যায়ন করে। এটাই হচ্ছে সুন্নাতে সাহাবাহ ও পূর্বসূরীদের প্রকৃত অনুসরণ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম)।

www.asksumon.wordpress.com

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম-উমার ইবনুল খাত্তাব ও আলী ইব্‌ন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে। তারা বলেছেন, প্রাণহানির ক্ষেত্রে নারীর দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ অর্ধেক, তবে তার চেয়ে কম অর্থাৎ কোন অঙ্গহানির ক্ষেত্রে উভয়ে এই মর্মে একমত যে, সে ক্ষেত্রে অঙ্গের বিনিময়ে কিসাস (সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ না করে অন্য কিছু গ্রহণ করার বিধান সমীচীন নয় (শাফিয়ী : কি. উ., ৭/৩১১)।

আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন, আলোহীন চোখ, অবশ হাত, লাংড়া পা, বোবা জিহ্বা, খাসি হওয়া পুরুষের লিঙ্গের ক্ষতিসাধনের বেলায় বিচারকের রায়ে ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে (খ. ৭, পৃ. ৩১৫)।

(১০) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ও ইবরাহীম থেকে ; শুরাইহ্ বলেছেন : الأسنان عقلها سواء ، فى كل من نصف عشر الدية "দাঁতের ক্ষতিপূরণের বেলায় প্রতিটি দাঁতই সমান মর্যাদার, প্রতিটির জন্য মূল রক্তপণের ১/২০ (এক-বিশমাংশ) (খ. ৭, পৃ. ৩১৭)।

(১১) কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে রেখে মারা যায় এবং তার ঘরে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র রেখে যায়, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে এ হাদীস বলতেন যে, তিনি বলেছেন : যেসব বস্তু পুরুষের ব্যবহার্য তা কোন পুরুষকে দিতে হবে, আর যা নারীদের ব্যবহার্য তা স্ত্রীর জন্য থাকবে এবং যেসব জিনিস নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহার্য তা তাদের মধ্যে জীবিত জনের জন্য। স্বামী অথবা স্ত্রী তালাকের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অবশিষ্ট মালামাল হবে স্বামীর জন্য। কারণ সে-ই টিকে থাকছে।

আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ এভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এরপর তিনি বললেন, স্ত্রীর জন্য সেটিই থাকবে যা তার মত একজন নারী ওই সকল জিনিস থেকে আসবাবপত্র হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কারণ এমনও তো হতে পারে যে, মৃত স্বামীর ব্যবসা ছিল মহিলাদের দ্রব্য বিক্রি বা তা প্রস্তুত করা অথবা তার কাছে এসব বন্ধক ছিল। কাজেই সে একই রকম একাধিক বস্তু বা তার ব্যবহার্য নয় এমন জিনিস নিতে পারবে না (কিতাবুল উম্ম, ৭/১৩২)।

(১২) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু উমাইয়্যা-আল্-মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ (রা) অথবা সা'দ বিন মালেক (রা) থেকে ; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : الجار أحق بسقبه "স্থাবর সম্পত্তি বিক্রিতে (ক্রয়ের ক্ষেত্রে) প্রতিবেশী অগ্রাধিকার পাবে"[১] (কিতাবুল উম্ম : ৭/১১১)।

(১৩) আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, হাম্মাদ-ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেন, উমার (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তখন তিনি তাকেও হত্যার নির্দেশ দিলেন। তখন একজন রক্তের দাবিদার তাকে ক্ষমা করে দিল।

১. এটি সঙ্কলন করেছেন নাসাঈ তাঁর সুনান-এ, খ. ৭, পৃ. ৩২০, হা. ৪৭০৩। বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ৬, পৃ. ২৫৫৯, হা. ৬৫৭৬, খ. ৬, পৃ. ২৫৫৯, হা. ৬৫৭৭, খ. ৬, পৃ. ২৫৬০, হা. ৬৫৭৯, খ. ৬, পৃ. ২৫৬১, হা. ৬৫৮০, আরও ১২ জন।

www.asksumon.wordpress.com

তবুও তিনি তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন, তাদের অধিকার ছিল লোকটির জীবনের উপর। যখন এই লোকটি তাকে ক্ষমা করে দিল, সে তো মূলত তার জীবন বাঁচালো। فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره "এক্ষেত্রে একজন তার অধিকার তো অন্যজনকে ফেলে নিয়ে নিতে পারে না"।

তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, আমি মনে করি, তার সম্পদ থেকে রক্তপণ গ্রহণ করা হোক (দিয়াতকে সম্পদে ধার্য করা হোক) এবং যে ক্ষমা করে দিয়েছে তার অংশ বাদ দেয়া হোক। তখন উমার (রা) বললেন, আমিও তাই মত দেই।

(১৪) আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ থেকে, তিনি 'আন্-নাখঈ (ইবরাহীম) থেকে, তিনি বলেছেন : من عفا من ذى سهم فعفوه عفو "দিয়াতের কোন অংশীদার যদি কোন অংশ মাফ করে দেয় তাহলে তার ক্ষমাই ওর জন্য ক্ষমা"। কারণ উমার ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) কোন এক দিয়াতের দাবিদার অভিভাবক বা আত্মীয় ক্ষমা করে দিলেই তার ক্ষমা অনুমোদন করেছেন, তারা এই প্রশ্ন তোলেননি যে, সেটি গুপ্ত হত্যা ছিল, নাকি অন্যভাবে হত্যা সংঘটিত হয়েছে। ولم يسئالوا اقتل غيلة كان ذلك ام غيره (শাফি'য়ী : কি. উ., ৭/৩২৯)।

বাব : নারী ও পুরুষের মধ্যে কিসাস ভিত্তিক হত্যা প্রসঙ্গে।

(১৫) ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাণহানি ব্যতীত কোন কর্তন নেই। অনুরূপভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন আবু হানীফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে (৭/৩৩২)।

(১৬) আবু ইউসুফ বলেছেন, আবু হানীফা আমাদের জানিয়েছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে ; তিনি বলেছেন : من قتل قتيلاً فله سلبه "যে ব্যক্তি কোন শত্রুসেনাকে হত্যা করবে সে-ই ওই নিহতের যুদ্ধ-সরঞ্জাম পাবে" (কি. উ., ৭/৩৪৪)।

(১৭) শাফি'য়ী বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার আশ্রয়ে থাকে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, এরপর সে মারা গেলে, তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ বলতেন, ওই লোকটি তার উত্তরাধিকারী হবে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকেও পৌঁছেছে। এছাড়া উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, তাঁরাও এই সিদ্ধান্তই দিতেন (৭/১৩২)।

(১৮) ইমাম আবু হানীফা (র) ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে; তিনি মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন যে, এ অঞ্চলের একজন লোক তার এক চাচাতো ভাইকে অভিভাবক হিসেবে তত্ত্বাবধান করেছেন। এরপর লোকটি মারা গেল। তিনি কিছু সম্পদ রেখে যান। তখন এ ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, ماله له "তার সম্পদ এর জন্য" (কি. উ., ৭/১৩২)।

www.asksumon.wordpress.com

(১৯) ইমাম আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি সালাতে সালাম ফেরাবার আগেই মুখমণ্ডল থেকে মাটি মুছে নিতেন। আবু হানীফাও এতে দোষের কিছু দেখতেন না। তিনি এটাই অভিমত দিতেন।

(২০) শাফি'য়ী বলেছেন, যদি কোন ভূমি 'উশরী (এক-দশমাংশ যাকাতের) ভূমি হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা বলতেন, গম, যব, কিস্‌মিস, খেজুর, ভুট্টা ইত্যাদি উশর ও অর্ধ উশরের রবিশস্য কম হোক বা বেশি, এমনকি এক আঁটি তরিতরকারী হলেও তাতে যাকাত হবে। অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে (শাফি'য়ী : কি. উ., ৭/১৪৩)।

(২১) শাফি'য়ী বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির ৪১টি গরু থাকে, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা বলতেন, যদি ওগুলো এক বছর মালিকের মালিকানায় থাকে, তাহলে তাতে একটি মুসিন্না (পূর্ণ দুই বছরের গরুর বাছুর) এবং মুসিন্না-এর ২.৫% (আড়াই) যাকাত হবে। এর চেয়ে বেশি হলে এই অনুপাতে বাড়াতে হবে। তবে সংখ্যা ষাট-এ পৌঁছলে একটি পূর্ণ বয়স্ক গরু যাকাত দিতে হবে। আমার ধারণা, আবু হানীফা এটা হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন (৭/১৪৪)।

(২২) শাফি'য়ী বলেছেন, যদি কেউ রমাদান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও ফরয নামাযের জন্য উযু করতে গিয়ে তার কণ্ঠনালীতে পানি ঢুকে যায়, এক্ষেত্রে আবু হানীফা (রা) বলতেন, তাহলে তাকে রোযার কাযা করতে হবে। তবে যদি ওই সময় রোযার কথা ভুলে গিয়ে থাকে তাহলে তার কাযা করতে হবে না। আবু হানীফা এটি উল্লেখ করেছেন হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে (৭/১৪৫)।

(২৩) যদি কোন পুরুষ কোন নারীর হাত কেটে দেয় অথবা কোন নারী কোন পুরুষের হাত কেটে দেয়, এক্ষেত্রে আবু হানীফা (রা) বলতেন, এতে কোন কিসাস নেই। নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাণহানি ছাড়া কোন কিসাস নেই। এভাবে স্বাধীন ও দাসের মধ্যে প্রাণহানির বাইরে কোন কিসাস নেই। এমনকি প্রাণহানি হলেও এতদুভয়ের মধ্যে কিসাস নেই, অন্য অঙ্গহানিতে তো নয়ই। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা (র) হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে। তিনি এরূপ ফতোয়াই দিতেন (কি. উ., /১৪৯)।

(২৪) আর-রবী' বর্ণনা করেন, শাফি'য়ী বর্ণনা করেছেন, একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যথাক্রমে আলী বিন আব্দুল আ'লা-তার পিতার সূত্রে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা)-এর নিকট একটি বালককে একটি ডিম চুরির অভিযোগে নিয়ে আসা হয়। সে ছেলেটি বালেগ হয়েছে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তার আঙ্গুলের ডগাগুলোর পেট কেটে দিতে নির্দেশ দেন। অথচ তারা তো নয়ই, অন্য কাউকেও একথা বলতে বা এমন অভিমত দিতে শুনিনি। তারা বলতেন : কোন বালক সাবালক বা ১৫ বছর বয়সে উপনীত না হলে তাকে (হদ্দের) দণ্ড দেওয়া যায় না।

www.asksumon.wordpress.com

(২৫) আর-রবী' ইবন সুলাইমান বলেছেন : মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ বলেছেন যে, আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বর্ণনা করেছেন, দিয়াত (রক্তপণ) স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হবে এক হাজার দিনার আর রৌপ্য মুদ্রা হলে দশ হাজার দেরহাম।

মদীনাবাসীগণ বলেছেন : স্বর্ণ মুদ্রায় দিয়াত হবে এক হাজার দীনার, আর রৌপ্য মুদ্রা হলে বার হাজার দেরহাম।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে আমাদের নিকট এ তথ্য পৌঁছেছে যে, তিনি স্বর্ণমুদ্রার ক্ষেত্রে দিয়াত এক হাজার দিনার এবং রৌপ্য হলে দশ হাজার দেরহাম ধার্য করেছেন। এ হাদীসটি আমাদের বলেছেন আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু আল-হাইসাম থেকে, তিনি শা'বীর মাধ্যমে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে। তিনি আরেকটু বলেছিলেন যে, যদি গরুর মাধ্যমে পরিশোধ করতে চায় তাহলে দুশো গরু, ছাগল হলে এক হাজার ছাগল (শাফি'য়ী : কিতাবুল উম্ম : ৭/৩০৬)।

(২৬) আবু হানীফা (র) বলেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে। তিনি বলেছেন, যতদূর সম্ভব মুসলিমদের উপর থেকে হদ্দ প্রতিহত করবে। কারণ, শাসকের ভুল করে দণ্ড দেওয়ার চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করা উত্তম। কাজেই কোন সুযোগ থাকলে মুসলিমের উপর থেকে হদ্দ রহিত করে দেবে (৭/৩৪৫)।[১]

(২৭) আবু হানীফা (র) বলেছেন, অনুরূপ একটি বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছেছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে। সে অনুযায়ী ওই ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, বিবাহিত হলে। অবিবাহিত হলে 'জাল্দাহ্' বা চাবুক মারতে হবে। তবে সন্তান ওই ব্যভিচারীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। কারণ মহানবী (সা) বলেছেন : إن الولد للفراش وللعاهر الحجر "যার শয্যা সন্তান তারই হবে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর" (৭/৩৪৫)।[২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম সারাখসীর আল্-মাবসূত-এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) তিনি বলেছেন : সালাতের তাকবীরগুলোতে কেবল সূচনা তাকবীরের (তাহরীমা) সময় ছাড়া মুসল্লী হাত উত্তোলন করবে না। শাফি'য়ী বলেছেন, তার দুইহাত উঠাবে, এরপর রুকূ' করবে, আবার রুকূ' থেকে মাথা উঠাবার সময় দুই হাত উত্তোলন করবে।

---

১. হাদীসের উক্ত ভাষ্য আছে : আবু ইয়া'লার মুসনাদ-এ, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হা. ৬৬১৮। তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ৪, পৃ. ৩৪, হা. ১৪২৪। ইবন মাজা হাকেম, তাবারানী, দারা কুত্নী, বায়হাকী।

২. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ২, পৃ. ১০৮১, হা. ৪৫৮, বুখারী : খ. ৬, পৃ. ২৪৮১, হা. ৬৩৬৯। খ. ৬, পৃ. ২৪৯৯, হা. ৬৪৩২। নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা।

www.asksumon.wordpress.com

কিছু লোক (ফকীহ) এও বলেছেন যে, সিজদার সময় এবং সিজদা করে মাথা উঠাবার সময়ও দুই হাত উঠাবে। তারা বলেছেন, এটা শুদ্ধ বলে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) তাঁর দুই হাত উঠাতেন, তারপর সকল তাকবীর বলতেন। যদি কেউ দাবি করেন যে, ওটা পরবর্তীতে প্রত্যাহার বা মানসূখ করা হয়েছে তাহলে তা প্রমাণ করা তার দায়িত্ব।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা আছে। বিশিষ্ট ফকীহ্ আওযায়ী (র) মসজিদুল হারামে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় আওযা'য়ী বলেন, ইরাকবাসীর কি হলো যে, তারা রুকূ'র আগে ও পরে হাত উত্তোলন করে না? অথচ আমাকে হাদীস বলেছেন যুহরী তাঁর শায়খ সালেম থেকে; তিনি ইবন উমার (রা) থেকে যে, মহানবী (সা) দুই হাত উত্তোলন করেন, তারপর রুকূ'তে যেতেন এবং রকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে আবার দুই হাত উত্তোলন করতেন।

তখন আবু হানীফা (র) বললেন, আমাকে হাদীস বলেছেন হাম্মাদ, তিনি ইবরাহীম নাখায়ী থেকে, তিনি 'আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন :

أن النبى ﷺ كان يرفع يديه ثم تكبيرة الإحرام ثم لا يعود .

"মহানবী (সা) সালাতে দুই হাত উত্তোলন করতেন, এরপর তাকবীরে এহরাম (তাহ্রীমা) বলতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না" ।[১]

তখন আওযা'য়ী বললেন, আশ্চর্য তো ! আমি আবু হানীফাকে যুহরীর হাদীস শুনালাম সালেম থেকে আর উনি কিনা শুনাচ্ছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম ও আলকামা সূত্রে। অর্থাৎ আওযায়ী বলতে চাইলেন যে, তার হাদীসটিই অগ্রগণ্য। কারণ এতে দু'জন রাবীর মাধ্যমেই সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ আবু হানীফার সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে ৩ জনের মাধ্যমে।

তখন আবু হানীফা বললেন, শুনুন তাহলে, আমার সনদের হাম্মাদ আপনার সনদের যুহরী থেকে বড় ফকীহ্, আবার আমার সনদের ইবরাহীম আপনার সনদের সালেম থেকে বড় ফকীহ। যদি ইব্ন উমর (রা) দুনিয়ায় আগে না আসতেন তাহলে বলতাম, 'আলকামা তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ্। আর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তো আব্দুল্লাহ্ই (অর্থাৎ তাঁর ফকীহ্ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব তো সর্বজনস্বীকৃত)।

এভাবে তিনি তাঁর হাদীসটির অগ্রাধিকার দিলেন বর্ণনাকারীদের ফেকাহ্তে শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে। এটাই হচ্ছে সঠিক মাযহাব বা সিদ্ধান্ত। কারণ, অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে

---

১. মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ১, পৃ. ২৯২, হা. ৩৯০, খ. ১, পৃ. ২৯৩, হা. ৩৯১। বুখারী তাঁর সহীহতে, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হা. ৭০২, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হা. ৭০৩, খ. ১. পৃ. ২৫৮, হা. ৭০৪, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হা. ৭০৫, খ. ১, পৃ. ২৫৯, হা. ৭০৬, এছাড়াও নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবন মাজা, মালেক ফিল মুয়াত্তাসহ ৩০টি সঙ্কলনে হাদীসটির উল্লেখ আছে।

www.asksumon.wordpress.com

বর্ণনাকারীদের শাস্ত্রজ্ঞান বা ফিক্হের ভিত্তিতে, সনদে রাবীর সংখ্যার ভিত্তিতে নয় (ইমাম সারাখসী : মাবসূত, ১/১৪)।[১]

বাব : মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

(২) এরপর আবু হানীফা উল্লেখ করেছেন হাম্মাদ থেকে; তিনি ইবরাহীম থেকে (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম), তিনি বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় তার শরীর বস্ত্রহীন করবে। কারণ তিনি জীবিত অবস্থায় কাপড় খুলে গোসল করতেন। অনুরূপভাবে মৃত্যুর পর তার দেহ থেকে কাপড় খুলে নিয়ে গোসল করাতে হবে। এই রেওয়াজ সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি তারা যখন অনুরূপ কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন ঘরের কোণ থেকে গাইবী আওয়ায এলো, اغسلوا نبيكم وعليه قميصه। "তোমাদের নবীকে তাঁর গায়ের জামাসহ গোসল করাও।" এতে প্রমাণিত হলো যে, এটা তাঁর জন্য খাস ছিল (মাবসূত আস্-সারাখসী, ২/৫৮)।

কিতাবুস্ সিয়ার

(৩) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে, তিনি 'আলকামা বিন মারছাদ থেকে; তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন বুরাইদাহ্ থেকে; তিনি তাঁর পিতা থেকে (রাদিয়াল্লাহু আন্হুম) তিনি বলেছেন :

كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله فى خاصة نفسه .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান পাঠাতেন তখন তিনি তাদের দলপতিকে তার নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ দিতেন" (মাবসূত লিস্-সারাখসী, ১০/৪)।[২]

ইস্তেহ্সান পরিচ্ছেদ

বাব : ঋতুবতীর সাথে যৌনাঙ্গে মিলন প্রসঙ্গে

(৪) আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন আবুল হাইসাম থেকে এই যে, আলী (রা)-এর একজন গভর্ণর তাঁকে একটি বাঁদী উপহার দেন। তিনি বাঁদীটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি

---

১. এটাই হচ্ছে চিন্তা-গবেষণার নিপুণতা ও গভীরতা। কারণ, ফকীহ যদি হাদীসের কোন শব্দ ভুলে যান তাহলেও তিনি ওই শব্দের অর্থটি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারেন। যেহেতু হাদীসটি তিনি বুঝেছেন। পক্ষান্তরে ফকীহ্ না হলে তিনি শব্দের অর্থের স্থলে বিপরীত কোন শব্দ নিয়ে আসবেন অথবা তার কাছাকাছি কোন শব্দ প্রয়োগ করবেন। এই প্রেক্ষাপট থেকেই ফিক্হ ও হাদীসের ব্যাকরণের কিতাবগুলোতে পারস্পরিক বিরোধিতা ও অগ্রগণ্যতা (তা'আরুদ ও তারজীহ)-এর বিষয়টির উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এই প্রেক্ষিত থেকেই আবু জা'ফার আত্-তাহাবী (র)-এর দু'টি উত্তম গ্রন্থ উদ্ভাবিত হয়েছে شرح معانى الآثار (শারহ্ মা'আনিল আছার) ও شرح مشكل الآثار (শারহ মুশকিলিল আছার)। প্রথমটির অর্থ : হাদীসের মর্মের ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়টির অর্থ : হাদীসের জটিল বাক্যের ব্যাখ্যা। এ দু'টি কিতাব হচ্ছে গৌরবময় হানাফী কিতাবসমূহের অন্যতম। রহম করুন আল্লাহ এ উম্মাহ্র সকল মুখলেস ব্যক্তিকে।

২. হাদীসটির উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.asksumon.wordpress.com

খালি আছ? সে জানালো যে, তার স্বামী আছে। তিনি তাঁর গভর্ণরের নিকট লিখে পাঠালেন, তুমি তো আমাকে ব্যস্ত (গর্ভবতী) বাঁদী পাঠিয়েছ।[1] তিনি বলেন, এখানে দু'টি প্রমাণ আছে : তোমার গভর্নর এটা তোমাকে উপহার দিয়েছেন। আবার তাকে আলী (রা) জিজ্ঞেস করলে সে বলল যে, তার স্বামী আছে, তিনি তা বিশ্বাসও করেন। এ কারণে তার থেকে বিরত থাকলেন। তাঁকে ওই কথা এজন্যই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যদি সে বলতো সে খালি আছে তাহলে তার সাথে সঙ্গম করাকে তিনি অবৈধ মনে করতেন না (মাবসূত : ১/১৭৭)।

জবরদখল পরিচ্ছেদ : এক ব্যক্তি অপরের গৃহ জবরদখল করে তাতে বসবাস করেছে—এই প্রসঙ্গে।

(৫) ইব্‌ন মালেক বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে (রাহেমাহুল্লাহ), এটা হয়ত ওজর হতে পারে, এটাই বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে। অন্যথায় বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী ব্যক্তির মেহমানদারী গ্রহণ করেছেন। এ সময় একজন লোক খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। সে বলল, আমি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, আরে, তোমার ভাই তো তোমোকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেছে, কাজেই তুমি রোযা বাদ দাও, বরং এ দিনের বদলে অন্য কোন দিন আদায় করে নিও (সারাখ্‌সী : মাবসূত, ৩/৭০)।[2]

মুহাম্মাদ (রাহেমাহুল্লাহ্) আবু হানীফার ইমলাউল কায়সানিয়াত (املاء الكيسانيات)-এ প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, আবু হানীফার ওই হাদীসটি দিয়ে যা তিনি বর্ণনা করেছেন 'আসেম বিন কুলাইব আল্-জারমী থেকে—তিনি আবু মুররাহ্ থেকে, তিনি আবু মূসা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন যে, মহানবী (সা) একবার এক আনসারীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সে তাকে একটি ভুনা বকরি পরিবেশন করল। তিনি তা থেকে এক লোকমা মুখে দিলেন। তিনি ওই লোকমাটি মুখে নাড়াচাড়া করলেন কিন্তু গলাদঃকরণ করছিলেন না। মহানবী (সা) বললেন, إنها ذبحت بغير حق। "এই বকরিটি বিনা অধিকারে জবেহ করা হয়েছে"। তখন ওই আনসারী বললেন, এটি ছিল আমার ভাইয়ের বকরি। যদি এর চেয়েও ভাল বকরী হতো তাহলেও সে এজন্য আমাকে কিছু বলত না। যাক, সে ফিরে এলে আমি তাকে এর চেয়েও ভাল বকরি দিয়ে খুশী করে দেব। মহানবী (সা) বললেন, এই গোশ্‌ত বন্দীদের খাইয়ে দাও (মাবসূত লিস্-সারাখসী, ১১/৮৭)।[3]

---

১. আবদুর রায্‌যাক তাঁর মুসান্নাফ-এ হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন, খ. ৪, পৃ. ১০৩, হা. ১৮২৬৯। ইব্‌ন আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ-এ, খ. ৭, পৃ. ২৮১, হা. ১৩১৭৬।

২. আবু দাউদ : সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হা. ৩৩৩২, ইব্‌ন হাম্বাল, মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ২৯৪, হা. ২২৫৬২, তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, খ. ৪, পৃ. ২০৯, দারা কুতনী : সুনান, খ. ৪, পৃ. ২৮৬, হা. ৫৪, বায়হাকী : সুনান কুবরা, খ. ৫, পৃ. ৩৩৫, হা. ১০৬০৭।

৩. মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান-সহ আরো ২৭টি কিতাবে।

www.asksumon.wordpress.com

ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে : সুদের প্রকারভেদ

(৬) ইমাম মুহাম্মাদকে একবার বলা হলো, আপনি কি যুহ্দ বা পরহেযগারী সম্পর্কে কিছু লিখবেন না? তিনি বললেন, আমি তো ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক একটি গ্রন্থ (كتاب البيوع) লিখেছি। এর মর্ম আমি তো ওই কিতাবে বর্ণনা করেছি : কোনটা হালাল আর কোন্টা হারাম। আর পরহেযগারী বা সুফিয়ানা তো হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর হালালের প্রতি আগ্রহী হওয়া বৈ কিছু নয়। এজন্যই তিনি তাঁর কিতাবটি শুরু করেন একটি হাদীস দিয়ে যা তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে-তিনি আতিয়্যাহ আল্-আওফি থেকে; তিনি আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে; তিনি বলেছেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন :

الذهب بالذهب مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا ٠

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, সমপরিমাণ অনুরূপ এবং হাতে হাতে নগদ বেচাকেনা বৈধ, বাড়তি আরোপ করাই সুদ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, অনুরূপ ও সমপরিমাণ হবে, নগদে হতে হবে; বাড়তি হলেই তা সুদ। আটার বিনিময়ে আটা, সমপরিমাণ অনুরূপ, হাতে হাতে নগদে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, তবে বাড়তি গ্রহণ করলে সুদ হবে। লবণের বিনিময়ে লবণ, অনুরূপ ও সমপরিমাণ, হাতে হাতে, বাড়তিটা সুদ। যবের বিনিময়ে যব, অনুরূপ ও সমপরিমাণ, হাতে হাতে, বাড়তিটা সুদ। খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, অনুরূপ, হাতে হাতে, বাড়তিটা সুদ"[১] (সারাখসী : মাবসূত (১২/১১০)।[২]

---

১. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সিহাহ সিত্তার সঙ্কলকগণসহ প্রায় সবাই। যেমন মুসলিম : সহীহ : খ. ৩, পৃ. ১২০৮, হা. ১৫৮৪। বুখারী, সহীহ্, খ. ২, পৃ. ৭২৭, হা. ১৯৫৫, নাসাঈ, ইব্ন হেব্বান, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, আবু দাউদ, ইব্ন হান্বাল, মালেক : মুয়াত্তা, হাকেম, তাহাবীসহ মোট ২৯ জন হাদীস সঙ্কলক।

২. ইমাম সারাখ্সি তাঁর আল্-মাবসূত-এ বলেছেন : এ হাদীসটি একটি বিখ্যাত হাদীস। আলেমগণ এটিকে কবুল করে আমল করেছেন। এর খ্যাতির কারণে মুহাম্মাদ তাঁর কিতাবুল বুইউ (كتاب البيوع) (ব্যবসা-বাণিজ্য) গ্রন্থটি এ হাদীসটির অংশবিশেষ দিয়ে শুরু করেছেন। আবার এর অংশবিশেষ দিয়ে ভাড়া সংক্রান্ত গ্রন্থ শুরু করেছেন, আবার কিয়দংশ দিয়ে সূচনা করেছেন অর্থ লেনদেন গ্রন্থ। এ ধরনের বিখ্যাত হাদীস আইন প্রণয়নে বিরাট প্রমাণ, এমনকি আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে এ ধরনের হাদীস দিয়ে পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে কিছু ব্যাখ্যা সংযোজন করা যায়। ومثله حجة في الاحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا
এ হাদীসটি ঘুরেফিরে ৪জন সাহাবীর মাধ্যমে এসেছে। তাঁরা হলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব, উবাদাহ্ বিন সামেত, আবু সাঈদ আল্-খুদরী ও মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এছাড়া হাদীসটিতে তাফসীর, হুকুম এবং মর্ম বুঝার অবকাশ আছে, যা বিস্তারিত বিষয়াদিতে সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। মাবসূতের এই প্রসঙ্গটি পড়ে দেখুন, এতে আইনগত বা ফিকহ বিষয়ক চমৎকার আলোচনা রয়েছে। এতে

www.asksumon.wordpress.com

বাব : পশুর বাছুরের ওপর দাবি প্রসঙ্গে।

(৭) তিনি (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেছেন : কোন লোকের হাতে পশুর বাচ্চা থাকা অবস্থায় অন্য একজন এসে যদি দাবি করে যে, এটা তারই পশু, তার কাছে এটি জন্মেছে এবং বড় হয়েছে। এ দাবির পক্ষে সে প্রমাণও উপস্থাপন করেছে। আবার যার হাতে বা অধিকারে পশুর বাচ্চাটি রয়েছে সে অনুরূপ দাবি করে প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে যার অধিকারে আছে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। ইস্তিহসান বা উত্তম বিবেচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে কেয়াস অনুসারে এই পশুটির মালিকানা বাইরের লোকটির পক্ষে দেওয়া উচিত। এটি ইব্‌ন আবু লায়লার অভিমত। তাঁর যুক্তি হলো, তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা প্রমাণ করা, যাতে সে বিবাদী না হয়। কেবল তাদের প্রত্যেকেই মালিকানা তার বলে দাবি করছে। এক্ষেত্রে যার হাতে পশুটি আছে তার প্রমাণের সাথে বাইরের দাবিকারী লোকটির প্রমাণের কোন সংঘর্ষ নেই। যেমনি সাধারণভাবে মালিক তার বলে দাবি করে থাকে। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এর ওপর যদি সাধারণ মালিকানার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহলে তো মৌলিকভাবে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঠিক পশুর বাচ্চার মালিকানার ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশের মত। কিন্তু এরপরও আমরা এস্তেহসান বা উত্তম মনে করেছি এর বিপরীতটা কেবল একটি হাদীসের জন্য।

এটি বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ্ আল্-হাইসাম থেকে; তিনি একজন লোকের মাধ্যমে জাবের ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু থেকে; তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনেই অপর একজন লোকের বিরুদ্ধে একটি উটের দাবি তোলে। সে প্রমাণও দাঁড় করায় যে, ওটি তার কাছেই জন্মেছিল। পক্ষান্তরে যার হাতে উটটি ছিল সেও প্রমাণ দাঁড় করায় যে, এটা তারই পশু, তার কাছেই জন্মেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেই পশুটি দিলেন যার হাতে ওটি ছিল' (সারাখসী : মাবসূত, ১৭/৬৭)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইব্‌ন হাযম (র)-এর আল্-মুহাল্লা বিল আছার গ্রন্থে আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস

মাসআলাহ্ : নিজ বাসস্থান এলাকা থেকে বের হয়ে যদি এক মাইল বা ততোধিক দূরত্বে যায় (তাহলে সালাতে কসর হবে কিনা) :

প্রতীয়মান হয় যে, দিয়ার আল মিসরিয়্যা (মিসরের ফতোয়া বিভাগ) থেকে প্রকাশিত ফতোয়াকে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারা সুদি ব্যাংকের সাথে এমন সব লেনদেনকে হালাল সাব্যস্ত করেছে যা কিতাব-সুন্নাহ ও ইজমাউল উম্মাহ্র পরিপন্থী। নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দিন!

১. হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন আল্-বায়হাকী তাঁর আস্-সুনান আল্-কুবরাতে, খ. ১, পৃ. ২৫৭, হা. ২১০১৪। খ. ১০, পৃ. ২৫৭, হা. ২১০১৫। খ. ১০, পৃ.২৬১, হা. ২১০৩৯। ইব্‌ন আবু শায়বা তাঁর মুসান্নাফ-এ, খ. ৮, পৃ. ২৭৭, হা. ১৫২০৬, খ. ৮, পৃ. ২৭৯, হা. ১৫২১০।

www.asksumon.wordpress.com

(১) আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন আবু হানীফা ও সুফিয়ান আস্-সাওরী থেকে; উভয়ে হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমান-এর মাধ্যমে ইবরাহীম আন্-নাখা'য়ী থেকে ; তিনি বলেছেন, সালাতের কসর-এর বিষয়ে আবু হানীফা (র) তাঁর রেওয়ায়াতে বলেছেন : مسيرة ثلاث "তিন দিনের সফর হতে হবে"। আর সুফিয়ান বলেছেন তাঁর রেওয়ায়াতে, কুফা থেকে প্রায় মাদায়েন-এর দূরত্ব হতে হবে। ওটা ষাট মাইলের কিছু বেশী, তবে ৬৩ মাইলের বেশি নয়, আবার ৬১ মাইলের কম নয়। উপরোক্ত দু'টি পরিমাপের সবগুলোই আবু হানীফা (র) গ্রহণ করেছেন। তিন দিনের পথ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, পায়ে হেঁটে ভারি মালামাল নিয়ে এবং উটে চড়ে (سير الاقدام والثقل والإبل)। সুফিয়ান আস্-সাওরী বলেছেন, তিনের কমে কসর হবে না। তবে এই তিন কী এটা তার থেকে পাওয়া যায়নি (আল্-মুহাল্লা লি-ইবন হায্ম, খ. ৫, পৃ. ৪)।

মাসআলা : গম, খেজুর ও যবের যাকাত

(২) হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত-এর একটি বর্ণনা আছে, আল্-হাকাম সূত্রে ইবরাহীম থেকে : রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সা' (صاع) (বা মাপের বড় টুকরি) ছিল আট রতল (رطل)। (এক রতল অর্ধ পাউন্ডের সমান)। তাঁর মুদ্দ (مد) (বা ছোট টুক্রি) ছিল দুই রতল সমপরিমাণ। আবু মুহাম্মাদ বলেছেন, এই সবকিছু থাকা না থাকা সমান কথা।

তবে মূসা বিন তাল্হার হাদীস, যেটি বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক এবং আরেকজন লোক ঠিক জানি না সে কে এবং মুজালেদ (مجالد), এ হাদীসটি দুর্বল। সর্বপ্রথম যিনি হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন তিনি হচ্ছেন আবু হানীফা, আর ইবরাহীম তো উমার (রা)-কে পাননি (আল্-মুহাল্লা : ৫/২৪৩)।

মুহাম্মাদ নূর বলেছেন (আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন) : এটি ইব্ন হায্ম কর্তৃক স্বীকৃত যে, আবু হানীফা হাদীস বিশ্লেষণেও একজন ইমাম (امام فى الجرح والتعديل), সেই সময় যখন এই বিশ্লেষণ শাস্ত্রের (علم الجرح والتعديل) উৎপত্তি ও বিকাশ কেবল শুরু হয়। তখন এই শাস্ত্র কোন সুসংহত রূপ পায়নি। দেখা যায়, আবু হানীফা হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মুজালেদ (مجالد)-কে প্রথম দাঈফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছিলেন। এটা হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকেই স্বীকৃতি যারা সাধারণত আবু হানীফাকে আক্রমণ করে কথা বলতে অভ্যস্ত। এই ইব্ন হায্মই আবু হানীফাকে কটাক্ষ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ মানুষের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনকারী।

তিরমিযী তাঁর জামে'-এর কিতাবুল 'ইলাল (ত্রুটিসমূহ আলোচনা প্রসঙ্গ)-এ বর্ণনা করেছেন এবং আবু হানীফার মন্তব্য উল্লেখ করেছেন : আমি জাবের আল্-জু'ফী থেকে বেশি মিথ্যাবাদী এবং 'আতা বিন আবু রাবাহ থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের সমালোচনা ও সংশোধন (علم الجرح والتعديل) সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

www.asksumon.wordpress.com

মাসআলাহ্ : কা'বা শরীফের দেয়াল ঘেরা অংশে প্রবেশ করে তা চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে।

(৩) উমরাহ আদায়কালে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে তাওয়াফ করা। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা) প্রমুখ বলেছেন, এটা কোন ফরয নয়।

আমরা বর্ণনা করেছি আবদুর রাযযাক-এর সূত্রে, তিনি সুফিয়ান বিন 'উআইনাহ্ সূত্রে 'আম্র ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াতটি এভাবে তিলাওয়াত করতেন :

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ لِبِنَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ٠

(সম্ভবত : أو لبنة) "কাজেই যে হজ্জ করবে ওই ঘরের অথবা ভিত (لبنة)-এর তার ওই দু'টি পাহাড় তাওয়াফ করতে দোষ নেই"।

আবু মুহাম্মাদ বলেছেন, এটি ইব্‌ন 'আব্বাসের কথা। তিনি নিজ থেকে পবিত্র কুরআনে কিছু ঢুকিয়ে দেননি। ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে এটাও বর্ণিত আছে : العمرة الطواف بالبيت। "উমরাহ্ তো হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করা"।

অন্য একটি বর্ণনাসূত্র হচ্ছে শু'বা ও আসেম আল-আহ্‌ওয়াল থেকে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস বিন মালেক (রা)-কে পড়তে শুনেছি : (سورة بقرة) لِبِنَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ "(কা'বা) ঘর। অতএব যে প্রদক্ষিণ করে তার কোনো দোষ নেই"।

অপর একটি সূত্র হচ্ছে : 'আব্দ বিন হুমাইদ-দাহ্হাক বিন মাখলাদ-ইব্‌ন জুরাইজ-'আতা-ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তিনি অনুরূপ পড়েছেন।

আরেকটি সূত্র হচ্ছে : 'আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ-আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ আল মুক্‌রী-আবু হানীফা-মাইমূন বিন মিহ্‌রান-উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) অনুরূপ পাঠ করেছেন। এটি হচ্ছে 'আতা, মুজাহিদ ও মাইমূন বিন মিহ্‌রানের অভিমত (আল্-মুহাল্লা, ৭/৯৭)।

মাসআলাহ্ : নিজের মাল অন্যের পক্ষ থেকে রেহেন রাখা অথবা নিজের সন্তানের মাল বন্ধক রাখা।

(৪) আমরা বর্ণনা করেছি (روينا) 'আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ সূত্রে, তিনি দাহ্হাক ইব্‌ন মাখলাদ, আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আওন ও মুহাম্মাদ বিন সীরীন থেকে: তিনি বলেছেন : তাদের দু'জনের প্রত্যেকেই একে অপরের সম্পদের অগ্রাধিকারী। অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তান।

এ প্রসঙ্গে জা'ফর বিন আওন বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবু সুলাইমান সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেছেন, পিতা তার পুত্রের সম্পদের উপর অধিকার রাখে কেবল যা তার মৌলিক প্রয়োজন, যেমন খানাপিনা ও পোশাক। ويحتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس (আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ১০৫)।

মাসআলা : সন্তানের জন্য তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

(৫) একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, কামনা তাড়িতভাবে স্পর্শ করা অথবা কামনার দৃষ্টিতে কোন নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকালেই সে তার পিতা বা সন্তানের জন্য হারাম হয়ে

www.asksumon.wordpress.com

যায়। যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবু সুলাইমান সূত্রে ইবরাহীম আন্‌-নাখাঈ থেকে, তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কামনা তাড়িত হয়ে কোন নারীকে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে অথবা তার স্ত্রী-অঙ্গে দৃষ্টিপাত করে, সে নারী তার পিতা অথবা সন্তানের জন্য হারাম হয়ে যায়।

'আব্দুর রায্‌যাক, মা'মার ও আব্দুল্লাহ্ বিন তাউস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কামনার দৃষ্টিতে কোন নারীর গুপ্তাঙ্গ দেখে, সেই নারীর সাথে ওই লোকটির পিতা বা সন্তানের বিবাহ বৈধ হবে না, আবু হানীফাও এই অভিমত দিতেন (মুহাল্লা, খ. ৯, পৃ. ৫২৬)।

মাস্‌আলা : যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে মিলন করেছে তাকে তালাক দিতে চাইলে তার মাসিকের সময় তালাক দেওয়া হালাল হবে না।

(৬) অনুরূপ বক্তব্যের হাদীস পাওয়া যায় আব্দুর রাযযাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবু সুলাইমান-এর মাধ্যমে ইবরাহীম আন্‌-নাখাঈ থেকে বর্ণনা করেন, যেখানে একথাটিও আছে : তবে যদি তার বয়স হয়ে যাবার কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তালাক দিতে পারবে। এরপর প্রতিটি নতুন চাঁদের উদয়ের পর একটি করে তালাক দেবে। এটি হচ্ছে শা'বী-এর বক্তব্য।

যেসব আলিম একের অধিক তালাক দেওয়া অপছন্দ করেছেন তারা হলেন আল্‌-লাইছ, আওযায়ী, মালেক, আবু হানীফা, 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌নুল মাজেশূন, আল্‌-হাসান ইব্‌ন 'হাই ও আবু সুলাইমান ও তাদের সহগামীগণ (আল্‌-মুহাল্লা : খ. ১০, পৃ. ১৭৩)।

মাস্‌আলাহ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে : তুমি তালাক ইন্‌শাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) অথবা বলে, ইল্লা আন্‌ইশাআল্লাহ্ (তবে যদি আল্লাহ্ চান তাহলে ভিন্ন কথা) অথবা বলে, তবে যদি আল্লাহ্ না চাহেন : এই সব কথাই বরাবর ; এগুলো দিয়ে কোন তালাকই হবে না।

(৭) আব্দুর রাযযাক এর সূত্রে আবু হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবু সুলাইমান সূত্রে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি কেউ বলে, আমি যদি অমুক কাজটি না করি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, ইন্‌শাআল্লাহ্। এরপর সে শপথ ভঙ্গ করল, এ অবস্থায় তার স্ত্রী তালাক হবে না। আবু হানীফাও এই সিদ্ধান্ত দিতেন, আব্দুর রায্‌যাকও। তিনি বলেন, সাধারণ জনগণও এই সিদ্ধান্তের উপরই চলতেন (আল্‌-মুহাল্লা : খ. ১০, পৃ. ২১৭)।

মাসআলা : খুল্‌আ কি বায়েন তালাক নাকি রাজ'ঈ?

(৮) আমরা বর্ণনা করেছি এই সনদে ওয়াকী'-আবু হানীফা-আম্মার বিন ইমরান আল-হামাদানী-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) কোন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিকট থেকে কোন স্বামী তার দেওয়া দেনমোহরের পরিমাণের চেয়ে বেশি নেওয়া অপছন্দ করতেন। (অর্থাৎ খোল্‌আ তালাক গ্রহণকারী স্ত্রী থেকে কোন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করার বেলায় স্বামী যেন তার থেকে বেশি না নেয়) (আল্‌-মুহাল্লা, খ. ১০, পৃ. ২৪০)।

www.asksumon.wordpress.com

মাসআলা : মাড়ির দাঁতের দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ যা কালো হয়ে গেছে এবং নড়ছে।

(৯) আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি আব্দুর রায্যাক সূত্রে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেছেন, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেছেন, যে বালক-বালিকার সামনের দাঁত পড়েনি এ অবস্থায় তাদের দাঁতের ক্ষতিপূরণ হবে দশ দিনার (আল-মুহাল্লা, খ. ১০, পৃ. ৪১৮)।

মাসআলাহ্ : রক্তের দাবিদার ঘনিষ্ঠজনেরা কি ইচ্ছাকৃত হত্যা অথবা ভুলক্রমে হত্যার স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে সন্ধি করতে পারে?

(১০) আবু হানীফা বর্ণনা করেন হাম্মাদ-ইবরাহীম নাখা'ঈ সূত্রে, তিনি বলেছেন।

لا تعقل العاقلة العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا العبد ـ

"দায়িত্বশীল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে রক্তপণ বা দিয়াত আদায় করতে হবে না, যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা, সন্ধি ভিত্তিক রক্তপণ আদায় অথবা হত্যার স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে উক্তরূপ রক্তপণ আদায় দাস-দাসীদের ওপরও দায়িত্ব বর্তাবে না" (আল্-মুহাল্লা : ১১/৪৯)।

মাসআলা : ব্যভিচারীকে নির্বাসন দেয়া প্রসঙ্গে।

(১১) আল্-বাগাবী হাদীস বর্ণনা করেন ইব্ন মুফাররিজ-ইবনুল 'আরাবী-আদ্দূরী-আব্দুর রাযযাক সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন আবু সুলাইমান সূত্রে ইবরাহীম আন্-নাখা'য়ী থেকে। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) বলেছেন : البكر يزنى بالبكر فإن حبسهما من الفتيان ينفيان "যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা (ব্যভিচার) করে তাহলে তাদের আটক করে নির্বাসনে দিতে হবে"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'আব্দুল 'আযীয আল্-বুখারী (র)-এর কাশফুল আসরার গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার রেওয়ায়াত

(১) আল্লামা আল্-ইম্লী তাঁর মুসনাদ-এ বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-'আলকামা সূত্রে ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন, لا يجتمع فى أرض مسلم عشر وخراج "কোন মুসলিমের জমিতে উশর ও খারাজ একত্রে আরোপিত হবে না"।

www.asksumon.wordpress.com

একাদশ অধ্যায়

ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস

পরিচ্ছেদ

আল্-খাতীব আল্-বাগদাদী (র)-এর তা'রীখ বাগদাদ গ্রন্থে আবু হানীফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

(১) আমাকে বর্ণনা করেছেন আল্-হুসাইন ইব্‌ন আলী আস্-সুমাইরী, তাকে বলেছেন 'আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ্ আল-হাল্‌ওয়ানী, তাকে বলেছেন আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ, তাকে বলেছেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়া'কূব, তিনি যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন বায়ান-ইনি হচ্ছেন ইব্‌ন হুমরান আল্-মাদায়েনি-তার পিতা ও মারওয়ান ইব্‌ন শুজা'-সাঈদ ইব্‌ন মাসলামা সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-উসমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ-তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, মুহরেম ব্যক্তি (ইহরাম বাঁধা অবস্থায়) শিকার করা প্রাণীর গোশ্‌ত খেতে পারে কিনা। এ সময় মহানবী (সা) ঘুমাচ্ছিলেন। আমাদের আওয়ায উচ্চগ্রামে উঠে গেল, এতে মহানবী (সা) জেগে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমারা কি নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করছিলে? আমরা বললাম, শিকার করা প্রাণীর গোশত খাওয়া নিয়ে। তিনি আমাদের তা খাবার নির্দেশ দিলেন। হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন খতীব, তারীখ বাগদাদ-এ (২/৯৬)।[১]

(২) আমাকে হাদীসটি বলেছেন আবুল কাসেম আল্-আযহারী, তিনি এটি পেয়েছেন যথাক্রমে আবু নাসর মুহাম্মাদ বিন আহ্‌মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন জা'ফার আল্-মালাহেম আল্-বুখারী দারকুতনীর নির্বাচিত হাদীস থেকে-তিনি বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব-আব্দুর রহীম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন ইসহাক আস্-সিমনানী-মুহাম্মাদ বিন আল-ফারখ আল্-বাগদাদী-কাযবীন-এর আবু জা'ফর, তিনি ইসহাক বিন বিশ্‌র আল কুরাশী থেকে; তিনি

১. হাদীসটি আরও সঙ্কলন করেছেন তায়ালিসী তাঁর মুস্‌নাদ-এ, খ. ১, পৃ. ৩১, হা. ২৩২। ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সহীহ সঙ্কলনে, খ. ৯, পৃ. ২৮৫, হা. ৩৯৭২; বায়হাকী তাঁর সুনান কুবরাতে, খ. ৫, পৃ. ১৯৪, হা. ৯৭২১।

www.asksumon.wordpress.com

বলেন, হাদীসটি এরপর বর্ণনা করেন আবু হানীফা-হাম্মাদ সূত্রে আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

كان النبى ﷺ و أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم .

'মহানবী (সা), আবু বাকার ও উমার (রা) সালাতে বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম সশব্দে পড়তেন না"।[১]

তবে মুহাম্মাদ বিন ফারখ আমাদের কাছে অজ্ঞাত, তার কাছ থেকে আমাদের কাছে কোন রেওয়ায়াত আসেনি, কেবল এই বর্ণনাটি ছাড়া। খতীব তাঁর তা'রীখ বাগদাদ-এ এটি সঙ্কলন করেছেন (৩/১৬৫)।

(৩) আবুল হাসান বিন লু'লু বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল্-উতাইকী-আলী ইবন মুহাম্মাদ বিন লু'লু'-আল্-ওয়াররাক-আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন ফারওয়াহ আল্-মুস্তামলী-উমর ইব্ন মুদরিক-মক্কী ইব্ন ইবরাহীম-আবুল হুসাইন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-মু'আদ্দাল-আবু আলী আল্-হুসাইন বিন সুফয়ান আল্-বারযা'য়ী- আবু ইয়া'লা মুহাম্মদ বিন শাদ্দাদ মক্কী-আবু হানীফা থেকে; তিনি নাফে' সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, من أتى الجمعة فليغتسل "যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়তে আসবে সে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়" (খতীব : তা. বা. ৩/৯৬৭)।[২]

(৪) কাদী আবুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন আলী নিজ সনদে কাদেহ্ বিন রহমাতুয্ যাহেদ থেকে, তিনি আবু হানীফা ও মুসয়ের, সুফিয়ান, শু'বাহ্ ও কায়স প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন, তারা 'আলকামা বিন মারছাদ, সাঈদ বিন 'উবাইদাহ্, আবু আব্দুর রহমান-উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : خيركم من تعلم القران وعلمه "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে পবিত্র কুরআন নিজে শিখে এবং অন্যদের শিক্ষা দেয়" (খতীব : তা. বা., ৪/১০৯)।[৩]

(৫) মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন রিযক বর্ণনা করেছেন নিজ সনদে আবু হানীফা থেকে। তিনি যিয়াদ বিন 'আলাকাহ্ থেকে, তিনি আমর বিন মায়মূন সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

ان النبى ﷺ كان يقبل وهو محرم .

"মহানবী (সা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় চুমু দিতেন"।

---

১. এ হাদীসটি বুখারী সঙ্কলন করেন তাঁর সহীহতে : খ. ১, পৃ. ২৫৯, হা. ৭১০, এছাড়াও বহু সংখ্যক হাদীস সঙ্কলক তা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

২. হাদীসটি সঙ্কলন করেন তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, খ. ২, পৃ. ৩৬৪, হা. ৪৯২। মুসলিম, ২/৫৭৯, বুখারী ১/৩০০। এছাড়া আরও অনেকে ....।

৩. বুখারী ৪/১৯১৯, হা. ৪৭৩৯।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম শাফি'য়ী (র) বলেছেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আমাদের নিকট ইব্ন শাহীন (খতীব, তা. বা., ৪/১৭১)।[১]

(৬) মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহ্মাদ আল মুকরি বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আল্-কাতাঈ-আবু হামেদ আহ্মাদ বিন হামেদ বিন আহ্মাদ আল্-বালাখী-মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল্-বালাখী-আবু সুলাইমান আল্-বালাখী আল-জুজজানি (الجوزجاني)-মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল কাদী সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক আল্লাহ্র ইচ্ছায় বা আল্লাহ্ যদি চান, এক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছা আল্লাহ্র ব্যাপার। তাই এই তালাক আরোপিত হবে না। তবে 'আল্লাহ্র এরাদাহ্' বললে তালাক হবে (খতীব, তা. বা, ৪/১২১)।

(৭) আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল্-আরমুবি নিশাপুরী তাঁর নিজ সনদে বর্ণনা করেন, বিশর বিন ওয়ালীদ বলেছেন আবু ইউসুফ থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে; তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : طلب العلم فريضة على كل مسلم "জ্ঞান অন্বেষণ প্রতিজন মুসলিমের ওপর ফরয"।[২]

এই সনদে বিশ্র থেকে আহ্মাদ ইবনুস সাল্ত ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি। আবু ইউসুফ থেকেও বর্ণনাটি সুরক্ষিত নয়। এছাড়া আবু হানীফা যে আনাস বিন মালেক (রা) থেকে শুনেছেন তাও প্রমাণিত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

(৮) বর্ণনা করেছেন আল্-হুসাইন বিন আলী আস্-সুমাইরি যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ আল হালওয়ানী থেকে, নিজ সনদে আবু হানীফা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন কায়স থেকে; তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে শুনেছেন। প্রশ্নটি ছিল, মদ বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়া যাবে কি না। উত্তরে তিনি বলেছেন :

قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكل ثمنها .
وان الله حرم شرب الخمر حرام بيعها واكل ثمنها .

"আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিপাত করুন, তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা খাওয়া তো হারাম মানলো কিন্তু তা বিক্রি করে তার দাম খাওয়া হালাল করে নিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মদপান হারাম করেছেন। কাজেই এর বিক্রি এবং মূল্য খাওয়াও হারাম" (খতীব : তা. বা., ৪/২২০)।

---

১. মালেক, মুয়াত্তা ১/২৯৩, হা. ৬৪৬, ইব্ন হানবাল তাঁর মুসনাদে, ৬/২৩৪, হা. ২৬০০৮, খ. ৬/২৯৬, হা. ২৬৫৭৫।

২. ইব্ন মাজা, সুনান, ১/৮২, হা. ২২৪, তাবারানী, মু. কা, ১০/১৯৫, হা. ১০৪৩৯, তাবারানী মু. স., ১/৩৬, হা. ২২; আল্-কুদাঈ, মুসনাদুশ শিহাব, ১/১৩৬, হা. ১৭৪; আবু ইয়া'লা, মুসনাদ, ৫/২২৬; তাবারানী, ম, আ. ১/৮, হা. ৯।

www.asksumon.wordpress.com

(৯) আল-হুসাইন বিন আলী আস্-সুমাইরী বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-মু'আদ্দাল-আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ-আহ্মাদ ইবনুল 'আব্বাস আল-বাগদাদী-মাসউদ ইবন জুওয়াইরিয়া-আল্-মু'আফি বিন ইমরান থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি মূসা আল্-জুহানী, তাঁর পিতা রিব'ই বিন সাবরাহ-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মক্কা বিজয়ের দিন মুতআ বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিলেন نهى عنها يوم فتح مكة ।

তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ বলেছেন মূসা আল-জুহানী থেকে। তিনি ও অন্যরা এই হাদীস সংরক্ষণ করেছেন অবশ্যই আবু হানীফা থেকে। তিনি বলেছেন ইউনুস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে। আর তিনি হচ্ছেন ইউনুস ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ বিন আবু ফারওয়াহ্ আল-মাদীনী। আর শুদ্ধমতে এ হাদীসটি আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যুফার ইবনুল হুযাইল, কাসেম বিন মুঈন ও উবাইদুল্লাহ্ বিন মূসা এবং আবু আব্দুর রহমান আল-মুক্‌রি প্রমুখ (তা. বা., ৪/৩২৭)।

(১০) আল-হাসান বিন আবু বাকর বর্ণনা করেন যথাক্রমে আব্দুল বাকী বিন কানে' বিন মারযূক আল্-কাদী ও আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আর-রাযী-তাঁর পিতা আবু মুতী' সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি খালেদ বিন 'আলকামাহ্-আব্দু খায়র সূত্রে আলী (রা) থেকে। তিনি বলেন, "মহানবী (সা) উযু করার সময় তিনবার মাথা মসেহ্ করেছেন' (তা. বা., ৫/৯৮)।

(১১) আমাকে হাদীসটি বলেছেন আবুল কাসেম আল্-আযহারী যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবনুল মুজাফ্ফার-আবু আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আদ্-দাহ্র বিন 'আমর বিন আদ্-দাহ্হাক বিন মাখলাদ, ইমরান ইবন 'আব্দ — আবু সাঈদ আল্-ইস্পাহানী, বাক্কার ইব্নুল হাসান, ইসমাঈল বিন হাম্মাদ, যিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি মালেক বিন আনাস- আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ফাদ্ল-নাফে'-জুবাইর বিন মুত্ইম সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستامر وصمتها إقرارها .

"আল-আয়্যিম তার নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অগ্রগণ্য। তবে কুমারী মেয়ের সম্মতি চাওয়া হবে, সে চুপ করে থাকলে তা তার সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে" [তা. বা., ৫/৩৭৬]।[২]

(১২) মুহাম্মাদ তারীফ আল্-হানাফী আল-মুয়াদ্দাব (বলেছেন), আমি আবু বাকর আল্-বুরকানীর মূল কিতাবে পড়েছি, যা তিনি নিজ হাতে লিখেছেন। এটি আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন (أملى علينا) কাদী আবু মুহাম্মাদ ইবনুল আফ্কানী, তিনি বলেছেন, আবু বাকর মুহাম্মাদ

১. যেসব স্থানে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মাথা মসেহ করেছেন সেগুলো হচ্ছে: ইব্ন মাজা, সুনান, খ. ১, পৃ. ১৫০, হা. ৪৩৫, খ. ১, পৃ. ১৫০, হা. ৪৩৭, বায়হাকী, সু. কু., ২/১৮০, হা. ২৮১৪।

২. সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে আছে, যে নারীর স্বামী নেই, তা তালাক বা মৃত্যুজনিত যে কোনো কারণে হোক।। যেমন বুখারী, খ. ৫, ১৯৭৪, হা. ৪৮৪।

www.asksumon.wordpress.com

আল্-হাসান আল-মুকরী বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন তরীফ আল্-হানাফী আল্-মুয়াদ্দাব ঈসা নদীর পাড়ে আমাদের বলেছেন, আহ্‌মাদ বিন ইবরাহীম বলেছেন, আবু যুহায়র সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির থেকে-তার পিতার সূত্রে, তিনি যথাক্রমে হাবীব ইবন সালেম সূত্রে নু'মান বিন বাশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করেছেন :

وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ "তোমরা হতবল হয়ো না এবং শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে আহ্বান কর।" ইবনুল মুনতাশির বলেন, السلم-এ সীন-এর উপর যবর দিয়ে। আর এই মুহাম্মাদ বিন তারীফ হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব আর-রাযী (তা. বা., ৫, ৩৮৪)।

(১৩) আলী ইবনুল মুহ্‌সিন আত্-তানূখী বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবু হাসান আহমাদ বিন ইউসুফ আল্-আযরাক থেকে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীসটি বলেছেন আমার চাচা আবুল হাসান ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইবন আল-বাহ্‌লূল, তিনি ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন আবু কাসীর—মাদায়েনের বিচারপতি থেকে; তিনি মক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন ইয়াযদাদ সূত্রে শুরাহবীল থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

دخل النبى ﷺ على فأتيته بلحم شواء فأكل منه ثم دعا بماء فغسل كفيه ومضمض ثم صلى ولم يحدث وضوءا .

"মহানবী (সা) আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তাঁকে ভূনা গোশ্‌ত পরিবেশন করলাম। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর পানি আনতে বললেন এবং দুই হাত ধুইলেন এবং কুলি করলেন, এরপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু নতুন করে উযু করলেন না" (তা. বা., ৬/৩০১)।[১]

(১৪) আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্‌মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-কাসরী নিজ সনদে আবু ইউসুফ সূত্রে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি যথাক্রমে 'আতা, ইবনুল বাইলামানী (البيلمانى)-তার পিতার সূত্রে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে মহানবী (সা) বলেছেন :

إركب ناقتى ثم امض إلى اليمن فاذا وردت عقبة أفيق ورقيت عليها رأيت القوم مقبلين يريدونك فقل يا حجر يا مدر يا شجر رسول الله يقرأ عليكم السلام .

"আমার উটের ওপর ওঠ, এরপর ইয়ামানের দিকে যাও। তুমি যখন উফাইক উপত্যকায় উপনীত হয়ে এবং এর ওপর উঠে দেখবে, তোমার উদ্দেশে লোকেরা এগিয়ে আসছে তখন

১. সিহাহ সিত্তাহসহ ১২টি সঙ্কলনে এটির উল্লেখ আছে, যেমন মুসলিম ১/২৭৪, হা ৩৫৫, বুখারী, ১/৮৬, হা. ২০৪।

www.asksumon.wordpress.com

তুমি বলবে, হে পাথর! হে মাটি! হে বৃক্ষরাজি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের উদ্দেশে সালাম পাঠিয়েছেন।" আলী (রা) বলেন, আমি তখন তা-ই করলাম। যখন উপত্যকায় উঠে বললাম, হে পাথর! হে মাটি! হে বৃক্ষরাজি! আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে সালাম বলছেন, তখন দেখলাম, দিকচক্রবাল কেঁপে উঠল। তারা সবাই বললো, 'আলা রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামা আস্-সালাম, ওয়া আলাইকাস সালাম—'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি সালাম এবং আপনার ওপরও সালাম। যখন জনগণ তা শুনলো তারা সবাই বের হয়ে আসল, আমার দিকে আত্মসমর্পণ এগিয়ে আসল (তা. বা., ৭/৫৬)।

(১৫) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল্-কাসরী, শাব্দিকভাবে, তিনি যথাক্রমে মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ বিন সুফিয়ান আল্-কুফী—তথায়—আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল-হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আল-আত্তার আল্-বাগদাদী বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্-ইয়াহইয়া বিন নাসর সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি আল্-মিনহাল-সুমামাহ্-আবুল কা'কা' সূত্রে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন : حرام أن يؤتى النساء في المحاش "মহিলাদের মাহাশ-এ উপগত হওয়া হারাম" (তা. বা., ৭/৪১৩)।

(১৬) আল্-হাসান বিন মুহাম্মাদ আল্-খেলাল বর্ণনা করেছেন তার নিজ সনদে আবু হানীফা থেকে; তিনি মুহারিব বিন দেসার সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار "মিথ্যা সাক্ষদাতা এক কদমও বাড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তার জাহান্নামের ফায়সালা হয়" (তা.বা., ১১/৬২)।[১]

১. বুখারী : আল্-আদাব আল্-মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ৪৭, হা. ৯৩। মুসলিম তাঁর সহীহতে, খ. ৩, পৃ. ১২৪২, হা. ১৬২৩।

www.asksumon.wordpress.com

দ্বাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন আত্মিক সাধনা বিষয়ক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বর্ণিত হাদীস

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (র)-এর কিতাবুয্-যুহদ-এ আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাম্মাম আর-রাযী-এর কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইবনুল মারযুবান-এর "যাম্মুস সুকসালা গ্রন্থে আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাসানী-তে আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (র)-এর কিতাবুয যুহদ-এ আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) আপনাদের এ হাদীস জানিয়েছেন (أخبركم) আবূ উমার ইব্‌ন হায়্যাবিয়, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইয়াহ্ইয়া যথাক্রমে আল্-হুসাইন ও আবূ মু'আবিয়া সূত্রে আবূ হানীফা (র) থেকে; হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে, তিনি আল্-আসওয়াদ মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

إنه ليهون على الموت أن أريتك زوجتى فى الجنة .

"মৃত্যু আমার কাছে সহজতর হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমি তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি"।

এটি সঙ্কলন করেছেন ইবনুল মোবারাক তাঁর "কিতাবুয্ যুহ্দ-এ (পৃ. ৩৮২)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাম্মাম আল্-রাযী (র)-এর কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ আবূ হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) আমাদেরকে জানিয়েছেন আবুল কাসেম তাম্মাম বিন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-রাযী যথাক্রমে আবুল কাসেম বিন আবুল 'আকাব আমালী, ইউসুফ ইব্‌ন মূসা আল্-মারওয়াযী,

www.asksumon.wordpress.com

মুহাম্মাদ ইবনুল মুহলেব, মুগীছ বিন বুদাই, ওয়ালাদ খারেজাহ্, তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবু লায়লা ও আবু হানীফা-জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, ইনি কে? তখন সে বলল, ইনি আবু লায়লা, ইনি কুফাবাসীদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি বললেন, তাহলে সম্ভবত এ-ই হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যিনি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় কিয়াস করে থাকেন (فلعله الذى يقيس الاشياء برايه) তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি তোমার মাথাকেও কিয়াস (বা পরিমাপ) করতে পারবে? বললেন : না। বললেন : আমি তো দেখি তুমি কোন কিছু কিয়াস কর অথবা বুঝতে চেষ্টা কর কেবল আমি ভিন্ন অন্যের কাছ থেকে।

তুমি কি আমাকে বলতে পার, কোন সে কলেমা যার প্রথম হচ্ছে কুফরি আর শেষাংশ হচ্ছে ঈমান? তিনি বললেন, না। ইব্‌ন আবু লায়লা বললেন, আপনি কিভাবে তার মাথাকে কিয়াস বা পরিমাপ করবেন, আপনি জানতে পেরেছেন দু'চোখের মধ্যে কতটুকু লবণাক্ত পানি আছে, দু'টি কানের মধ্যে শব্দের ঘূর্ণন কতটুকু, দু'টি নাকের ছিদ্রের উত্তাপ কতটুকু, দু'টি ঠোঁটের মধ্যে কতটুকু মিষ্টতা রয়েছে? ইব্‌ন আবু লায়লা বললেন, আমাকে এগুলোর উত্তর বলুন। তিনি বললেন, হাঁ, আমার পিতা তাঁর বাপ-দাদাদের থেকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের চোখ দু'টি বানিয়েছিলেন নরম চর্বিযুক্ত করে (شحمتان), এরপর এতে দিয়েছেন লবণাক্ততা, যদি তা না দিতেন তাহলে ও দুটো গলে যেত। এ কারণে তাতে এত কিছু পড়লেই তাকে গলিয়ে মিলিয়ে দেয়। এই লবণাক্ততা হচ্ছে, যা কিছুই তিক্ত এতে পতিত হয় সে তা কুড়িয়ে নেয়ে। আর আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি কানের তিক্ততাকে আঠালো রস বানিয়েছেন ধূলিকণা থেকে সুরক্ষা পর্দা হিসেবে। কোন পোকা-মাকড় ওই গর্তে ঢুকামাত্রই বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। তা না হলে তো এগুলো মস্তিষ্কে ঢুকে যেতো। আর আল্লাহ্ তা'আলা নাকের দুটো নাসারন্ধ্রে এই উত্তাপ রেখেছেন মস্তিষ্ককে স্বস্তি দেওয়ার জন্য। আদম সন্তান দুনিয়ার সব ঘ্রাণ নিচ্ছে। ওই উত্তাপ না থাকলে সবই পুঁতিগন্ধময় মনে হতো। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঠোঁট দু'টিতে যে মাধুর্য দিয়েছেন তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিরাট অনুকম্পা। এই ঠোঁট দুটো দিয়েই বনি আদম আস্বাদন করে চুম্বনের মাধুরী, খাদ্য ও পানীয় বস্তুর স্বাদ, আর মানুষ লাভ করে ও দুটোর প্রভূত কল্যাণ।

তিনি বললে, এবার আমাকে সেই কলেমাটি (বাক্য) বলুন যার সূচনা আল্লাহ্‌কে অস্বীকারে এবং সমাপ্তি বিশ্বাসে। তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে : কেউ যদি কেবল 'লা-ইলাহা' বলে চুপ করে থাকে তাহলে সে কুফরি করল। তারপর যখন সে বলল, 'ইল্লাল্লাহ্' তখন সে ঈমান আনল।

তিনি বললেন : তুমি অবশ্যই কিয়াস বর্জন করবে। কারণ, আমার পিতা তার বাপ-চাচাদের মাধ্যমে জেনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ বিবেচনা দিয়ে কোন

www.asksumon.wordpress.com

কিছু কিয়াস করবে সে কিয়ামতের দিন ইবলীসের সঙ্গী হবে। কারণ সর্বপ্রথম যে যুক্তি বা কিয়াস করেছিল সে হচ্ছে ইবলীস। সে বলেছিল, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। এটি সঙ্কলন করেছেন তাম্মাম আল্-রাযী তাঁর কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ (১/১১১)।

(২) বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ মুহাম্মাদ বিন আহ্‌মাদ বিন বিশর আল্-হামাযানী যথাক্রমে 'আবদান আল্-জাওয়ালিকী, যায়দ ইবনুল হারীশ, আবু হাম্মাম, মারওয়ান-সালেম সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম-আলকামা-এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) একজন মহিলার যবেহ করা পশুর গোশত খেয়েছেন (১/২৭০)।

(৩) আবুল হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান-খাইসামা বিন সুলাইমান যথাক্রমে আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আবুল 'আনবাস—কুফার বিচারপতি ; তিনি জাফর বিন 'আওন সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি 'আতা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন : إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد "যখন নক্ষত্র উদিত হবে, তখন সকল দেশের নাগরিকের ওপর থেকে বালা-মুছিবত উঠে যাবে।" (এটি সঙ্কলন করেছেন তাম্মাম আল্-রাযী, কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ, ১/৩০৯)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনুল মারযুবান (র)-এর যাম্মুস-সুকালা গ্রন্থে আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

(১) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আল্-খোরাসানী বর্ণনা করেছেন যে, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্-বারলাসী বলেছেন, আমি জা'ফর বিন হুমাইদকে বলতে শুনেছি ; মুহাম্মাদ বিন জাবেরকে বলতে শুনেছি, যখন হাম্মাদ ইব্‌ন আবু সুলাইমান মারা গেলেন তখন আবু হানীফা সম্ভবত আমার সাথে দেখা করে একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলেন, পরে তা বলতে নিষেধ করলেন। তিনি বলেন, আমাকে আল্-আদামী কবিতা শুনালেন, তিনি বলেছেন, আমাকে ইবনুল মারযুবান কবিতা শুনালেন, তিনি বললেন, এটি আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন আবু বাকর আল্-কুরাশী :

انهضوا فإن أتى يا جلسائى فانهضوا

زبدة البغض أراها فى فؤادى تمخض

জাগো আমার সাথীরা জাগো
আমি আসছি। আমার হৃদয়ে দেখি ক্ষোভের
ক্রীম ননীমুক্ত হয়ে গেছে!

তিনি বলেছেন, আমাকে আল্-হাসান বিন সালেহ আল্-বারকী এই কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন :

www.asksumon.wordpress.com

اما الحبيب فلا يمل حديثه وحديث من أبغضته مملول
وترى على وجه الحبيب بشاشة وعلى البغيض وخامة وخمول
وتدير طرفك للحبيب مودة والطرف من دون البغيض كليل

প্রিয়ংবদার কথা কখনও দেয় না বিরক্তির ইঙ্গিত
দুর্মুখের বকোয়াস আনে অস্বস্তি নিশ্চিত
প্রিয়জনের অবয়বে তুমি দেখবে উজ্জ্বল নূর
দুশমনের চেহারা যেন বীভৎস ভঙ্গুর
নয়ন ফিরে ফিরে চায়, প্রিয়তায় প্রিয়জন
ভারী হয়ে আসে অরাতির দিকে দু'লোচন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাছানীতে[১] আবু হানীফার রেওয়ায়াত

(১) আবুর রাবী' আল্-যাহ্‌রানী বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাযম থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হাদীসটি জেনেছেন হাম্মাদ-ইবরাহীম-আল্-আসওয়াদ সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে; তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন তাঁর ওফাতের রোগক্রান্ত অবস্থায় :

إنه ليهون على الموت أنى رايتك زوجتى فى الجنة .

"মৃত্যুর বিষয়টি অবশ্যই আমার কাছে সহজ হবে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে জান্নাতে দেখেছি" (কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাসানি : ৫/৩৯০, হা. ৩০১৮)।

১. আহাদ অর্থাৎ একক সূত্রে বর্ণিত এবং মাসানি অর্থাৎ দু'জন রাবি বর্ণিত হাদীস।

www.asksumon.wordpress.com

তেরোতম অধ্যায়

আল্-আজযা আল-হাদীসিয়্যা-তে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক-এর গ্রন্থে

আপনাদের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু 'আমর ইব্‌ন হায়াবিয়্যাহ্ যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া আল্-হুসাইন আবু মু'আবিয়াহ্ থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম আল্-আসওয়াদ সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন :

إنــه ليهون على الـموت أني أرايتك زوجتي في الـجنة .

"আমার কাছে মৃত্যু এজন্য সহজ হবে যে, তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে" (আয্-যুহ্দ লি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, ১/৩৮২)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'মান্ কাযাবা আলাইয়্যা' হাদীসটির বিভিন্ন সূত্রগ্রন্থ

(৮৬) উবাইদ বিন রেজাল আল্-মিসরী বলেছেন, আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ বলেছেন, আবু আব্দুর রহমান আল্-মুকরী বলেছেন যে, আবু হানীফা বর্ণনা করেছেন আতিয়্যা সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

"যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়" (জাহান্নামে তার অবস্থানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে) (খ. ১, পৃ. ৯০)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিতাবুস্-সুন্নাহ্

(১৭৩) খালীফা বিন খাইয়্যাত আল্-'উসফুরি-আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ-মুস'ইর ইব্‌ন সা'দ এর চাচা-আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন রুফাই' মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها ما هي لاقيه .

www.asksumon.wordpress.com

"যত প্রাণী আছে সকলেরই প্রবেশপথ ও নির্গমন পথ এবং সে যা কিছুর সম্মুখীন হবে তা আল্লাহ্ তা'আলা লিখে রেখেছেন"। তখন একজন আনসারী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আর কিসের জন্য 'আমল করব? তিনি বললেন :

من كان من أهل الجنة يسر لعمل الجنة ومن كان من اهل النار يسر لعمل أهل النار .

"যে ব্যক্তি বেহেশতী হবে সে বেহেশতের কাজ করতে খুশি হয়ে ওই পথ অবলম্বন করবে। আর যে দোযখী হবে সে দোজখের কাজ করতে খুশি হয়ে ওই পথে ধাবিত হবে"। তখন আনসারী ব্যক্তি বললেন : الآن حق العمل "এবার তাহলে আমল করার বাস্তবতা বুঝলাম" (আস্-সুন্নাহ্, খ. ১, পৃ. ৭৬)।

আমি আমার পিতা এবং অন্যান্য মাশায়েখের কাছে আবু হানীফা (র) সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি।

(২২৭) আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি আব্দুর রহমান বিন্-মাহ্দী থেকে, তিনি বলেছেন, من حسن علم الرجل أن ينظر فى رأى أبى حنيفة "কোন ব্যক্তির জ্ঞানের সৌন্দর্য হলো আবু হানীফার অভিমত জেনে নেওয়া" (এর সনদ সহীহ্, আস্-সুন্নাহ্, খ. ১, পৃ. ১৮০)।

الباب الخامس : كتاب اعتقاد اهل السنة الكلائى :

(৪৭১) আলী ইবন উমার ইবন ইবরাহীম আমাদের জানিয়েছেন যে, মুকাররাম ইব্ন আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন আহ্মাদ বিন 'আতিয়্যা সূত্রে, সাঈদ ইবন মানসূর সূত্রে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনুল মোবারককে বলতে শুনেছি : والله ما مات ابو حنيفة وهو يقول بخلق القران ولا يدين الله به "আল্লাহ্র কসম! আবু হানীফা মরতেন না যদি তিনি বলতেন যে, কুরআন মাখলূক এবং এ ব্যাপারে আল্লাহকে পরওয়া না করতেন" (এ'তেকাদ আহ্লিস্ সুন্নাহ্ : খ. ২, পৃ. ২৬৯)।

(৪৭২) আলী ইব্ন উমার বর্ণনা করেন, মুকাররাম বলেছেন যে, আহ্মাদ বিন 'আতিয়্যা বর্ণনা করেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন মুকাতেলকে বলতে শুনেছি : আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, জাহ্ম (ইব্নে সাফওয়ান)-এর কথা আবু হানীফার মজলিসে উঠেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কী হবে! সবাই বলল : এ লোকটি বলে যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্ট মাখলূক। তখন তিনি বললেন : كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا "তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য ছিল ভয়ঙ্কর, তারা তো কেবল মিথ্যে বলে" (আল্-কুরআন) (এ'তেকাদ আহলিস সুন্নাহ্, ২/২৭০)।

(৮২৯) আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইমরান বলেছেন যথাক্রমে আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন খাশরামাহ আল-কাযবিনী-মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আবু আব্দুল্লাহ্ আত্-তালেকানী, সালেহ ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-তিরমিযী থেকে; তিনি হাম্মাদ বিন আবু হানীফা আন-নু'মান, তাঁর পিতা থেকে; তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবু খালেদ ও বায়ান বিন বিশর-কায়স ইব্ন আবু হাযেম

www.asksumon.wordpress.com

থেকে বর্ণনা করেন, আমি জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমনি এই চাঁদকে পূর্ণিমার রাতে দেখতে পাও। পূর্ণিমা চাঁদকে দেখতে তোমাদের বেগ পেতে হয় না। কাজেই দেখো, সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডোবার পূর্বের সালাত (وقبل غروبها) যেন ছুটে না যায়।" হাম্মাদ বলেছেন : অর্থাৎ ফজর ও 'এশা (ফজর ও আসর হওয়া উচিত, অনুবাদক)। (এ'তেকাদ আহ্লিস্-সুন্নাহ্, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬)।

(১৩০৮) আব্দুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাসর বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ বিন বাহ্লূল আন্-নাসাঈ, আবুল বারীক ইমরান ইব্ন বাক্কার, ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ্ আল-ওয়াহ্হাযি-মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েলা অথবা ইব্ন ওয়ায়েলা থেকে (এটি মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান-এর সন্দেহ); তিনি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

"মাতৃগর্ভে সন্তান আসার প্রক্রিয়ায় নুতফা (শুক্রাণু) জরায়ুতে ৪০ দিন থাকে, এরপর 'আলাকা (ভ্রূণ) হিসেবে থাকে ৪০ দিন, এরপর মুদ্গা (চিবানো গোশ্তের মত) থাকে ৪০ দিন, এরপর এর গঠন ফুটে ওঠে। তখন ফেরেশতা বলে, হে রব! ছেলে না মেয়ে? ভাল না মন্দ? তার রিযিক কি?" মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান বলেন, আমাদেরও এই মত। আবু হানীফাও এই তথ্য গ্রহণ করেছেন। কাজেই দুষ্ট দুরাচার তো মায়ের পেটেই দুষ্ট দুরাচার থাকে আর শিষ্ট সৌভাগ্যবান যে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করে الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ; আল্-লাল্কালাঈ : এ'তেকাদ আহলিস্ সুন্নাহ্ : ৪/৭০৪)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

كتاب الامتاع بالأربعين المتباينة السماع

কৃত : ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী

সীন বর্ণের হাদীস : ২৩। আবু সাঈদ বর্ণনা করেন তাঁর সনদে (দ্র. মূল পৃ. ২২৫) ইসমাঈল বিন 'আইয়্যাশ সূত্রে ইমাম আবু হানীফা আন্-নু'মান বিন সাবিত থেকে; তিনি আবু সুফিয়ান আস্-সা'দী ও আবু নাদরাহ্ সূত্রে, আবু সাঈদ সা'দ বিন মালেক আল্-খুদরী (রা) থেকে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لا تصلح صلاة إلا بأم القران ومعها غيرها "সালাত শুদ্ধ হতে অবশ্যই সূরা ফাতেহা (কুরআনের মূল) লাগবে এবং তার সাথে আরও কিছু কুরআনও পড়া লাগবে" (দ্র. আল্-ইমতা বিল আরবাঈন আল্-মুতাবায়েনাহ্ আস্-সেমা', কৃত: ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী, খ. ১, পৃ. ৪০)।

www.asksumon.wordpress.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্-'উমদাহ্ মিনাল ফাওয়ায়েদ ওয়াল আছার আস্-সেহাহ্ ওয়াল গোরাঈ كتاب العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائ কৃত : শুহদাহ্ বিন্ত আহ্মাদ ইব্নুল ফারাজ আদ্-দীনাওয়ারী (لشهدة بنت أحمد بن الفرج الدينورى)

আবু সা'দ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দুল কারীম ইব্ন খাশীন তাঁর নিজ সনদে (মূল ২২৫) আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ঈসা আল্-কাদী (বিচারপতি) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি আবু হানীফা থেকে ; তিনি ইবরাহীম ইব্ন তাহ্মান, আবু ইসহাক ও আল্-বারাআ ইব্ন আযেব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে তা'লীম দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সে যেন ঘুমাবার সময় এই দু'আ পড়ে :

اللهم اسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك والجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك لامنجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى انزلت ونبيك الذى أرسلت .

"হে আল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার চেহারা আপনার দিকে নিবদ্ধ করলাম, আমার বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার পিঠকে আপনার আশ্রয়ে রাখলাম—আপনার প্রতি আগ্রহ এবং ভয় নিয়ে। আপনার থেকে বাঁচার স্থান তো আপনারই কাছে। আমি আপনার ওই কিতাবে বিশ্বাস করলাম যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীকে বিশ্বাস করলাম যাঁকে আপনি পাঠিয়েছেন।"

এরপর বললেন, এ দু'আ পড়ে শোবার পর তার মৃত্যু ঘটলে সে ফিতরাত বা ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করবে আর বেঁচে থাকলে প্রভূত কল্যাণ লাভে ধন্য হবে (১/৮৪)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিতাব আল্-জুয্

ইব্ন হাইয়্যান আল্-ইসপাহানী প্রণীত

জাবের (রা) ছাড়া অন্যদের থেকে সংগৃহীত আবুয যুবাইর-এর হাদীসসমূহ

(১১৮) মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদ্ল ইব্নুল খাত্তাব বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্দ থেকে, তিনি হাম্মাদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি আবুয যুবাইর থেকে, তিনি তাউস সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) এবং যায়দ ইবনুল আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন ; তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি গাধার পা উপহার দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, তাকে আমার সালাম বলো এবং বলবে, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় আছি। এটা না হলে তোমার উপহার ফিরিয়ে দিতাম না (প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ১৭২)।

www.asksumon.wordpress.com

নবম পরিচ্ছেদ

জুয্ আল্ফ দীনার

ইব্ন শাবীব আল্-বাগদাদী কৃত

(৭৬) 'আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যথাক্রমে তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইসহাক ইব্ন ইউসুফ থেকে; তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীসটি বলেছেন আবু ওমুক, এভাবেই আমার পিতা ইচ্ছাকৃতভাবে নাম উল্লেখ না করে আমাকে বলেছেন, তবে অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করার সময় পুরো নাম উল্লেখ করে বলেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি আলকামা ইব্ন মারছাদ থেকে; তিনি সুলাইমান ইব্ন বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট আগমনকারী এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

اذهب فإن الدال على الخير كفاعله .

"যাও, নিশ্চয়ই যে পথ দেখায় কোন কল্যাণের সে ওই কাজ বাস্তবায়নকারীর অনুরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হবে" (হাজার দীনার অংশ, ইব্ন শাবীব আল্-বাগদাদী, ১/১১৪)

৮৬ : বিশর বর্ণনা করেন যে, আবু 'আব্দুর রহমান আল্-মুক্‌রী বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ, ইবরাহীম, আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-জাদালী ও খুযাইমা বিন সাবেত আল্-আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) দুই মোজার ওপর মসেহ্ করেছেন, এরপর তাতে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন : এক দিন এক রাত মুকীমের জন্য আর তিন দিন তিন রাত মুসাফিরের জন্য। (মুকীম অর্থ যিনি নিজ এলাকায় অবস্থান করছেন) (ইব্ন শাবীব আল্-বাগদাদী : জুয আল্ফ দীনার, ১/১৩৪)।

(৮৭) প্রাগুক্ত সনদে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন ; তিনি 'আতা ইবনুস সায়েব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম যেদিন ইন্তিকাল করলেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন কিছু লোক বলাবলি করছিল যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তখন মহানবী (সা) দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন (হাদীসটি বেশ লম্বা)। নামাযশেষে তিনি বললেন, এটি আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শন, কারো মৃত্যুর কারণে গ্রহণাদি হয় না।

(৮৮) প্রাগুক্ত সনদে আবু হানীফা থেকে বর্ণিত; তিনি আল-হাইসাম সূত্রে আশ্-শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি উহুদ পাহাড়ে একটি খরগোশ ধরল, কিন্তু ছুরি না পেয়ে ধারালো পাথর (مروة) দিয়ে ওটি জবেহ করল। তিনি মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে জবেহ করা শিকার খাওয়া যাবে কি না। মহানবী (সা) তাঁকে তা খেতে নির্দেশ দিলেন (জুয আল্ফ দীনার : খ. ১, পৃ. ১৩৮)।

www.asksumon.wordpress.com

(৯৫) বিশর বর্ণনা করেছেন যে, আল্-মুকরি বলেছেন যে, আবু হানীফা বলেছেন আল্-হাইসাম সূত্রে কোন এক ব্যক্তি (সাহাবী) থেকে যে, দু'জন লোক মহানবী (সা)-এর কাছে একটি উটের মালিকানার বিবাদ নিয়ে এলো। তারা উভয়েই নিজ নিজ প্রমাণ পেশ করলো যে, এটি তার এবং তার ওখানে এর জন্ম হয়েছে। তখন মহানবী (সা) উটটি তাকেই দিলেন যার হাতে ওটি ছিল (আলফ দীনার : ১/১৫৪)।

(১১৩) বিশর বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুর রহমান আল্-মুকরি থেকে; তিনি আবু হানীফা থেকে ; তিনি আল্-হাইসাম-ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল্-আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমার (রা) এমন একজন মহিলা ও তার সন্তানের জানাযা পড়েছেন যে, তখন নেফাস (প্রবাহ উত্তর অপবিত্র) অবস্থায় ছিলেন" (জুয' আল্ফ দীনার : খ. ১, পৃ. ১৮১)।

দশম পরিচ্ছেদ
হাদীস খাইছামা

খাইছামা বর্ণনা করেন যথাক্রমে আবু ইয়াকূব ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (নাসীবাইন স্থানে), উবাইদুল্লাহ্-মূসার পুত্র সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি নাফে' সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء ـ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন" (হাদীস খায়ছামা, ১/৬৮)।

একাদশ পরিচ্ছেদ
কিতাবুল ফাওয়ায়েদ

(৬৬৩) আবু সাঈদ মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন বিশর আল্ হামাযানী বর্ণনা করেন যথাক্রমে 'আব্দান আল্-জাওয়ালিকী-যায়দ বিন আল্-হারীশ-আবু হুমাম সূত্রে মারওয়ান বিন সালেম সূত্রে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা সূত্রে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন :

أن النبي ﷺ أكل ذبيحة إمرأة ـ

"মহানবী (সা) এক মহিলার জবেহকৃত পশুর গোশ্ত খেয়েছেন" (আল-ফাওয়ায়েদ ৩, খ. ১, পৃ. ২৭০)।

(৭৭১) আবুল হাসান খাইছামাহ্ বিন সুলাইমান-আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবুল 'আন্বাস (কুফার বিচারক) সূত্রে জা'ফার ইব্ন 'আওন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু হানীফা থেকে এবং তিনি আতা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন:

إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد ـ

www.asksumon.wordpress.com

"যখন নক্ষত্রটি উদিত হবে তখন সকল দেশের লোকের ওপর থেকে বালা-মুছিবত উঠে যাবে" (আল্-ফাওয়ায়েদ ৩, খ. ১, পৃ. ৩০৯)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিতাব জুয্ ইবনুল গিত্‌রীফ

(২১) আবুল 'আব্বাস বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইমরান আস্-সায়েগ (স্বর্ণকার)-যাকারিয়া বিন যিয়াদ-আল্-হাসান বিন যিয়াদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে, তিনি নাফে' সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে, তিনি বলেছেন :

نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام خيبر وما كنا مسافحين ·

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার-এর বছর নারীদের সাথে মুত্‌আ বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করেছেন। আর আমরা তো ব্যভিচারী ছিলাম না" (জুয্ : বর্ণনা করেছেন : ইবনুল গিত্‌রীফ, খ. ১, পৃ. ৬৯)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কিতাব মাশীখাহ্ ইব্‌নুল হাত্তাব

ইসহাক ইব্‌ন আবু ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি হাম্মাদ সূত্রে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমার কাছে এই তথ্য পৌঁছেছে (নিশ্চয়ই কোন সাহাবী থেকে) যে, কিয়ামতের দিন ন্যায়দণ্ড আনা হবে। তখন জনৈক ব্যক্তির আমল পরিমাপ করা হবে, তখন পাল্লা ভারী হবে না। এরপর এতে কিছু একটা রাখা হবে, তখন পাল্লা ভারী হবে। তখন সে বলবে, এটা কি? তাকে বলা হবে, এটা তোমার ওই জ্ঞান যা তুমি শিখিয়েছিলে। এরপর তোমার পরের লোকেরা তা আমল করেছিল (মাশীখাহ্ ইব্‌নুল হাত্তাব, খ. ১, পৃ. ৮৯)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল আমালী আল্-মুত্‌লাকাহ্

আহ্‌মাদ বিন আবু বাক্‌র বিন 'আব্দুল হামীদ লিখিতভাবে বর্ণনা করেন এবং ফাতেমা বিন্‌ত আল্-মুন্‌জা শুনে বর্ণনা করেছেন, উভয়ই বলেছেন, আমাদেরকে জানিয়েছেন সুলাইমান বিন হাময়াহ্, প্রথমজন বলেছেন শুনে, দ্বিতীয় জন (মহিলা) বলেছেন লিখিতভাবে, তিনি বলেছেন, আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল ওয়াহেদ বলেছেন, আবু জা'ফর আস্-সাইদালানী (ফার্মাসিষ্ট) বলেছেন, আবু আলী আল্-হাদ্‌দাদ বলেছেন, আবু নাঈম বলেছেন, তাবারানী বলেছেন, মুস্‌নাদ মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ্‌তে, তিনি বলেছেন তাঁর নিজ সনদে (মূল ২২৮), মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ্-'আতিয়্যাহ্ সূত্রে আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, إن من اعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر "অন্যতম বড় জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।"

www.asksumon.wordpress.com

এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের, এটি সঙ্কলন করেছেন তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা আল্‌-কাছেম বিন যাকারিয়া থেকে। উপরোক্ত সনদটি তাবারানী তার আল্‌-আওসাত-এ এভাবে এনেছেন : আলী বিন সাঈদ আল্‌-রাযী বর্ণনা করেছেন আবুদ দারদা-আব্দুল আযীয বিন মুনীর থেকে; তিনি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইব্‌ন রবী'আহ্ থেকে; তিনি আল্‌-হাসান বিন রশীদ সূত্রে আবু হানীফা থেকে। তিনি ইকরিমা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى جائر فأمره ونهاه فقتله "শহীদদের শ্রেষ্ঠজন হচ্ছেন হামযা বিন্ 'আব্দুল মুত্তালিব এবং ওই ব্যক্তি যে অত্যাচারীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কিছু নির্দেশ দিল, কিছু নিষেধ করল, এতে ওই ব্যক্তি তাকে হত্যা করল" (আল-আমালী, আল-মুত্‌লাকাহ্, খ. ১, পৃ. ১৯৭)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল ই'তিকাদ

আমরা বর্ণনা করেছি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন সাবেক থেকে, তিনি বলেছেন, আমি আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবু হানীফা কি বলতেন যে, কুরআন একটি সৃষ্টি? উত্তরে তিনি বললেন, নাউজু বিল্লাহ্! আমিও তা মনে করি না (খ. ১, পৃ. ১০৭)।

আমাদের বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ আল্‌-হাফেয, তিনি যথাক্রমে আয্‌-যুবাইর ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহেদ আল-হাফেয-হামযাহ্ বিন আলী আল্‌-আত্তার আর-রাবী' বিন সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (রাদিয়াল্লাহ্ আনহু)-কে আল্‌-কাদর (তাকদীর) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নিচের চরণগুলোর মাধ্যমে উত্তর দেন :

فما شئت كان وإن لم أشأ   وما شئت إن لم تشاء لم يكن
خلقت العباد على ما علمت   ففى العلم يجرى الفتى والمسن
على ذا مننت وهذا خذلت   وهــذا أعنت وذا لم تعن
فمنهم شقى ومنهم سعيد   ومنهم قبيح ومنهم حسن

"তুমি যা চাও তা-ই হয়, আমি যদিও না চাই
আমি চাইলেও হবে না, যদি তুমি তা না চাও।
বান্দাদের সৃষ্টি করেছ তুমি তোমার জ্ঞানে
সেই জ্ঞানে চলেছে যুবক—বৃদ্ধ বয়সপানে।
কাউকে দিয়েছ অঢেল অনুকম্পা, কাউকে অপমান।
কাউকে করেছ সাহায্য আবার কাউকে করনি দান
তাদের কেউ তো দুর্ভাগা আবার কেউ তো সুখী।
কেউ তো তাদের সৌম্য কান্তি কেউ তো দুর্মুখী"।

www.asksumon.wordpress.com

ইমাম শাফি'য়ী যেভাবে তাকদীরকে আল্লাহ্‌র কাছে সঁপেছেন এবং বান্দাদের কার্যাদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয় বলেছেন, অনুরূপভাবে বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবেঈগণ অভিমত দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের ফকীহগণ, যেমন আওযা'ঈ, মালেক ইব্‌ন আনাস, সুফিয়ান আস্-সাওরী, ইব্‌ন 'উআইনা, লাইস ইব্‌ন সা'দ, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম প্রমুখ (র) বলেছেন।

আবু হানীফা (র) থেকেও আমরা অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। সেটি হচ্ছে : আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হাফেয বর্ণনা করেন, আমি আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন জা'ফার আল-মুযাক্কীকে বলতে শুনেছি যে, আবুল আব্বাস আহ্‌মাদ বিন সাঈদ বিন মাসউদ আল্-মারূযী বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) বলেছেন, ইবরাহীম বিন রুস্তাম বলেছেন, আমি আবু ইসমাতকে বলতে শুনেছি, আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করেছি, আহ্‌লুল জামা'আহ্ (অর্থাৎ আহ্‌লুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামাআত) কারা? তিনি বলেছেন :

من فضل أبا بكر وعمر واحب عليا وعثمان وامن بالقدر خيره وشره من الله ومسح على الخفين ولم يكفر مؤمنا بذنب ولم يتكلم فى الله بشيئ ٠

"যে ব্যক্তি আবু বাকর ও উমরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, আলী ও উসমানকে ভালবাসে, ভাগ্যের ভালমন্দ নির্ধারণকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস করে, মোজার ওপর মসেহ করে, কোন মুমিনকে কোন গুনাহের কারণে কাফের বলে না এবং আল্লাহ্‌র বিষয়ে কোন কিছু বিরূপ মন্তব্য করে না সে-ই আহল আল-জামা'আহ্" (আল্-ই'তিকাদ, খ. ১, পৃ. ১৬২)।[১]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল 'আযামাহ্ (كتاب العظمة)

বড় বড় বিষয় প্রসঙ্গ

(১৭) ৬৯৬১৭ : আবু বাকর ইব্‌ন ইয়া'কূব বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে শু'আইব আস্-সুরাইফিনী, মু'ইব ইব্‌নুল মেকদাম-দাউদ আত্-তাঈ সূত্রে আবু হানীফা থেকে; তিনি 'আতা সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : إذا ارتفعت النُّجوم

১. ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর ওই বক্তব্যে যে যমানার বাতিল ফেরকার আকীদাকে অপনোদন করেছেন যেমন, শিয়াদের একদল আবু বকর ও উমরকে খলীফার অযোগ্য বলে গালমন্দ করে, কেউ আবার আলী ও উসমানকে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে অপছন্দ করে। মু'তাযিলা সম্প্রদায় মন্দটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে, শয়তানের কাজ মনে করে। একদল সুন্নাহ্ বিরোধী মোজার ওপর মসেহকে বিদআত বলে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যেমন এখনও কিছু লোক (হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী দল) নিজস্ব যুক্তি দিয়ে মোজার ওপর মসেহ্ করাকে উযু বিরোধী মনে করে। এছাড়া আল্লাহ্‌র বাণীকে তার সিফাত না বলে মাখলূক মনে করে। যেমন মু'তাযিলা অথবা জাহমিয়াগণ বলে, আল্লাহ্ কথা বলতে পারেন না, ইত্যাদি এসবই হচ্ছে বাতিল আকীদা। বর্তমান যুগে যারা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মত "সাধারণ" মানুষ অথবা ... মত অথবা আল্লাহ্ মিথ্যাও বলতে পারেন ইত্যাদি তারাও।

www.asksumon.wordpress.com

رفعت العاهة على كل بلد "যখন নক্ষত্রসমূহ উপরে উঠবে (উদিত হবে) তখন সকল দেশের ওপর আপতিত বালা-মুসিবতও উঠে যাবে" (আল্-'আযামাহ্, খ. ৪, পৃ. ১২২০)।[১]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কিতাব : মাজলিসু ইমলা' ফী রু'ইয়াতিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তা'আলা

(মহান আল্লাহ্‌কে দেখা ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ)

(২১৩) কুফার আবুল হাসান বিন হাম্মাদ বলেছেন, আল্-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাযদাক বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আহ্মাদ বিন উসাইদ আল্-ইস্পাহানী বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন 'আসেম সূত্রে আল্-মুক্‌রী বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা থেকে; তিনি আল্-হাইসাম ও আমের আশ্-শা'বী সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কুফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন : ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره "যে ব্যক্তি তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (১/১০৪)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কিতাব জুয্ ইব্‌ন 'আমশালিক

(২৮) আহ্মাদ ইব্‌নুল হাসান বিন 'আলী আল্-ফারেসী তাঁর নিজ সনদে (দ্র. মূল ২৩০) আব্দুল ওয়ারেস বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি মাক্কাহ্‌তে এসে আবু হানীফাকে পেলাম। আরও পেলাম ইব্‌ন আবু লায়লা ও ইব্‌ন শুবরুমাকে। তখন আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে কোন কিছু বিক্রির সময় কোন শর্তারোপ করল। তিনি বললেন, ওই বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল। এরপর আমি ইব্‌ন আবু লায়লাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এক্ষেত্রে বিক্রি ঠিক আছে তবে শর্ত বাতিল হবে। এরপর আসলাম ইব্‌ন শুবরুমার কাছে। তিনি বললেন, এই বিক্রয়ও বৈধ, শর্তও বৈধ।

তখন আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্ ! একটি মাসআলায় ইরাকের তিনজন ফকীহ্ তিন রকম উত্তর দিলেন। এরপর আমি আবু হানীফার কাছে এসে এ অবস্থা জানালাম। তিনি বললেন, আমি তো জানি না তারা দু'জন কী বলেছেন? 'আমের ইব্‌ন আইয তার পিতা-পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন : أن النبى ﷺ نهى عن بيع وشرط "মহানবী (সা) কোন কিছু বিক্রয়ের সময় শর্তারোপকে নিষেধ করেছেন"। কাজেই বিক্রয়ও বাতিল, শর্তও বাতিল।

এরপর ইব্‌ন আবু লাইলার কাছে এলে তিনি বললেন, আমি তো জানি না তারা দু'জন কী বলেছেন? আমাকে হেশাম ইব্‌ন 'উরওয়াহ্ তাঁর পিতার সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা

---

১. এ হাদীসটি বাহ্যত জ্যোতিষীদের উৎসাহিত করবে, কিন্তু এটি আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা জ্যোতিষ বিজ্ঞানের নিবিড় বিশ্লেষণে এই সকল নক্ষত্রের প্রভাব এবং বালা-মুসিবত উঠে যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। (অনুবাদক)

www.asksumon.wordpress.com

করেন, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন : তারপর পুরো ওই হাদীসটি বললেন ... (জুয ইব্ন 'আমশালীক, ১/৬১)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কিতাব নসীহাতি আহ্‌লিল হাদীস
(হাদীস শাস্ত্রবিদগণের উপদেশ)

(২৪) আল্-কাদী আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হুসাইন বিন 'আলী আস্-সুমাইরী বর্ণনা করেন তাঁর নিজ সনদে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর থেকে; তিনি বলেন, আমরা আল্-আ'মাশ-এর নিকট ছিলাম। এসময় দেখলাম, তিনি আবু হানীফাকে বিভিন্ন মাস্‌আলা জিজ্ঞেস করছেন। আর আবু হানীফা তার জবাব দিচ্ছেন। আল্-আ'মাশ তাঁকে বললেন, আপনি কোথা থেকে এসব জবাব পান? তিনি বললেন, তুমি তো আমাদেরকে হাদীস বলেছিলে ইবরাহীম থেকে এই সম্পর্কে, আবার আশ্-শা'বী থেকে ওই হাদীসটি। তখন আল্-আ'মাশ বললেন :

يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ، أَنْتُمُ الأَطِبَّاءُ، وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ.

"হে ফকীহ্ সম্প্রদায়! আপনারা হচ্ছেন ডাক্তার আর আমরা হচ্ছি ফার্মাসিস্ট"। শব্দবিন্যাসটি হচ্ছে আস্-সুমাইরির হাদীস (নাসীহাতু আহলিল হাদীস, খ. ১, পৃ. ৪৫)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আমাদের শায়খ মুহাম্মাদ 'ঈসা আল্-ফাদানি (র)[1] -এর আল্-'উজালাহ্ ফিল আহাদীস আল্-মুসালসালাহ্ গ্রন্থ (হাদীস সিরিজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

হানাফী ফকীহগণের ধারাবাহিক বিন্যাস : المسلسل بالفقهاء الحنفية এ হাদীসটি বর্ণনা

---

১. আমাদের এই মহান আলেম আবুল ফায়দ মুহাম্মাদ ইয়াছীন বিন মুহাম্মাদ আল্-ফাদানি আল্-মাককি (রহ)-এর সাথে আমি মক্কা শরীফে ১৩-১১-১৪০১ হি. তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেখা করেছিলাম। সাথে ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ 'আওয়ামাহ্ (আল্লাহ্ তাঁকে সুস্থ রাখুন)। সেখানে উপস্থিত সবাই ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাই মাজদ মাক্কী, মাহ্‌মূদ সাঈদ আল্-মিসরী, হাম্‌দী আরসালান আত্-তুরকী, মুহাম্মাদ আজাম, মুহাম্মাদ আদেল মারতিনি। ওই সময় শায়খ আমাদের সামনে তার সনদ মারফত ৪০টি হাদীস শুনিয়েছেন। সিরিজের প্রথম হাদীসটি ছিল : الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. "দয়ালুদের ওপর দয়া করেন মহাদয়াময়। অতএব তোমরা দয়া করো যারা আছে জমিনে, তোমাদের দয়া করবেন যিনি আছেন আস্‌মানে।"
হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন আবু দাউদ তাঁর সুনানে, তিরমিযী তাঁর জামে' গ্রন্থে এবং তিনি বলেছেন, এটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের হাদীস। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি এনে বলেছেন : সহীহ। শায়খ তাঁর সিরিজের ৪০টি হাদীস বর্ণনা করার পর উপস্থিত সবাই হাতে হাতে তাঁর কিতাব গ্রহণ (مناولة) করেন। এটির নাম হচ্ছে : وريقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والاسانيد العالية তিনি বললেন, আপনাদেরকে আমার থেকে বর্ণনা করার এজাযত দিলাম। আমার অন্যান্য সঙ্কলনগুলোর অনুমতি দিলাম। অনুরূপভাবে যারা আমার থেকে বর্ণনা দিতে চায় এই যমানার তাদের সবাইকেও অনুমতি দিলাম। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি এমন সময় অনুমতি দিলেন যখন হাদীসের ধারক-বাহক তথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিন আল ওয়াতারী, আব্দুল গণি বিন আবু সাঈদ আদ্দ-দেহলবী, মুহাম্মাদ আবেদ আস-সিন্দী ছুম্মা আল-মাদানী...।

www.asksumon.wordpress.com

করেছেন আমাদেরকে আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী লাখনাবী, অতঃপর আল্-মাদানী আল্-হানাফী যথাক্রমে সাইয়্যেদ আলী বিন/আল ওয়াতারী, আব্দুল গনি বিন আবু সাঈদ আদ-দেহলবী, মুহাম্মাদ আবেদ আস-সিনদী ছুম্মা আল-মাদানী ... ... । মূল সনদ পরিশিষ্টে দেখুন। নিজ সনদে ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী বর্ণনা করেছেন ইমাম আ'যম আবু হানীফা আননু'মান বিন সাবেত আল্-কূফী থেকে; তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাবীবাহ্ থেকে; তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি মহানবী (সা)-এর পেছনে সওয়ারীতে বসা ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন :

يا أبا الدرداء من شهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة ·

"হে আবু দারদা! যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল তার জন্য জান্নাত অবধারিত"। আমি বললাম, وإن زنى وإن سرق "যদিও সে ব্যভিচার করে, যদিও সে চুরি করে"? একথার কোন উত্তর না দিয়ে তিনি কিছুক্ষণ পথ চললেন। এরপর আবার আমি তাঁর বাণীটি উচ্চারণ করলাম। আমি বললাম, যদিও সে যেনা করে, চুরি করে? তখন মহানবী (সা) বললেন : وإن زنى وإن سرق وإن رغم انف ابي الدرداء "হাঁ, যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে, যদিও আবুদ্ দারদার নাকে খত দিতে হয়।" আবু দারদা (রা) এই হাদীসটি প্রতি জুমআহ্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বারের কাছে বলতেন এবং তাঁর আঙ্গুল তাঁর নাকে রেখে বলতেন, আবুদ্ দারদার নাকে খত দিয়ে হলেও। ইব্ন আত্-তাইয়্যেব বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ, এটি সহীহ সঙ্কলনে ইমামগণও উপস্থাপন করেছেন। দেখুন العجالة فى الأحاديث المسلسلة شيخنا محمد عيسى الفاداني رحمه الله تعالى (আল্-'উজালাহ্, ১/৩৭)।

প্রাচ্য সনদের আরেকটি ধারা

এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী আল্-আইয়ুবী আল্-আন্সারী আল্-লাকনুবী যথাক্রমে আল্লামা মুহাম্মাদ ইব্ন জামালুদ্দীন আহ্মাদ আল্-লাকনোভী (লক্ষ্ণৌবী)-মুহাদ্দিস হাসান বিন আলী আল্-লাক্ষ্ণৌবী-মুহাদ্দিস আব্দুল আযীয আদ্-দেহলভী-তাঁর পিতা মুহাদ্দিস আহ্মাদ ওয়ালিউল্লাহ্ আদ্-দেহলভী (দিল্লী) ... তাঁর সনদে (পরিশিষ্ট দেখুন) দাউদ আত্-তাঈ থেকে, তিনি আন্-নু'মান বিন সাবিত অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'আতা বিন আবু রেবাহ্ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন : إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد "যখন নক্ষত্র উপরে উঠে তখন সকল দেশ থেকে বালা মুসিবত উঠে যায়" (মুসালসাল মুহাম্মাদ আল্-ফাদানি, খ. ১, পৃ. ৫৩)।

www.asksumon.wordpress.com

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কিতাব ওয়াসায়াল 'উলামা (আলেমদের উপদেশ গ্রন্থ)
ইব্‌ন যাব্‌র আল্‌-রিব্‌'য়ী কৃত

ইমাম আবু হানীফা আন্‌-নু'মান বিন সাবেত (র)-এর উপদেশ : আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, আস্‌-সামূরী বর্ণনা করেন যথাক্রমে ইবরাহীম ইব্‌ন আল্‌-জুনাইদ-সাঈদ ইব্‌ন জামায সূত্রে বাক্‌র বিন আল্‌-'আবেদ থেকে; আবু হানীফা তার মৃত্যুকালে বলে গেছেন : ارحمنى وأنا صريع بين أهل الدنيا أعالج نفسي يا أرحم الراحمين "দুনিয়াবাসীর মাঝে আমি যখন নিস্তেজ, ধরাশায়ী, শয্যাশায়ী তখন আমাকে দয়া করুন, নিজেকে একটু ঠিক করে নেই, হে মহা দয়াময়"।

সমাপ্তিকা ও ফলাফল

আমাদের এই গবেষণার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকের কাছে আশা করি প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীস ও ফিকহ্‌ শাস্ত্রের ইমাম বা হাদীস বিশারগণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর রেওয়ায়াত বা বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সেগুলো তাঁদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিজ্ঞান তো আসলে উম্মতে মোহাম্মাদীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা হাদীস বিজ্ঞানীগণ উদ্ভাবন ও সংরক্ষণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হাদীসের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা। এজনই তাঁরা বলেছেন, যদি সনদ না থাকতো তাহলে যার যা ইচ্ছে তা-ই বলে যেত। যখনই হাদীসের মধ্যে জালিয়াতির সূচনা হলো তখনই আলেমগণ শ্লোগান তুললেন : তোমরা যাদের কাছে এইসব হাদীস পেয়েছ তাদের বলো এবং তোমাদের বর্ণনাসূত্র পেশ কর। এই সময় উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটলো সূত্রে বর্ণিত ব্যক্তিদের ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত বিজ্ঞানের। এটাকে ইল্‌মুর রেজাল বলা হয়। এভাবেই জালিয়াতি আর এর হোতারা ধরা পড়ে গেল। এভাবেই মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ্‌ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল এবং পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে বোঝার উপায় সুরক্ষিত থাকলো।

যাহোক, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠক প্রত্যক্ষ করলেন যে, পবিত্র ইলম হাদীস ও সুন্নাহ্‌ বিষয়ে আবু হানীফা (র)-এর ইমামত বা নেতৃস্থানীয় অবস্থান কত সুদৃঢ়। তিনি মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ' সব শ্রেণীর হাদীসকেই প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সেমতেই বোঝার চেষ্টা করেছেন। মহান রাসূল (সা), তাঁর সাহাবী ও তাবিঈদেরকে বুঝতে নিজ আকলকে খাটিয়েছেন, চিন্তাধারা তাদের চিন্তার প্রবাহে প্রবহমান করেছেন। এরপর তিনি সেসব বাণী ও কর্মের ওপর কিয়াস বা বিবেচনা করেছেন।

আমাদের এই গবেষণার ফল সংক্ষেপে আবার তুলে ধরছি : তিনি বর্ণনা করেছেন মোট ৩৭১ টি হাদীস। এর মধ্যে মারফূ হচ্ছে ১৪৬টি হাদীস (৩৯%)। কেবল একটি হাদীস বর্ণনায় তিনি একা ছিলেন। আর সব হাদীসেই অন্যরাও তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। কাজেই তাঁর

www.asksumon.wordpress.com

সমর্থিত হাদীস হচ্ছে ৯৯% ভাগ। মওকূফ হাদীস বর্ণনা করেছেন ৫৮টি, যার অধিকাংশই বিশ্লেষিত হয়েছে এবং এর সনদের ধারাবাহিকতা ও সমর্থন নির্দেশ করা হয়েছে। সে হিসেবে এর অনুপাত ছিল ৫৮/৩৭১=৬/১৫%

আছার হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ১৬৮। আছার অর্থাৎ তাবেঈগণের বাণী, এর অনুপাত হচ্ছে : ১৬৮/৩৭১=৩/৪৫% এটাই সর্বোচ্চ। এবার ফলাফল বিশ্লেষণে আসা যাক।

(১) উপরের পরিসংখ্যানের নিরিখে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আবু হানীফার ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র হচ্ছে হাদীসভিত্তিক ফিক্‌হ (فقه أثرى)। কারণ তিনি আকল খাটাবার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়াতের কি প্রামাণ্য দলীল আছে তার ওপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবু হানীফার ওপর ওই হাদীসটি একদম খেটে যায়, যা তিনি তার পিতা (সূত্রে)-ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

رحم الله من سمع منى حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع .

"আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন, যে আমার কোন বাণী শোনে তা যেমন শুনেছে তেমনি অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছে। কারণ অনেক ব্যক্তি আছেন যারা হাদীসটি পাওয়ার পর আমার থেকে সরাসরি শ্রোতা থেকেও বেশি গভীরভাবে দয়ঙ্গম করতে পারে"।

এটি বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন হিব্বান তাঁর সহীহ্‌তে ১/২৭৪, তিরমিযী তাঁর সুনান-এ, আরও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, আহ্‌মাদ, আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে, তাবারানী তাঁর আল্-মু'জাম আল্-কাবীর-এ। কাজেই দেখা যায়, একদিকে হাদীসের বর্ণনা, আরেকদিকে রয়েছে হাদীসের বুঝ, প্রজ্ঞা বা ফিক্‌হ। যিনি হাদীসের মর্ম বুঝেছেন তিনিই হচ্ছেন উত্তম ধারক এবং উত্তম সমঝদার। তিনিই তো এর জ্ঞান ও গূঢ় অর্থের গভীরে ডুব দিতে পারেন। তিনিই কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রামাণ্য বিষয়টি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারেন।

(২) ইমাম আবু হানীফা (র) হচ্ছেন মধ্যম পরিমাণের হাদীস রেওয়ায়াতকারী। তিনি অধিক রেওয়ায়াতকারী নন (যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের উপরে)। আবার তিনি স্বল্প রেওয়ায়াতকারীদের মধ্যেও পড়েন না (কারণ স্বল্প রেওয়ায়াতকারী ধরা হয় যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক শতের কম)। আমার একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) ওই সকল হাদীস ও আছারই বর্ণনা করেছেন, যার ওপর আমল করা হয়। এর বাইরের হাদীস তিনি বর্ণনা করেন না। যদি আমার ধারণা প্রমাণিত হয় তাহলে এটা তাঁর এক বিশাল কৃতিত্ব। এতে গবেষকগণ অক্লেশে তাঁর অভিমতের খোঁজ পেয়ে যাবেন।

(৩) ইমাম তিরমিযী ও দারা কুত্‌নী (র) উভয়ই ইমাম আবু হানীফা (র) কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তির মূল্যায়ন (الجرح والتعديل) বা সমালোচনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাদের এই কাজটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা হচ্ছেন তাদের নিকট এমন হাদীস বিশ্লেষক যাঁর অভিমতে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা সাব্যস্ত হয় (من رجال الترجيح)।

www.asksumon.wordpress.com

কিন্তু ফিকহ বিষয়ে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির নিচে এ দিকটি বরং ঢাকা পড়ে গেছে। এজন্যই তাঁর অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের গভীরতার কথা ছড়াতে পারেনি।

(৫) আমরা এও লক্ষ করেছি যে, যারা ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন তাদের মধ্যে হাদীসের দিকপাল ইমামগণও রয়েছেন। যেমন মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম, ইনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ এবং তাঁর বিখ্যাত 'সুলাছিয়্যাত' (ত্রয়ী সনদবিশিষ্ট হাদীস)-এর একজন রাবী (বর্ণনাকারী)। আরেকজন হচ্ছেন ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, যিনি বিখ্যাত হাদীস সঙ্কলন 'আল-মুসান্নাফ'-এর গ্রন্থকার। এমনি করে ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নুল মোবারক, এদের একেকজন হচ্ছেন জ্ঞানের একেকটি পাহাড়। এমনসব ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করা তাঁর রেওয়ায়াতের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনেরই উজ্জ্বল প্রমাণ।

(৬) ইমাম আবু হানীফার উস্তাদগণ, যাদের নিকট থেকে তিনি রেওয়ায়াত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন 'আসেম ইব্‌ন আবুন্ নাজূদ। ইনি হচ্ছেন পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীনভাবে ধারাবাহিক বর্ণনা (القراءة المتواترة)-এর একজন ধারক-বাহক, যাঁর পঠনরীতিতেই প্রাচ্য দেশীয়রা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন। এটাও তাঁর একটি উজ্জ্বল দিক।

(৭) এই কিতাবটি প্রণয়নে কম্পিউটার প্রোগ্রামের সহায়তা নেয়া হয়েছে, যাতে যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়। মূল কিতাব ও সফটওয়ার-এর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিবিড়ভাবে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

যেসব মহান ব্যক্তি এর মুখবন্ধ লিখেছেন এবং আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ও আমার সন্তানদের ক্ষমা করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ নূর ইব্‌ন আব্দুল হাফীয ইব্‌ন হাজী নূর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উমার সুওয়াইদ।

৪ রবিউল আউয়াল, ১৪২৪ হি.।

ইফা (রাজস্ব)/২০১২-২০১৩/প্রকাশ/৪২৯৭—৩,২৫০